

তৃতীয় ভলিউম

বেহেশ্তি জাওর

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

আল্লাহ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে ফকীহ বানাইয়া দেন।

বঙ্গানুবাদ

বেহেশ্তী জেওর

৮ম, ৯ম, ও ১০ম খণ্ড

[তৃতীয় ভলিউম]

লেখক

কুত্বে দাওরান, মুজান্দিদে যমান, হাকীমুল উস্মাত
হ্যরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশ্তী (রঃ)

অনুবাদক

হ্যরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী
প্রাক্তন প্রিসিপাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ১ ঢাকা

ଆରୟ

ହାମ୍ଦ ଓ ଛାଲାତେର ପର ବାଂଲା ଭାଷାଭାଷୀ ମୁସଲିମ ଭାତ୍ରବୁନ୍ଦେର ନିକଟ ଅଧୀନେର ବିନୀତ ଆରୟ ଏହି ଯେ, ମୁଜାଦେଦେ ଯମାନ, କୁତ୍ବେ ଦାଓରାନ, ପାକ-ଭାରତେର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଲେମ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଝୁଗ୍ ହସରତ ମାଓଲାନା ଆଶ୍ରାଫ ଆଲୀ ଥାନଭୀ (ରହମତୁଲ୍ଲାହି ଆଲାଇହି) ଦ୍ୱୀଯ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟି ଇସଲାମ ଏବଂ ମୁସଲିମ ସମାଜେର ଖେଦମତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଯା ଗିଯାଛେ । ତିନି ପ୍ରାୟ ଏକ ହାଜାର କିତାବ ଲିଖିଯା ଗିଯାଛେ । ତମଧ୍ୟେ କୋନ କୋନ କିତାବ ୧୦/୧୨ ଜିଲ୍ଦେରେ ଆଛେ । କିନ୍ତୁ ଏହିବେ କିତାବେର କପି ରାଇଟ ତିନି ରାଖେନ ନାହିଁ ବା କୋନ ଏକଥାନି କିତାବ ହିଟେ ବିନିମ୍ୟ ସ୍ଵରୂପ ଏକଟି ପଯସାଓ ତିନି ଉପାର୍ଜନ କରେନ ନାହିଁ । ଶୁଦ୍ଧ ଆଲ୍ଲାହର ଓୟାଙ୍କେ ଦ୍ୱୀନ ଇସଲାମେର ଖେଦମତେ ଓ ମୁସଲିମ ସମାଜେର ଉତ୍ସତିର ଜନ୍ୟ ଲିଖିଯା ଗିଯାଛେ ।

ତାହାର ଲିଖିତ କିତାବେର ମଧ୍ୟେ ୧୧ ଜିଲ୍ଦେ ସମାପ୍ତ ବେହେଶ୍ତ୍ରୀ ଜେଓର ଏକଥାନା ବିଶେଷ ଯରାରୀ କିତାବ । ସମଗ୍ର ପାକ-ଭାରତେର କୋନ ଘର ବୋଧ ହୁଏ ବେହେଶ୍ତ୍ରୀ ଜେଓର ହିଟେ ଖାଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଏମନ ମୁସଲମାନ ହସତ ଖୁବ ବିରଳ, ଯେ ବେହେଶ୍ତ୍ରୀ ଜେଓରେର ନାମ ଶୁଣେ ନାହିଁ । ବେହେଶ୍ତ୍ରୀ ଜେଓର ଆସଲେ ଲେଖା ହିୟାଛିଲ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଦେର ଜନ୍ୟ ; କିନ୍ତୁ କିତାବଖାନା ଏତ ସର୍ବଜୀନ ସୁନ୍ଦର ଓ ଏତ ବ୍ୟାପକ ହିୟାଛେ ଯେ, ପୁରୁଷେରା ଏମନ କି ଆଲେମଗଣଓ ଏହି କିତାବଖାନା ହିଟେ ଅନେକ କିଛୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇତେଛେ ।

ବହୁଦିନ ଯାବ୍ଦ ଏହି ଆହକାରେର ଇଚ୍ଛା ଛିଲ ଯେ, କିତାବଖାନାର ମର୍ମ ବାଂଲା ଭାଷାଯ ଲିଖିଯା ବନ୍ଦୀଯ ମୁସଲିମ ଭାଇ-ଭନ୍ନିଦିଗେର ଇହ-ପରକାଳେର ଉପକାରେର ପଥ କରିଯା ଦେଇ ଏବଂ ନିଜେର ଜନ୍ୟଓ ଆଖେରାତେର ନାଜାତେର କିଛୁ ଉଛିଲା କରି ; କିନ୍ତୁ କିତାବ ଅନେକ ବଡ଼, ନିଜେର ସାନ୍ତ୍ଵନ ଓ ଶରୀର ଅତି ଖାରାପ, ଶକ୍ତିହୀନ ; ତାହି ଏତ ବଡ଼ ବିରାଟ କାଜ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଜୁଟିଯା ଉଠେ ନାହିଁ । ଏଥିନ ଆଲ୍ଲାହ ପାକେର ମେହେରବାନୀତେ ମୁସଲିମ ସମାଜେର ଖେଦମତେ ଇହା ପେଶ କରିତେ ପ୍ରୟାସ ପାଇତେଛି । ମଙ୍କା ଶରୀଫେର ହାତୀମେ ବସିଯା ଏବଂ ମଦିନା ଶରୀଫେର ରାଓୟାଯେ-ଆକଦାସେ ବସିଯାଓ କିଛୁ ଲିଖିଯାଛି । ‘ଆଲ୍ଲାହ ପାକ ଏହି କିତାବଖାନା କବୁଲ କରନ ଏହି ଆମାର ଦୋଆ ଏବଂ ଆଶ କରି, ପ୍ରିୟ ପାଠକ- ପାଠିକାଗଣଓ ଦୋଆ କରିତେ ଭୁଲିବେନ ନା । ଏହି ପ୍ରକ୍ଷତକେ ଆମାର ବା ଆମାର ଓୟାରିଶାନେର କୋନ ସ୍ଵତ୍ତ ନାହିଁ ଓ ଥାକିବେ ନା ।

ମୂଳ କିତାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସଆଲାର ସଙ୍ଗେଇ ଉତ୍ତର ଦଲିଲ ଏବଂ ହାଓୟାଲା ଦେଓୟା ହିୟାଛେ । କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦୁ ବେହେଶ୍ତ୍ରୀ ଜେଓର କିତାବ ସବ ଜାଗଗାଯାଇ ପାଓୟା ଯାଯା ଏବଂ ଉର୍ଦୁ ଭାଷାଓ ପ୍ରାୟ ଲୋକେଇ ବୁଝେ, ଏହି କାରଣେ ଆମି ଦଲିଲ ବା ହାଓୟାଲାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହିଁ । ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ ହୁଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସକରଣେ ଦଲିଲ ଓ ହାଓୟାଲା ଦେଓୟା ହିୟବେ । ଆମି ଏକେବାରେ ଶଦେ ଶଦେ ଅନୁବାଦ କରି ନାହିଁ, ଖୋଲାଛା ମତଲବ ଲଇଯା ମୂଳ କଥାଟି ବାଂଲା ଭାଷାଯ ବୁଝାଇଯା ଦିଯାଛି । ଦୁଇ ଏକଟି ମାସଆଲା ଆମାଦେର ଦେଶେ ଗାୟରେ ଯରାରୀ ମନେ କରିଯା କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷେ ତାହା ପରିଭ୍ୟାଗ କରିଯାଛି ଏବଂ କିଛୁ ମାସଆଲା ଯରାରତ ମନେ କରିଯା ଅନ୍ୟ କିତାବ ହିଟେ ସଂଯୋଜିତ କରିଯାଛି । ତା’ହାଡ଼ା ବେହେଶ୍ତ୍ରୀ ଗାୟହରେ ସମସ୍ତ ମାସଆଲା ବେହେଶ୍ତ୍ରୀ ଜେଓରେର ମଧ୍ୟେଇ ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ଚୁକାଇଯା ଦିଯାଛି । କାହାରେ ସନ୍ଦେହ ହିଟେ ପାରେ ବିଧାୟ ବିଷୟଟି ଜାନାଇଯା ଦିଲାମ ।

■ সূচী-পত্র ■

বিষয়

পৃষ্ঠা

অষ্টম খণ্ড

রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর জন্ম ও মৃত্যু	১
রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর চারি কন্যা, পাঁচ পুত্র	২
রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর আদত-আখ্লাক	৩
আস্ত্রিয়াগণের নেক বিবিদের কাহিনী	
হ্যরত হাওয়া (আং),	
হ্যরত সারা (আং)	৫
হ্যরত হাজেরা (আং)	৬
হ্যরত ইসমাইলের বিবির কাহিনী	৭
বাদশাহ নমরদের কন্যা	৮
আইয়ুব নবীর স্ত্রী বিবি রহীমা,	
হ্যরত ইউসুফ (আং)-এর খালা	৯
হ্যরত মুসা (আং)-এর মাতা,	
হ্যরত মুসা (আং)-এর ভগী	১০
হ্যরত মুসা (আং)-এর বিবি ছফুরা	১১
হ্যরত বিবি আছিয়া,	
ফেরআউনের কন্যা ও বাঁদী	১২
হ্যরত মুসার এক বৃদ্ধা লক্ষণ	১৩
হাইসুরের ভগী, হ্যরত বিলকিস	১৪
বনি-ইশ্রায়ীলের এক দাসী	১৫
বনি-ইশ্রায়ীলের এক বুদ্ধিমতী নারী,	
হ্যরত বিবি মরইয়ম	১৬
হ্যরত খাদিজা, হ্যরত সওদা, হ্যরত আয়েশা ছিদ্রীকা	১৭
হ্যরত হাফসা, হ্যরত যয়নব বিন্তে জাহাশ	১৮
হ্যরত যোয়ায়ারিয়াহ	১৯
হ্যরত মায়মুনাহ, হ্যরত সকিয়া	২০
হ্যরত যয়নব, হ্যরত রোকেয়া,	
হ্যরত উম্মে কুলসুম, হ্যরত ফাতেমা (রাঃ)	২১
হ্যরত হালিমা সাআদিয়া, হ্যরত উম্মে সলিম	২২
হ্যরত উম্মে হারাম, হ্যরত আবু হৱায়ারার মাতা	২৩
ইমাম রবিয়া তুর্বার মাতা, হ্যরত ফাতেমা নিশাপুরী	২৪
হ্যরত রবিয়া বিন্তে ইসমাইল, হ্যরত মায়মুনা সওদা	২৫
হ্যরত ছারি সাকাতির মুরাদ, হ্যরত তোহফা	২৬
শাহ ইবনে-সোজা কারমানির কন্যা	২৭

বিষয়

	পৃষ্ঠা
নেক বিবিগণের তারীফে কোরআন ও হাদীস	২৮
সংশোধনমূলক কাহিনী	৩২
ওয়ায়েলার কাহিনী, হযরত লুত (আঃ)-এর বিবি, কাফের আওরত ছদ্মফের কাহিনী	৩৩
আরবিলের কাহিনী	৩৪
নায়েলার কাহিনী, হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর হত্যাকারিণী	৩৫
মহান আবেদের বিবির কাহিনী, হযরত জুবীহের তোহমতকারিণী আওরত	৩৬
বনি-ইস্রায়ীলের নির্দিয় আওরত, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের এক আওরত	৩৭
বনি-ইস্রায়ীলের ঠগবাজ আওরত, যায়দা বিন্তে আশআবের কাহিনী	৩৮
বিবি যুলেখার কাহিনী, কারাগের ধোকাবাজ আওরত গোনাহ স্বীকারকারিণী আওরত,	৩৯
রাসুলে মাকবুলের পাক শামায়েল	৪০

নবম খণ্ড

স্বাস্থ্য সুখের মূল	৪৯
খদ্দ	৫১
গম	৫২
মাংস বর্গ, পাখী	৫৩
মাছ বর্গ	৫৪
ডাইল বর্গ, তরকারী	৫৫
শাক বর্গ	৫৬
তেল বর্গ, ঘৃত বর্গ, দুুঞ্চ বর্গ	৫৬
অবস্থাভেদে দুঃখের গুণাগুণ, গুড়বর্গ	৫৭
ফল বর্গ	৫৮
মোছলেহাত বর্গ	৫৯
লবণ বর্গ, মধু বর্গ	৬১
অম বর্গ, মিষ্টান বর্গ, পরিশ্রম	৬২
বিশ্রাম, চিন্ত বিনোদন, ক্রন্দন	৬৩
নিদ্রা, নিদ্রার সময়	৬৪
নিদ্রার নিয়ম, নিদ্রার সময় সাবধানতা, পানি	৬৫
অধঃগতি, সংযম	৬৬
সমাধান	৬৭
সাবধানতা	৬৮
বিশেষ সতর্কীকরণ	৬৯
শিরঃ পীড়া	৭০
	৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাথা বেদনার চিকিৎসা, তদবীর	৭২
প্রতিশ্যায় সর্দি, তদবীর, উন্মাদ	৭৪
উন্মাদ রোগে রস প্রয়োগ	৭৫
স্বল্প ব্যয়ে উন্মাদ চিকিৎসার তদবীর	৭৭
মৃগী,	
তদবীর	৭৮
চুল, চক্ষু রোগ	৭৯
চক্ষু উঠা	৮০
দৃষ্টিশক্তি হীনতা, তদবীর	৮১
কর্ণ রোগ	৮২
নাসিকা রোগ, তদবীর, সর্দি, জিহ্বা	৮৩
দন্ত রোগ, মুখের দুর্গন্ধ, গণমালা ও গলগণ্ড	৮৪
বক্ষ, চন্দনাদ্য তেল প্রস্তুত প্রণালী	৮৫
রাজ ঘষ্মা, ঘষ্মা রোগের লক্ষণ	৮৬
তদবীর, হৃদ রোগ	৮৭
তদবীর	৮৮
পথাপথ্য, জঠর পীড়ি	৮৯
অগ্নিমাদ্য	৯০
অতিসার, প্রবাহিকা	৯১
তদবীর	৯২
শূল বা নিদারণ বেদনা	৯৩
তদবীর, শোথ ও জলোদরী	৯৪
তদবীর, ত্রিমি, প্লীহা-যকৃত	৯৫
পাণ্ডু, কামলা, হলিমক, তদবীর	৯৬
গুর্দা, মৃত্রাশয়	৯৮
তদবীর	৯৯
পাথরী	১০০
তদবীর, জরায়ু	১০১
আধিক রক্তস্নাব, তদবীর	১০২
শ্বেত প্রদর, তদবীর	১০৩
গর্ভ	১০৪
গর্ভবতীর সাবধানতা, গর্ভবতীর রক্তস্নাব, গর্ভবতীর অকাল বেদনা	১০৫
তদবীর	১০৭
জন্ম নিয়ন্ত্রণ	১০৮
গর্ভবতীর পেটে সন্তান গোজ মারিয়া থাকিলে তাহার চিকিৎসা	১১২
গর্ভে সন্তানের অস্থিরতা	১১২
প্রসব বেদনা, গর্ভে মরা সন্তান ও ফুল বাহির করিবার উপায়	১১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
তদবীর	১১৪
প্রসূতির পথ্যাপথ্য, যৌন ব্যাধি (প্রমেহ), চিকিৎসা	১১৬
রস প্রয়োগ, পথ্যাপথ্য, প্রমেহ রোগ চিকিৎসায় সতকীকরণ	১১৭
ধৰ্মজড়দ, চিকিৎসা	১১৮
প্রস্তুত প্রণালী, লিঙ্গ ব্যাধি	১২১
গণেরিয়া, চিকিৎসা, গর্ভ (সিফলিস), চিকিৎসা	১২২
তদবীর	১২৩
যোনি ব্যাধি, চিকিৎসা, বাজীকরণ ও সতকীকরণ, স্বপ্নদোষ	১২৪
তদবীর, কোষ ব্যাধি, একশিরা কুরণ ও অস্ত্র বৃদ্ধি, চিকিৎসা	১২৫
গুহ্যদ্বার ব্যাধি	১২৬
চিকিৎসা, তদবীর	১২৭
ভগন্দর, তদবীর	১২৮
অর্শ ও ভগন্দরের পথ্যাপথ্য, বাগী, শ্লীপদ (গোদ)	১২৯
তদবীর, গোড়শূল	১৩০
সর্বাঙ্গীন, ফোঁড়া ও ব্রণ	১৩১
নালী ঘা	১৩২
জ্বর, বাত জ্বর	১৩৩
চিকিৎসা, দ্বিদোষজ জ্বর, চিকিৎসা, পিত্ত শ্লেঘা জ্বর	১৩৪
বাত শ্লেঘা জ্বর, চিকিৎসা, ত্রিদোষজ বা সাম্রাপ্তিক জ্বর	১৩৫
কর্ম্মূল জাত শোথ, চিকিৎসা, বিষম জ্বর ও জীর্ণ জ্বর চিকিৎসা	১৩৬
পালা জ্বর, তদবীর, গরম লাগা জ্বর	১৩৭
জ্বরের পথ্যাপথ্য	১৩৯
অগ্নিদঞ্চ, অগ্নিদঞ্চ চিকিৎসা, দাদ, কাওর চিকিৎসা,	
খোস চুক্কনা, মুখের মোচতা	১৪০
পিট চাল, তদবীর, আঘাত, শিক্র রোগ (পাতরী),	
চিকিৎসা, বিষ চিকিৎসা	১৪১
স্থাবর বিষ চিকিৎসা, জঙ্গম বিষ চিকিৎসা, তদবীর	১৪২
কুকুরের বিষ	১৪৩
জলাতক, বাল্য রোগ, হেরয়ে আবী দোজানা	১৪৪
স্তন্য-দুঃখ নষ্ট হইবার তিনটি কারণ, উম্মুচ-ছিবইয়ান	১৪৬
শিশুর ক্রদ্ধন, শিশুর কর্ণ রোগ, তদবীর	১৪৭
শয়া-মূত্র, শিশুর জ্বর, কলেরা, বসন্ত	১৪৮
শ্লেগ	১৪৯
বেদনা-শূল বেদনা	১৫১
স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য	১৫২
জ্বর, শোথ ফোঁড়া, সাপ, বিচ্ছু, বোলতা দংশন,	
বদ নজর, বসন্ত, সর্বপ্রকার ব্যাধিতে	১৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
অভাব-অনটন দূর করণার্থে, মুশকিল, জীন	১৫৪
পরীক্ষা ও জীন হাজির	১৫৫
বন্ধন	১৫৭
শাস্তি	১৫৮
বন্ধ	১৬৬
বাড়ী বন্ধ, বাড়ী বন্ধের নিয়ম নিম্নরূপ	১৬৯
জীন ও ইনসামের যাদু	১৭১
আমেলের কর্তব্য	১৭৩
অবৈধ প্রণয় বিচ্ছেদ, হারানো বন্ধ প্রাপ্তির জন্য	১৭৪
চুরি	১৭৫
প্লাটক মানুষ হায়ির করিবার তদবীর	১৭৬
দশম খণ্ড	
নিরাপদে থাকার কতিপয় নীতিকথা	১৭৮
কতিপয় শালীনতাহীন ও ক্ষটিপূর্ণ অভ্যাস—	
যাহা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট হয়	১৮৩
শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতার কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ	১৮৭
শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে সাবধানতা	১৯৪
কতিপয় জরুরী উপদেশ	১৯৬
অর্থ উপার্জনের এবং হস্ত শিল্পের কতিপয় গুণাবলীর কথা	২০১
কতিপয় আমিয়া (আঃ) ও বুরুর্গ যাহারা	
স্বহস্তে জীবিকা উপার্জন করিতেন	২০২
জীবিকা অর্জনের কতিপয় সহজ উপায়,	
সাবান প্রস্তুত প্রণালী	২০৩
সাবান প্রস্তুতের আধুনিক পদ্ধতি	২০৫
সাবানের উপাদানের তালিকা, প্রস্তুতের নিয়ম,	
কাপড়ে ছাপা রং করিবার নিয়ম	২০৬
লেখার কালি প্রস্তুত প্রণালী, ইংরেজী কালি তৈয়ার করিবার নিয়ম,	
কাঠের আসবাব-পত্র বার্নিস করার নিয়ম, বাসন-পত্র কালাই করার নিয়ম,	
তামা-পিতল ঝালাই করার নিয়ম	২০৭
তামাক প্রস্তুতের নিয়ম, খেশবুদার তামাক প্রস্তুতের নিয়ম,	
সহজ পাচ্য সুজির রুটি প্রস্তুতের নিয়ম,	
গোশ্চত পাকাইবার নিয়ম যাহা ছয় মাসেও খারাপ হয় না	২০৮
গোস্ত পাকানের ২য় নিয়ম,	
বিস্কুট পাউরটি প্রস্তুত প্রণালী	২০৯
পাউরটি প্রস্তুত করার নিয়ম	২১০
নানখাতায়ি প্রস্তুত করিবার নিয়ম, মিঠা বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম,	
নিমকী বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম	২১১

বিষয়

আমের আচার তৈয়ার করার নিয়ম,	
চাস্নিদার আচার তৈয়ার করার নিয়ম,	
শালগমের আচার, নবরত্ন চাট্টনী তৈয়ার করার নিয়ম,	
মোরববা প্রস্তুতের নিয়ম	২১২
নিমক পানির আম প্রস্তুত প্রণালী,	
লেবুর আচার তৈয়ার করার নিয়ম,	
কাপড় রংগাইবার নিয়ম, হলুদ রং	২১৩
সোনালী আভা রং, সোনালী রং করার অন্য নিয়ম,	
গ্রীন বা সবুজ রং করার নিয়ম,	
সবুজ বা গ্রীন রং করার ২য় প্রণালী,	
বেগুনী রং প্রস্তুত প্রণালী, লাল-আভা পাকা গাড় বেগুনী রং	২১৪
চকলেট রং, বাদামী বা হালকা জরদ রং, লাল পাকা রং	২১৫
পেস্তা রং, পেস্তা রংয়ের দ্বিতীয় নিয়ম, নীল রং, খাদ্য অধ্যায়	২১৬
ভিটামিন বা খদ্য-প্রাণ	২১৭
স্বাস্থের উপর ভিটামিনের প্রভাব ও	
ভিটামিনের উপকারিতার তালিকা	২১৮
কোন্ খদ্যে কতগুণ ভিটামিন আছে তাহার তালিকা	২১৯
দ্ব্য গুণ	২২৩
তরি-তরকারি	২২৪
দেশী ফল-ফলাদির গুণগুণ	২২৫
মসল্লাদির গুণগুণ	২২৭
হিসাব-পত্র লিখার নিয়ম, হিসাবের নমুনা	২২৯
পোষ্ট এবং টেলিগ্রাম অফিসের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী	২৩১
বুক-পোষ্টের নিয়ম	২৩৩
বীমা বা ইন্সিওরের নিয়ম	২৩৪
ভি, পি-এর নিয়ম, মণিঅর্ডারের নিয়ম, টেলিগ্রামের নিয়ম	২৩৫
পাসপোর্ট ও ভিসা	২৩৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

বেহেশ্তী জেওর

অষ্টম খণ্ড



রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর জন্ম ও মৃত্যু

রাসূলে করীমের মোবারক নাম মুহাম্মদ (ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ। তাঁহার পিতার পিতার নাম আবদুল মুতালিব, তাঁহার পিতার নাম হাশেম, হাশেমের পিতা আব্দে মনাফ।

রাসূলে করীমের মাতা আমেনা। আমেনা ছিলেন অহবের কন্যা। অহবের পিতা আব্দে মনাফ। তাঁহার পিতা যোহরা। উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীমের পিতৃকুলের এবং মাতৃকুলের আব্দে মনাফ একই জন নহেন—ভিন্ন ব্যক্তি।

কাফের বাদশাহ আবরাহা যে বৎসর হস্তি সহকারে খানায়ে কাঁবা ধ্বংস করিতে আসে—সেই সালের বারই রবিউল আউয়াল নবী করীম ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হন। সেদিনটি ছিল সোমবার। জন্মের কয়েক মাস পর হইতে শিশু নবী ধাত্রী গৃহে লালিত-পালিত হন। পাঁচ বৎসর বয়সে ধাই-মা হালিমা তাঁহাকে মাতা আমেনার গৃহে ফিরাইয়া দেন। ছয় বৎসর বয়সে মাতা আমেনা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আপন মাতুলালয় মদীনার বনী-নাজ্জারে গমন করেন। ফিরিবার পথে ‘আবওয়া’ নামক স্থানে এস্তেকাল করেন। সঙ্গীয়া দাসী উম্মে আয়মন বালক নবীকে সঙ্গে করিয়া মকায় পোঁচ্ছেন।

পিতা আবদুল্লাহ নবী করীমকে মাতৃগর্ভে রাখিয়াই এস্তেকাল করেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর দাদার লালন-পালনে তিনি বড় হইতেছিলেন। আল্লাহর মহিমা অপার—মানুষের বুঝা ভার। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দাদা আবদুল মুতালিবও ইহধাম ছাড়িয়া গেলেন। এইবার তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার চাচা আবু তালিব আপন কাঁধে তুলিয়া নিলেন।

একবারের এক ঘটনা। নবীকে সঙ্গে করিয়া চাচা আবু তালিব সিরিয়া তেজারতে চলিলেন। পথিমধ্যে নাছারা ধর্ম যাজক ‘বুহাইরার’ সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। বুহাইরা আবু তালিবকে বলিল—খবরদার! এই বালককে হেফায়ত কর। এই বালকই ভাবী নবী, আখেরী পয়গম্বর। এতদ্রবণে আবু তালিব বিস্মিত ও চমকিত হইলেন—আনন্দে অবিভূত হইলেন। বুহাইরার পরামর্শে তিনি বালক নবীকে মকায় পাঠাইয়া দিলেন।

বালক নবী যুবক হইয়াছেন। বিবি খাদিজার মাল লইয়া তেজারতে চলিয়াছেন। পথে বিঞ্চ-সাধু ব্যক্তি ‘নস্তুরা’ তাঁহাকে নবী হওয়ার সুসংবাদ দিল। তেজারত শেষে তিনি মকায় ফিরিলেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধা তাহেরা সচরিতা বিবি খাদিজার সহিত ঠাহার শাদী-মোবারক সুসম্পন্ন হইল। এই সময় নবী করীমের বয়স পঁচিশ বৎসর, বিবি খাদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর।

রাসূলুল্লাহ চল্লিশ বৎসর বয়সে নুরুওত প্রাপ্ত হন। তিক্তান বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি মেরাজ শরীফ গমন করেন। তিনি নুরুওত লাভের সুদীর্ঘ তের বৎসর কাল মাত্তুমি মকাতেই ইসলাম প্রচার কার্যে রত থাকেন। অতঃপর কাফেরদের অত্যাচার উৎপীড়নের কারণে আল্লাহ তাওলার আদেশে মদীনা মনাওয়ারায় হিজরত করেন। ঠাহার মদীনা আগমনের দিতীয় বৎসরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রথম জেহাদ জংগে বদর অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে ছোট বড় বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশটি উল্লেখযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ (দঃ) জীবনে মোট এগারটি শাদী করেন। ঠাহার জীবিতাবস্থায়ই দুইজন স্ত্রী এন্টেকাল করেন। একজন হ্যরত খাদিজা (রাঃ), দ্বিতীয়জন যয়নব বিন্তে খোয়ায়মা (রাঃ) বাকী নয়জনকে রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ) জাগ্রাতি হন।

- ১। হ্যরত সওদা রায়তাল্লাহ আনহা
- ২। হ্যরত আয়শা রায়তাল্লাহ আনহা
- ৩। হ্যরত হাফছা রায়তাল্লাহ আনহা
- ৪। হ্যরত উম্মে হাবিবা রায়তাল্লাহ আনহা
- ৫। হ্যরত উম্মে সালমা রায়তাল্লাহ আনহা
- ৬। হ্যরত যয়নব বিন্তে জাহাশ রায়তাল্লাহ আনহা
- ৭। হ্যরত জোয়ায়ারিয়া রায়তাল্লাহ আনহা
- ৮। হ্যরত মায়মুনা রায়তাল্লাহ আনহা
- ৯। হ্যরত সাফিয়া রায়তাল্লাহ আনহা

রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর চারি কন্যা :

- ১। হ্যরত যয়নব রায়তাল্লাহ আনহা
- ২। হ্যরত রোকেয়া রায়তাল্লাহ আনহা
- ৩। হ্যরত উম্মে কুলসুম রায়তাল্লাহ আনহা
- ৪। হ্যরত ফাতেমা রায়তাল্লাহ আনহা

পাঁচ পুত্র :

ঠাহাদের সকলেই বাল্যকালে এন্টেকাল করেন। একমাত্র হ্যরত বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর গর্ভেই জন্ম নিয়াছিলেন চারিজন। ঠাহার হইতেছেন—

- ১। হ্যরত কাসেম রায়তাল্লাহ আনহু
- ২। হ্যরত আবদুল্লাহ রায়তাল্লাহ আনহু
- ৩। হ্যরত তৈয়াব রায়তাল্লাহ আনহু
- ৪। হ্যরত তাহের রায়তাল্লাহ আনহু

পঞ্চম পুত্র হ্যরত ইব্রাহীম (রাঃ) জন্ম নিয়াছিলেন হ্যরত মারিয়ার গর্ভে। মক্কা শরীফে তিনি জন্ম নিয়া শৈশবাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন। হ্যরত আবদুল্লাহ নুরুওতের পর মক্কা শরীফে পয়দা হইয়া বাল্যেই এন্টেকাল করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ নুরুওতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং নুরুওতের পুর্বেই এন্টেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর তেষটি বৎসরের জেনেগীর দশ বৎসরকাল মদীনা মনাওয়ারায় ইসলাম প্রচার কার্যে অতিবাহিত করেন। ছফর মাসের দুইদিন বাকী থাকিতে (বুধবার) তিনি রোগ শয্যায় শায়িত হন। ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার চার্শ্টের ওয়াকে তিনি ওফাত পান।

রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণের মধ্যে হ্যরত যনব (রাঃ)-এর গর্ভে এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হয়। তাঁহাদের নাম মোবারক আলী ও উমাৰ। হ্যরত রোকেয়া (রাঃ)-এর গর্ভে আবদুল্লাহুর জন্ম হয়। কিন্তু ছয় বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। হ্যরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) নিঃসন্তান। হ্যরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গর্ভে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের জন্ম। তাঁহাদের বংশধরগণ দ্বারাই দুনিয়াতে নবী বংশ জারি আছে। কিন্তু দৈহিক বংশের চেয়ে ক্রহানী বংশের সংখ্যাই অধিক।

রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর আদত-আখ্লাক

রাসূলুল্লাহ (দঃ) ছিলেন দয়ার দরিয়া। প্রার্থীকে কখনো তিনি বিমুখ করিতেন না। কিছু না কিছু তিনি প্রার্থীকে দান করিতেন। তৎক্ষণাত দান করিতে না পারিলে অন্য সময়ে দান করিবার ওয়াদা করিতেন। সদা সত্য কথা বলিতেন। মিথ্যাকে তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না—সর্বদা ঘৃণা করিতেন। নব্রতা ও কোমলতায় ছিল তাঁহার দেল ভরপুর। ধীর, স্থির, শান্তভাবে কথা বলা ছিল তাঁহার আদত। কাটু কথা তিনি কখনও বলিতেন না। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহুর চরিত্রে অসাধারণ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি চিরদিন ছিলেন সরল, মুক্ত উদার, সুন্দর, কল্যাণময়। স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট-তকলিফ না হয়, সেদিকে তিনি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। রাত্রিতে ঘরের বাহির হইতে নিশ্চন্দে জুতা পায়ে দিয়া নীরবে দেরওয়াজা খুলিয়া বাহির হইতেন। বাহিরের ঘররত পুরো করিয়া আস্তে আস্তে নীরবে ঘরে প্রবেশ করিতেন। কাহারো ঘুম নষ্ট করিয়া কষ্ট দিতেন না। হাঁটিবার সময় দৃষ্টি নীচের দিকে রাখিতেন। সঙ্গীদের সহিত চলিবার সময় পিছনে চলিতেন। কাহারো সাক্ষাতে তিনি আগে সালাম করিতেন। বসিবারকালে খুব আজেয়ীর সহিত বসিতেন। আহার করিবার সময় নেহায়েত তাঁয়ীমের সহিত আহার করিতেন। কখনও পেট পুরিয়া খাইতেন না। সুস্বাদ বিলাস দ্রব্য আহার করা পছন্দ করিতেন না। হামেশা আল্লাহুর ভয়ে ভীত থাকিতেন। এই জন্যই অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন। বেলা-য়াবরত কথা কহিতেন না। যাহা বলিতেন তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতেন—যাহাতে কথা বুঝিতে কাহারও কষ্ট না হয়। কথাকে খুব লস্বা ও খুব খাট করিয়া বলিতেন না। ব্যবহার ও কথাবার্তায় খুব নব্রতা প্রকাশ প্রাপ্তি। তাঁহার খেদমতে কেহ হাজের হইলে তাঁহার যথার্থ সম্মান করিতেন এবং তাঁহার বক্তব্য খুব আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। শরীরত বিরোধী কথা বলিতে শুনিলে উহাতে বাধা দিতেন, অথবা নিজে দূরে সরিয়া পড়িতেন। অতি নগণ্য বস্তুকেও তিনি আল্লাহ তাঁ আলার অসীম নেয়ামত বলিয়া গণ্য করিতেন। কোন নেয়ামতকেই তিনি মন্দ বলিতেন না। এমন উক্তি করিতেন না যে, উহার স্বাদ বা গন্ধ ভাল নয়। অগত্যা কোন চীজ নিজের মোয়াফেক না হইলে উহা খাইতেন না বা তারীফ করিতেন না। কোন জিনিসের কোন দোষ খুজিয়া বাহির করিতেন না। কোন বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। কোন লোকসান কাহারও দ্বারা হইলে বা কোন কাজকে কেহ বিগড়াইয়া ফেলিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। হ্যরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, “আমি সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল হ্যুর (দঃ)-এর খেদমতে রহিয়াছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যাহাকিছু করিয়াছি সেই সম্পর্কে তিনি

কোনদিন এমন বলেন নাই যে, ইহা কেন করিয়াছ বা ইহা কেন কর নাই? কিন্তু শরীতের সীমা লঙ্ঘন করিলে তখন রাসূলুল্লাহর রাগকে কিছুই দমাইয়া রাখিতে পারিত না। নিজস্ব স্বার্থের জন্য তিনি কখনও রাগ করিতেন না। তিনি যাহার প্রতি রাগ হইতেন, তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেন মাত্র—ভালমন্দ কিছুই বলিতেন না। কাহারও প্রতি অসম্প্রস্তু হইলে নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। তাহার লজ্জা অবিবাহিতা মেয়ের চাইতেও বেশী ছিল।

প্রয়োজন বোধে মনু হাস্য করিতেন। উচ্চেঃস্বরের হাসিকে তিনি পছন্দ করিতেন না। সকলের সহিত মিল-মহবত বজায় রাখিয়া চলিতেন। অহঙ্কারে মন্ত হইয়া কখনও নিজকে বড় মনে করিতেন না। মাঝে মাঝে সত্য কথার মাধ্যমে হাসি ম্যাক করিতেন। নফল এবাদত নামায এত অধিক পড়িতেন যে, দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার কদম মোৰারক ফুলিয়া ফাটিয়া যাইত। কোরআন শরীর পড়িবার ও শুনিবারকালে আল্লাহর মহবতে ও ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতেন। সঙ্গী-সাথীগণকে প্রশংসায় লিপ্ত হইতে নিষেধ করিতেন। দীনহীন লোকের ডাকে সাড়া দিতেও বিলম্ব করিতেন না। রোগী চাই সে গরীব হউক, চাই সে আমীর হউক তাহার হাল হকিকত জিজ্ঞাসা করিতেন। ধনী-গরীব সবার জানায়ায়ই তিনি শরীর থাকিতেন। কোন গোলাম বা বান্দীর দাওয়াতকেও তিনি সাগ্রহে কবুল ফরমাইতেন। তাহার আচার-ব্যবহারে কখনও এইরূপ প্রকাশ পাইত না যাহাতে কেহ নিরাশ হয় বা ঘাবড়াইয়া যায়।

যালেম দুশ্মনের যুলুম হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি সর্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। অথচ দুশ্মনের সহিত অতি ন্যূন ভদ্র ব্যবহার করিতেন এবং হাসি মুখে কথাবার্তা কহিতেন। বসিবার সময়, দাঁড়াইবার সময় সর্ববিস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ রাখিতেন। কোন মহফিলে হাজের হইলে সর্ব-সাধারণের আসনেই উপবেশন করিতেন। জনসাধারণকে রাখিয়া কখনও উচ্চাসনে উপবেশন করিতেন না। কতিপয় লোকের সহিত কথা বলিবার সময় সকলের প্রতি সমভাবেই দৃষ্টি করিতেন। প্রত্যেকের সহিতই এমন দিলখোলা ব্যবহার করিতেন, যাহাতে সকলেই ভাবিত, রাসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকেই বেশী মহবত করেন। কেহ তাহার খেদমতে বসিলে বা কথা বলিতে লাগিলে, কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা সে ব্যক্তি না উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। অধিকাংশ গৃহস্থালী কার্য তিনি স্বহস্তে সমাধা করিতেন। যাবতীয় কার্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেন। অতি সাধারণের সহিতও তিনি বড়ই ন্যূনতা ও ভদ্রতার সহিত মিশিতেন। কাহারও দ্বারা কোন অনিষ্ট সাধিত হইলেও তিনি মুখের উপর ধমকি দিতেন না। ঝগড়া, ফাসাদ ও শোরগোলকে তিনি আদৈ পছন্দ করিতেন না। কেহ মন্দ ব্যবহার করিলে তিনি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন এবং তাহার অপরাধ মাজিনা করিতেন। কোন খাদ্যে, গোলাম বা স্ত্রীলোক এমন কি কোন জানোয়ারকেও তিনি স্বহস্তে প্রহার করিতেন না। অবশ্য শরীতের ভুকুম মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা সেটা পৃথক কথা। কোন যালেমের যুলুমের বদলা তিনি নিতেন না। তাহার চেহারা মেৰারকে সুদা হাসি ফুটিয়া থাকিত। কিন্তু দেল সদাসর্বদা আল্লাহর চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন থাকিত। বেফিকির কোন কথাই কহিতেন না। তাড়াতাড়ি কাহারও কুৎসা করিতেন না। কোন বিষয়ে কৃপণতা করিতেন না। তর্ক-বিতর্কে বা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়াকে অন্তরের সহিত ঘণ্টা করিতেন। অহঙ্কার বা গর্বের লেশমাত্রও তাহার ভিতর ছিল না। প্রয়োজনীয় ও উপকারী কথা ব্যতীত একটি বৃথা কথাও বলিতেন না। মেহমান ও অতিথিগণের যথাসাধ্য খেদমত করিতেন। কাহারও বে-তমিয়িকে তিনি সহ্য করিতেন না। কাহাকেও তাহার তারিফ বা প্রশংসা করিতে দিতেন না।

হাদীস শরীফে রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর মোবারক আদত-আখ্লাক সম্পর্কে বহু কিছু লিখিত রহিয়াছে। এখানে সংক্ষেপে যাহা বর্ণনা করা হইল, ইহার উপর বা-আমল হইতে পারিলেও যথেষ্ট।

আন্ধ্রিয়াগণের নেক বিবিদের কাহিনী

হ্যরত হাওয়া (আঃ)

বিবি হাওয়া (আঃ) আদি মানব হ্যরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী এবং মানব জাতির মাতা। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম কুদরতে বিবি হাওয়াকে আদি পিতা আদমের (আঃ) বাম পাঁজরের হাড়ি হইতে পয়দা করিয়াছেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাসস্থান হইয়াছিল বেহেশ্তের বাগিচা। সেখানে একটি বৃক্ষের ফল আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইবলীসের চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহারা উক্ত ফল ভক্ষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে এই নাফরামানীর দরমন এই মরজগতে পাঠাইয়া দেন। এখানে অসিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া কান্দাকাটি করিতে থাকেন। অবশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নেহায়েত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে মার্জনা করেন। দুনিয়াতে আসার সময় তাঁহারা একে অপর হইতে নির্খেঁজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুনরায় আল্লাহ্ কৃপায় তাঁহারা একত্রে মিলিত হন। ইহার পর তাঁহাদের ঘরে বহু সংখ্যক সন্তান-সন্ততি জন্ম হয়।

শরীতের খেলাফ কোন কাজ হইয়া গেলে সেই ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কান্দাকাটা করা চাই ভবিষ্যতের জন্য তওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া মাফ করিতে পারেন। এখান হইতে আমরা প্রধানতঃ এই শিক্ষাটি পাই।

হ্যরত সারা (আঃ)

বিবি সারা হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ)-স্ত্রী এবং হ্যরত ইসহাক (আঃ)-এর মাতা। ফেরেশ্তাগণ হ্যরত সারাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, “আপনি আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত স্বরূপ।” তাঁহার ঐশ্বর্যপ্রেম ও দো'আ কবুল হওয়ার কথা কোরআন মজীদে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীস শরীফে আছে—একদা হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) শামদেশে হিজরত করিতেছিলেন। বিবি সারা ছিলেন তাঁহার সঙ্গীনী। তাঁহারা পথ চলিতে চলিতে এক যালেম বাদশাহের রাজ্যে অসিয়া পেঁচিলেন। এক নাদান গোপনে বাদশাহকে জানাইল যে, আপনার রাজ্যে এক সুন্দরী রমণী আগমন করিয়াছে। ঘটনাচক্রে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে রাজ দরবারে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলঃ তোমার সঙ্গী রমণীটি কে? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ সে আমার ভগী। (হ্যরত ইব্রাহীম [আঃ] এখানে বিবি সারাকে স্বীয় স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন না, যেহেতু ইব্রাহীম [আঃ]-কে স্বামী বলিয়া জানিতে পারিলে যালেম বাদশাহ তাঁহাকে কতল করিয়া ফেলিবার সন্তানবনাই বেশী ছিল।) বাদশাহের সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিয়া ইব্রাহীম (আঃ) বিবি সারাকে বলিলেনঃ দেখ তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিও না। যেহেতু দীনী সম্পর্কে তুমি আমার ভগীই হও। ইহার পর বাদশাহ বিবি সারাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি বাদশাহের দরবারে হাজির হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, বাদশাহের মতলব মোটাই ভাল নয়। তাই তিনি ওয়ু করিয়া নামায পড়িলেন এবং দো'আর জন্য দরবারে এলাহীতে হাত উঠাইলেন। প্রার্থনা জানাইলেন, আয় আল্লাহ! হে পরওয়ারদেগার বেনিয়ায! সত্য সত্যই আমি যদি তোমার প্রেরিত পয়গম্বরের উপর বিশ্বাসী হইয়া থাকি, ঈমান আনিয়া থাকি এবং অদ্যাবধি আমার সতীত্বকে বজায়

রাখিয়া থাকি, তবে এই যালেম বাদশাহকে আমার উপর গালের করিয়া দিও না। দো'আ করার সঙ্গে সঙ্গেই যালেম বাদশাহৰ হাত, পা, এমন-কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনি পঙ্গু হইয়া পড়িল যে, অত্যাচার ঝুলুম তো দূরের কথা, সে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার অবস্থা মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। বিবি সারা ভবিলেন, এমতাবস্থায় যদি বাদশাহ মারা যায়, তবে জনগণ অবশ্যই বলিবে যে, এই রঘুনীহ বাদশাহৰ হত্যাকারিণী। তাই তিনি (সারা) বাদশাহের নিমিত্ত নেক (খায়রে) দো'আ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হইয়া গেল। পুনরায় বাদশাহের মাথায় বদ খেয়াল চাপিল। বাধ্য হইয়া বিবি সারা আবার বদ দো'আ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ববস্থাই ঘটিল। এইবার বাদশাহ কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া খুব কানাকাটা করিতে লাগিল। বিবি সারার দয়ার দরিয়ায় বান ডাকিল। তিনি দো'আ করিলেন, বাদশাহ ভাল হইয়া গেল। এইরূপে সে তিনবার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিবারই তাহা ভঙ্গ করিল। অবশ্যে বাদশাহু বলিয়া ফেলিল—আপনি এখানে কি মুছিবত নিয়া আসিয়াছেন, আপনি দয়া করিয়া এখান হইতে বিদায় হউন। বাদশাহ পূর্বাঙ্গেই বিবি হাজেরাকে ধাঁদী বানাইয়া রাখিয়াছিল। এবার তাঁহাকে খেদমতের নিমিত্ত বিবি সারার হাওলা করিয়া দিল। বিবি হাজেরার ইজ্জত আবরু আল্লাহ তা'আলা হেফায়ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিবি সারা তাঁহাকে স্বীয় স্বামী হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে প্রদান করিলেন।

উপরোক্ত কাহিনী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নামায়ের পরের দো'আ কবুল হইয়া থাকে। তাই প্রত্যেকের উচিত কোন মুছিবতে লিপ্ত হইয়া পড়িলে খাঁটি দেলে তওবা করিয়া নফল নামায আদায় করত দো'আয় মশগুল হওয়া।

হ্যরত হাজেরা (আঃ)

বিবি হাজেরা হ্যরত ইব্রাহীম খালীলুল্লাহৰ সহধৰ্মী ও হ্যরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা। হ্যরত ইসমাঈল (আঃ) তখন দুঃখপোষ্য শিশু। এই সময় আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হইলঃ তিনি হ্যরত ইসমাঈলের সন্তান-সন্তিগণের মাধ্যমে দিগন্ত বিস্তৃত মরময় মক্কাভূমিকে বস্তিতে পরিণত করিবেন। তাই তিনি প্রিয় নবী হ্যরত ইব্রাহীমকে হুকুম করিলেন বিবি হাজেরা ও তাঁহার দুধের সন্তানকে ভয়াবহ মরু ময়দানে ছাড়িয়া আসিতে। হ্যরত ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ আল্লাহৰ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন। ছাড়িয়া আসিলেন বিবি হাজেরাকে তাঁহার দুধের সন্তানসহ নির্জন মরু-ময়দানে। রাখিয়া আসিলেন তাঁহাদের জন্য এক মশক পানি ও এক থলি খোরমা। আসিবার সময় বিবি হাজেরা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ওহে খালীলুল্লাহ! আমার প্রাণের স্বামী, আমাদিগকে একাকী কোথায় ছাড়িয়া যাইতেছেন? উত্তরে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) নিরত্বে রহিলেন। বিবি হাজেরা কাতর স্বরে গদ্গদ কঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তবে ইহা কি আল্লাহৰ আদেশ? খালীলুল্লাহ বলিলেনঃ হঁ! এইবার সহাস্যে উৎফুল্ল হাদয়ে বিবি হাজেরা বলিয়া উঠিলেন, তবে আর কি চাই? করণাময়ের আদেশ; তাই আর কোন চিন্তা নাই; তিনি নিশ্চয়ই নিখিল মানবের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। ইহার পর বিবি হাজেরা সেখানে প্রশান্ত চিন্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। খোরমা খাইয়া পানি পান করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ছেলেকে স্তনের দুঃখ পান করাইতে লাগিলেন। অবশ্যে এমন একদিন উপস্থিত হইল যখন খোরমা ও পানি সবই ফুরাইয়া গেল। স্তনও দুঃখহীন হইয়া পড়িল। উভয়ের ক্ষুধা ও পিপাসা চরমে পৌঁছিল। পিপাসার তাড়নায় মরুভূমির উত্তাপে দুধের শিশু ছট্টফট্ট করিতে

লাগিল। মা ও ছেলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিল। পানির সন্ধানে মাতা দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ছাফা পাহাড়ে ঢিয়া চতুর্দিকে পানি তালাশ করিলেন। কোথাও পানির লেশমাত্র দেখিতে পাইলেন না। সেখান হইতে নামিয়া মারওয়া পাহাড় পানে দৌড়িয়া ছুটিলেন। পাহাড়ের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে পানি তালাশ করিলেন। কোথাও একবিন্দু পানির সন্ধান পাইলেন না। উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা নীচা ছিল। যতক্ষণ সমভূমিতে চলিতেন, তখন চাতক পাখীর ন্যায় অনিমেষ নেত্রে ছেলের দিকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেন। কিন্তু নিমস্তানে অবতরণ করিলে আর ছেলেকে দেখা যাইত না। তাই তিনি ঐ স্থানটুকু বেগে দৌড়িয়া অতিক্রম করিতেন। এইভাবে বিবি হাজেরা দৌড়িয়া দৌড়িয়া এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে চড়িয়া কয়েকবার পানির সন্ধান করিলেন। বর্তমানে উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিমস্তুমি সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। বিবি হাজেরার এই দৌড়ান আল্লাহু তা'আলার নিকট এত পছন্দনীয় হইল যে, তিনি হাজীদের জন্য উক্ত স্থানে সাতবার দৌড়ান এবাদতে পরিণত করিয়া দিলেন।

অবশ্যে বিবি হাজেরা মারওয়া পাহাড়ে ঢিয়া এক গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। পুনরায় ঐ আওয়াজ অস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেনঃ আমি আওয়াজ শুনিতে পাইতেছি, যদি কেহ এমন বিপদের সময় সাহায্য করিতে চায়, তবে আগাইয়া আসিতে পারে। তৎক্ষণাৎ বর্তমান যমযম কূয়ার জায়গায় ফেরেশ্তা দেখা গেল। ফেরেশ্তা তাঁহার বাজু দ্বারা মাটিতে আঘাত করায় পানি উথালিয়া উঠিতে লাগিল। বিবি হাজেরা মাটির বাঁধে পানি আটকাইয়া ফেলিলেন। নিজে পানি পান করিলেন, ছেলেকে পান করাইলেন, মশক ভরিয়া পানি রাখিলেন। ফেরেশ্তা বলিলেনঃ আপনি চিন্তা করিবেন না। এখনে খোদার ঘর 'খানায়ে কা'বা' রহিয়াছে। এই ছেলেই তাঁহার পিতার সহিত মিলিয়া এই ঘরের মেরামত করিবেন। এই ভয়াবহ নির্জন মরু-ময়দান আবাদী জমিতে পরিণত হইবে। দেখিতে দেখিতে সকলই বাস্তবায়িত হইতে লাগিল। এক মরু কফেলা পানির সন্ধান পাইয়া সেখানে বসিত স্থাপন করিল। যথাসময়ে হ্যরত ইসমাইল (আঃ)-এর শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হইল। আল্লাহর আদেশ পাইয়া হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে মিলিয়া খানায়ে কা'বা নির্মাণ করিলেন। যমযমের পানি ঐ সময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরে তাহা কূয়ার আকার ধারণ করে।

বিবি হাজেরার বিশ্বাস ও ভরসা আল্লাহর উপর ছিল অপরিমেয়। তাই 'মরুময় ময়দানে অবস্থান করা, আল্লাহর হৃকুম জানিতে পারিয়া তিনি একেবারে শাস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। অবশ্যে এই ভরসার বদলে কত নেয়ামতই না জাহের হইল। তাঁহার মামুলী দৌড়া-দৌড়িই হাজীদের জন্য এবাদতে পরিণত হইয়া গেল। মকবুল বান্দার অতি সাধারণ কার্যগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহার শত শত নয়ির ইতিহাসে বিদ্যমান। অতএব, সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহু তা'আলার উপর নির্মল আস্থা ও ভরসা রাখা চাই।

হ্যরত ইসমাইলের বিবির কাহিনী

খানায়ে কা'বা নির্মাণের পর হ্যরত ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ আরও দুইবার মকায় আগমন করেন। কিন্তু একবারও পুত্র ইসমাইল (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই। প্রথম বার আসিয়া হ্যরত ইসমাইলের বিবিকে বাড়ীতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কি অবস্থায় কালাতি-পাত করিতেছ? উত্তরে বিবি বলিলেনঃ আমরা অত্যন্ত মুছিবতের ভিতর কাল্যাপন করিতেছি।

অতঃপর হয়রত ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ বলিলেন : আচ্ছা তোমার স্বামী (হয়রত ইসমাঈল) বাড়ী আসিলে আমার সালাম বলিও এবং ইহাও বলিও যে, তিনি (খালীলুল্লাহ) বলিয়াছেন, আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলাইয়া ফেলিতে। কিছুদিন পর হয়রত ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী আসিলেন, বিবির নিকট হইতে বিস্তারিত খবর অবগত হইলেন।

অতঃপর হয়রত ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন : উক্ত আগস্তক আমার পিতা এবং চৌকাঠ তুমি নিজে। তিনি এই কথাই বলিয়াছেন যে, আমি যেন তোমাকে পরিত্যাগ করি। ইহার পর হয়রত ইসমাঈল এই বিবিকে তালাক দিয়া অন্য এক বিবাহ করিলেন।

নব-বধূকে বাড়ী রাখিয়া তিনি পুনরায় বিদেশে বাহির হইলেন। ইতিমধ্যে হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) আগমন করিলেন। নব-বধূকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কি অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছ? বিবি উত্তর করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার শোকর যে, আমরা সুখেই কালায়াপান করিতেছি। হয়রত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম তাহার জন্য দো'আ করিলেন এবং বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম জানাইও, ইহাও বলিও যে, সে যেন তাহার ঘরের চৌকাঠ ঠিকই রাখে। অল্পদিন পরেই হয়রত ইসমাঈল বাড়ী আসিলেন এবং যাবতীয় বিষয় অবগত হইলেন। তৎপর বলিলেন, উক্ত আগস্তক আমার পিতা এবং উক্ত চৌকাঠ তুমি নিজেই। অর্থাৎ, তিনি বলিয়াছেন, তোমাকে আমার নিকট রাখিতে। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় ইহাই যে, প্রথমা বিবির না-শুকরির কারণে এক নবীর অসন্তুষ্টির দরজন অন্য নবী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়া বিবি শুকরগোয়ার হওয়ার পরিণামে এক নবীর সন্তুষ্টি ও দো'আর বরকতে অন্য নবী তাহাকে স্ত্রীরূপে রাখা মোনাসেব মনে করিলেন। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহ্-বিশ্বাসী মানুষের কর্তব্য সর্বাবস্থায়ই ধৈর্য সহকারে রায়ী থাকিয়া আল্লাহ্ তা'আলার শোকর গোয়ার হওয়া। ইহাই অতি উত্তম পঞ্চা।

বাদশাহ নমরংদের কল্যা

যে নমরংদ হয়রত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালামকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার এক কল্যার নাম রেয়’যা। হয়রত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালামকে ভীষণ অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল। শত শত লোক উহা দেখিবার জন্য ভিড় করিল। নমরংদের কল্যাও একটি উঁচুস্থানে ঢাকিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। সে দেখিল, এই ভীষণ প্রজ্জলিত অগ্নি হয়রত ইব্রাহীমের লোমও স্পর্শ করিতেছে না। তৎক্ষণাত সে উচ্চেংস্বরে জিজ্ঞাসা করিল : ওহে ইব্রাহীম! তোমাকে অগ্নি কেন জ্বালাইতেছে না? উত্তরে খালীলুল্লাহ্ বলিলেন : ঈমানের বরকতেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিতেছেন। তখন রেয়’যা বলিয়া উঠিল : আপনার অনুমতি পাইলে এক্ষুণি আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। হয়রত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম বলিলেন, তুম ‘লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ্’ বলিয়া এখানে চলিয়া আস। তৎক্ষণাত সে কলেমা পড়িয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল, অগ্নি তাহাকে স্পর্শ করিল না। রেয়’যা অগ্নি হইতে বাহির হইয়া তাহার বাবা নমরংদকে ভাল-মন্দ অনেক কিছুই বলিলেন। ইহাতে শুন্দ হইয়া নমরংদ তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন করিল। কিন্তু সকল উৎপৌড়ন নির্যাতন তাহার আটল ঈমানের মোকাবেলায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নমরংদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অধিকন্তু তাহার আদরণীয় মেয়েকেও সে হারাইল। সুবহানাল্লাহ! কত নির্ভীক সাহসী মেয়েটি। অকথ্য নির্যাতন, অসহনীয় উৎপৌড়ন

সকলই পরাভূত হইল তাহার ঈমানের সামনে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এহেন বিশ্বাসী ধর্মপরায়ণ হওয়া যাহার নিকট শত বাধা-বিপত্তি পদদলিত নিষ্পেষিত হয় অনায়াসে।

আইয়ুব নবীর স্ত্রী বিবি রহীমা

বিবি রহীমা নবী আইয়ুব (আঃ)-এর বিবি। একদা নবীর তামাম দেহ দুর্গন্ধময় ঘায়ের দরজন ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। তখন সমস্ত চাকর-চাকরণী, দাস-দাসী নবীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সেই ভয়াবহ সংকটকালেও বিবি রহীমা স্বামীকে ছাড়িয়া যান নাই। সর্বদা স্বামীর খেদমতে মশগুল থাকেন। ঘটনাচক্রে একবার তিনি নির্দিষ্ট সময়ে স্বামীর খেদমতে হাজির হইতে পারেন নাই। ইহার মূলেও ছিল ইবলিসের কারসাজি। ইবলীস মানুষের আকৃতিতে আসিয়া আইয়ুব নবীর নিকট মিথ্যা তোহমত লাগাইয়াছিল। ফলে নবী রাগাঞ্চিত হইয়া কসম খাইয়াছিলেন যে, তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া বিবি রহীমাকে একশত দোর্বা মারিবেন। অতঃপর নবী সুন্দ হইয়া উক্ত ওয়াদা পুরা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এমন সময়ে আল্লাহ তা'আলা ওহী নামেল করিলেন, হে নবী! আপনি শত শলা বিশিষ্ট একটি ঝাড়ু লইয়া তাহাকে মাত্র একবার প্রহার করুন, তবেই আপনার কসম পুরা হইবে।

হ্যরত বিবি রহীমা নবী জাতির আদর্শ। তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। নবীর ভীষণ বিপদের সময় যখন সকল ধাঁধী-দাসী তাহার সাহচর্য ত্যাগ করিল, অন্যান্য বিবিগণ নবীকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, সেই মুহূর্তে বিবি রহীমা স্বামীর সেবায় নিমগ্না রহিলেন। এই নির্মল স্বামী-ভক্তি, খেদমত ও ছবর এখতেয়ার করার দরজন বিবি রহীমাকে ভীষণ শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া নিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাহার সুপারিশ কোরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন।

হ্যরত ইউসুফ (আঃ)-এর খালা

হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস্সালামের কাহিনী কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যখন মিসরের বাদশাহ তখন একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় তাহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য তাহার নিকট আগমন করে। হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাম তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন। ইহার পর পিতা হ্যরত ইয়াকুব আলাইহিস্সালামের অন্ধ চোখের উপর ঢালিয়া দিবার জন্য তাহার একখানা জামা ভ্রাতাগণের নিকট অর্পণ করেন। (উল্লেখযোগ্য যে, পিতা হ্যরত ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম পুত্র হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস্সালামকে হারাইয়া কাঁদিতে চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।) আরও বলিলেন, তাহাদিগকে সপরিবারে তাহার নিকট চলিয়া আসিতে।

ইউসুফ (আঃ) ভ্রাতাগণকে বিদায় করিলেন। উক্ত জামার বরকতে পিতা ইয়াকুবের অন্ধ চক্ষু ভাল হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা সকলেই সপরিবারে মিসরে পৌঁছিয়া হ্যরত ইউসুফের সহিত মিলিত হইলেন। হ্যরত ইউসুফ (আঃ) পিতা ইয়াকুব (আঃ) ও তাহার খালাকে সম্মানার্থে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ভ্রাতাগণ তাহার সম্মানার্থে সজ্দা করিল। সেই জমানায় সালামের পরিবর্তে সজ্দার প্রচলন ছিল। এই যমানায় সজ্দা করা না জায়ে—বিলকুল হারাম। ইউসুফ (আঃ)-এর মাতার এন্টেকাল হইলে হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) তাহার খালাকে বিবাহ করেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, তিনিই হ্যরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা এবং তাহার নাম রাখেলা। ইউসুফ (আঃ) বলিয়াছেন, এই ঘটনাই আমার বাল্যকালীন খাবের তাবির। তিনি খাবে দেখিয়া-ছিলেন, চন্দ্ৰ-সূর্য এবং এগারাটি নক্ষত্র তাহাকে সজ্দা করিতেছে।

এখানে চিন্তার খোরাক ইহাই যে অবলা একজন নারী তিনিও কত বড় বোয়ুর্গী হালেল করিয়াছিলেন। এত বড় একজন পয়গম্বরও তাহাকে শান-শওকতের সহিত অভিনন্দিত করিলেন, সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা

তাহার মোবারক নাম ইউখান্দ। সেই যমানার পণ্ডিতগণ ফেরআউনকে আতঙ্কিত করিয়াছিল যে, বনি-ইস্রায়ীল কওমে এক ছেলের জন্ম হইবে। আর সেই ছেলেই তোমার এই সোনার বাদশাহী ধূলিসাং করিয়া ফেলিবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী ফেরআউনকে ভীষণ সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। সে সমস্ত রাজকীয় লোকদের হৃকুম করিল, বনি-ইস্রায়ীল কওমের ছেলে সন্তানদিগকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিয়া ফেলিতে। হৃকুম পালনার্থে বনি-ইস্রায়ীলের হাজার হাজার মাচুম ছেলে সন্তানকে হত্যা করা হইল। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড কালের পর কাল, দিনের পর দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল। কোন সন্তানকেই এই চরম নিষ্ঠুরতা হইতে রক্ষা করা কাহারো পক্ষে সন্তুষ্ট ছিল না। ঠিক এই ভয়াবহ মুহূর্তে হযরত মূসা (আঃ) জন্ম নিলেন বনি-ইস্রায়ীল কওমে। হযরত মূসার মাতার নিকট আল্লাহু তা'আলার তরফ হইতে এলাহাম হইলঃ তুমি নিশ্চিতে ছেলেকে স্তন্য পান করাইতে থাক। যখন আশংকা হয় যে, ছেলের জন্ম সংবাদ শীঘ্রই প্রচার হইয়া যাইবে, ফলে ফেরআউনের লোক আসিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে, তখন তুমি ছেলেকে সিন্দুকে ভরিয়া দরিয়ায় ভাসাইয়া দিও। ইহার পর ছেলেকে পুনরায় তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া আমার দায়িত্বে রাখিল। একদিন সত্য সতাই মাতা মূসা (আঃ)-কে সিন্দুকে ভরিয়া অসীম অতল সাগরে ভাসাইয়া দিলেন। অবশ্যে দেখা গেল, আল্লাহু তা'আলাও স্থীয় ওয়াদা যথাযথ পুরা করিলেন।

এখানে প্রশিদ্ধানযোগ্য ইহাই যে, অবলা একজন নারী—কিন্তু তাহার ঐশ্বীপ্রেম ও আত্মবিশ্বাস কত প্রবল! আল্লাহুর আদেশ রক্ষার্থ সদ্যপ্রসূত দুঃখপোষ্য শিশুকে সিন্দুকে ভরিয়া তরঙ্গমালা বিশুদ্ধ বিশাল সাগর বক্ষে নিষ্কেপ করিলেন। আল্লাহু তা'আলাও বান্দার কৃতকার্যে সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দান করিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর ভগী

মূসা (আঃ)-এর ভগীর নাম নিয়া মতভেদে আছে। অনেকের মতে মরহিয়ম—আবার কাহারো মতে কুলসুম। আল্লাহু তা'আলার আদেশ পাইয়া হযরত মূসার মাতা মূসা (আঃ)-কে সিন্দুকে ভরিয়া সাগরে ভাসাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মরহিয়মকে নির্দেশ দিলেন সিন্দুক ভাসিয়া কোথায় যায়, অবশ্যে কি হয় তাহা দেখিবার জন্য।

সিন্দুকটি সাগরে ভাসিতে ভাসিতে টেউয়ের তালে তালে নাচিতে যালেম বাদশাহু ফেরআউনের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। ফেরআউনের লোকেরা কৌতুহলী মনে সিন্দুক উঠাইয়া খুলিয়া ফেলিল। উহাতে তাহারা সুন্দর ফুটফুটে সোনালী চেহারার এক ছেলে দেখিতে পাইল। ছেলেটিকে নিয়া তাহারা ফেরআউনের সামনে হাজির করিল। নিষ্ঠুর যালেম ফেরআউন ছেলেটিকে কতল করার ইচ্ছাই প্রকাশ করিল। কিন্তু ফেরআউনের নেকবর্খত বিবি ছেলেকে কতল করিতে দিলেন না। তাহার মাতৃ সুলভ সম্মেহে ছেলেকে আপন পুত্ররপে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বাধ্য হইয়া ফেরআউনও রাজী হইয়া গেল। কিন্তু ছেলেকে দুধ পান করানোর দারুণ সমস্যা দেখা দিল। ছেলে কাহারো স্তন্য পান করিতে চাহে না। সকলেই এই ব্যাপারে নিরাশ হইয়া

পড়িল। সকলেই মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল কি করা যায়? এই সময় মরইয়ম (মুসার ভন্নী) তথায় উপস্থিত হইলেন। আল্লাহর রহমতে তাঁহার মাথায় এক চূড়ান্ত বুদ্ধি হাজির হইল। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট এমন একজন দুধ-মায়ের সন্ধান দিতে পারি, যাহার দুধ অতি উত্তম এবং তিনি সস্তান পালনেও বিশেষ পারদর্শী। এই বলিয়া তিনি মূসা (আঃ)-এর মাতার নাম বলিয়া দিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইল। ছেলে তাঁহারই দুধ পান করিতে লাগিল। অতঃপর ছেলের লালন-পালন মূসা (আঃ)-এর মাতার উপরই অর্পণ করা হইল। এইভাবে আল্লাহ তাঁ'আলা স্বীয় পূর্বৰূপ ওয়াদা পুরা করিলেন।

হ্যরত মূসা (আঃ)-এর ভন্নী অত্যন্ত বুদ্ধিমতি নারী ছিলেন। তাই তিনি অতি সুষ্ঠু কৌশলে, তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে অত্যন্ত নিরাপদে ছেলের দুধ-মার স্থলে প্রকৃত মাতাকেই নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন। দুশমনেরা উপস্থিত থাকিয়াও কোন কিছু টের পাইল না। অতএব, দেখা যাইতেছে আকল অত্যন্ত মূল্যবান বস্ত। আর সুবুদ্ধি বলে কাজ করিতে পারিলে উহার পরিণাম অতি উত্তম।

হ্যরত মূসা (আঃ)-এর বিবি ছফুরা

বিবি ছফুরা হ্যরত মূসা (আঃ)-এর স্ত্রী হ্যরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা। একবার হ্যরত মুসার হাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে মিসর শহরের এক যালেম কাফের মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ ফেরআউনের নিকট পৌঁছিল। ফেরআউন হৃকুম করিল মূসা (আঃ)-কে কতল করিবার জন্য। হ্যরত মূসা ইহা জানিতে পারিয়া গোপনে ‘মাদায়েন’ শহরে রওয়ানা করিলেন। পথ চলিতে চলিতে একটি কৃপের নিকটবর্তী হইলেন। দেখিলেন, বহু সংখ্যক রাখাল কৃপ হইতে পানি উঠাইয়া প্রত্যেকেই আপন আপন বকরীদলকে পানি পান করাইতেছে। আর কৃপ হইতে অনতিদূরেই দুইটি মেয়ে তাহাদের বকরীগুলিকে পানি পান করাইবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভিত্তের জন্য তাহারা কৃপের নিকটেই আসিতে পারিতেছে না। মূসা (আঃ) তাহাদের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল, ‘আমাদের গৃহস্থালী কার্য করিবার মত কোন পুরুষ লোক নাই। তাই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সমস্ত কার্য করিতে হয়। যেহেতু আমরা মেয়ে মানুষ; তাই অপেক্ষা করিতেছি—পুরুষগণ চলিয়া গেলে পর আমরা আমাদের বকরীদলকে পানি পান করাইব।’

মেয়ে দুইটির এই দুর্দশা দেখিয়া মূসা (আঃ)-এর মনে দয়ার সংঘার হইল। তিনি কৃপ হইতে পানি উঠাইয়া তাহাদের বকরীগুলিকে পানি পান করাইলেন। ইহার পর মেয়ে দুইটি এই ঘটনা পিতার নিকট খুলিয়া বলিল। তাঁহাদের পিতা হ্যরত শোয়ায়েব (আঃ) বড় মেয়েকে বলিলেন, মূসা (আঃ)-কে ডাকিবার জন্য। পিতার আদেশে বড় মেয়েটি লজ্জাবনতা হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে আসিলেন। হ্যরত মূসা (আঃ) খবর পাইয়া হ্যরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি হ্যরত মুসার ঘটনা শুনিলেন এবং তাঁহাকে সামন্তা দিয়া বলিলেন, বাবা! এখন তুমি যালেম বাদশার রাজ্যের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছ। এখন সে আর কিছুই করিতে পারিবে না। আর আমি আমার এই মেয়ের যে-কোন একজনকে তোমার নিকট বিবাহ দিব। কিন্তু শর্ত থাকিবে যে, আট কিলো দশ বৎসর পর্যন্ত তুমি আমার বকরী চরাইবে। ইহাতে হ্যরত মূসা (আঃ) রাজী হইয়া গেলেন।

হ্যরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বড় কন্যার সহিত হ্যরত মুসার শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হইল। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি বিবিকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে চলিলেন। পথিমধ্যে প্রবল শীত অনুভূত হওয়ায়

তাঁহারা অগ্নির প্রয়োজন মনে করিলেন। দূর হইতে তুর পাহাড়ে অগ্নি দেখিতে পাইলেন। নিকটবর্তী হইয়া বুঝিতে পারিলেন উহা অগ্নি নহে—আল্লাহর নূর। এইখান হইতেই তিনি নুরুওত লাভ করিয়াছিলেন।

এখনে প্রশিখানযোগ্য যে, একজন নবীর মেয়ে হইয়া তাঁহারা স্বহস্তে গৃহস্থালী কার্য করিত অথচ তাঁহাদের যথার্থ মেয়েলী লঙ্জা শরম বাকী রাখিত। এই যমানায় পর্দা-পুশিদার ত্বকুম যেমনি কঠোর, গৃহস্থালী কার্য করার প্রয়োজনও তেমনি অধিক। কিন্তু হালে দেখা যায় নারিগণ গৃহস্থালী কার্যে যেমনি অলস, ঠিক তেমনি নিষেজ। পক্ষান্তরে বে-পর্দা, বেহায়া ও নিলঞ্জতার কার্যে বেশ তৎপর। ইহা কিয়ামতের আলামত বৈ কি?

হ্যরত বিবি আছিয়া

খোদায়ী দাবীদার ফেরআউনের বিবি ছিলেন হ্যরত আছিয়া। আল্লাহ তা'আলার কুরুতের নেশানা বে-এন্তেহা। ফেরআউন শয়তান, আর তাহারই বিবি অলীআল্লাহ। হ্যরত আছিয়ার প্রশংসা কোরআন পাকে করা হইয়াছে। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভ করিয়াছে। কিন্তু আওরতদের মধ্য হইতে মাত্র দুইজন পূর্ণ কামালিয়াত হাচেল করিয়াছে—বিবি মরহিয়ম ও বিবি আছিয়া। যালেম ফেরআউনের কবল হইতে বিবি আছিয়াই হ্যরত মুসাকে বাল্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। হ্যরত মুসাকে লালন-পালন করিবারকালেই তাঁহার মনে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়াছিল।

পূর্ণ বয়সে হ্যরত মুসা (আঃ) নুরুওত প্রাপ্ত হইলেন। এই খবর বিবি আছিয়ার নিকট পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার উপর ঈমান আনিলেন। বিবি আছিয়ার ঈমান আনার সংবাদ ঘটনাচক্রে ফেরআউনের কর্ণগোচর হইল। ফেরআউন সংবাদ পাইয়া দুঃখিত ও ক্রোধাপ্ত হইল। অবশেষে সে হ্যরত আছিয়ার উপর অকথ্য উৎপীড়ন ও নির্যাতন চালাইল। সেই অসহ্য যাতনায়ই বিবি আছিয়া ইহদুনিয়া ত্যাগ করিলেন। তবুও আল্লাহর বিশ্বাসে ঐশ্বী প্রেমের অচল-অটল রহিলেন।

ঈমান অতুলনীয় অমূল্য স্বর্গীয় বস্তু। হ্যরত আছিয়া কেমন অটল ঈমানের অধিকারিণী তাহা অনুধাবনীয়। ফেরআউন মিসরাধিপতি। বিবি আছিয়া তাহারই প্রিয়তমা মহিলা। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ফেরআউন অজস্র ধন-সম্পদ তাঁহার পায়ে লুটাইয়া দিত। তথাপি ঈমানের ব্যাপারে আসিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে একদণ্ড ভাবিলেন না। মিসরাধিপতি স্বামীকে ভুলিলেন, সমস্ত আরাম-আয়েশ জলাঞ্জলি দিলেন, প্রাণ দিলেন, তবু ঈমান ছাড়িলেন না। প্রত্যেক আদর্শ মুসলমানের ইহাই পরিচয়।

ফেরআউনের কন্যা ও বাঁদী

ফেরআউন-কন্যার ছিল এক বাঁদী। তাঁহার যাবতীয় খেদমতের ভার উক্ত বাঁদীর উপরই ন্যস্ত ছিল। সে গোপনে আল্লাহর নবী হ্যরত মুসার উপর ঈমান রাখিত। ফেরআউনের ভয়ে সে তাহা কখনো প্রকাশ করিত না। একদা সে শাহজাদীর চুল আঁচড়াইতেছিল। এমন সময় তাঁহার হাত হইতে চিকণী মাটিতে পড়িয়া যায়। মাটি হইতে উহা উঠাইবার সময় বিসমিল্লাহ বলিল। শাহজাদী ইহা শুনিয়া চমকিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলঃ তুই কি বলিলি, ইহা কাহার নাম? উভয়ের বাঁদী বলিলঃ আমি তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়াছি যিনি এই নিখিলের শ্রষ্টা। তোমার পিতার সৃষ্টিকর্তা এবং বাদশাহীদাতা। বাদশাহজাদী বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতার চেয়েও কি কেহ বড় আছেন?

ଅତଃପର ଶାହଜାଦୀ ଦୌଡ଼ାଇୟା ଗିଯା ପିତା ଫେରଆଉନେର ନିକଟ ସବ ଘଟନା ଖୁଲିଯା ବଲିଲ । ଫେରଆଉନ ବାଂଦୀକେ ଡାକିଯା ପାଠାଇଲ । ବାଂଦୀ ନିର୍ଭୟେ ଫେରଆଉନେର ସାମନେ ହାଜିର ହିଲ । ଫେରଆଉନ ତାହାକେ ଦେଖିଯାଇ କ୍ରୋଧେ ଜୁଲିଯା ଗେଲ । ତାହାକେ ଭୟ ଦେଖାଇଲ, ଗାଲିଗାଲାଜ କରିଲ । ବାଂଦୀ ହାସି-ମୁଖେ ବଲିଯା ଦିଲଃ ଆପନାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହାଇ କରିତେ ପାରେନ, ଆମି କିଛୁତେଇ ଈମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନା । ଇହାତେ ବାଂଦୀର ଉପର ଅଗ୍ନି-ବୃକ୍ଷ ବର୍ଷଣ କରା ହିଲ । କିନ୍ତୁ ମେ ଈମାନ ତ୍ୟାଗ କରିତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଲ ନା । ତାରପର ତାହାର କୋଲେର ଶିଶୁକେ ଅଗ୍ନିତେ ନିକ୍ଷପ କରା ହିଲ । ଶିଶୁଟି ଅଗ୍ନିତେ ନିକ୍ଷପ ହିଇବାର ସମୟ ବଲିଯା ଗେଲ—ଆମ୍ବା, ଈମାନ ନଷ୍ଟ କରିବେନ ନା । ଇହାର ପର ବାଂଦୀକେ ହାତ ବାଧିଯା ଅଗ୍ନିତେ ଫେଳାନ ହିଲ । ମେ ଜାନ ଦିଲ, କଲିଜାର ଟୁକରା ଶିଶୁକେ ହାରାଇଲ, ତବୁ ଈମାନେର ମାୟା ଛାଡ଼ିଲ ନା ।

ଏହେନ ଘଟନା ହିତେ ଶିଖିବାର ଅନେକ କିଛୁ ଆଛେ । ମୋଟକଥା, ଈମାନ ଅମୂଳ୍ୟ ରତ୍ନ । ଶତବାଧୀ-ବିପତ୍ତିକେ ପଦଦଲିତ କରିଯା, ଜାନ କୋରବାନ ଦିଯାଓ ଇମାନକେ ରକ୍ଷା କରା ଚାଇ । ଇହାଇ ମୁସଲମାନେର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଲ ।

ହ୍ୟରତ ମୂସାର ଏକ ବୃଦ୍ଧା ଲଙ୍ଘନ

ମିସରାଧିପତି ଫେରଆଉନ ଖୋଦାଯୀ ଦାବୀ କରିଲ । ଯାହାରା ତାହାକେ ଖୋଦା ବଲିଯା ମାନିଲ ତାହାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଲ । ଆର ଯାହାରା ମାନିଲ ନା ମେ ତାହାଦେର ଉପର ଅସହନୀୟ ଉଂପୀଡ଼ନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଚାଲାଇଲ । ଫଳେ, ଖୋଦା-ବିଶ୍ୱାସୀ ହ୍ୟରତ ମୂସା ନବୀର ଅନୁସାରୀଦେର କଟ୍ଟରେ ଆର ସୀମା ରହିଲ ନା । ଶେଷେ ଏକଦିନ ହ୍ୟରତ ମୂସା ବିଶ୍ୱ-ନିୟମା ଆଲ୍ଲାହର ନିକଟ ହିତେ ଆଦେଶପ୍ରାପ୍ତ ହିଲେନ । ଯାଲେମ ଫେରଆଉନେର କବଲ ହିତେ ବାଂଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିଯ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦକେ ନିଯା ଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରିତେ ଆଲ୍ଲାହ ତା“ଆଲା କର୍ତ୍ତକ ଆଦିଷ୍ଟ ହିଲେନ ।

ଆଲ୍ଲାହର ଆଦେଶ ପାଇୟା ହ୍ୟରତ ମୂସା ଆଲାଇହିସ୍‌ସାଲାମ ଆର କାଳ ବିଲସ କରିଲେନ ନା । ସଙ୍ଗୀ ସାଥୀ, ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସକଳକେ ଲହିୟା ତିନି ଅଚେନା ପଥେର ଯାତ୍ରୀ ହିଲେନ । ପଥ ଚଲିତେ ଚଲିତେ ଲୋହିତ ସାଗର ତୀରେ ଆସିଯା ଉପନୀତ ହିଲେନ । ଏଥିନ ଦରିଯା ପାର ହେଁଯାର ଭୀଷଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିଲ । ସମ୍ମୁଖେ ଅଗସର ହେଁଯାର କୋନ ପଥିଥି ଝୁଜିଯା ପାଇଲେନ ନା । ଅବଶେଷେ ମୂସା ଆଲାଇହିସ୍‌ସାଲାମ ସ୍ଥିଯ ଲୋକଜନେର ମଧ୍ୟେ ଘୋଷଣା ଦିଲେନ, କେ ଆଛ, ଯେ ଇହାର ଭେଦ ଆମାକେ ବଲିତେ ପାର ? ଏକ ବୃଦ୍ଧା ହାଜିର ହିଲ୍ଯା ବଲିତେ ଲାଗିଲଃ ହ୍ୟରତ ଇଉସୁଫ ଆଲାଇହିସ୍‌ସାଲାମ ସ୍ଥିଯ ଏଷ୍ଟକାଲେର ସମୟ ତାହାର ବଂଶଧରଗଣକେ ବଲିଯାଇଲେନଃ ସଦି ତୋମରା କୋନ ସମୟ ମିସର ଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରିଯା ଯାଓ, ତବେ ଆମାର କବରକେଓ ତୋମାଦେର ସହିତ ଲହିୟା ଯାଇଓ, ନଚେତ ତୋମରା ସମ୍ମୁଖେ ଅଗସର ହେଁଯାର ପଥ ଝୁଜିଯା ପାଇବେ ନା । ମୂସା ଆଲାଇହିସ୍‌ସାଲାମ ବୃଦ୍ଧାକେ କବରେର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିତେ ବଲିଲେନ । ବୃଦ୍ଧା ବଲିଲଃ ହେ ନବୀ ! ଆପନି ଆମାକେ ଏକଟି ସ୍ଥିକାରକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଲେଇ ଆମି କବରେର ସନ୍ଧାନ ଦାନ କରିବ । ମୂସା (ଆଃ) ବୃଦ୍ଧାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନଃ ତୋମାର ସେଇ ସ୍ଥିକାରକ୍ତି କି ? ବୃଦ୍ଧା ଆରୟ କରିଲଃ ଆମାର ମୃତ୍ୟୁ ଈମାନେର ଉପର ହଟକ ଏବଂ ବେହେଶ୍ତେ ଆପନାର ନିକଟ ଆମାର ସ୍ଥାନଲାଭ ଘୁଟୁକ । ମୂସା (ଆଃ) ଆଲ୍ଲାହର ଦରବାରେ ହାତ ଉଠାଇୟା ମୁନାଜାତ କରିଲେନଃ ଏଲାହୀ ! ଏହି ବ୍ୟାପାରେ ଆମାର ତୋ କୋନ କିଛୁ କରିବାର ନାହିଁ । ଆଲ୍ଲାହର ତରଫ ହିତେ ଆଶ୍ଵାସ ବାଣୀ ଆସିଲ, ହେ ମୂସା ! ଆପନି ସ୍ଥିକାର କରନ୍ତ; ଆମି ଉହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ । ଅତଃପର ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆଃ) ବୃଦ୍ଧାକେ ଏହି ଆଶ୍ଵାସ-ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେନ ! ବୃଦ୍ଧା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହିଲ୍ଯା କବରେର ଠିକାନା ବଲିଯା ଦିଲ । ଉହା ଦରିଯାର ମାବଖାନେ ଛିଲ । କବର ବାହିର କରାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତାଓ ମିଲିଯା ଗେଲ ।

এই ঘটনা হইতে বুঝা গেল, এই বৃদ্ধা কত বড় বুয়ুর্গ ছিলেন। তিনি এখানে দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদের লোভ করিলেন না। তিনি সবকিছু ভুলিয়া চাহিলেন আখেরাতের উন্নতি ও শাস্তি। যেহেতু দুনিয়ার আরাম আয়েশ নছিব পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে মিলিয়া যায়। তাই ক্ষণস্থায়ী দুই দিনের দুনিয়ার লোভ-লালসা জলাঞ্জলি দিয়া চির-শাস্তিময় আলমে আখেরাতের উন্নতি বিধান ও শাস্তি কামনা করাই মুসলমানের কাজ।

হাইসুরের ভগী

কোরআন শরীফে হ্যরত মূসা ও হ্যরত খিয়ির (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে আল্লাহ তা'আলার হৃকুমে খিয়ির (আঃ) এক ছোট শিশুকে মারিয়া ফেলেন। হ্যরত মূসা (আঃ) পেরেশান হইয়া খিয়ির (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, এই নিষ্পাপ শিশুটি কি অন্যায় করিল, যদ্বরুন আপনি তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন? উভরে হ্যরত খিয়ির (আঃ) বলিলেন, এই শিশুটি বয়স্ক হইলে কাফের হইত। তাহার মা-বাপ উভয়েই ঈমানদার লোক। ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে ছেলের মহৱতে পড়িয়া ঐ ঈমানদার মা-বাপেরও কাফের হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই এই শিশুকে হত্যা করার মধ্যে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা এখন উক্ত ছেলের পরিবর্তে এক মেয়ে দান করিবেন। সে হইবে সকল খারাবী হইতে পাক-পবিত্র এবং মা-বাপের জন্য মঙ্গলজনক। এই সম্পর্কে অনেক কিতাবে লিখিত রহিয়াছে যে, উক্ত মা-বাপের ঘরেই এক মেয়ের জন্ম হইয়াছিল। তাহার বিবাহ হইয়াছিল এক পয়গাম্বরের সহিত এবং তাহার বংশধরগণের মধ্যে সন্তুর জন হইয়াছিলেন পয়গাম্বর। উক্ত ছেলের নাম ছিল হাইসুর। আর এই নেককার মেয়ে ছিলেন হাইসুরেরই ভগী।

সোবহানাল্লাহ! মেয়েটি কত বড় বুয়ুর্গ ছিলেন। যাহার বংশধরগণের মধ্যে সন্তুর জন পয়গাম্বর হইয়াছিলেন। আর তাহার তারিফ কোরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিশ্বাসী ঈমানদার লোকের কর্তব্য যাবতীয় গোনাহের কাজ হইতে পরহেয়ে করিয়া আল্লাহ তা'আলার রেয়ামন্দি হাচেল করিয়া ইহজীবন ও পরজীবনকে সার্থক করিয়া তোলা।

হ্যরত বিলকিস

বিলকিস ছিলেন ‘সাবা’ রাজ্যের বাদশাহ। হ্যরত সোলায়মান (আঃ)-কে এক ভদ্রদেবী জানোয়ার খবর দিল, সে এক স্ত্রী বাদশাহকে দেখিয়াছে যে, সে সূর্য পূজা করিয়া থাকে।

হ্যরত সোলায়মান (আঃ) উক্ত স্ত্রী বাদশাহৰ নিকট পত্র লিখিলেন। উক্ত জানোয়ারের মারফতই তিনি পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখা ছিল, তোমরা অন্যায়ে মুসলমান হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।

যথাসময়ে বাদশাহৰ নিকট পত্র পৌঁছিল। পত্র পাইয়া বাদশাহ উজির সকলেই বিশেষ চিহ্নিত হইয়া পড়িল। অবশ্যে বাদশাহ স্থির করিল, প্রথমতঃ তাহার খেদমতে যৌতুক উপটোকন পেশ করা হউক। উপটোকন গ্রহণ করিলে বুবিব তিনি দুনিয়াদার বাদশাহ, অন্যথায় বুঝা যাইবে তিনি সত্য পয়গাম্বর। যথসময়ে উপটোকন হ্যরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট পৌঁছিল। তিনি উপটোকন গ্রহণ করিলেন না এবং জানাইয়া দিলেনঃ অনতিবিলম্বে ইসলাম কবুল না করিলে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই।

এই সংবাদ যখন হ্যরত বিলকিসের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিলেন ইহা ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারী আল্লাহৰ সত্য পয়গাম্বরের উক্তি। অতঃপর তিনি ইস্লাম

কবুল করিবার জন্য স্বীয় শহর হইতে বহির্গত হইলেন। ইতিমধ্যে হ্যরত সোলায়মান (আঃ) হ্যরত বিলকিসের শাহী-তখ্তখানি তাহার দরবারে আনিয়া রাখিলেন। শাহীতখ্তের মোতী ও জওহরসমূহ উঠাইয়া অন্যভাবে লাগান হইল।

এদিকে হ্যরত বিলকিস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোলায়মান (আঃ) তাহার বুদ্ধি-জ্ঞান পরীক্ষা নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা দেখ তো, (বিলকিসের সিংহাসনের প্রতি ইশারা করিয়া) ইহা কাহার সিংহাসন? বিলকিস উত্তর করিলেনঃ ইহা তো আমার বলিয়াই মনে হয় কিন্তু ছুরুত সামান্য পরিবর্তিত দেখা যায়। ইহাতে তিনি বুদ্ধিমান ও চালাক-চতুর বলিয়াই সাব্যস্ত হইলেন।

হ্যরত সোলায়মান (আঃ) স্বীয় খোদা-প্রদত্ত শাহী-তখ্তের মহস্ত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি একটি পানিপূর্ণ হাউয়ে কাঁচের ফরস বিছাইতে আদেশ করিলেন। তাহাই করা হইল। অতঃপর হ্যরত সোলায়মান (আঃ) হাউয়ের অপর পারে গিয়া বসিলেন। যেখানে যাইতে হাউয়ের কিনারায় গিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। যেহেতু হাউয়ের উপর কাঁচ নজরে আসিতেছিল না। অবশ্যে যখন তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, হাউয়ের উপর কাঁচের ফরস বিছান হইয়াছে, তখন তিনি নির্বিশেষে উহার উপর দিয়া চলিয়া আসিলেন।

হ্যরত সোলায়মান (আঃ)-এর সামান্য দুইটি মোজেয়া দেখার পরই তাহার মাথা হইতে সমস্ত গর্ব-অহঙ্কার বিদ্যায় হইল। আনত মন্তকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হইলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ থাকা বশতঃই তিনি এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অনেকের মতে তিনি সমগ্র জাহানের বাদশাহ হ্যরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রিয়তমা মহিষী হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করিয়াছিলেন।

বনি-ই-শ্রায়ীলের এক দাসী

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, বনি-ই-শ্রায়ীল কওমের একজন স্ত্রীলোক এক শিশুকে দুধ পান করাইতেছিল। এই সময় বহু শান-শাওকতের সহিত এক আরোহী ঐ পথ দিয়া অতিক্রম করিল। আরোহীকে দেখিয়া মা দোঁআ করিল, ইয়া আল্লাহ! আমার ছেলেকে এই রকম বড় শান-শাওকতদার বানাইয়া দাও। ইহা শুনিয়া ছেলে স্তন্য পান বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলঃ আল্লাহ! আমাকে এইরূপ বানাইও না।

কিছুক্ষণ পর একদল লোক এক বাঁদীকে ঢোর মনে করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া মা বলিল, আল্লাহ! আমার ছেলেকে এমন বানাইও না। ছেলে দুঃখ পান বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলঃ ইহা আল্লাহ! আমাকে এমনই বানাইয়া দাও।

ছেলের মা ছেলের কথার কোন ভেদ খুঁজিয়া পাইল না। ছেলেকে ধর্মকি দিয়া বলিয়া উঠিলঃ এ কেমন কথা! উত্তরে ছেলে বলিল, উক্ত আরোহী একজন অত্যাচারী যালেম। আর এই বাঁদী নির্দোষ ময়লুম। আল্লাহ! ময়লুমের সাহায্যকারী দোষ্ট।

বিষয়টি বড়ই প্রশিদ্ধানযোগ্য। উক্ত আরোহী সাধারণ সমক্ষে সম্মানের পাত্র কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট ঘণ্যে ও নিকষ্ট। আর এই বাঁদী সাধারণ সমক্ষে অপমানিত লাঙ্ঘিত, কিন্তু আল্লাহর দরবারে মকবুল ও সম্মানিত। সাধারণতঃ গরীব দুর্বলের উপর সামান্য সন্দেহ করিয়াই যা-তা ব্যবহার করা হয়। অথচ তাহা করা উচিত নয়। বস্তুতঃ সে নির্দোষ, আল্লাহর মকবুল বান্দা।

বনি-ইন্দ্রায়ীলের এক বুদ্ধিমতী নারী

মুহাম্মদ ইবনে-কা'র হইতে বর্ণিত, বনি-ইন্দ্রায়ীল কওমে এক ব্যক্তি বড় আলেম ও আবেদ ছিলেন। বিবির সঙ্গে তাহার খুব মহৱত ছিল। একদা আকস্মিকভাবে বিবির মৃত্যু হইল। ইহাতে স্বামীর মনে এত কষ্ট হইল যে, তিনি দরওয়াজা বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া পড়িলেন। জনগণের সহিত মেলা-মেশা ত্যাগ করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া একজন মেয়েলোক তাহার নিকট হাজির হইল। সে বাড়ীর অপরাপর লোকদের নিকট আরয় করিল যে, আমি আলেম ছাহেবের নিকট একটি মাসআলা জানিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া সে আলেম ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সাক্ষাতের অনুমতি পাইল।

আলেমের সম্মুখীন হইয়া স্ত্রীলোকটি আরয় করিলঃ হ্যুর! আমি আমার প্রতিবেশীর নিকট হইতে অলঙ্কার চাহিয়া নিয়া বহুদিন যাবৎ উহা পরিয়া আসিতেছি। এখন সে উহা ফেরত নিতে চাহে। উহা কি তাহাকে ফেরত দিতে হইবে? আলেম ব্যক্তি বলিলেনঃ বেশক, উহা ফেরত দিতে হইবে। স্ত্রীলোকটি বলিলঃ আমি তো উহা এক যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, এখন উহা কিরূপে ফেরত দিব? ইহাতে আলেম বলিলেনঃ এখন তো উহা আরও সম্ভুষ্ট চিত্তে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত; যেহেতু এত দিন সে রেয়াআত করিয়া তোমার নিকট রাখিয়াছে।

অতঃপর স্ত্রীলোকটি আলেমকে বলিলেনঃ আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। তবে আপনি কেন চিন্তা করিতেছেন? আল্লাহ্ তা'আলা একটি জিনিস আপনার নিকট এত দিন রাখিয়াছিলেন, এখন নিয়া গেলেন। সে-জন্য চিন্তা করিবার কি আছে? ইহাতে আলেমের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেল। তাঁহার আর চিন্তা রহিল না। আওরতের নীতিবাক্যে তিনি বড়ই উপকৃত হইলেন। সকলেই আওরতের বুদ্ধির তারিফ করিতে লাগিল।

হ্যরত বিবি মরহিয়ম

বিবি মরহিয়মের জন্মের পূর্বে তাঁহার মাতা মান্ত করিয়াছিলেন—তাহার পেটের সন্তানকে তিনি মসজিদের খেদমতের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। ইহার পর হ্যরত মরহিয়মের জন্ম হইল। তাঁহার মাতা স্বীয় মান্ত পুরু করিবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দেসে উপস্থিত হইলেন। সমবেত বুয়ুর্গণের নিকট আরয় করিলেনঃ এই মেয়েটি মান্তের, ইহাকে রাখুন।

সকলেই মেয়েটির অপূর্ব আকৃতি-প্রকৃতি ও কৃপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মেয়েটির লালন-পালন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। তন্মধ্যে হ্যরত যাকারিয়া (আঃ)-ও ছিলেন। তিনি সম্পর্কে বিবি মরহিয়মের খালু হইতেন। বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল মেয়ের লালন-পালন করিবেন হ্যরত যাকারিয়া (আঃ)। অঙ্গদিনেই যথাযথ আদর যত্নে তিনি বাড়িয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে শেয়ানা হইয়া গেলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বিবি মরহিয়মকে কোরআন পাকে ‘ওলী’ ফরমাইয়াছেন। অনেক সময় গায়ের হইতে তাঁহার নিকট সুস্থাদু ফল-মূল আসিত। হ্যরত যাকারিয়া আলাইহিস্সালাম এইসব সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে, তিনি উত্তরে বলিলেনঃ এই সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। মোটকথা, বিবি মরহিয়মের তামাম জেন্দেগীই অলৌকিক। এমনকি পরিণত বয়সে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতেই গর্ভবতী হন বিনা স্বামীতে। আর এই সন্তানই হইলেন হ্যরত দুসা আলাইহিস্সালাম।

ବିନା ସ୍ଵାମୀତେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେଁଯାଇ ଜନ-ସାଧାରଣ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ବିବି ମରଇୟମକେ ଗାଲିଗାଲାଜ କରିତେ ଲାଗିଲ । ନାନା ଜନେ ନାନା ତୋହମତ ଲାଗାଇତେ ଲାଗିଲ । ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଲା ବିବି ମରଇୟମେର ସନ୍ତାନ ହ୍ୟରତ ଟେସା (ଆଃ)-କେ ଜନ୍ମେର ପରକଷେହି କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଦାନ କରେନ । ସଦ୍ୟ-ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିଶୁର ମୁଖେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣିଯା ସକଳେଇ ବୁଝିତେ ପାରିଲ ଯେ, ତାହାର ବିନା ବାପେ ଜନ୍ମ ହେଁଯା, ଏକମାତ୍ର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନେର ଅସୀମ କୁଦରତ । ବନ୍ଦତଃ ବିବି ମରଇୟମ ନିର୍ଦୋଷ ନିକଳୁୟ ସତୀ ନାରୀ । ଇହାତେ କୋନ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ହ୍ୟୁରେ ଆକରାମ (ଦଃ) ବଲିଯାଛେନ, ନାରୀ ଜାତିର ମଧ୍ୟେ ମାତ୍ର ଦୁଇଜନ କାମେଲ ବୁଝୁଗ୍ ଆଛେନ ଏକଜନ ବିବି ମରଇୟମ, ଅନ୍ୟଜନ ବିବି ଆଛିଯା ।

ହ୍ୟରତ ଖାଦିଜା

ବିବି ଖାଦିଜା ରାସୁଲୁଙ୍ଗାହ (ଦଃ)-ଏର ପ୍ରଥମା ଶ୍ରୀ । ପଂଚିଶ ବର୍ଷର ବୟାସେ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧା ; ସଚରିତ୍ରା, କର୍ତ୍ତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ସତ୍ୟପରାଯାଗ ଚଲିଶ ବର୍ଷର ବୟକ୍ତା ବିଧିବା ଖାଦିଜାର ସଙ୍ଗେ ରାସୁଲୁଙ୍ଗାହ (ଦଃ)-ଏର ବିବାହ ହୈ । ସକଳେଇ ବିବି ଖାଦିଜାକେ 'ତାହେରା' ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରା ବଲିଯା ଡାକିତ । ଏକଦା ରାସୁଲୁଙ୍ଗାହ ଛାନ୍ନାଙ୍ଗାହ ଆଲାଇହି ଓ୍ସାଙ୍ଗାମ ବିବି ଖାଦିଜାକେ ବଲିଲେନ : ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଲାର ତରଫ ହିତେ ହ୍ୟରତ ଜିବାଯିଲ ଆମୀନ ଆପନାର ନିକଟ ସାଲାମ ନିଯା ଆସିଯାଛେନ । ହ୍ୟରତ (ଦଃ) ଆରା ବଲିଯାଛେନ, ନାରୀ ଜାତିର ମଧ୍ୟେ ଚାରିଜନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠା ;—(୧) ହ୍ୟରତ ମରଇୟମ । (୨) ହ୍ୟରତ ଆଛିଯା । (୩) ହ୍ୟରତ ଖାଦିଜା । (୪) ହ୍ୟରତ ଫାତେମା ।

ଇସଲାମେର ଆବିର୍ଭାବେର ପ୍ରାରମ୍ଭେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ହନ ବିବି ଖାଦିଜା । ସେଇ ସମୟ ଇସଲାମ ପ୍ରଚାର କରିତେ ଗିଯା କାଫେରଦେର ଗାଲିଗାଲାଜ, ଅତ୍ୟାଚାର-ଉତ୍ତ୍ପାଦନେ ରାସୁଲୁଙ୍ଗାହ ସଥନ ପେରେଶାନ ହେଁଯା ପଡ଼ିତେନ, ତଥନ ବିବି ଖାଦିଜା ତାହାକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନ୍ତ୍ଵନା ଦାନ କରିତେ ସନ୍ଧର ହେଁତେନ । ବିବି ଖାଦିଜା ରାସୁଲୁଙ୍ଗାହ ଛାନ୍ନାଙ୍ଗାହ ଆଲାଇହି ଓ୍ସାଙ୍ଗାମକେ ଯେମନି ମନେ-ପ୍ରାଣେ ଭାଲବାସିତେନ, ରାସୁଲୁଙ୍ଗାହଙ୍କ ବିବି ଖାଦିଜାକେ ଠିକ ତେମନି ଭାଲବାସିତେନ ।

ହ୍ୟରତ ସଓଦା

ହ୍ୟରତ ସଓଦା ଛିଲେନ ନବୀ-କରୀମେର ବିବିଗଣେର ଅନ୍ୟତମା । ତିନି ତାହାର ଭାଗେର ବାସର ରାତ୍ରିଗୁଲି ହ୍ୟରତ ଆୟେଶାକେ ଦିଯା ଦିଯାଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା ବଲେନ : ଏକମାତ୍ର ହ୍ୟରତ ସଓଦା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୋନ ଆଓରତକେ ଦେଖିଯା ଆମାର ଆଗ୍ରହ ଜାଗେ ନାହିଁ ଯେ, ଆମି ତାହାର ମତ ହେଁ । ହ୍ୟରତ ସଓଦାକେ ଦେଖିଲେ ଆମି ମନେ ମନେ ଆରଯୁ କରିତାମ, ଆମି ଯଦି ତାହାର ମତ ହେଁତାମ ।

ଆମାଦେର ଦେଶୀ କଥାଯ ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା ହ୍ୟରତ ସଓଦାର ସତୀନ । ହାଲେ ଏକ ସତୀନ ଅନ୍ୟ ସତୀନେର ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ—ସାପ ବେଜୀର ସମ୍ପର୍କ । ଆର ସାମାନ୍ୟ କାରଣେ ଏକେ ଅପରେର ଜାନୀ ଦୁଶ୍ମନ ହେଁଯା ଦାଢ଼ାଯ । ଏଥାନେ ଦେଖା ଯାଯ, ହ୍ୟରତ ସଓଦା ହ୍ୟରତ ଆୟେଶାକେ ସ୍ଵୀଯ ବାସର ରାତ୍ରିଗୁଲି ଦିଯା ଦିଯାଛେନ । ଆର ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା ସାଦା ଦିଲେ, ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଣେ ସ୍ଵୀଯ ସତୀନେର ତାରିଫ କରିତେଛେନ । ବନ୍ଦତଃ ଇହାଇ ହିଲ ଇସଲାମେର ସନାତନ ଆଦର୍ଶ । ଏହି ବାନ୍ଦତ ଆଦର୍ଶକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ସକଳ ମୁସଲମାନେରଇ ସଚେତନ ହେଁଯା ଉଚିତ ।

ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା ଛିନ୍ଦିକା

ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା ରାସୁଲୁଙ୍ଗାହର ପ୍ରିୟତମା ସହଧରିମଣି ଅତି ଅଛି ବୟାସେଇ ତିନି ବିବାହିତା ହନ । ତାହାର ଜ୍ଞାନ-ବୁଦ୍ଧି ଛିଲ ତୀର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥର । ହ୍ୟରତେର ବିଶିଷ୍ଟ ଛାନ୍ନାଙ୍ଗାହ ତାହାର ନିକଟ ମାସାଲା ଶିକ୍ଷା କରିତେନ । ତାହାର ମୋବାରକ ଆଖଲାକ ଚାରିତ୍ର ମହାନ ଗୁଣାବଳୀତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

একদা জনৈক ছাহাবী মহানবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার সহিত আপনার বেশী মহবত ?
হ্যরত (দঃ) উভয়ের বলিলেন, আয়েশাৰ সহিত এবং আবু বকরেৰ সহিত।

হ্যরত আয়েশা নারী জগতেৰ শীৰ্ষস্থানীয়া। তিনি নারী হইয়াও কত বড় জ্ঞানেৰ অধিকারিণী ছিলেন। বড় বড় আলেম ছাহাবিগণ তাহার নিকট শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিতেন। মোটকথা, এল্ম হাচেল কৰিতে হইলে আত্মগৰ্ব ও লজ্জা ত্যাগ কৰিতে হয়। চাই এল্ম বয়োকনিষ্ঠেৰ নিকট থাক বা নারীৰ নিকট থাক, উহা হাচেল কৰিতে লজ্জা কৰা উচিত নয়।

হ্যরত হাফ্সা

নবী কৰীমেৰ নেক বিবিগণেৰ মধ্যে হাফ্সা একজন। একদা কোন কাৱণে নবী কৰীম রাগ কৰিয়া হ্যরত হাফ্সাকে তালাক দেন। তৎক্ষণাত জিৱায়ীল আমিন আসিয়া নবীৰ নিকট সুপারিশ কৰিলেন, হে নবী ! আপনি হ্যরত হাফ্সার তালাক ফিৱাইয়া লউন। যেহেতু তিনি দিনেৰ বেলা রোয়া থাকেন এবং রাত্ৰিতে জাগ্রত থাকিয়া নামায আদায় কৰেন। এছাড়া তিনি দানে মুক্ত হস্ত। হ্যরত হাফ্সা স্বীয় ভাইকে অছিয়ত কৰিয়া যান, তাহার ভূ-সম্পত্তি আল্লাহৰ ওয়াস্তে ওয়াক্ফ কৰিয়া উহার যথাযথ বন্দোবস্ত কৰিতে।

হ্যরত হাফ্সা একজন খোদাভক্তা, এবাদত প্ৰিয়া, মুক্তমনা ও দানশীলা নারী ছিলেন। এই সমস্তেৰ বেদৌলতেই আল্লাহু তা'আলার তৱফ হইতে তাহার তালাক ফিৱাইয়া লওয়াৰ জন্য সুপারিশ কৰা হইয়াছিল। হ্যরত হাফ্সার ন্যায় দীনদারী এখতেয়াৰ কৰা সকলেৱই কৰ্তব্য।

হ্যরত যয়নব বিন্তে জাহাশ

হ্যরত যয়নব বিন্তে জাহাশ নবী কৰীমেৰ বিবি। হ্যরত যায়েদ একজন ছাহাবী। নবী কৰীম তাহাকে পোষ্যপুত্ৰ কৰিয়া রাখিয়াছিলেন। হ্যরত যায়েদ বয়ঞ্চ হইলেন। নবী কৰীম তাহার বিবাহেৰ ব্যবস্থা কৰিতে লাগিলেন। হ্যরত যয়নবেৰ জন্য তাহার ভাইয়েৰ নিকট পয়গাম পাঠাইলেন। কিন্তু হ্যরত যায়েদেৰ হিসাবে তাহারা নিজদিগকে খান্দানী মনে কৰিতেন। তাই বিবাহেৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলেন।

এদিকে আল্লাহু তা'আলা “ওহী” প্ৰত্যাদেশ নাযেল কৰিলেন। “পয়গামৰেৰ নিৰ্বাচনেৰ পৰ
কোন মুসলমানেৰ কোন ওয়ৰ থাকা উচিত নয়।” ইহার পৰ উভয়েই এই বিবাহে সম্মতি
জানাইলেন। যথৱীতি বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু বিবাহেৰ পৰ স্বামী-স্ত্রীৰ সদভাৱ দেখা গেল
না। শেষ পৰ্যন্ত হ্যরত যায়েদ স্ত্রীকে তালাক দেওয়াৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলেন। নবী কৰীম অনেক
বুৰাইলেন, নিষেধ কৰিলেন। কিন্তু বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পাৱিলেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ (দঃ)
বিশেষ চিহ্নিত হইলেন। তাৰিখেন, বিবাহেৰ পূৰ্বেই ইহাতে ভাই-বোন অসম্মত ছিল। কেবলমা৤
আমাৰ ইচ্ছার উপৰ উভয়ে রায়ী হইয়াছিল। এখন যদি তালাক দিয়া দেয়, তাহা হইলে উভয়েৰ
মনে আৱ দুঃখেৰ সীমা থাকিবে না।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ (দঃ) স্থিৰ কৰিলেন, সকল সমস্যা সমাধানেৰ নিমিত্ত তিনি স্বয়ং হ্যরত
যয়নবকে বিবাহ কৰিবেন। ইহাতে উভয়েই সান্ত্বনা লাভ কৰিবে; কিন্তু বেঙ্গমান লোকেৱা অবশ্যই
তোহমত লাগাইবে। তাহারা বলিবে যে, নবী স্বীয় পুত্ৰ-বধূকে বিবাহ কৰিয়াছেন। ইতিমধ্যেই
হ্যরত যায়েদ তাহাকে তালাক দিয়া দিলেন।

ইদত পুৱা হইয়া গেল। নবী কৰীম স্বয়ং বিবাহেৰ পয়গাম দিলেন। ওয়ু কৰিয়া নামায আদায়
কৰত আল্লাহু তা'আলার নিকট মুনাজাত কৰিলেন। আয় আল্লাহু ! আমি নিজ বুদ্ধিতে কোন কাজ

করি না, কেবল আপনার আদেশেই করিয়া থাকি। অতঃপর আল্লাহ্ সীয় রাসূলের উপর “ওহী” নাফিল করিলেন, “আমি তাঁহার বিবাহ আপনার সহিত করিয়া দিলাম।” রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যয়নবকে এই আয়াত শুনাইয়া দিলেন। হ্যরত যয়নব অন্যান্য বিবিগণের সহিত ফখর করিয়া বলিতেন, দেখ! তোমাদের বিবাহ মা-বাপের দ্বারা হয়, আর আমার বিবাহ আল্লাহ্ তা’আলা করাইলেন। এই সময় হইতেই নারীদের পর্দার হুকুম জারি হয়। হ্যরত যয়নব খুব দানশীলা নারী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল অত্যন্ত নরম, দয়ায় পরিপূর্ণ।

একবারের এক ঘটনা। হ্যরতের সকল বিবিগণই মিলিতভাবে হ্যরতের নিকট আরয় করিলেন, আপনার পর কোন্ বিবি সর্ব-প্রথম আপনার সহিত মিলিত হইবেন। উভরে হ্যরত বলিলেন, যাহার হাত অধিক লস্বা। এই কথা শুনিয়া সকলেই হাত মাপিতে লাগিলেন। অবশ্যে দেখা গেল, হ্যরত সওদার হাত অধিক লস্বা। হ্যরতের মৃত্যুর পর দেখা গেল, হ্যরত যয়নব মরিলেন সকলের আগে এবং হ্যরত সওদা মরিলেন সর্বশেষে। ফলে সকলেই বুঝিলেন, সাখাওতির, এ’তেবারেই (দানের হিসাবে) হাত লস্বা হয়।

হ্যরত যায়েদ তখন বুঝিতে পারিলেন, হ্যরত যয়নব হ্যরতের কত প্রিয়া ছিলেন। হ্যরত আয়েশা বলেনঃ আমি হ্যরত যয়নব হইতে উৎকৃষ্টা কোন আওরত দেখি নাই। নবী করীম (দঃ) বলেনঃ (হ্যরত) যয়নবের ন্যায় নশ স্বাভাব এবং আল্লাহ্ সামনে অনুনয়বিনয়কারিণী আওরত আমি দেখি নাই।

হ্যরত যোয়ায়রিয়াহ

হ্যরত যোয়ায়রিয়াহ নবী করীম (দঃ)-এর বিবিদের অন্যতম। বিখ্যাত বনি-মোস্তলকের জেহাদের সময় কাফেরদের শহর হইতে মুসলমানগণের হস্তে বন্দিনী হন। গনিমত (যুদ্ধলক্ষ মাল) বণ্টনের সময় তিনি জনৈক ছাহাবীর হিসসায় পড়েন। অনেকের মতে উক্ত ছাহাবীর নাম ছাহেবত-ইবনে-কায়েস।

বন্দিনী যোয়ায়রিয়াহ মালিকের নিকট প্রস্তাব করিলেন, আমি আপনাকে এই পরিমাণ টাকা দিব আপনি আমাকে আযাদ করিয়া দিন। ইহাতে ছাহাবী রায়ী হইলেন। অতঃপর যোয়ায়রিয়াহ কিছু টাকা সাহায্য পাওয়ার আশায় নবী করীমের নিকট গেলেন। তিনি যোয়ায়রিয়ার দীনদারী, পরহেয়গারী ও হোস্নে আখলাক দর্শনে বলিলেন, তুমি যদি আমার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে রায়ী হও, তবে আমি যাবতীয় টাকা শোধ করিয়া তোমাকে আযাদ করিয়া লইব। ইহাতে তিনি মনেপ্রাণে সম্মতি জানাইলেন। মোটকথা, শুভ শাদী মোবারক সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহ সংবাদ ক্রমে চতুর্দিকে প্রচার হইয়া গেল। মুসলমানদের হস্তে হ্যরত যোয়ায়রিয়ার খান্দানের যত লোক বন্দী ছিল, সকলেই মুক্তি লাভ করিল। যেহেতু মুসলমানগণ ভাবিলেন, এই খান্দানের সহিত রাসূলুল্লাহ্ আঞ্চীয়তা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব, কিছুতেই আর তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা সঙ্গত হইবে না। তাহাদিগকে গোলাম বানাইয়া রাখিলে বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ সহিতই বে-আদবী করা হইবে।

হ্যরত আয়েশা বলেনঃ এমন কোন দীনদার পরহেয়গার, মোস্তাকী আওরতের কথা আমার জানা নাই, যাহার দীনদারী ও পরহেয়গারীর বদৌলতে স্বগোত্রীয়গণ এত অধিক সৌভাগ্যশালী হইতে পারিয়াছে।

সোবহানাল্লাহ! দীনদারী পরহেয়গারী কত বড় দৌলত। যাহার উচ্চিলায় দুনিয়া আখেরাতের উভয় স্থানেই নাজাত পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের নাজাত নয়। এই ঘটনা হইতে জানা গেল, সমগ্র কওমও নাজাত পাইতে পারে।

হ্যরত মায়মুনাহ

হ্যরত মায়মুনাহ নবী করীমের প্রিয়তমা মহিয়ী। জনৈক প্রখ্যাত মুহাদিস বলেন, একদা হ্যরতের নিকট তিনি আরয করেনঃ আমি আপনাকে আমার জান বখশিশ করিলাম অর্থাৎ, বিনা-মহরে আপনার পতিত্ব আমি বরণ করিলাম। রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে কবূল করিলেন। বিনা-মহরে বিবাহ—ইহা কেবল রাসূলুল্লাহ্রই বৈশিষ্ট্য।

অপর এক সুপ্রসিদ্ধ তফসীরকার বলেনঃ যে আয়াতে এহেন বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে উহা এই সময়ই নাযেল হয়। হ্যরত মায়মুনাহ্র প্রথম স্বামীর নাম হাবিতীব।

হ্যরত মায়মুনাহ কত দীনদার, সৈমানদার আওরত ছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর খেদমতকে চরম ও পরম এবাদত জ্ঞান করিতেন। তাই তিনি রাসূল (দঃ)-এর সহিত বিনা-মহরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে এমন উদ্ঘীরা ছিলেন। হালে মুসলিম কওমে উম্মতে-মোহাম্মদীর মধ্যে বিবাহের মহর নিয়া এত বাঢ়াবাঢ়ি হয় যে, উহা বড়ই দুঃখজনক।

হ্যরত সফিয়া

হ্যরত সফিয়া নবী করীমের বিবি। খ্যবরের জেহাদে তিনি মুসলমানদের হস্তে বন্দিমী হন। তিনি এক ছাহাবীর বাঁদীরূপে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁহাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করেন। তিনি হ্যরত হারুণ (আঃ)-এর খান্দানের লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা হইতে তাঁহার প্রথর বুদ্ধি ও সহনশীলতার পরিচয় মিলে।

হ্যরত সফিয়ার এক বাঁদী একদা হ্যরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট নালিশ করিল। সে চোগলখুরী করিয়া বলিল, শনিবারের সহিত এখনও তাহার মহবত বর্তমান। শনিবার ইহুদীদের নিকট মহা সম্মানিত ও পবিত্র দিন। অর্থাৎ, হ্যরত সফিয়া এখনও পুরো মুসলমান হন নাই। ইহুদী মযহাবের প্রভাব এখনও তাঁহার উপর বাকী রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এখনও ইহুদীদের সহিত তাঁহার আদান-প্রদান রহিয়াছে।

হ্যরত ওমর (রাঃ) হ্যরত সফিয়াকে ডাকাইয়া এইসব বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হ্যরত সফিয়া বলিলেনঃ প্রথম কথাটি বিলকুল (ডাহা) মিথ্যা। যেহেতু আমি মুসলমান হইয়াছি। আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা শুক্রবার দিয়াছেন, তাই এখন শনিবারের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নাই। আর দ্বিতীয় কথাটি-সত্য। যেহেতু এসব লোক আমার অঙ্গীয় ছিল। তাঁহাদের সহিত নেক ব্যবহার করা শরীতাত বিরোধী নয়।

অতঃপর বাঁদীকে হ্যরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাকে মিথ্যা চোগলী খাইতে কে বলিয়াছে? সে উত্তর করিলঃ ইবলীস শয়তান। ইহার পর হ্যরত সফিয়া উক্ত বাঁদীকে আযাদ করিয়া দিলেন। কোন জোর জবরদস্তি বা গালিগালাজ করিলেন না।

এই ঘটনা হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি যে, কোন চাকর-চাকরাণী কোন অন্যায় কাজ করিলে উহা যদি অসহ্য হয়, তবে তাঁহার উপর জোর যুলুম না করিয়া, গালাগালি না করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

হয়রত যয়নব

হয়রত যয়নব নবী করীমের আদরণীয়া কল্যা। তাঁহার স্বামী ছিলেন হয়রত আবুল আছ ইবনে-রবি। হয়রত যয়নব ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্বামীকে ত্যাগ করিয়া মদিনায় হিজরত করেন। যেহেতু তাঁহার স্বামী ঐ সময় ইসলাম কবুল করেন নাই। অল্পদিন পরেই তাঁহার স্বামী যখন ইসলাম কবুল করিয়া মদিনায় চলিয়া আসেন, তখন নবী করীম পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থাপন করেন। কিন্তু স্বামী আবুল আছ ইবনে-রবি মদিনায় হিজরতকালে পথিমধ্যে কাফেরদল কর্তৃক আক্রান্ত হন যাহার ফলে তিনি অল্পদিন পরেই এন্টেকাল করেন।

ইসলাম চির সত্য সনাতন ধর্ম। যেখানে কোন অন্যায় অপিব্রিতার সংশ্বর নাই। নাই কোন আঞ্চলিক সম্পর্কের দোহাই। ইহাই শিক্ষা দিলেন হয়রত যয়নব নিখিল উম্মতে-মোহাম্মদীকে। নিরীহ অবলা নারী হইয়াও সত্য সনাতন দীনের মহবতে নির্মল বিশ্বাসের প্রবল শক্তিতে তিনি প্রাণপ্রিয় স্বামী ও মাতৃভূমি ছাড়িয়া গেলেন। রিত্ত হস্তে আল্লাহ ও রাসূলকে সম্মল করিয়া চলিলেন।

হয়রত রোকেয়া

হয়রত রোকেয়া নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণপ্রিয়া কল্যা। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় উৎৰা ইবনে আবি-লাহাবের সহিত। যে আবু-লাহাবের উপর অভিসম্পাত করা হইয়াছে সূরায়ে তাববত ইয়াদার... মাধ্যমে। তাহারা পিতা-পুত্র কেহই মুসলমান হয় নাই এবং পিতার পরামর্শে পুত্র হয়রত রোকেয়াকে ত্যাগ করে।

পরবর্তীকালে হয়রত ওস্মান গণীর সহিত হয়রত রোকেয়ার বিবাহ হয়। জংগে বদরের সময় হয়রত রোকেয়া বিমার ছিলেন। নবী করীম জেহাদে যাওয়ার সময় তাঁহার তিমারদারীর (সেবাশুণ্যার) জন্য হয়রত ওসমানকে ঘরে রাখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, তোমরাও মোজাহেদীনদের সমান সওয়াবের ভাগী হইবে। বস্তুৎঃ তাঁহাদিগকেও গনিমতের মালের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু নবী করীম যুদ্ধ শেষ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেই হয়রত রোকেয়া এন্টেকাল করিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় যে, হয়রত রোকেয়া কত বড় ধার্মিকা নারী ছিলেন। তাঁহার খেদমত করাতেও জেহাদের সওয়াব হাচেল হইল। ইহা তাঁহার অসীম বৃংগীরই নিশ্চান।

হয়রত উম্মে কুলসুম

হয়রত উম্মে কুলসুম হয়রতের কল্যাগণের অন্যতম। তাঁহার প্রথম শাদী হয় আবু লাহাবের অপর এক পুত্রের সহিত। ইতিমধ্যে নবী করীম নুবুওত প্রাপ্ত হইলেন। হয়রত উম্মে কুলসুম ইসলাম কবুল করিলেন কিন্তু আবু-লাহাব বা তাহার পুত্র কেহই ইসলাম গ্রহণ করিল না। ফলে হয়রত উম্মে কুলসুম পরিত্যাজা হইলেন। হয়রত রোকেয়ার এন্টেকাল হইলে হয়রত ওসমান গণীর সহিত তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ধার্মিকা, সরল প্রাণা, নন্দ ও বিনয়ী স্তী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণ ছিল অসামান্য।

হয়রত ফাতেমা (রাঃ)

নবী করীমের সর্ব কনিষ্ঠা কল্যা। হয়রত ফাতেমা। কিন্তু মর্তবার দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠা। রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে কলিজার টুকরা বলিয়া থাকিতেন। এছাড়া তিনি তাঁহাকে সারা নারী-জাহানের সরদার বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেনঃ যে কথায় মা ফাতেমার প্রাণে কষ্ট হয়, সে কথায় আমার

প্রাণেও কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (দঃ) যে বিমারীতে এন্টেকাল ফরমাইয়াছেন, হ্যরত ফাতেমা ও সেই বিমারীতে এন্টেকাল করিবে। ইহা রাসূলুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী। ইহা শুনিয়া হ্যরত ফাতেমা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাসূলুল্লাহ (দঃ) সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মা! চিন্তা করিও না। তোমার জন্য দুইটি সুসংবাদ। প্রথমতঃ, তুমি শীঘ্রই আমার নিকট চলিয়া আসিবে। দ্বিতীয়তঃ, বেহেশ্তী সকল আওরতের সরদার তুমি হইবে। হ্যরত আলীর (রাঃ) সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

হ্যরত হালিমা সাআদিয়া

হ্যরত হালিমা সাআদিয়া নবী করীমকে শৈশবে দুধ পান করাইয়াছিলেন। আদর-যত্নে লালন-পালন করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (দঃ) যখন তায়েফের জেহাদে যান, তখন হ্যরত হালিমা স্থীয় স্বামী ও ছেলেকে নিয়া রাসূলুল্লাহর খেদমতে হাজির হন। নবী করীম তখন মদিনা মোনাওয়ারার বাদশাহ। তিনি স্থীয় দুধ-মাতার সম্মানার্থে আপন চাদর বিছাইয়া তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। সুবিশাল রাজ্যের বাদশাহ হইয়াও তিনি দুধ-মাতার সম্মানে ত্রুটি করিলেন না; বরং নেহায়েত অনুনয় বিনয় সহকারে তাঁহার তায়িম করিলেন। আপন বাদশাহী বা মর্যাদা কিছুই তাঁহাকে দীন-হীন জীর্ণ পোশাক পরিহিতা নারীর সম্মান করা হইতে বিরত রাখিতে সক্রম হইল না। এই তো নবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

হ্যরত উম্মে সলিম

হ্যরত উম্মে সলিম জনৈক ছাহাবিয়া। তাঁহার স্বামী আবু-তাল্হা বিশিষ্ট ছাহাবী। রাসূলুল্লাহর খাত খাদেম, হ্যরত আনাস তাঁহার পুত্র। কোন এক সূত্রে তিনি হ্যুরে আকরামের খালা। তাঁহার ভাই নবী করীমের সহিত জেহাদে যোগদান করিয়া শহীদ হন। এইসব কারণে নবী করীম তাঁহার সহিত বিশেষ মহবত রাখিতেন। সময় সময় তিনি তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইতেন। নবী করীম (দঃ) একবার তাঁহাকে বেহেশতেও দেখিয়াছেন।

তাঁহার জীবনের বহু আজীব ঘটনা আছে। একদা তাঁহার এক ছেলে বিমার হইয়া মারা যায়। তখন রাত্রি। তিনি ভাবিলেন, যদি এই সময় এই সংবাদ স্বামীকে জানাই, তবে হ্যত তিনি পানাহার ত্যাগ করিয়া অস্তির হইয়া পড়িবেন। তাই বৃক্ষিমতী সহশীলা উম্মে সলিম ছেলের মৃত্যু সংবাদ কাহাকেও জানাইলেন না। স্বামী কার্যব্যাপদেশে বাহিরে ছিলেন। গৃহে আসিয়া একবার মাত্র ছেলের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হ্যরত উম্মে সলিম বলিলেনঃ ছেলে আরামেই আছে। কথাটি কিন্তু মোটেই মিথ্যা হয় নাই। যেহেতু মুসলমানের জন্য মৃত্যুই আরামদায়ক।

হ্যরত উম্মে সলিম অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি খানা খাইয়া শেষ করিলেন। স্বামী-স্ত্রীর মিলনও হইল। সমস্ত কাজ সমাধা হইয়া গেলে স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, কাহারো নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখিয়া পুনরায় যদি উহা নিতে চায়, তবে কি উহা ফেরত দিতে অস্বীকার করিতে পারে? উত্তরে স্বামী বলিলেনঃ না। তখন তিনি আরয় করিলেনঃ তবে কোন চিন্তা করিবেন না, ছেলের জন্য ছবর এখতেয়ার করুন। ইহাতে স্বামী রাগান্বিত হইয়া বলিল, তখনই কেন আমাকে খবর দিলে না?

হ্যরত উম্মে সলিম এই কাহিনী নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করিলেন। তিনি অত্যন্ত খুশী হইয়া দোঁআ করিলেন—যাহার ফলে উক্ত রাত্রেই তিনি গর্ভবতী হইলেন। তৎপর এক

ছেলের জন্ম হয়। তাঁহার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণের অনেকেই বড় বড় আলোম হইয়াছিলেন।

হ্যরত উম্মে সলিমের এই ঘটনা হইতেই বুৰা যায় যে, ছবর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কত পছন্দনীয় এবং উহার পরিণাম কত সুখের ও কত সার্থক।

হ্যরত উম্মে হারাম

হ্যরত উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ্ খালা—হ্যরত উম্মে সলিমের ভগী। নবী করীম প্রায়ই তাঁহার বাড়ী তশ্রীফ রাখিতেন। একদা তিনি সেখানে দাওয়াত খাইলেন। তারপর বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ হাসিতে হাসিতে ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন। উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট তাঁহার এই হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হ্যরত বলিলেনঃ আমি স্বপ্ন দেখিলাম, আমার উম্মতগণের একদল জাহাজে সওয়ার হইয়া জেহাদে যাইতেছে। সাজ সরঞ্জামে তাঁহাদিগকে আমীর বাদশাহের মত মনে হইল। ইহা শুনিয়া উম্মে হারাম (রাঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দো'আ করুন, আমি যেন ঐ দলভুক্ত হইতে পারি। হ্যরত (দঃ) দো'আ করিলেন এবং পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আবার হাসিমুখে ঘুম হইতে জাগিলেন। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত দলের ন্যায় আরও একটি দলের কথা বলিলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) এইবারও আরয করিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দো'আ করুন, আমি যেন এই দলেরও একজন হইতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ না, তুমি প্রথমোক্ত দলে থাকিবে।

হ্যরত উম্মে হারামের স্বামী ওবায়দ (রাঃ)। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া এক সামুদ্রিক অভিযানে গমন করেন। এই সময়েই রাসূলুল্লাহ্ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়। তাঁহারা নির্বিশে সমুদ্র অতিক্রম করেন। তারপর সওয়ারীতে আরোহণ করিবার সময় হঠাৎ ভূ-পতিত হইয়া হ্যরত উম্মে হারাম শাহাদত বরণ করেন।

সোবহানাল্লাহ! হ্যরত উম্মে হারাম কত বড় সাহসী, নির্ভীক, বাহাদুর ও দীনদার আওরত ছিলেন। তাঁহার ঈমানের জ্যোতি কত তীব্র বেগবান ছিল। রাসূলুল্লাহ্ নিকট যতবার তিনি জেহাদের কথা শুনিতেন, ততবারই জেহাদে যোগানের প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

হ্যরত আবু হুরায়রার মাতা

হ্যরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ছাহাবী। প্রথমতঃ, তাঁহার মাতা ছিলেন বেদীন। হ্যরত আবু হুরায়রা তাঁহার মাতার নিকট সর্বদা দীন ইসলামের কথাবার্তা কহিতেন। দীন ইসলামের মহত্ত্বই তাঁহাকে বুৰাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু একদিন তাঁহার মাতা ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলিলেন, যাহাতে হ্যরত আবু হুরায়রার মনে খুব দুঃখ হইল।

হ্যরত আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া সব ঘটনা বলিলেন এবং দো'আ করিতে বলিলেন। রাসূলুল্লাহ্ দো'আ করিলেন—আয় আল্লাহ্! আবু হুরায়রার মাতাকে তুমি হেদায়ত কর। ইহার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ী আসিয়া তিনি দেখিলেন ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া কে যেন গোছল করিতেছেন। গোছল শেষ করিয়া তাঁহার মাতা দরওয়াজা খুলিলেন এবং পড়িলেন—আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ....। হ্যরত আবু হুরায়রা খুশীতে কাঁদিতে লাগিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দরবারে

হাজির হইয়া সব ঘটনা আরম্ভ করিলেন। রাসূলুল্লাহ ছান্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিলেন।

অতঃপর হ্যরত আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহকে বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ও আমার মাতার জন্য দো'আ করুন, যেন আমাদের সহিত সমস্ত মুসলমানের এবং সমস্ত মুসলমানের সহিত আমাদের মহবত পয়দা হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (দৎ) উক্ত দো'আই করিলেন।

ইমাম রবিয়া তুর্রার মাতা

ইমাম রবিয়া তুর্রা মস্ত বড় আলেম ছিলেন। ইমাম মালেক এবং হাসান বস্রী (রাঃ) যাহারা দুনিয়ার চাঁদ সূর্যের চেয়েও মশ্হুর আলেম তাহারা তাহার শাগরেদ। তাহার পিতার নাম ফিরোজ।

বনি-উমাইয়া বংশের খেলাফতকালে এই ফিরোজ তাহাদের সেনাদলভুক্ত ছিলেন। একবার তিনি স্ত্রীর নিকট ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া জমা রাখিয়া বিদেশে চলিয়া যান। ইমাম রবিয়া ঐ সময় মাতৃগর্ভে, ফিরোজ এইবাবে সাতাইশ বৎসরকাল বিদেশে কাটাইয়া আসেন।

এদিকে ইমাম রবিয়া যথাসময় ভূমিষ্ঠ হন। পরিণত বয়সে তাহার মাতা তাহাকে লেখাপড়া শিখিতে দেন। এই সুনীর্ধ সাতাইশ বৎসরের মধ্যে ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া খরচে ইমাম রবিয়ার বুদ্ধিমতী মাতা তাহাকে মহান আলেম করিয়া তুলিলেন।

অবশ্যে একদিন ফিরোজ বাড়ি ফিরিয়া আসেন। স্ত্রীকে ত্রিশ হাজার আশরাফিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন। উক্তরে স্ত্রী বলেনঃ আশরাফিয়াগুলি অতি যত্নেই রহিয়াছে। ফিরোজ দেখিলেন, তাহার ছেলে ইমাম রবিয়া মসজিদে বসিয়া হাদীস শুনাইতেছেন। তিনি স্তৰী ছেলেকে কওমের ইমামরাপে দেখিতে পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়া স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। স্তৰী তাহাকে বলিলেনঃ আচ্ছা ছেলের এই নিয়ামত বেশী পছন্দনীয়, না ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া? অতঃপর স্তৰী আরও বলিলেন, আমি বিগত সাতাইশ বৎসরে উক্ত ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া খরচ করিয়া ছেলেকে এলেম হাচেল করাইয়াছি। ফিরোজ বলিলেনঃ নিঃসন্দেহ, আমি তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী স্তৰী পাইয়া সুখী হইয়াছি এবং আমার এই আশরাফিয়া খরচ করা সার্থক হইয়াছে। আর আমরা এমন ছেলের মাতাপিতা হইতে পারিয়া ধন্য হইয়াছি।

হ্যরত ফাতেমা নিশাপুরী

হ্যরত ফাতেমা নিশাপুরী ছিলেন একজন মস্তবড় বুয়ুর্গ। হ্যরত জন্মুন মিস্রী বলেন, তাহার নিকট হইতে আমি বহু কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তিনি বলিতেন, যে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে থাকে না, সে কোন গোনাহ হইতে বাঁচিতে পারে না। যে সদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে থাকে, সে কখনো বেছদ্বা কথা বলিতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলা হইতে নির্লজ্জ হইতে পারে না।

ইমাম আয়ম ছাহেবে বলেন, আমি হ্যরত ফাতেমা নিশাপুরীর সমকক্ষ কোন আওরতই দেখি না। তাহার নিকট যে-কেহ আজগুবি কোন সংবাদ নিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিত, তিনি পূর্ব হইতেই উহা জানেন। ওমরাহের পথে মক্কা মোয়ায়্যমায় তিনি এন্টেকাল করেন।

আল্লাহ আকবর, কত বড় মর্তবার আওরত ছিলেন তিনি। জন্মুন মিস্রী এবং ইমাম আয়মের মত বুয়ুর্গ অলীআল্লাহগণকেও চমকিত করিত তাহার বুয়ুর্গী। আল্লাহর তরফ হইতে হামেশা তাহার নিকট কাশফ হইত। আর সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন বলিয়াই তাহার এন্টেকাল ওমরাহের পথে মক্কা মোয়ায়্যমায় সংঘটিত হইয়াছিল।

হযরত রবিয়া বিন্তে ইসমাঈল

হযরত রবিয়া বিন্তে ইসমাঈল সারারাত্রি এবাদতে কাটাইতেন এবং সারাদিন রোয়া রাখিতেন। তিনি বলিতেন, আমি যখন আযান শুনি, তখন কেয়ামতের দিনের ফুঁকারকারী ফেরেশ্তার কথা স্মরণ হয়। যখন গরম অনুভব করি, তখন হাশরের মাঠের সূর্যোত্তাপের কথা মনে পড়ে।

তিনি আরও বলিতেন; আমি যখন নামাযে ঢাঁড়াই, তখন গায়ের হইতে আমার দোষ-ক্রটি বলিয়া দেওয়া হয়; যাহাতে আমি অপরের দোষ-ক্রটি দেখিতে না পাই এবং চলাফেরা করিবার সময় আমি বেহেশ্ত ও দেখ্য দেখিতে পাই।

বস্তুত এইরূপ এবাদতকেই এবাদত বলা হয়। সর্বদা নিজের দোষ-ক্রটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেই আর অপরের দোষ-ক্রটি দেখা যায় না। আর অপরের দোষ-ক্রটি না খোঁজাই বুয়ুর্গীর আলামত। দুঃখের বিষয় আজ মুসলিম কওম ইসলামের পৃত পবিত্র আদর্শ ভূলিয়া কেহই অপরের দোষ-ক্রটি খুঁজিয়া হিংসা-হাচাদে পড়িয়া রসাতলে যাইতেছে। যাহার ফলে কওমের একতা আত্ম চিরতরে লোপ পাইতেছে। নিজেরা দোষ-ক্রটি মুক্ত হওয়ার চেষ্টা না করিয়া দীন-দুনিয়া বরবাদ করিয়া অশাস্তি ঘটাইতেছে।

হযরত মায়মুনা সওদা

হযরত মায়মুনা সওদা একজন বড় বুয়ুর্গ ছিলেন। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেন, আমি একদা আল্লাহ তা'আলার নিকট দরখাস্ত করি যে, আয় আল্লাহ! আমার বেহেশ্তী সাথীকে দেখাইয়া দিন! আদেশ হইলঃ তোমার বেহেশ্তী সাথীর নাম মায়মুনা সওদা। সে কুফাবাসী অমুক খান্দানের।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেনঃ আমি তাহার সাক্ষাৎ লাভে রওয়ানা করিলাম। যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। জনগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি এক দেওয়ানী আওরত, সারাদিন বকরী চরানই তাহার কাজ। তারপর আমি চারণ ভূমিতে গমন করিলাম। দেখিতে পাইলাম হযরত মায়মুনা সওদা নামায পড়িতেছেন। আর তাহার বকরীর দলের সহিত এক জায়গায়ই কতিপয় বাঘ বিচরণ করিতেছে।

ইতিমধ্যে হযরত মায়মুনা সওদা নামায শেষ করিয়া আমাকে লঙ্ঘ্য করিয়া বলিলেনঃ হে আবদুল ওয়াহেদ! এখন চলিয়া যাও; তোমার সহিত বেহেশ্তে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা রহিয়াছে। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কি করিয়া আমার নাম জানিলেন? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ তোমার কি জানা নাই যে, প্রথমেই সেখানে উভয় রাহের মহবত পয়দা হইয়া গিয়াছে? পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার যে, আপনার বকরী ও বাঘ একই জায়গায় চরিতেছে? তিনি বলিলেন, আমি আমার প্রভুর সহিত মোয়ামালা দুর্বল করিয়া নিয়াচি; ফলে আমার প্রভু আল্লাহ তা'আলা আমার বকরী ও বাঘের মধ্যের মোয়ামালা ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

সোবহানাল্লাহ! আল্লাহ রাসূলের এতাআত করিয়া তিনি কত বড় বুয়ুর্গ হইয়াছিলেন। তাহার নিকট অহরহ কাশ্ফ হইত এবং কারামত যাহের হইত। এমন কি, জন্মের পূর্বের মোয়ামালাত-গুলিও স্পষ্ট তাহার ইয়াদ ছিল। আর সাধারণ মানুষ তাহাকে দেওয়ানী জ্ঞান করিত। বহু বুয়ুর্গনের হালাত এইরূপই হইয়া থাকে।

হ্যরত ছারি সাকাতির মুরীদ

হ্যরত ছারি সাকাতির জনৈক খাদেম বলেনঃ আমাদের শায়খের ছিলেন এক মুরীদানী। তাহার এক ছেলে মঙ্গবে লেখাপড়া করিত। একদিন ছেলের ওস্তাদ ছেলেকে কোন কাজে পাঠাইলেন। ছেলে ওস্তাদের আদেশ পালন করিতে গিয়া পানিতে ডুবিয়া মরিল।

ওস্তাদ এই সংবাদ অবগত হইয়া ছেলের মাতার নিকট গেলেন। তাহাকে সাম্মনা দিবার জন্য ছবর এখতেয়ারের নষ্টাহত করিতে লাগিলেন। মুরীদানী ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাকে কেন ছবরের নষ্টাহত করিতেছেন? ওস্তাদ বলিলেন আপনার ছেলে পানিতে ডুবিয়া মরিয়াছে। মুরীদানী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার ছেলে কখনও পানিতে ডুবিয়া মরিতে পারে না। এই বলিয়া তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া ছেলেকে ডাক দিলেন। ছেলে মাতার ডাকে সাড়া দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ওস্তাদ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন। মাতা ছেলেকে নিয়া ঘরে ফিরিলেন।

এই কাহিনী পরে হ্যরত ছারি সাকাতি ও হ্যরত জুনায়েদ (রঃ)-এর নিকট পেশ করা হইল। তাহারা বলিলেন, ইহা উক্ত আওরতের একটি বৈশিষ্ট্য যে, কোন মুছিবতের পূর্বেই তাহাকে গায়ের হইতে জানান হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা তাহাকে জানান হয় নাই—তাই এইরূপ হইয়াছে।

হ্যরত তোহফা

হ্যরত ছারি সাকাতি বলেনঃ একদা আমি কয়েদখানায় গেলাম। সেখানে দেখিতে পাইলাম, একটি মেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় এশকের কবিতা আবণ্ণি করিতেছে এবং কাঁদিতেছে। দারোয়ানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সে পাগলী। মেয়েটি ইহা শুনিয়া আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল এবং বলিলঃ আমি পাগল নহি—আমি আশেক।

অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কাহার আশেক? উত্তরে মেয়েটি বলিলঃ যিনি আমাকে যাবতীয় নেয়ামত দান করিয়াছেন। যিনি সর্বদা আমার নিকট হাজির নাজির, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার।

ইত্যবসরে মেয়েটির মালিক আসিয়া হাজের হইল। সে দারোগার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোহফা কোথায় আছে? দারোগা ছাহেব বলিয়া দিলেন, সে কয়েদখানার ভিতর আছে; হ্যরত ছারি সাকাতি তাহার সহিত কথা বলিতেছেন।

হ্যরত ছারি সাকাতি বলেনঃ মালিক ভিতরে আসিয়া আমাকে সম্মান প্রদর্শন করিলে আমি বলিলামঃ এই মেয়েটি আমার চাইতে বেশী সম্মানী। আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটিকে এত হীন অবস্থায় রাখিয়াছ কেন? সে উত্তর করিলঃ আমি তাহাকে বহু মূল্যে ক্রীতদাসীরূপে ক্রয় করিয়াছি। আমার ইচ্ছা ছিল তাহাকে অতি লাভে বিক্রয় করিব। কিন্তু সে রাতদিন ক্রন্দন করিয়া পানাহার বন্ধ করিয়া এমন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে এখন আসল দামে বিক্রি করাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

হ্যরত ছারি সাকাতি বলেনঃ আমি তাহাকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সে বলিল, আপনি দরবেশ, আপনি এত টাকা কোথায় পাইবেন? অতঃপর আমি বাড়ি ফিরিয়া সারারাত্রি কাল্লাকাটি করিয়া আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করিতে লাগিলাম। হঠাৎ দরওয়াজায় খট্ খট্ আওয়াজ হইল। দরওয়াজা খুলিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি বহু টাকা-পয়সা সংগে নিয়া উপস্থিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কে? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ “আমি আহমদ ইবনে মোসাফ্রা।

এই টাকাগুলি আপনার নিকট অর্পণ করিবার জন্য স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হইয়াছি।” টাকাগুলি আমি কবুল করিলাম।

রাত্রি ভোর হইতেই আমি খুশী মনে কয়েদখানায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, শ্রীতদাসীর মালিকও কাঁদিতে কাঁদিতে কয়েদখানায় হাজির। বলিলামঃ হে মালিক! আপনি দৃঢ় করিবেন না, আমি টাকা নিয়া আসিয়াছি। দাসীকে দ্বিগুণ মূল্যে খরিদ করিব। মালিক বলিল, আমি স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছি এই দাসীকে আযাদ করিয়া দিবার জন্য, তাই এই দাসীকে আল্লাহর রাস্তায় আযাদ করিয়া দিলাম। দাসী তোহফা আযাদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। আমিও সমস্ত টাকা-পয়সা আল্লাহর রাহে দান করিলাম।

তারপর আমরাও তোহফার পিছনে পিছনে ছুটিলাম। কতদূর যাওয়ার পর তোহফাকে হারাইয়া ফেলিলাম। সে কোথায় বিলীন হইল তাহা ভাবিতেও পারিলাম না। পথিমধ্যে আহমদ ইবনে-মোসামার মৃত্যু হইল। চলিতে চলিতে আমি ও মালিক মকায় পৌঁছিলাম। কাঁবা শরীফের তাওয়াফ করাকালে এক চিন্তাকর্ক আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আমরা বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কে? উত্তর হইলঃ সোব্হানাল্লাহ! আপনারা এত শীঘ্ৰই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন? আমি তোহফা।

হযরত ছারি সাকাতি বলেনঃ আমি আরয করিলাম, আহমদ ইবনে-মোসামার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহার অনেক বুলন্দ মর্তবা হাচেল হইয়াছে। অতঃপর বলিলাম, আপনার মালিকও আমার সাথে রহিয়াছেন। এই বলিয়াই তাকাইয়া দেখি তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তোহফার মৃত্যু অবস্থা দর্শনে উক্ত মালিকও এন্টেকাল করিলেন। আমি উভয়ের কাফন-দাফন সমাধা করিয়া স্বগ্রহে ফিরিলাম।

শাহ ইবনে শুজা কারমানির কন্যা

শাহ ইবনে শুজা কারমানী এক সুবিশাল রাজ্যের বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বাদশাহী পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করেন। তাহার ছিল এক পরমা সুন্দরী কন্যা। অন্য রাজ্যের এক বাদশাহ কন্যার বিবাহের পয়গাম দেন। কিন্তু তিনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

কিছুদিন পর শাহ ইবনে শুজা কারমানি জনৈক যুবকের নামায আদায় করার তরীকায় মুন্ফ হয় এবং তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। যুবক কন্যাকে লইয়া নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

কন্যা স্বামীর বাড়ী গিয়া দেখিলেন, একটি শুক্না ঝটি রহিয়াছে। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহা কি? স্বামী যুবক উত্তর করিলেনঃ সারাদিন রোয়া রাখিয়াছি এফ্তার করার জন্য এই ঝটি রাখিয়াছি। ইহা শুনিয়াই কন্যা আপন পিতার বাড়ীর দিকে রওয়ানা করিলেন। যুবক বলিলেন, আমি পৰ্বাহেই ধারণা করিয়াছিলাম—বাদশাহ্যাদী কি করিয়া আমার বাড়ী কাল যাপন করিবে?

কন্যা বলিলেনঃ কিন্তু, না। আবৰা বলিয়াছেন, তোমার বিবাহ এক দরবেশ যুবকের সহিত দিয়াছি। ইহা শুনিয়া আমি যারপর নাই খুশী হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার স্বামী দরবেশ নয়; যদি দরবেশ হইবে, তবে কেন ঘরে ঝটি জমা রাখিবে? তৎক্ষণাত যুবক ঝটিটি খরারাত করিলেন। ফলে কন্যা সন্তুষ্ট চিত্তে যুবকের সহিত ঘর করিতে লাগিলেন।

ওলী, দরবেশগণের জীবনের ছবি ইহাই, যাহা এই ঘটনায় দেখা গেল। আল্লাহ তা'আলার উপর ধ্যাহাদের ভরসা এমনি চরম ও পরম তাঁহারাই ওলীআল্লাহ।

নেক বিবিগণের তারীফে কোরআন ও হাদীস

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে আওরত নামায পড়ে, রোয়া রাখে, গোনাহ ও সওয়াবের কাজের তমীজ করিয়া চলে, হাদীস ও কোরআনের আহ্কামের তাবেদারী করে, ধাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, মিথ্যা বলে না, আমানতের খেয়ানত করে না, স্থীর স্তীত্ব বজায় রাখে, বে-পর্দা হয় না, উচ্চেঃস্বরে কথা বলে না, লজ্জা-শরম বাকী রাখে, কাহারো সহিত হাসি ম্যাক করে না, আল্লাহ্ তা'আলাকে সদা ইয়াদ রাখে, স্বামীর খেদমত প্রাণপণে করে, তাঁহার জন্য খোশখবরী। তিনি পরকালে অফুরন্ত নেয়ামত সামগ্রীর অধিকারিণী হন। চিরশাস্ত্রিময় বেহেশ্তের দরওয়াজা তাঁহার জন্য খোলা থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, নেক আওরতগণের মধ্যে এই গুণসমূহ পাওয়া যায়—খোদা পরুষ্টি, শরীরাতের পাবন্দ, স্তী-সাধী, খেলাফে শারাহ কাজে তওবাকারিণী এবং ইবাদতে লিপ্তা।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ এইরূপ স্ত্রীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হউক, যে নিজে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং তাহাজ্জুদ পড়িবার জন্য স্বামীকে জাগাইয়া দেয়। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যে আওরত কুমারী অবস্থায়, গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে অথবা হায়েয়-নেফাসের সময় মৃত্যু বরণ করে সে শাহাদৎপ্রাপ্ত হয়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে মাতার তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে, সে বেহেশ্তী। বর্ণিত আছে, জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেনঃ যাহার দুইজনই মারা যায়? রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহারও এই সওয়াব মিলিবে।

হাদীস—হযরত ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে আওরতের হামল পড়িয়া যায় সে সওয়াবের আশায় যদি ছবর এখতেয়ার করে, তবে ঐ সন্তান পরকালে স্থীয় মাতাকে টানিয়া বেহেশ্তে লইয়া যাইবে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন নেককার স্ত্রী। যে স্ত্রীকে দেখামাত্র স্বামীর মন শাস্তিতে ভরিয়া যায় এবং স্বামীর আদেশ পাওয়ামাত্র তাহা পালনে প্রাণপণ চেষ্টা করে। আর স্বামীর প্রবাসকালে স্ত্রী (স্থীয়) ইজ্জত আবর্ত হেফায়ত করে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আরবীয় রমণীরা দুইটি ভাল কার্যে অভ্যন্ত। প্রথমতঃ সন্তানের উপর খুব মহবত রাখে, দ্বিতীয়তঃ স্বামীর মালের হেফায়ত করে। আফসোসের বিষয়! আমাদের দেশী রমণীরা স্বামীর মালের হেফায়তের দিকে মোটেই খেয়াল করে না। স্বামীর আমানতের হেফায়ত করিতে তাহারা একান্তই অলস। এই অলসতার দরজনই তাহারা খায়েন সাজিয়া ইহকাল ও পরকাল বরবাদ করিতেছে। যাহার পরিগাম অত্যন্ত ভয়াবহ। দ্বিতীয় কথা হইতেছে—সন্তানের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি মাতা যেমন সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখে—তাহার চেয়ে বেশী সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখা উচিত সন্তানের চরিত্র গঠনের প্রতি। যেহেতু শিশুদের চরিত্র প্রথম থাকে নিষ্কলুষ, পবিত্র ও কোমল। এই সময়টা অতিবাহিত হয় মাতার কোলেই। এই সময়ে মাতা শিশুকে যেমন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিবেন, ঠিক তেমনি গড়িয়া উঠিবে। কাজেই শিশুকে আদর্শ চরিত্রবান করিয়া তোলার দায়িত্ব মাতারই।

হাদীস—হ্যরত ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমরা কুমারীকে বিবাহ করিবে; যেহেতু তাহার বোলচাল স্বভাবতঃ নম্র হয়। অর্থাৎ, লজ্জাশীলা হওয়ার কারণে তাহারা মুখ খুলিয়া কথা বলিতে অক্ষম হয়। তোমরা তাহাদিগকে সামান্য খরচে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে, লজ্জা-হায়া অতি মূল্যবান সম্পদ। ইহাতে কেবল কুমারীকে বিবাহ করার আদেশ হইল না। এক ছাহাবী এক বিধবা আওরত বিবাহ করার কারণে হ্যরত তাহার জন্য খাচ দোঁআ করিয়াছিলেন।

হাদীস—হ্যরত ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে রমণী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানের রোয়া রাখে, স্বীয় মান-সম্মানের হেফায়ত করে এবং স্বামীর তাবেদারী করে, এইরূপ রমণী বেহেশ্তের যে দরওয়াজায় ইচ্ছা প্রবেশ করিবে। মোটকথা, দীনের যাবতীয় জরুরী আহকামের পা-বন্দ হওয়ার পর, খুব কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্রমসাধ্য এবাদত করার প্রয়োজন পড়ে না। শ্রমসাধ্য এবাদতের দ্বারা যে মর্তবা লাভ হয়, উহা স্বামী ও সন্তান-সন্তির খেদমতের দ্বারা হাচেল করা যায়।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্বামীর সন্তুষ্টির হালতে যে স্ত্রীর মৃত্যু হইবে, সে বেহেশ্তী। হ্যরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যাহার চারিটি বস্তু হাচেল হইয়াছে, সে দুনোজাহানের দৌলত হাচেল করিয়াছে। প্রথম, নিয়ামতের শোকর আদায় করা; দ্বিতীয়, জিহ্বা দ্বারা সদা আল্লাহর যিকির করা; তৃতীয়, বালা-মহিষবতে ছবর এখতেয়ার করা; চতুর্থ, স্বীয় সতীত্ব ও স্বামীর মালের হেফায়ত করা এবং ধোকা না দেওয়া।

একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক রমণী খুব বেশী নফল নামায পড়ে, নফল রোয়া রাখে এবং খয়রাত করে; কিন্তু তাহার জিহ্বা দ্বারা পড়শীদের কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ সে দোষধী। ঐ ব্যক্তি পুনঃ আরয় করিল, এক রমণী নফল নামায ও নফল রোয়া বেশী রাখে না, সামান্য পনিরের টুকরা খয়রাত করিয়া থাকে অথচ তাহার দ্বারা পড়শীদের কোন কষ্ট হয় না। রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেনঃ সে বেহেশ্তী।

জনৈক আওরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। একটি সন্তান তাহার কোলে ছিল, আর একটি তাহার অঙ্গুলি ধরিয়া হাঁটিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ ফরায়াইয়াছিলেন, এইসব আওরত প্রথমতঃ গর্ভে সন্তান ধারণ করে, তারপর প্রসব করে এবং অতি যত্নের সহিত লালন-পালন করে। যদি তাহারা স্বামীর মনের সন্তুষ্টি হাচেল করিতে পারিত, তবে বেহেশ্তী হইত।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ (আওরতদের প্রতি) তোমরা কি ইহাতে রায়ী নও যে, (অর্থাৎ, রায়ী থাকা উচিত) যখন তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় স্বামীর উচ্ছিলায় গর্ভবতী হয় এবং স্বামী তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে এই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হয়, যেই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে আল্লাহর রাহের রোয়াদার এবং বিনিদ্র রজনীর এবাদতকারী। আর যখন তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, তখন তাহার শাস্তি ও আরামের জন্য যে-সব সামান পরিপারে মওজুদ করা হয়—সে সম্বন্ধে আকশ ও মর্ত্যবাসী কোন ধারণাই করিতে পারে না। সন্তান প্রসব হইলে পর তাহার স্তন হইতে এমন একটি দুঃখের ফেঁটাও বাহির হয় না, যাহার পরিবর্তে কোন নেকী মিলে না। আর সন্তানের জন্য যদি তাহার রাত্রি জাগিতে হয়, তবে সে আল্লাহর রাস্তায় ৭০টি গোলাম আযাদ করার সওয়াব হাচেল করিয়া থাকে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ রমণী যদি তাহার স্বামীর সংসার হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামীর এজায়তে খরচ করে, তবে সেও সওয়াবের ভাগী হয়। রমণী সওয়াবের ভাগী হয় খয়রাত করার উচিলায়, আর স্বামী সওয়াব পায় মাল উপার্জন করার কারণে। ইহা ছাড়া খয়রাত কবৃলকারীও সওয়াব পায়—অথচ কাহারো ভাগ হইতে সওয়াব কমে না।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ দেখ রমণীগণ! তোমরা জেহাদের সওয়াব হাচেল করিতে পারিবে হজ্জের দ্বারাই। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আওরতদের এবাদতকে কত সহজ করিয়া দিয়াছেন। জেহাদ শরীতের সর্বাপেক্ষা কঠিন এবাদত। আর সেই এবাদতের ফয়লত রমণীগণ হাচেল করিবেন হজ্জ সমাপন করিয়া। সোব্হানাল্লাহ্! কত বড় খোশ-নছীব।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ রমণীদের জন্য জেহাদ নাই, জুমু'আ নাই, এমনকি জানায়ার নামাযও নাই (অর্থাৎ, জানায়ায তাহাদিগকে শরীক হইতে হয় না।) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আপন বিবিগণকে লইয়া হজ্জ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, এই হজ্জ করিবার পর বাড়ীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও (অর্থাৎ, বেলা জরুরত সফরে বাহির হইও না।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্ত্রীলোক পুরুষের অর্ধাঙ্গনী। যেহেতু বিবি হাওয়া হযরত আদম (আঃ)-এর পাঁজর হইতে সৃষ্টি (ইহা একটি মশহুর কাহিনী।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা রমণীদের জন্য (শক) এর বদলে জেহাদের সওয়াব দান করেন। যে আওরাত স্বীমান ও সওয়াব তলবের উদ্দেশ্যে (শক, অর্থাৎ, স্বামীর অন্য এক স্ত্রীর পানি গ্রহণে) ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাহাকে শহীদের মর্তবা দান করেন।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আপন স্ত্রীর সহিত প্রেম ও দাম্পত্য সুলভ ব্যবহার করিয়া স্ত্রীর সন্তুষ্টি হাচেল করাতেও ছদকার সওয়াব মিলে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আওরতদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠা যে স্বামীর দৃষ্টিকে সান্ত্বনা দিতে পারে এবং স্বামীর হৃকুমের তাবেদার হয়। এ ছাড়া স্বামীর জান ও মালের হেফায়ত করে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ পায়জামা পরিধানকারিণী আওরতের উপর আল্লাহর মেহেরবাণী হটক (অর্থাৎ, পর্দানশীল আওরতগণের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ণণ করণ।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ বদকার আওরতের “বদী” হাজার পুরুষের বদীর সমান এবং নেককার আওরতের “নেকী” সন্দের আওলিয়ার নেকীর সমান।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে আওরত আপন গৃহস্থালী কার্য স্বহস্তে সম্পন্ন করে, সে জেহাদের সওয়াব লাভ করিবে (ইন্শাল্লাহ)। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেনঃ বিবিগণের মধ্যে সে-ই উত্তম যে স্থীয় সতীত্ব বজায় রাখে এবং স্বামীর আশেক হয়।

হাদীস—জনৈক পুরুষ রাসূলুল্লাহ্ খেদমতে আরয করিলঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি যখন আমার স্ত্রীর নিকট গমন করি, তখন সে বলেঃ মারহাবা আমার স্বরদারের এবং বাড়ীর স্বরদারের। আর সে আমাকে যখন চিন্তিত দেখে তখন বলেঃ দুনিয়া নিয়া আবার কিসের চিন্তা—তোমার আখেরাত তো দুর্ঘন্ত হইয়াছে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ বলিলেনঃ তাহাকে খোশ-খবরী দাও যে, সে এবাদতকারিণীদের একজন এবং সে মোজাহেদেগণের অর্ধেক সওয়াব হাচেল করিয়া থাকে।

হাদীস—আস্মা বিনতে-এজীদ নেছারিয়া বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ খেদমতের আরয করিলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আওরতকুলের ফরিয়াদ নিয়া হাজির হইয়াছি। পুরুষগণ জুমু'আর নামায, জমা'আত রোগীর সেবা-শুশ্রায়া, জানায়া নামায, হজ্জ-ওমরা ও ইসলামী রাষ্ট্রের

সীমানা বক্ষক হিসাবে আমাদের হইতে প্রধান্য হাচেল করিয়াছে। উত্তরে হ্যরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলিয়াছেনঃ আওরতগণকে জনাইয়া দাও যে, এই পরিমাণ প্রাধান্যের সওয়াব তাহাদের জন্য স্বামীর খেদমত, স্বামীর হক আদায়, স্বামীর তাবেদারী ও তাহার দেলের সন্তুষ্টি হাচেল করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আওরতগণ সন্তান প্রসব করা হইতে সন্তানকে দুধ পান করান পর্যন্ত এমন সওয়াব হাচেল করে, যেমন সওয়াব হাচেল করিয়া থাকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানারক্ষী সেনাদল। আর এই সময়ের মধ্যে যদি সন্তানের মাতার মৃত্যু হয়, তবে সে শহীদী-দরজা প্রাপ্ত হয়।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে রমণীকুল ! স্মরণ রাখ, তোমরা যাহারা নেক্কার তাহারা সবার আগে বেহেশ্তে দাখেল হইবে। তাহাদিগকে স্বান করাইয়া খুশবু মাখিয়া প্রত্যেকের স্বামীর হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হইবে। লাল ও জরদ রঞ্জের সওয়ারীর উপর তাহাদের সহিত উপবিষ্ট মুক্তার ন্যায় চক্চকে ছেলে-মেয়ে থাকিবে।

হাদীস—হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে আওরত স্বামীর প্রবাসকালে স্বীয় সতীত্ব বজায় রাখে এবং বিলাস সৌন্দর্যদ্বয় পরিহার করিয়া চলে, সে বেহেশ্তে তাহার স্বামীর সহিত বাস করিবে। তাহার স্বামী যদি বেহেশ্তী না হয়, (অর্থাৎ, সেমানের সহিত তাহার মৃত্যু না হয়) তবে তাহার বিবাহ কোন এক শহীদের সহিত আল্লাহু তাঁ'আলা সম্পাদন করিবেন।

হাদীস—হাকীম ইবনে-মাবিয়া স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূলুল্লাহকে প্রশ্ন করিলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের উপর আমাদের বিবির কি হক আছে ? উত্তরে হ্যরত (দঃ) বলিলেনঃ যখন তুমি পানাহার কর, তখন তাহাকেও পানাহার করাও। তুমি যখন পরিধান কর, তাহাকেও তখন পরিধান করাও। তাহার উপর ঘূরুম করিও না।

হাদীস—হ্যরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যাহার আখলাক-চরিত্র ভাল সেই পূর্ণ ঈমানদার। ঐ ব্যক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট যে স্বীয় বিবির নিকট পছন্দনীয়।

আল্লাহ তাঁ'আলা বলেনঃ যে স্ত্রীলোক স্বামীর কথার তাবেদারী করে না তাহাকে প্রথমতঃ উত্তর নহীত্ব কর। তারপর তাহার সহিত উঠা-বসা শোয়া পরিত্যাগ কর। এইবার যদি মানে (অর্থাৎ তোমার কথার তাবেদারী করে,) তবে আর বাঢ়াবাঢ়ি করিও না।

রমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তাঁ'আলা বলিয়াছেনঃ তোমরা চলিবার সময় পা মাটিতে জোরে মারিও না। (পরপুরুষকে জেওরের ঝনঝনানী শব্দ শুনাইও না।) অত্র আয়াতের মারফত আওরতের কথাবার্তার আওয়াজকে হেফায়ত করার জন্য এবং পর্দা-পুশিদার জন্য তাকীদ করা হইয়াছে।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে রমণীগণ ! তেচ্ছাদের অধিকাংশকেই আমি দোয়খী দেখিতেছি। কতিপয় আওরত রাসূলুল্লাহ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ইহার কারণ কি ? রাসূলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ তোমরা আল্লাহর গ্যবের কথা অধিক বলিয়া থাক (অর্থাৎ বল, অনুকরে উপর আল্লাহর গ্যব নাযেল হউক) এবং স্বামীর নাফরমানি খুব বেশী কর। স্বামী প্রদত্ত চীজকে না-পছন্দ কর। একদা জনেক আওরত বিমারীকে খারাপ বলিল। রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার কথায় বাধা প্রদান করিয়া বলিলেনঃ ওহে অজ্ঞান ! বিমারীকে খারাপ বলিও না ; যেহেতু উহা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ উচ্চেঃস্বরে ক্রন্দনকারিণী আওরতকে কিয়ামতের দিন ধারাল কাঁটাবিশিষ্ট অগ্নির কোর্তা পরিহিত অবস্থায় উঠান হইবে। কাঁটাগুলি তাহার শরীরে বিধিতে থাকিবে। আর আগুনে শরীরের চামড়া পুড়িতে থাকিবে।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ এক আওরত বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়া অনাহারে মারিয়াছিল। সে জন্য তাহাকে কঠিন আশাব দেওয়া হইয়াছিল।

হাদীস—হ্যরত ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ এক আওরত অপর আওরতের সহিত সাক্ষাৎ করার পর স্বীয় স্বামীর নিকট এমন বর্ণনা যেন না দেয়, যাহাতে স্বামীর চোখে অপর আওরতের ছবি ভাসিয়া উঠে।

হাদীস—একদা রাসূলুল্লাহুর দুই বিবি তাহার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় এক নাবিন (অঙ্গ) ছাহাবী আসিলেন। হ্যরত (দঃ) উভয় বিবিকেই পর্দার আড়ালে যাইতে বলিলেন। তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ সে ত অঙ্গলোক। তদুন্তে হ্যরত (দঃ) বলিলেনঃ সে অঙ্গ হইলেও তোমরা ত অঙ্গ নও।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে স্ত্রী পরহেয়গার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত স্বামীর বেহেশ্টী হৃরগণ বলিতে থাকেঃ তুমি (স্ত্রীলোক) অভিশপ্ত হও। সে তোমার মেহমান—সে অতি শীঘ্ৰই আমাদের নিকট চলিয়া আসিবে।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমি কখনো এইরূপ দোষযী আওরত দেখি নাই, অর্থাৎ, আমার যমানার পর এইরূপ আওরত পয়দা হইবে—যাহারা কাপড় পরিধান করিলেও উলঙ্গের মতই মনে হইবে। তাহারা খুব সাজিয়া রং ঢং করিয়া শরীরকে হেলাইয়া দুলাইয়া চলিবে এবং মাথার চুলকে নকল চুলের সহিত জড়াইয়া রাখিবে। যাহাতে বেশী চুল বলিয়া ভ্রম জনিবে। এইরূপ আওরতগণের নছীবে বেহেশ্টের খোশবুও মিলিবে না।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে স্ত্রীলোক পর পুরুষকে বা আওরতকে দেখাইবার জন্য অলংকার ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, সে বেহেশ্টে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) একদা সফরে ছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, এক আওরত বোঝা বহনকারিণী এক উটনীকে লান্নত করিতেছে। হ্যরত (দঃ) সঙ্গীগণকে বলিলেনঃ উটনীটি যখন আওরতের লান্নতের যোগ্য, তখন বোঝাগুলিকে উটনীর পিঠ হইতে নামাইয়া ফেল। আর আওরতকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও।

সংশোধনমূলক কাহিনী

হ্যরত আদম আলাইহিস্সালামের যমানায় এনাক নামী এক আওরত ছিল। সর্বপ্রথমে সে যেনা করিয়া তাহার চরিত্রকে কলঙ্কিত করে। তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাহার বদকার্য হইতে হাতীর মত বড় বড় সাপ ও গাধার মত বড় বড় শকুন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে উহারা এনাক নামী আওরতকে খাইয়া ফেলিয়াছিল। মোটকথা, বদকার্যের নতিজা এমনি ভীষণ হইয়া থাকে।

অনেকে হ্যত মনে করিতে পারেন যে, কোথায় এই যমানায় তো কাহাকেও তেমন শাস্তি ভোগ করিতে দেখি না! কিন্তু ইহাকে একমাত্র আখেরী নবীর উচ্ছিলাই বলিতে হইবে। রহমাতুল্লিল আলামীন আখেরী নবীর তোফায়েলে যদিও আমরা ইহকালে ঐরূপ ধ্বংসাত্মক

আয়াবে পতিত হইতেছি না, তথাপি গোনাহের কার্যের জন্য আখেরাতে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, নিঃসন্দেহ।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, জবান, দেল ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও যেনা হইয়া থাকে। যেমন পর পুরুষের দর্শন করা চোখের যেনা, পর পুরুষের কথা শ্রবণ করা কানের যেনা। পর পুরুষের সহিত হাত মিলান, কাঁধে হাত রাখা, হাতের যেনা। পর পুরুষের বাড়ী চলাফেরা করা পায়ের যেনা। পর পুরুষের সহিত কথাবার্তা বলা জবানের যেনা। পর পুরুষের সহিত কথা বলিয়া বা কথা শুনিয়া মনে আনন্দ লাভ করা দেলের যেনা। এমনিভাবে সামান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হাজারো বদকার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাই এই সব গোনাহ হইতে বাঁচিবার জন্য সদা সর্তক থাকা উচিত।

ওয়ায়েলার কাহিনী

এই আওরত হযরত নূহ নবীর বিবি। সে ছিল বেঙ্গমান। হযরত নূহ আলাইহিস্সালামের যমানায় যখন প্লাবন শুরু হইল, তখন নূহ (আঃ) ঈমানদার লোকগণসহ বিশাল কিশ্তীতে উঠিয়া পড়িলেন। তাহার এক বেঙ্গমান পুত্র ও এই বিবিকে কতভাবে বুঝাইয়া ঈমান আনাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঐ বদ-নছীবরা কিছুতেই ঈমান আনিল না; বরং প্লাবনে বিশ্বাস না করিয়া হযরত নূহ (আঃ)-কে টিক্কারী দিতে লাগিল। অবশ্যে প্রবল প্লাবনে সারা দুনিয়া ভাসিয়া গেল। তাহারাও পানিতে ডুবিয়া মরিল।

এই সম্পর্কে কোরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আওরত নবীর বিবি হইয়াও আল্লাহর গ্যব হইতে বাঁচিতে পারিল না। সে দোষখে নিষ্কিপ্ত হইল। ইহাতে বুঝা যায়, কাহারো বাপ-ভাই বুরুগ থাকিলেও তাহার কোন ফায়েদা নাই, তাহাকে তাহার কর্মফল ভোগ করিতেই হয়।

হযরত লৃত (আঃ)-এর বিবি

এই আওরত কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাহায্য করিত। আল্লাহৎ তাঁআলা ইচ্ছা করিলেন, হযরত লৃতের কওমের কাফেরদিগকে ধ্বংস করিতে। তিনি লৃত (আঃ)-কে আদেশ করিলেন, ঈমানদার লোকদের নিয়া রাতারাতি বস্তির বাহির হইয়া যাইতে। আরও আদেশ করিলেন, যাইবার সময় পিছন দিকে না তাকাইতে।

এদিকে ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর আদেশে ছোবহে-ছাদেক হইতে না হইতে উক্ত কওমের উপর আয়াব শুরু করিয়া দিলেন। হযরত লৃত (আঃ) ঈমানদার লোকগণকে নিয়া রওয়ানা করিলেন। তাহাদের পিছনে পিছনে উক্ত কাফের আওরতও চলিল। বেঙ্গমান লোকদের উপর পাথরের বৃষ্টি হইতে লাগিল। এই আওরত কার্য়তঃ বেঙ্গমান কাফেরদের মতই ছিল। তাই পিছনদিকে ফিরিয়া তাকাইল। তৎক্ষণাতঃ একটি পাথর ছুটিয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে ধ্বংস করিল।

এই বদবখ্ত আওরতের উল্লেখ কোরআনে আছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর বিবির কাহিনীর সহিত ইহারও উল্লেখ হইয়াছে। উহার মতই সে পয়গম্বরের বিবি হইয়াও ধ্বংস হইল, দোষখী হইল। কারণ সে সত্য পথের পথিক ছিল না।

কাফের আওরত ছদ্মফের কাহিনী

হযরত ছালেহ (আঃ)-এর যমানার কথা। এই কাফের আওরতের আচার-ব্যবহার চাল-চলন অত্যন্ত খারাপ ছিল। ইহার মতই আর এক আওরত ছিল। তাহার ছিল বহুসংখ্যক বকরী। সমগ্র বস্তিতে একটি মাত্র কৃয়া ছিল। সেই কৃয়া হইতেই সমস্ত জানোয়ার পানি পান করিত।

আল্লাহ্ তা'আলা হ্যরত ছালেহ্ আলাইহিস্সালামকে বহু মো'জেয়া দান করিয়াছিলেন। হ্যরত ছালেহ্ (আঃ) একবার মো'জেয়া বলে শক্ত পাথর হইতে বিরাট আকৃতির উটনী বাহির করিয়াছিলেন। এই উটনী উক্ত কুয়া হইতে পানি পান করিত। উহু একদিন পর পর এত পানি পান করিত যে, কুয়া একেবারে শুকাইয়া ফেলিত। ফলে উটনী যেদিন পানি পান করিত এদিন আর অন্য কোন জানোয়ার পানি পান করিতে পারিত না। তাই উক্ত আওরতব্য দুষ্ট দুইজন পুরুষকে বলিল, এই উটনীর কারণে আমাদের জানোয়ারগুলি একদিন পর পর পানি পান করিতে পারে, ইহাতে খুব অসুবিধা হয়। তোমরা যদি এই অসুবিধা দূর করিয়া দাও, তবে আমরাও তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব।

তারপর বদবখ্ত পুরুষ দুইটি লোভে পড়িয়া তলোয়ার হাতে উটনীর আগমন পথে অপেক্ষা করিতে লাগিল। উটনী আসা মাত্র তাহারা তলোয়ার হস্তে আক্রমণ করিয়া উটনীকে মারিয়া ফেলিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সারা কওমের উপর আঘাব নাফিল করিলেন। হ্যরত জীব্রায়ীল আমীন এমনি বিকট ও ভয়ংকর আওয়াজ করিলেন যাহাতে সমস্ত বেঙ্গমান লোক মরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে অগ্নি-বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া সমস্ত মৃতদেহ পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দিল।

নাউয়ুবিল্লাহ্! দুইটি বদ আওরতের কারসাজির দরুন সমস্ত কওমের উপর আঘাব নামিয়া আসিল। তাই সর্বদা এইসব গোনাহ্গারদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকা উচিত।

আরবিলের কাহিনী

হ্যরত ইলিয়াস নবীর যমানার কাহিনী। এই আরবিল ছিল যালেম বাদশাহের বেগম। সে নিজেও ছিল বড়ই নির্দিয়, বেরহম আওরত। বহু পয়গন্ধর ও ওলিআল্লাহকে সে যুলুম করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

আরবিলের প্রতিবেশীনী ছিল এক নেকবখ্ত আওরত। তাহার ছিল মনোরম তরুতাজা এক বাগিচা। একদা আরবিলের লোভ হইল যেমন করিয়াই হটক কৌশলে বাগিচাটি হস্তগত করিতেই হইবে। আর বাগিচা হস্তগত করিতে হইলে উক্ত আওরতকেও জীবনে মারিয়া ফেলিতে হইবে। এখন তাহাকে হত্যা করিবার উপায় কি?

ঘটনাচক্রে বাদশাহ্ একবার বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইল। রাজ্যভার ছাড়িয়া গেল বেগমের হাতে। সুযোগ বুবিয়া বেগম আরবিল বাগিচার মালিনীকে হত্যা করার ফণ্ডী আঁটিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দুইজন লোক ঠিক করিল। বাগের মালিনীকে রাজ দরবারে ডাকিয়া পাঠাইল। জিজ্ঞাসা করিলঃ কি হে! তুমি নাকি বাদশাহৰ বদনাম করিয়াছ? গালিগালাজ করিয়াছ? আওরতটি বিশ্বিত হইয়া অস্বীকার করিল। বেগম মিথ্যাবাদী নকল সাক্ষ্যদাতাদ্বয়কে হাজির করিল। তাহারা বলিলঃ হাঁ, সতাই সে বাদশাহৰ বদনাম ও গালিগালাজ করিয়াছে। অতঃপর বেগম আওরতটিকে কতল করিয়া বাগিচাটি স্বীয় মালিকানাভুক্ত করিয়া লইল।

কিছুদিন পর বাদশাহ সফর শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল। আল্লাহ্ তা'আলা হ্যরত ইলিয়াস (আঃ)-এর নিকট ওহী নাফিল করিলেন। “হে নবী! বাদশাহকে বলিয়া দিন, তাহার বেগম এক নির্দোষ বান্দাকে হত্যা করিয়া তাহার বাগিচা দখল করিয়া লইয়াছে। বাদশাহ যদি উক্ত বাগিচা তাহার ওয়ারিশদেরকে ফিরাইয়া দেয় এবং উভয়ে মিলিয়া তওবা করে, তবে রক্ষা, নতুবা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিব।

ହ୍ୟରତ ଇଲିଆସ (ଆଃ) ଏହି ସଂବାଦ ବାଦଶାହକେ ପ୍ରାଦନ କରିଲେନ । ବାଦଶାହ ବେଗମ ଉଭୟେଇ ଏହି ସଂବାଦେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଲ ନା, ବରଂ ହ୍ୟରତ ଇଲିଆସେର ଦୁଶ୍ମନ ସାଜିଲ । ଏଦିକେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲା ହ୍ୟରତ ଇଲିଆସକେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯା ଅନ୍ୟତ୍ର ଗମନ କରିତେ ଆଦେଶ କରିଲେନ । ଆଦେଶ ପାଓୟା ମାତ୍ର ତିନି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯା ଗେଲେନ ।

କିଛୁଦିନ ପରେଇ ଯାଲେମ ବାଦଶାହର ଏକ ଆଦରେର ଛେଳେ ଭୀଷଣ ରୋଗେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଇଯା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଲ । ଏହି ଦୁଃଖେ ବାଦଶାହ ଓ ବେଗମ ଏକେବାରେ ମର୍ମାହତ ହଇଯା ଗେଲ । କଯଦିନ ପରାଇ ଆବାର ଏକ ପ୍ରବଳ ଅତାପଶଳୀ ବାଦଶାହ ଆସିଯା ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଛିନ୍ନିହେଯା ନିଲ ଏବଂ ତାହାକେ ସବଂଶେ ନିହତ କରିଲ । ଏହିଭାବେ ଯାଲେମ ବାଦଶାହର ସକଳ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଚର୍ଗ୍-ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଲ ଏବଂ ସେ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ ହଇଲ ।

ଯୁଲୁମେର ପ୍ରତିଫଳ, ଯାଲେମେର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରେର ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ନିୟାତିର ବୁକେ ଚିରକାଳଇ ହଇଯା ଥାକେ । ଇହାର ନତୀଜା ବଡ଼ି ଭୟାନକ ଓ ମର୍ମାନ୍ତିକ । ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମାନବ ଜାତିର କଲକ୍ଷ—ଇବଲୀସ୍ ।

ନାୟେଲାର କାହିଁନୀ

ଆରବେର ଏକ ଗୋତ୍ରେର ନାମ ଜିରହାମ । ହ୍ୟରତ ଇସମାଈଲେର ଆରିଭାବେର ପର ହିତେଇ ଆରବେର ଅଧିବାସୀ ଏହି ଗୋତ୍ରେର ସୃଷ୍ଟି । ଏହି ଗୋତ୍ରେରେ ଏକ ଆଓରତେର ନାମ ନାୟେଲା । ଏକଦା ମେ ପବିତ୍ର କା'ବା ଶ୍ରୀକେ ଏକ ପୁରୁଷେର ସହିତ ଯେନା କାର୍ଯେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲାର ଗୟବେ ଉହାରା ଦୁଇଟି ପାଥରେ ପରିଣତ ହଇଯା ଯାଏ । ପୁରୁଷଟିର ନାମ ଛିଲ ଆସଫ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଜନଗଣ ଉହାକେ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟାପି କରିଯା ଛାଫା ଓ ମାର୍ଗ୍ୟା ପାହାଡ଼େ ରାଖିଯା ଦେଇ । ଆର ଜାହେଲ ଲୋକେରା ପାଥରଦୟକେ ପୂଜା କରିତେ ଶୁରୁ କରେ । ଆଖେରୀ ନବୀ ଉତ୍ତର ପାଥରଦୟକେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଫେଲିଯା ଦେଇ । ଫଳେ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତର ପାଥର ପୂଜାର ପାପ ହିତେ ରେହାଇ ପାଏ ।

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେଖା ଗିଯାଛେ, କାବା ଘରେର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିତେ ଯେ ବଦବଖତଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଛେ ଏମନିଭାବେ ଧ୍ୱଂସ ହଇଯାଛେ । ଜାହାନାମେର କଠିନ ପ୍ରଜ୍ଞାଲିତ ଅନ୍ତିମ ତାହାର ନନ୍ଦିବ ହଇଯାଛେ ।

ହ୍ୟରତ ଇୟାହ୍-ହେଯା (ଆଃ)-ଏର ହତ୍ୟାକାରିଣୀ

ହ୍ୟର ଇୟାହ୍-ହେଯା (ଆଃ)-ଏର ଯମାନା । ଏକ ଛିଲ ବାଦଶାହ । ଆର ବେଗମେର ଛିଲ ପୂର୍ବ ସ୍ଵାମୀର ଓରସଜାତ ଏକ କନ୍ୟା । ବେଗମେର ବୃଦ୍ଧାବନ୍ଧୀ ସମାଗତ । ଏହି ସମୟ ତାହାର ଖେଳ ହଇଲ, ଏଥନ ଆମାର ବୃଦ୍ଧାବନ୍ଧୀ, ନାଜାନି ବାଦଶାହର ମନ ଅନ୍ୟ କାହାରୋ ଦିକେ ଆକୃଷିତ ହଇଯା ପଡ଼େ ।

ବୃଦ୍ଧା ବେଗମ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନେର ଜନ୍ୟ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାଯ ପଡ଼ିଲ । ଅବଶ୍ୟେ ଠିକ କରିଲ ତାହାର ଯୁବତୀ କନ୍ୟାକେଇ ବାଦଶାହର ଅର୍ଧାଙ୍ଗନୀ ବାନାଇତେ ହିବେ; ମେ ଯେ କୋନ ପ୍ରକାରେଇ ହଟକ । ବେଗମ ରାତିଦିନ ଏହି ସୁଯୋଗଇ ତାଲାଶ କରିତେ ଲାଗିଲ । ଅତଃପର ଏକଦିନ ବାଦଶାହକେ ଓ କନ୍ୟାକେ ନାନା କୌଶଳେ ବୁଝାଇତେ ଲାଗିଲ । କନ୍ୟାଓ ଛିଲ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଉଭୟ ବଦବଖତଇ ରାଜୀ ହଇଯା ଗେଲ ।

ଏହି ସଂବାଦ ହ୍ୟରତ ଇୟାହ୍-ହେଯା ଆଲାଇହିସ୍-ସାଲାମ ଜାନିତେ ପାରିଲେନ । ତିନି ବାଦଶାହ ଓ ବେଗମକେ ବୁଝାଇଲେନ । ଉପଦେଶ ଦିଲେନ ଯେ, ବାଦଶାହ ଓ ଏହି କନ୍ୟାର ମଧ୍ୟେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହାରାମ ହିବେ । କାଜେଇ ତୋମରା ହିହା କରିଓ ନା । ବେଗମ ଇହାତେ କ୍ରୋଧେ ଉତ୍ୟା ହେଯା ହ୍ୟରତ ଇୟାହ୍-ହେଯା (ଆଃ)-କେ ହତ୍ୟା କରିଲ । ହ୍ୟରତେର ଛେର ମୋବାରକ ହିତେ ଅବିରାମ ରକ୍ତ ଶ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଇଲ । କିଛୁତେଇ ରକ୍ତ ବନ୍ଧ ହଇଲ ନା ।

ଅବଶ୍ୟେ ବାଦଶାହ ବାଧ୍ୟ ହଇଯା ସେକାଲୀନ ଆଲେମଗଣେର ନିକଟ ପରାମର୍ଶ ଚାହିଲ । ଆଲେମଗଣ ବଲିଲେନ, ହ୍ୟରତେର ହତ୍ୟାକାରିଣୀକେ ହତ୍ୟା କରାର ପୂର୍ବେ ଏହି ରକ୍ତଧାରା ବନ୍ଧ ହିବେ ନା । ଏଦିକେ ଏକ

আদেল বাদশাহ ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদের উপর হামলা করিল। যাহার ফলে সন্তুর হাজার কাফেরসহ বাদশাহকে সবংশে নিহত করিল। তারপর হয়রত ইয়াহুইয়া (আঃ)-এর ছের মোবারকের রক্তশ্রোত বন্ধ হইল।

নফসানী খাহেশে পড়িয়াই বাদশাহ ও বেগম সবংশে নিপাত হইল। আরও সন্তুর হাজার কাফের মারিল। পরন্তু কাহারো আশা পূর্ণ হইল না। নফস মানুষকে চিরকালই এমনি বিপদের সম্মুখীন করিয়া থাকে। তাই নফসের খাহেশে কোন কাজ করা উচিত নয়। যেহেতু আল্লাহর গযব যখন নামিয়া আসে তখন প্রতিবেশীকেও সেই আয়াবে লিপ্ত হইতে হয়।

মহান আবেদের বিবির কাহিনী

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম কুদরত বলে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠাইয়া নিয়াছেন। তাহার যমানায় ছিল এক যাহেদ আবেদ। আল্লাহ তা'আলা তাহার গায়ে খুব শক্তি দান করিয়াছিলেন। সে যমানার বাদশাহ ছিল যালেম। সে ছিল উক্ত আবেদের দুশ্মন।

একদা বাদশাহ আবেদের বিবিকে প্রলোভ দিল যে, তোমার স্বামীকে যদি গ্রেপ্তুর করিয়া আমাদের হাতে সোপন্দ করিতে পার, তবে আমি তোমাকে বেগমরূপে বরণ করিব। ইহাতে বদবখত বিবি লোভে পড়িয়া রায়ী হইল। নিদ্রাবস্থায় নেক্কার স্বামীর হাত-পা বাঁধিয়া বাদশাহৰ হাওয়ালা করিয়া দিল।

এই নেক্কার আবেদ স্বামীর নাম শামছুন। বাদশাহ তাহাকে রাজ দরবারে হাজির করিবার হুকুম করিল। তাহার উপর নানা অত্যাচার করার পর তাহাকে শুলে চড়াইবার হুকুম করিল। যথাসময়ে শুলে চড়াইবার বন্দোবস্ত হইল। বহু রাজ-কর্মচারী তামাশা দেখিতে আসিল।

মহান আবেদ শামছুন এদিকে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করিলেন। ফলে বাদশাহৰ শাহী মহল ধৰ্মসিয়া পড়িয়া বাদশাহ মহলের নীচে চাপা পড়িল। সকলেই বাদশাহৰ উদ্ধার কার্যে মশ্গুল হইল। আবেদ শামছুন নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরিলেন এবং মোনাফেক বিবিকে তালাক দিলেন। বদবখত আওরত ক্ষণস্থায়ী লোভের মোহে পড়িয়া দুনো জাহানের দৌলত নেক্কার স্বামীর সঙ্গ হারাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার যাবতীয় আশা-ভরসাও তাসের ঘরের মত উড়িয়া গেল। মোনা-ফেকীর উপযুক্ত সাজা পাইল।

হযরত জুরীহের তোহমতকারিণী আওরত

রাসূলে করীমের পূর্ববর্তী যমানায় এক বুরুর্গ ছিলেন। তাহার মোবারক নাম হযরত জুরীহ। অতি অল্প বয়সেই তিনি আল্লাহর এবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং জনগণ হইতে পৃথক হইয়া নির্জন জঙ্গলে গমন করেন। সেখানে তিনি একটি এবাদতখানা বানাইয়া এবাদতে মশ্গুল হন।

একদিন তিনি নফল নামায পড়িতেছেন। এমন সময় তাহার মাতা তাহাকে ডাকিলেন। তিনি নামাযে ছিলেন বলিয়া ডাকে সাড়া দিলেন না। ইহাতে মাতা রাগ হইয়া ছেলেকে বদদে‘আ দিলেন—‘ইয়া আল্লাহ! সে আমার ডাকে সাড়া দেয় নাই, অতএব, তাহাকে তুমি মেনাকারী আওরতের তোহমত লাগাইও।’

যেহেতু মা-বাপের হক সব চাইতে বেশী। তাই শরীতে এই মাসআলাহ রহিয়াছে যে, নফল নামায ছাড়িয়া মা-বাপের ডাকে সাড়া দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু এই মাসআলাটি হযরত জুরীহ জানিতেন না; তাই তিনি মাতার ডাকে সাড়া দেন নাই। সুতরাং মাতার দো‘আ আল্লাহর দরবারে কবূল হইয়াছিল।

হিংসুকের দল শীঘ্ৰই হ্যৱত জুৱীহেৰ পিছনে লাগিয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে অপমানিত কৱাৰ জন্য এক যেনাকাৰিণীকে ঠিক কৱিল। বলিল, যখন তোমাৰ সন্তান গৰ্ভে থাকিবে, তখন তুমি সকলেৰ নিকট বলিবে, ইহা একমাত্ৰ জুৱীহেৰ কাৰ্য। কমবখ্ত আওৱত তাহাই কৱিল।

এইবাৰ হিংসুকেৰ দল হ্যৱত জুৱীহেৰ নিকট গমন কৱিল। বলিল, কি হে! তুমি না এত আবেদ জাহেদ, তবে কেন এই আওৱত তোমাৰ নামে কুৎসা রটনা কৱিতেছে? এই বলিয়া তাহারা হ্যৱত জুৱীহেৰ এবাদতখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে আওৱতটি একটি সন্তান প্ৰসব কৱিল। হ্যৱত জুৱীহ সদ্যপ্ৰসূত শিশুকে জিজ্ঞাসা কৱিলেন, তোমাৰ পিতা কে? খোদাৰ মহিমা অপাৰ, সৃষ্টেৰ বুৰা ভাৰ! শিশুৰ মুখে কথা ফুটিয়া উঠিল। স্পষ্টভাৱে এক রাখালেৰ নাম বলিয়া দিল, যে ঐ হিংসুক-দলেৱই একজন।

হ্যৱত জুৱীহেৰ কাৰামত দৰ্শনে হিংসুকেৰ দল তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা কৱিল এবং তাঁহার এবাদতখানাকে স্বৰ্গে তৈৰী কৱিয়া দিতে চাহিল। হ্যৱত জুৱীহ বলিলেন, না, আগে যেমন ছিল, তেমনি বানাইয়া দাও। আমাৰ নিকট মাটিৰ ঘৰই পচ্ছন্নীয়। অতঃপৰ হ্যৱত জুৱীহ আপন মনে এবাদত কৱিতে লাগিলেন। হিংসুকেৱা হিংসাৰ অনলে দঞ্চ হইল। কিন্তু মাতাৰ ডাকে সাড়া না দেওয়াৰ কাৰণে এই পেৰেশানী উঠাইতে হইল। কাহাকেও বদদো'আ কৱিতে নাই। যেহেতু বদদো'আ কৱাৰ মধ্যে কোনই মুছলেহাত নাই।

বনি-ইন্দ্ৰায়ীলেৰ নিৰ্দয় আওৱত

ছহীহ বোখারী শৰীফে রাসূলুল্লাহ (দণ্ড) বনি-ইন্দ্ৰায়ীলেৰ এক কাহিনী বৰ্ণনা কৱিয়াছেন। এই কওমেৰ এক আওৱত এক বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখে। উহাকে কিছুই পানাহার কৱিতে দেয় নাই। কিংবা উহাকে ছাড়েও নাই, যাহাতে সে চতুর্দিক বিচৰণ কৱিয়া আহাৱেৰ সংস্থান কৱিতে পাৱে। এইভাৱে ক্ষুণ্ণ-পিপাসায় কাতৰ হইয়া বিড়ালটি মাৱা যায়।

এই নিষ্ঠুৰ দয়াহীন কাৰ্যেৰ দৱন্দ্ব আল্লাহ তা'আলা উক্ত আওৱতকে দোষখে নিক্ষেপ কৱেন। এক রেওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ (দণ্ড) দেখিয়াছেন, উক্ত বিড়ালটি দোষখে আওৱতটিৰ বুকেৰ উপৰ বসিয়া স্বীয় নখ দ্বাৰা তাহার বুক চিৰিতেছে, নখেৰ দ্বাৰা আঁচড় কাটিতেছে। মোটকথা, জীব-জানোয়াৰ এক কথায় কাহাৱও উপৰ বে-ৱহমী কৱা উচিত নয়। যেহেতু বে-ৱহমীৰ শাস্তিৰ আল্লাহ তা'আলা বে-ৱহমীৰ সহিতই দিয়া থাকেন। অতএব, সকলেৰ প্ৰতি সদা সদয় হওয়া আবশ্যক।

ইসলামেৰ প্ৰারম্ভিক যুগেৰ এক আওৱত

হ্যৱত ওসমান গণী রায়তাল্লাহু আন্হ বলেনঃ এক ব্যক্তি ছিল খুব বড় আবেদ। আৱ এক আওৱত ছিল ভয়ানক দুষ্ট। আওৱতটি একদা এক বাঁদীকে আবেদেৰ বাড়ী পাঠাইল। সে আসিয়া আবেদকে বলিল, আপনি দয়া কৱিয়া আমাদেৰ বাড়ী চলুন। টাকা-পয়সা মন্ত বড় একটি লেনদেন আছে, উহাতে আপনি সাক্ষী থাকিবেন। আল্লাহৰ ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য হওয়া বড়ই সওয়াবেৰ কাজ। অতএব, শীঘ্ৰই চলুন।

আবেদ কিছুতেই বাঁদীৰ কথা মিথ্যা বলিয়া ধাৰণা কৱিতে পাৱিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি রওয়ানা হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, খুব মজবুত একটি ঘৰ। তিনি ঘৰে প্ৰবেশ কৱিলেন। এদিকে বাঁদী দুষ্ট আওৱতেৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী সমন্ত দৱওয়াজা-জানালা বন্ধ কৱিয়া দিল। আবেদ দেখিলেন, ঘৰেৰ মধ্যে উক্ত আওৱত শৰাব হাতে বসিয়া আছে এবং তাহার পাৰ্শ্বে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া আছে।

আওরত আবেদকে দেখিয়া বলিলঃ এখন তুমি আমার হাতে আসিয়াছ। এখন বাধ্য হইয়া তোমাকে যে কোন একটি খারাব কাজ করিতেই হইবে, নতুবা আমি তোমাকে জানে শেষ করিয়া ফেলিব। তুমি এখন আমার সহিত যেনা কর; অথবা এই ছেলেটিকে হত্যা কর, কিংবা এই শরাব পান কর। একটা তোমাকে করিতেই হইবে নতুবা রক্ষা নাই।

আবেদ ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কোন উপায়ান্তর খুঁজিয়া না পাইয়া শরাব পান করাই এখতেয়ার করিলেন। শরাব পান করার পরই মস্তির হালতে অপর দুইটি খারবীও করিয়া ফেলিলেন। দুষ্ট আওরতের উদ্দেশ্য সফল হইল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল আবেদের পরহেয়গারী নষ্ট করা।

চিন্তা করিলে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, যত বড় বড় গোনাহের সূচনা ছোট গোনাহ হইতেই। কাজেই গোনাহ ছোট হউক, বড় হউক একদিক দিয়া সকলই সমান। পরহেয়গারী বড় সম্পদ। ইহাকে বজায় রাখিতে জীবনপণ চেষ্টা করা উচিত। উপরোক্ত স্বতঃসিদ্ধি প্রত্যেক গোনাহেই প্রযোজ্য।

বনি-ইন্দ্রায়ীলের ঠগবাজ আওরত

হ্যরত মূসা পয়গম্বর এক পানিপূর্ণ হাউয়ে দোঁআ পড়িয়া ফুঁক দিয়াছিলেন। যার ফলে কোন বদকার আওরত ঐ হাউয়ের পানি পান করিলে তাহার চেহারা কুশ্রী হইয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিত। হ্যরত মূসা (আঃ)-এর যমানার পরও ঐ হাউয়ের উক্ত প্রতিক্রিয়া বাকী ছিল।

এক ব্যক্তি স্থীয় স্তৰীয় সতীত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হন। বস্তুতঃ সন্দেহ সত্যই ছিল। তিনি কাজীর দরবারে বিচার প্রার্থী হন। কাজী ছাহেব উক্ত হাউয়ের পানির উপরই ফায়সালা করেন। ঐ স্ত্রীলোকটিকে পানি পান করানোর দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা হইল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির একটি ভগ্নী ছিল। সে দেখিতে ঠিক তাহারই মত। স্ত্রীলোকটি চালাকি করিয়া নিজের পরিবর্তে তাহার ভগ্নীকে পাঠাইল। তাহার ভগ্নী ছিল নেককার তাই হাউয়ের পানি পান করাতে তাঁহার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইল না। সকলেই বাড়ী ফিরিল।

ভগ্নীটি বাড়ী গিয়া যখন কথা বলিতে লাগিল, তখন তাঁহার মুখের শ্বাস লাগিয়াই ধোঁকাবাজ আওরতটি কুশ্রী চেহারা ধারণ করতঃ মারা গেল। মোটকথা, ধোঁকাবাজী ঠগবাজীর সাজা চিরকালই নির্ধারিত। তাই কখনো কোন অবস্থাতেই ধোঁকাবাজী করিতে নাই। উহার পরিণাম নেহাত জগৎ।

যায়দা বিন্তে আশ্বাবের কাহিনী

যায়দা বিন্তে আশ্বাব হাসানের বিবি। এযীদ ইবনে মোয়াবিয়া হ্যরত হাসানের দুশ্মন। সে চক্রান্ত করিয়া এই আওরতের দ্বারা হ্যরত ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগ করে এবং আওরতকে ওয়াদা দিয়াছিল ইমাম হাসানের মৃত্যুর পর তাহাকে স্থীয় মহিয়ীরাপে বরণ করিবে।

যায়দা লোভে পড়িয়া ইমাম হাসানকে বিষ খাওয়াইল। বিষের প্রতিক্রিয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত চলিল। অবশেষে ইমাম এন্টেকাল করিলেন। এবার যায়দা এযীদকে তাহার ওয়াদার কথা স্মরণ করাইল। কিন্তু এযীদ কিছুতেই তাহাকে বরণ করিল না। ফলে বদবখ্ত যায়দা একুল-ওকুল সবই হারাইল। মোনাফেকীর অগ্নিতে সে চিরতরে ছালিতে লাগিল। এইভাবে সে সামান্য তুচ্ছ যালেম বাদশাহৰ বেগম হইবার আশায় দীন দুনিয়া খোয়াইল। তাই প্রবাদ প্রচলিত আছে—লোভে পাপ, পাপে বিনাশ।

বিবি যুলেখার কাহিনী

বিবি যুলেখার প্রথম শান্তি হয় মিসরের উজিরের সহিত। একদা উজীর হ্যরত ইউসুফকে ক্রীতদাসরাপে খরিদ করিয়া বিবি যুলেখার হস্তে অর্পণ করে। কিছুদিন লালন-পালন করিবার পর বিবি যুলেখা হ্যরত ইউসুফের উপর আশেক হইয়া পড়ে। ইহা জানিতে পারিয়া উজীর মুছলেহাত ভাবিয়া হ্যরত ইউসুফকে কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখেন।

এক যুগ পর মিসরের বাদশাহ হ্যরত ইউসুফকে কয়েদখানা হইতে মুক্তি দেন। তখন হ্যরত ইউসুফ বাদশাহকে বলিয়াছিলেন, উজীরের পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুনঃ কাহার অন্যায়। বাদশাহ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়াছিলেন যুলেখা। তিনি বলিয়াছিলেন, ইউসুফ সম্পূর্ণ পাক পবিত্র, যত অন্যায় সবই আমার ভুল মাত্র।

পরবর্তীকালে হ্যরত ইউসুফ যখন মিসরের বাদশাহ তখন উক্ত উজীরের এন্টেকাল হইয়াছে। ইহার পর হ্যরত ইউসুফ, বিবি যুলেখাকে স্ত্রীরপে বরণ করেন। ইহাকে একমাত্র সত্য কথার অমৃতময় ফলই বলিতে হইবে। বিবি যুলেখার সত্য কথা বলার দরকন এবং মিথ্যা তোহমত না লাগানোর বদৌলতেই তিনি পরিশেষে একদিকে বাদশাহৰ পত্নী অন্যদিকে নবীর নেক বিবি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সত্য চিরজয়ী; উহার জয় সুনিশ্চিত অবধারিত।

কারণের ধোকাবাজ আওরত

হ্যরত মুসা পয়গম্বরের জমানায় কারুণ এক মালদার ব্যক্তি ছিল। হ্যরত মুসা (আঃ) তাহাকে যাকাত আদায় করিতে বলেন। ইহাতে সে দেখিল তাহার অনেক মাল করিয়া যাইবে। সে ছিল কৃপণের একশেষ। অসংখ্য অগণিত ধন-মাল হইতে একটি পয়সা খরচ হইতে দেখিলেও সে পেরেশান হইয়া পড়িত। জানের চেয়েও ধন ছিল তার নিকট প্রিয়। হ্যরত মুসা (আঃ)-এর কথা শুনামাত্র সে তাহাকে মালী এমনকি জানী দুশ্মন ঠাওরাইল।

তারপর সে এক দুষ্ট আওরতকে বহু টাকা-পয়সা দিয়া বাধ্য করিল। তাহাকে বলিল, তুমি কেবল মুসা আলাইহিস্মালামের নামে রটনা করিবে যে, সে তোমার সহিত যেনা করিয়াছে। (নাউয়ুবিল্লাহ!) লোভে পড়িয়া আওরত রায়ী হইল।

একদা হ্যরত মুসা (আঃ) এক বিরাট মাহফিলে ওয়ায় করিতেছিলেন। তিনি যখন ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি যেনা করে তাহার এই শাস্তি, তৎক্ষণাৎ কর্মবৃত্ত কারুণ বলিলঃ যদি আপনি এমন কাজ করেন, তবে কি শাস্তি? হ্যরত মুসা (আঃ) বলিলেনঃ আমারও ঐ শাস্তি। তখন সে বলিল, অমুক আওরত বলে যে, আপনি তাহার সহিত এই কাজ করিয়াছেন। উক্ত আওরত সেখানেই উপস্থিত ছিল। হ্যরত মুসা (আঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে? সত্য সত্য বল। আওরতের দেলে হঠাৎ আল্লাহর ভয় জাগ্রত হইল। সে বলিয়া উঠিলঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ! আপনি নিশ্চয়ই পাক পবিত্র। সে আমকে বহু ধন-সম্পদ দিয়া রায়ী করাইয়াছিল যে, আমি আপনার নামে মিথ্যা তোহমত লাগাই। এখন আমি তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গেলাম।

এই ঘটনায় হ্যরত মুসা (আঃ)-এর দেলে খুব কষ্ট লাগিল। তিনি কারণের জন্য বদদো'আ করিলেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীর ফরিয়াদ কর্বুল ফরমাইলেন। কারুণ তাহার সীমাহীন ধন-সম্পদ মালমাত্রাসহ মাটিতে গাড়িয়া গেল। মুরুর্তের মধ্যে তাহার সকল অহঙ্কার ও গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। আওরতটি ধন-মালের লোভে পড়িয়া প্রথমতঃ ভ্রান্ত পথে ছিল। পরে বুদ্ধি বলে সত্য কথা বলিয়া দুনো জাহানের নাজাত হাচেল করিল।

গোনাহ স্বীকারকারিণী আওরত

একদা রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর খেদমতে এক আওরত হাজির হইল। সে শয়তানের ধোকায় পড়িয়া যেনা করিয়াছিল। শরীতে হুকুম রহিয়াছে, যেনাকারীকে পাথরের আঘাতে মারিয়া ফেলার। উক্ত আওরত এই হুকুম জানিত। তবুও সে নিজকে এই পাপ হইতে ইহ দুনিয়াতেই পাক করিবার ইচ্ছা করিল।

তাই সে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট নিজ মুখে তাহার স্বকীয় পাপের কাহিনী বর্ণনা করিল। হ্যরত বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না যে, এরূপ সত্যবাদিনী যেনা করিতে পারে। তাই তিনি বলিলেন : না, তুম যেনা কর নাই। কিন্তু আওরতটি তিনবার যখন স্বীকার করিল, তখন হ্যরত (দঃ) বলিলেন : আচ্ছা যাও, এখন তোমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে, পরে আসিও।

সন্তান প্রসব করার পর আওরতটি আসিয়া পুনরায় হ্যরতের নিকট হাজির হইল। অর্থাৎ সে প্রায় মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল নিজকে শরীতের শাস্তির দ্বারা পাক ছাফ করার জন্য। এইবার হ্যরত তাহাকে শাস্তি প্রদান করিলেন। সে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিল।

আওরতের মৃত্যুর পর জনৈক ব্যক্তি তাহার কৃত্স্না করিতেছিল। হ্যরত ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন : খবরদার ! তাহার সম্পর্কে কিছু বলিও না ; যেহেতু তাহার তওবা আল্লাহ তা'আলার নিকট সন্তু গোনাহগারের তওবার সমান হইয়াছে। সে আল্লাহর ভয়েই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া জীবন দিয়া দিয়াছে। আল্লাহ আমাদিগকে গোনাহ হইতে দূরে থাকিবার এবং তওবা করিবার তোফীক দিন।

রাসূলে মাক্বুলের পাক শামায়েল

[অর্থাৎ চাল-চলন]

১। বায়হাকী হ্যরত বরা ইবনে-আয়েব হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরত (দঃ) ছিলেন সৌন্দর্য্যের আকর। আখলাক চরিত্রে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অতি লস্বাও ছিলেন না বা অতি খাটও ছিলেন না অর্থাৎ মধ্যম কদ ছিলেন।

২। ইবনে-সাআদ ইসমাইল ইবনে-আবাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরত (দঃ) সবচেয়ে সহ্যগীর, সহনশীল ছিলেন। যে কেহ যে কেন কষ্ট দিলেও তিনি তাহা সহ্য করিতেন।

৩। ইমাম তিরমিয়ী হিন্দ ইবনে-আবি হালা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, চলিবার সময় হ্যরত রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে পায়ে এরূপ ভর রাখিয়া চলিতেন, যাহাতে মনে হইত, তিনি যেন শক্তভাবে মাটিতে পা রাখিতেছেন এবং উঠাইতেছেন। কদম মোবারক এমনভাবে চালাইতেন যে, দেখিলে মনে হইত যেন তিনি কোন উঁচু জায়গা হইতে নিম্নদিকে নামিতেছেন। পা খুব আজিয়ির সহিত বাড়াইতেন। পার্শ্বের কোন কিছু দেখিতে হইলে পুরাপুরি ঘুরিয়া দেখিতেন (অর্থাৎ আড় চোখে চাহিতেন না।) দৃষ্টি প্রায় সর্বদাই জমিনের দিকে রাখিতেন। উপর দিকে আসমানের দিকে খুব কম নজর করিতেন। সাধারণতঃ তিনি নীচা চোখে নজর করিতেন (অর্থাৎ, বেহায়ার মত চোখ উল্টাইয়া দেখিতেন না।) কাহারো সাক্ষাৎ ঘটিলে আগেই তিনি সালাম করিতেন।

৪। ইমাম আবু দাউদ হ্যরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরত (দঃ) কথা বলিবার সময় ধীরে ধীরে কহিতেন। যাহাতে শ্রবণকারী স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে। এত অধিক ধীরে

কহিতেন না, যাহাতে শ্রবণকারী বিরক্ত হইয়া পড়ে। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, হ্যরত (দঃ) প্রত্যেক কথাকে তিনবার বলিতেন।

মোটকথা, হ্যরত কথা বলিতেন নেহায়ত উত্তম তরিকায়। যেখানে যেতাবে বলিতে হয়, সে ভাবেই বলিতেন। যেখানে বুদ্ধিমান লোক থাকে সেখানে এক কথা বার বার বলা ঠিক নয়। এইরপে যেখানে বোকা লোক থাকে সেখানে একবার বলিলে তাহারা বুঝিতে পারে না। আবার যেখানে অল্প বুদ্ধিমান থাকে সেখানে দুইবার বলিলে বুঝিতে পারে। যেখানে হরেক রকম লোক থাকে সেখানে তিনবার বলাই মোনাসেব। যেহেতু কাহারো বুঝে আসিবে একবারে, কাহারো দুইবারে, কাহারো তিনবারে। যদি কেহ তিনবারেও না বুঝে, তবে তাহাকে আরও বলা চাই। এক কথায় কাহারো সহিত কর্কশ বা কটু ব্যবহার করা চাই না। সবার সহিত ভাল ব্যবহার করা এবং ভাল ব্যবহার শিক্ষা দেওয়াই ছিল নবীজীর একমাত্র উদ্দেশ্য। সকলের সহিত ভাল ব্যবহার করায় অভ্যস্ত হওয়া কামালিয়াতের নিশানা এবং ইহা একটি মহান দৌলত।

৫। ইমাম আবু-দাউদ হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর কথাবার্তা পরিষ্কার ও স্পষ্ট শুনাইত। যে কেহ শুনিয়া বুঝিতে পারিত।

৬। বায়হাকি হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, সমস্ত বদ-অভ্যাস হইতে মিথ্যাকে হ্যরত (দঃ) অধিক ঘৃণা করিতেন এবং মিথ্যাকে তিনি মোটেই সহ্য করিতেন না।

৭। বায়হাকি ও ইমাম আবু-দাউদ হ্যরত আনাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, সমস্ত কাপড়ের মধ্যে হ্যরত ইয়ামানি চাদরকে অধিক ভালবাসিতেন। অনেকেই মন্তব্য করেন, এই চাদর সাদাসিধা এবং কম ময়লা হওয়ার দরঢ়নই হয়তো হ্যরতের নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। সোব্হানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়াতে নিজকে দুদিনের মুসাফের মনে করিয়াছেন। তাই তো, দুনিয়ার শান-শওকতের দিকে তাহার খেয়াল ছিল না, পরস্ত শান-শওকতকে তিনি পছন্দও করেন নাই। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইহাই একমাত্র আদর্শ। জরুরত পরিমাণ পোশাক—অর্থাৎ, ছতর ঢাকার পরিমাণ পোশাক হইলেই সেদিকে আর খেয়াল না করিয়া পরিকালের চিঞ্চা করা এবং জিনতের দিকে নজর না করাই ওলি-আল্লাহগণের আদত।

৮। ইমাম বোখারী ও ইমাম ইবনে-মাজা হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ এবাদতকেই বেশী পছন্দ করিতেন, যাহা প্রত্যহ নিয়মিত করা হয়। (অর্থাৎ, এমন নফল এবাদত তিনি পছন্দ করিতেন যাহা অল্প হইলেও প্রত্যহ নিয়মিত করা হয়। পক্ষান্তরে যাহা বেশী এবাদত অথচ উহা নিয়মিত নয়; এরূপ এবাদতকে তিনি অধিক পছন্দ করিতেন না।)

৯। ইবনে-আচুন্না হাসান লাগিবারাত মোজাহেদ হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরতের (দঃ) নিকট বকরীর সম্মুখ ভাগের গোশ্তই বেশী পছন্দনীয় ছিল।

১০। হাকেম এবং আরও অনেকে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মিঠা ঠাণ্ডা পানিই হ্যরত (দঃ) অধিক পছন্দ করিতেন। আবু নয়ীম হ্যরত ইবনে-আবাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে দুধই হ্যরতের (দঃ) অধিক প্রিয় ছিল।

১১। ইবনে-আচুন্না ও আবু নয়ীম হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মধুর শরবতই হ্যরত বেশী পছন্দ করিতেন।

১২। আবু নয়ীম হ্যরত ইবনে-আবাস (রাঃ) হইতে নকল করেন, হ্যরতের (দঃ) নিকট সবচেয়ে প্রিয় সালুন (ব্যঙ্গন) ছিরকাহ।

১৩। ইমাম মোসলেম হযরত আনাস রায়িআল্লাহু তা'আলা আনহ হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর্ম বেশী নির্গত হইত। আয়িয়ি কিতাবে আছে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সলিম হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ-নির্গত ঘর্ম জমা করিতেন এবং অন্য খোশবুর সহিত মিশাইয়া লইতেন। যাহাতে খোশবুর ষাণ দ্বিগুণ হইয়া যাইত। যেহেতু হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ-নির্গত ঘর্ম উৎকৃষ্ট খোশবুর চেয়েও খোশবু ছিল।

১৪। ইমাম মোসলেম হযরত জাবের (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরতের দাড়ি মোবারক খুব ঘন ছিল। ইবনে-আদি হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, ফলের মধ্যে ভিজা খোরমা ও খরবুজা হযরতের নিকট অধিক প্রিয় ছিল।

১৫। ইমাম আহমদ ও ইমাম নাসায়ী হযরত আবু আকদ হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত যখন নামাযে ইমামত করিতেন, তখন নামায নেহায়েত মোখ্তছর অর্থাৎ, শর্টকাট করিয়া পড়াইতেন। আর যখন একাকী নামায আদায় ফরমাইতেন, তখন খুব লম্বা নামায পড়িতেন। জর্মা'আতে নামায আদায় করিবার সময় তিনি মোকাদ্দিদের রেআয়ত করিয়া নামাযকে মোখ্তছর করিতেন। যেহেতু মোকাদ্দিদের মধ্যে বহু কমজোর বৃদ্ধ, মাজুর লোকও থাকেন। একাকী পড়িবার সময় লম্বা পড়ার অর্থ—নামায ছিল হযরতের চোখের (كَدْنُهُ) শাস্তিদায়ক। নামায পড়িতেই তিনি শাস্তি লাভ করিতেন। আর ইহার চেয়ে বড় আনন্দের জিনিস আর কি-ইবা হইবে। যেহেতু নামায়ই স্বীয় মাহবুব খোদার সামনে দাঁড়াইয়া এলতেজা করার প্রকৃষ্ট মওকা।

১৬। ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-বশির (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাহারো ঘরে যাইতেন, তখন প্রথমেই তিনি দরওয়াজার সামনে খাড়া না হইয়া ডানদিকের থামের কাছে দাঁড়াইয়া আস্সালামু আলাইকুম বলিতেন। (ইহাই সুন্নত তরীকা, যেহেতু পর্দা-পুশিদা রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা বড়ই সহায়ক। কাহারো ঘরে প্রবেশ করিবার সময় দরওয়াজার ডান বা বাম দিকে দাঁড়াইয়া সালাম দেওয়া উচিত। প্রথমবারের সালামের জবাব না দিলে, দ্বিতীয়বার সালাম বলা কর্তব্য। আর দরওয়াজা যদি বন্ধ থাকে, তবে সামনে দাঁড়ানোতে কোন ক্ষতি নাই।

১৭। হযরত ইবনে-স'আদ হযরত একব্রামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদত শরীফ ছিল যে, কোন লোক তাহার সামনে আসিলে তিনি যদি লোকটির হাসিমাখা মুখ দেখিতেন, তবে তাহার হাতখানি স্বীয় হাতের মধ্যে উঠাইয়া নিতেন। অর্থাৎ, হযরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিতেন যাহাতে তাহার সহিত লোকটির মহৱত পয়দা হইয়া যায়।

১৮। ইবনে-মানদাহু হযরত উত্তবা ইবনে-আবদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, যে ব্যক্তি হযরতের খেদমতে আগমন করিতেন, তাহার নাম যদি ভাল না হইত অর্থাৎ হযরতের পছন্দনীয় না হইত, তবে তিনি তাহার নাম বদলাইয়া রাখিতেন।

১৯। ইমাম আহমদ এবং আরও অনেকের দ্বারা বর্ণিত আছে, হযরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যদি কেহ আপন মালের যাকাত লইয়া হাজির হইত (অর্থাৎ, যথাস্থানে খরচ করিবার জন্য হযরতের খেদমতে পেশ করিত) তখন তিনি তাহার জন্য দো'আ করিতেন : “আল্লাহু! অমুকের উপর রহমত নাজেল কর।”

২০। হাকেম হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরত যখন খুশী হইতেন খোশ হালে থাকিতেন, তখন বলিতেন, **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنُعْمَتِهِ تَتُّمُ الصَّالِحَاتِ** আবার যখন নাগওয়ারী পেশ আসিত, তখন বলিতেন, **الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ**

২১। ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইবনে-মাজা হ্যরত ইবনে-মাসউদ (রাঃ) হইতে বলেন, জেহাদের গনিমতৰাপে হ্যরতের হিস্সায় যখন বাঁদী কিংবা গোলাম আসিত, তখন হ্যরত বিবিগণের মধ্যে সমভাবে বট্টন করিতেন যাহাতে কাহারো ভাগে বেশ কম হইয়া বিবাদের সৃষ্টি না হয়। (আমাদেরও তাই করা কর্তব্য) কোন জিনিস বন্টন করিবার সময় কোন নফসানী খাহেশ নিয়া বেশ কম করিয়া বন্টন করা উচিত নয়। যেহেতু ইহাতে হক নষ্ট করা হয়। হক নষ্ট করার পরিগাম বড়ই ভীষণ।

২২। খতিব হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরতের নিকট যখন খানা হাজির করা হইত (অন্যান্য লোক যদি হ্যরতের সহিত মণ্ডজুদ হইত) তখন তিনি স্বীয় সম্মুখভাগ হইতে আহার করিতেন। যদি খোরমা হাজির করা হইত, তবে তিনি সব দিক হইতেই তানাওল ফরমাইতেন।

২৩। ইবনে-আছুম্মা হ্যরত আনাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হ্যরতের খেদমতে যদি কোন পাকা ফল হাজের করা হইত, তবে তিনি হাতে নিয়া প্রথমে স্বীয় নয়নযুগলে বুলাইতেন, পরে ওষ্ঠ মোবারকে লাগাইতেন এবং বলিতেন : **اَرْبَيْتَ اَوْفَى فَارِنَّا اَخْرَهُ اللَّهُمَّ اَمَا اَرْبَيْتَنَا** অতঃপর নিকটস্থ শিশুগণকে দিয়া দিতেন।

২৪। ইবনে-আসাকের হ্যরত সালেম ইবনে-আবদুল্লাহ ইবনে-ওমর এবং হ্যরত কাসেম-ইবনে-মুহাম্মদ হইতে বলেন, হ্যরতের খেদমতে যখন কোন খোশবুদার তেল ইত্যাদির পাত্র হাজির করা হইত, তখন হ্যরত (দঃ) উহাতে অঙ্গুলি ভিজাইয়া লইতেন এবং যেখানে লাগানোর প্রয়োজন অঙ্গুলি হইতে লাগাইতেন। [অর্থাৎ, এই তরিকায় (নিয়মে) তিনি খোশবু এস্তেমাল (ব্যবহার) করিতেন]।

২৫। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) মাথায় তৈল লাগাইবার সময় বাম হাতে তৈল লইয়া প্রথমে ভু-যুগলে, তারপর চোখে এবং শেষে মাথায় লাগাইতেন। অন্য রেওয়ায়তে আছে, হ্যরত যখন দাঢ়িতে তৈল লাগাইতে এরাদা করিতেন, তখন হাতে তৈল লইয়া প্রথমে দুই চোখের উপর তৎপরে দাঢ়িতে লাগাইতেন।

২৬। তবরাণী (রঃ) হ্যরত উম্মুল মোমেনীন হাফছা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, শুইবারকালে হ্যরত ডানকাতে শুইতেন এবং স্বীয় ডান হাত ডান গঙ্গের নীচে রাখিতেন।

২৭। ইমাম তিরমিয়ী হ্যরত জাবের (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হ্যরত রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তাব পায়খানায় যাইবার সময় আগেই (অর্থাৎ, প্রস্তাব পায়খানা করার স্থানে পৌঁছার পূর্বে) ছতর খুলিতেন না। যেহেতু ছতর ঢাকা ফরয ; উহা বেলা-জরুরতে খোলা নিষেধ। এই জন্যই হ্যরত রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ জরুরতে যথাস্থানে খুলিতেন।

২৮। ইমাম আবু দাউদ, নাসায়ী এবং ইবনে-মাজা হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হ্যরত যখন জুনুবের হালতে ঘুমাইতে ইচ্ছা করিতেন, তখন তিনি ওয়ু করিয়া নিতেন।

আর এই অবস্থায়ই যদি কোন কিছু খাইবার এরাদা করিতেন, তবে দুনো হাত কজা পর্যন্ত ধৃতিয়া নিতেন। হায়ে নেফাস হইতে পাক হইলে পর আওরতদের জন্য ইহাই সুন্নত

২৯। ইমাম আবু দাউদ ও হাকেম হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে-এজীদ (রাঃ) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) লক্ষণদিগকে রোখছত করিবার সময় এই দে'আ পড়িতেন—

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ

(কাহাকেও রোখছত করিবার সময় এই দে'আ পড়া উত্তম)।

৩০। হ্যরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হ্যরত (দঃ) নয়া কাপড় সাধারণতঃ জুরুম্বার দিন হইতে ব্যবহার শুরু করিতেন।

৩১। হাকিম তিরমিয়ী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে-কাআব (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) মেসওয়াক করা শেষ করিয়া উহা বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে প্রদান করিতেন। আর পানি পান শেষ করিয়া অতিরিক্ত পানি ডান পার্শ্বের লোককে প্রদান করিতেন। এই দুনো বস্তু প্রদান করা হ্যরতের ছাখাওয়াতি এবং সাধারণকে বরকত পৌঁছানো। হ্যরতের এরাদাও ইহাই ছিল।

৩২। ইবনেসেসিনি এবং তবরাগী হ্যরত ওসমান ইবনে-আবুল আচ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, যখন উত্তরী হাওয়া (অর্থাৎ বাড়-তুফান) প্রবাহিত হইত, তখন হ্যরত ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দে'আ পড়িতেন : *اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَرْسَلْتَ فِيهَا* ইহার অর্থ—ইয়া আল্লাহ! আমি ইহার (হাওয়া বাড়ের) খারাবী হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কবি—যে খারাবী আপনি ইহার সহিত পাঠাইয়াছেন।

৩৩। ইমাম আহমদ এবং হাকেম হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হ্যরত যদি স্বীয় পরিবারবর্গের কাহারো সম্বন্ধে জানিতেন যে, সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তবে তাহার সহিত কথাবার্তা, উঠাবসা সবকিছু পরিত্যাগ করিতেন। তাহার প্রতি পুরু অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন। পুনরায় যখন সে তওবা করিয়া লইত তখন তাহার সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার করিতেন। পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন। প্রত্যেক গোনাহগারের সহিত হ্যরত (দঃ) এইরূপ ব্যবহার করিতেন।

৩৪। সিরায়ী হ্যরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) যখন চিহ্নিত হইতেন, তখন দাঢ়ি মোবারক হাতে ধরিয়া উহার প্রতি নজর করিতেন।

৩৫। ইবনেসেসিনি এবং নয়ীম হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে এবং আবু নয়ীম আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে নকল করেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিহ্নিত হইলে দাঢ়ি মোবারক বার বার হাতে স্পর্শ করিতে থাকিতেন।

৩৬। ইমাম তিরমিয়ী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখে সুরমা লাগাইবার সময় তিনি তিনি বার লাগাইতেন।

৩৭। ইমাম আহমদ এবং ইমাম মোসলেম হ্যরত আনাস ইবনে-মালেক (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, খানা খাওয়ার পর হ্যরত যে তিনি অঙ্গুলির দ্বারা আহার করিতেন, তাহা খুব ভালভাবে চাটিয়া খাইতেন যাহাতে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের অপব্যবহার না হয়।

৩৮। ইমাম তিরমিয়ী হ্যরত আবু হুরায়রা রায়িআল্লাহ তা'আলা আনহ হইতে বলেন, হ্যরতের নিকট যখন কোন মুশ্কিল সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি ছের মোবারক আসমানের দিকে উঠাইতেন এবং পড়িতেন—*سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ*

৩৯। ইমাম আবু দাউদ এবং ইবনে-মাজা হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছাহাবীদের কাহাকেও কোন কাজে পাঠাইতেন, তখন নছীহত করিতেন—সকলের সহিত উন্নত ব্যবহার করিবে, নম্র ও ভদ্রভাবে কথা বলিবে, কাহকেও ঘণা করিবে না, শরীতের হকুমের পা-বন্দ থাকিবে, সকলের উপর এহ্সান করিবে, কখনও যুলুম করিবে না।

৪০। ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিয়ী হযরত ছখর ইবনে-ওদায়া (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোথাও লক্ষ্য পাঠাইতে হইলে দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাইতেন। যেহেতু দিনের প্রথম ভাগ বিশেষ বরকতের।

৪১। ইমাম আবু দাউদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) কাহাকেও নছীহত করিবার সময় এইরূপ বলিতেন না যে, তুমি কেন এমন খারাপ বল বা এমন খারাপ কাজ কর? বরং এইরূপ বলিতেন—মানুষের কি হাল হইয়া গেল যে, তাহারা এইরূপ খারাপ বলা ও করা শুরু করিয়া দিয়াছে। সুবহানাল্লাহ! হযরত (দঃ) প্রত্যেকটি কার্যই সুবুদ্ধির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিতেন। এই তরীকায় নছীহত করাতে দুইটি ফায়েদা আছে, প্রথমতঃ যাহাকে নছীহত করা হয় সে মনে কোন কষ্ট পায় না; বিরক্ত হয় না। নছীহতকারীর প্রতি তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা আচল অটল থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সে নছীহত কবুল করিয়া দুরুষ্ট হইয়া যায়।

৪২। আবু নয়ীম হযরত আবু ছায়াদ খুদুরী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত সকালে আহার করিলে বিকালে আহার করিতেন না। আবার বিকালে আহার করিলে সকালে আহার করিতেন না। অর্থাৎ হযরত (দঃ) সারাদিনে একবেলা আহার করিতেন।

৪৩। ইমাম ইবনে-মাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, ওয়ু করার পর হযরত দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করিতেন (কিন্তু মাকরাহ ওয়াত্তে নয়।) তৎপর (ফরয পড়িবার জন্য মসজিদে তশ্রীফ নিতেন।)

৪৪। খতীব এবং ইবনে-আসাকের হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, শীতকাল আসিলে হযরত শুক্রবার হইতে ভিতর বাড়ী অবস্থান শুরু করিতেন। আবার গ্রীষ্মকাল আসিলে শুক্রবার হইতে বাহির বাড়ী অবস্থান শুরু করিতেন। নয়া কাপড় তিনি শুক্রবার হইতেই পরিধান করা শুরু করিতেন এবং আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করিতেন। আর পুরাতন কাপড় কোন অভাবীকে দান করিতেন।

৪৫। বায়হাকী এবং খতীব হযরত মুহম্মদ ইবনে-আলী (রাঃ) হইতে বলেন, হযরতের নিকট সকালে কোন মালমাত্রা আসিলে দুপুরের পূর্বে যথাস্থানে খরচ করিয়া ফেলিতেন এবং দুপুরের পরে আসিলে রাত্রের পূর্বেই খরচ করিয়া ফেলিতেন।

৪৬। মুহাম্মদ বগুবী জয়ীফ সনদে রেওয়ায়ত করেন, খুব বেশী হাসি পাইলে হযরত (দঃ) মুখের উপর হাত মোবারক রাখিতেন। ছহীত্ব সনদে অনেক স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে হযরত (দঃ) সাধরণতঃ মুচ্চি হাসি হাসিতেন।

৪৭। ইবনেস্সিনি হযরত আবু এমামা (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) মজলিস হইতে উঠিবারকালে দশ হইতে পন বার এন্টেগ্রাফার পড়িতেন। অন্য এক হাদীসে আছে, সেই এন্টেগ্রাফার এই— *أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ الدِّيْنِ لَا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ وَأَنْوْبُ إِلَيْهِ* ○

৪৮। ইমাম আবু দাউদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-সালাম (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বসিয়া কথা বলিতে থাকিতেন, তখন তিনি ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাইতেন।

৪৯। ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু দাউদ হযরত খদিজা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত (দঃ) যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তখন তিনি নফল নামাযে লিপ্ত হইতেন।

৫০। ইবনেস্সিমি হযরত ছায়ীদ ইবনে-হাকীম (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, কোন বস্তু যদি হযরতের নিকট উভয় দেখা যাইত, তবে তিনি স্বীয় নজর লাগা হইতে বাঁচিবার জন্য এই দোআ পড়িতেন, **اللَّهُمَّ بَارْكْ فِي لَأَنْتَ صُرُّهُ**, তো হযরতের নজর লাগায় উক্ত বস্তু বরকত পয়দা হইত। তবুও তিনি স্বীয় উম্মতগণকে শিক্ষা দিবার জন্য এই দোআ পড়িয়া থাকিতেন।

৫১। ইবনে সাআদ হযরত মুজাহেদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত (দঃ) কোন আওরতের নিকট বিবাহের পয়গাম দিলে, সে যদি উহা কবূল না করিত, তবে তিনি আর দ্বিতীয়বার পয়গাম দিতেন না। একবার হযরত (দঃ) জনেক আওরতের নিকট বিবাহের প্রস্তাবে করিলেন, সে উহা কবূল করিল না। হযরত (দঃ) অন্য একজনকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। তৎপর পূর্বোক্ত আওরত হযরতের বিবাহে আবদ্ধা হওয়ার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাকে হযরত (দঃ) জানাইলেন যে, এখন আর তাঁহার বিবাহের জরুরত নাই।

৫২। ইবনে-সাআদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে নকল করেন, হযরত ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় নেক বিবিগণের সহিত দাম্পত্যসূলভ ব্যবহার করিতেন, তখন হযরত (দঃ)-কে হাসি-খুশী, খুব নষ্ট স্বভাবের দেখাইত।

৫৩। ইবনে-সাআদ হযরত যায়েদ ইবনে-ছালেহ (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) পায়খানায় যাইবার সময় মাথা ঢাকিয়া জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন।

৫৪। ইমাম বুখারী হযরত ইবনে-আবুস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) যখন কোন রোগীর নিকট যাইতেন, তখন বলিতেন, **لَا بَسْ طَهُورٌ وَ لَا بَاسْ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى**

৫৫। তবরানী হযরত আবু আইয়ুব আনছারী হইতে রেওয়ায়ত করেন, দোআ করিবার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম নিজের জন্য দোআ করিতেন। (পরে আপরাপর সকলের নিমিত্ত)।

৫৬। ইমাম নাসায়ী হযরত ছো'বান (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোন ভয়ের সম্মুখীন হইলে এই দোআ পড়িতেন, **لَا شَرِيكَ لِلَّهِ رَبِّيْ**

৫৭। ইবনে-মানদাহ হযরত সোহায়েল (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোন কাজে রায়ী হইলে চুপ করিয়া থাকিতেন।

৫৮। আবু নয়ীম হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত (দঃ)-এর নেকবিবিগণের মধ্যে কাহরো চক্ষের বিমার হইলে তিনি তাঁহার সহিত চোখ ভাল না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করিতেন না।

৫৯। ইবনে-মালেক এবং ইবনে-সাআদ রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জানায়ায় শরীক হইতেন, তখন তিনি খুব নীরব হইয়া পড়িতেন এবং দিলে দিলে স্বীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ করিতেন। (যেহেতু জানায়া ইবরত হাছিল করার মওকা তাই ইহা দেখিয়া মৃত্যুর ও কবরের আয়াবের ভয়ে ভীত হওয়া উচিত।)

৬০। ইমাম আবু দাউদ, হাকীম এবং ইমাম তিরমিয়ী হয়রত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন—রাসুলুল্লাহ (দঃ) হাঁচি দিবারকালে মুখের উপর হাত অথবা কাপড় রাখিতেন এবং আওয়াজকে ছোট করিতে কোশেশ করিতেন।

৬১। ইমাম মুসলেম এবং ইমাম আবু দাউদ হয়রত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হয়রত (দঃ) কোন নেক আমল করিলে উহা সর্বদা করার অভ্যাস করিতেন।

৬২। ইবনে-আবিদুনিয়া হয়রত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে নকল করেন, দাঁড়ান অবস্থায় হয়রতের রাগ উঠিলে তিনি বসিয়া পড়িতেন। বসা অবস্থায় রাগ উঠিলে তিনি শুইয়া পড়িতেন। (অর্থাৎ, হালত পরিবর্তিত হইলে রাগ দায়িত্বে থাকে।)

৬৩। ইমাম আবু দাউদ হয়রত ওসমান গণী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিবার পর হয়রত রাসুলুল্লাহ ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তদীয় সঙ্গী সাথিগণকে কতক্ষণের জন্য সেখানে থামিয়া যাইতেন। হয়রত সঙ্গীগণকে বলিতেন, তোমরা মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য এবং তাহার ছাবেত কদম্বীর জন্য দোঁআ কর। যেহেতু এই সময় মুন্কার নকীর ফেরেশ্তা মৃত ব্যক্তির নিকট ছওয়াল করিয়া থাকে।

৬৪। ইমাম তিরমিয়ী হয়রত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হয়রত রাসুলুল্লাহ ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা পরিধান করিবার সময় ডান দিক হইতে শুরু করিতেন। (অর্থাৎ, প্রথম ডান হাত আস্তিনে প্রবেশ করাইতেন।)

৬৫। ইবনে-সাআদ হয়রত আনাস ইবনে-মালেক (রাঃ) হইতে নকল করেন, ছাহাবীদের মধ্য হইতে যদি কেহ হয়রতের সাক্ষাতে আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইতেন, তবে হয়রতও সে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে থাকিতেন। কোন ছাহাবী হয়রতের সহিত মোলাকাত মোছাফাহা করার পর সে স্বইচ্ছায় হাত না ছাড়া পর্যন্ত হয়রত কিছুতেই হাত টানিয়া আনিতেন না। হয়রত (দঃ) কখনও স্বীয় চেহারা মোবারক ফিরাইয়া নিতেন না যে পর্যন্ত কোন ছাহাবী স্বীয় চেহারা হয়রতের দিক হইতে ফিরাইয়া না নিতেন। কোন ছাহাবী হয়রতের কানের নিকটবর্তী হইলে (অর্থাৎ গোপন কথা বলার জন্য) হয়রতও স্বীয় কান বাড়াইয়া দিতেন। ছাহাবী যে পর্যন্ত ফারেগ না হইতেন, হয়রত (দঃ)-ও সে পর্যন্ত স্বীয় কান সরাইয়া নিতেন না।

৬৬। ইমাম নাসারী হয়রত খদিজা (রাঃ) হইতে বলেন, ছাহাবীগণের যে কেহ হয়রতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে হয়রত (দঃ) তাহাদের সহিত মোছাফাহা করিতেন এবং দোঁআ করিতেন।

৬৭। ত্বরানী হয়রত জুন্দুব (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, ছাহাবীগণের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে হয়রত ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই মোসাফাহা করিতেন না (অর্থাৎ, আগে সালাম করিতেন এবং পরে মোছাফাহা করিতেন।)

৬৮। ইবনেস্সিনি জনৈক আনচারীর বাঁদী হইতে বর্ণনা করেন, হয়রত (দঃ) যখন কাহাকেও ডাকিবার এরাদা করিতেন, অথচ তাহার নাম জানা না থাকিত, তখন তিনি ‘ইয়া ইবনে-আবদুল্লাহ’ বলিয়া সম্মোধন করিতেন। (অর্থাৎ, হে আল্লাহর বাল্দার বেটা।)

৬৯। হাকীম হয়রত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, চলিবার সময় হয়রত এদিক সেদিক তাকাইতেন না (অর্থাৎ, নজর স্বভাবতঃ নীচের দিকে রাখিতেন।)

৭০। ইমাম আবু দাউদ হয়রত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হয়রতের বিছানা কাফনের মত হইত (অর্থাৎ, কাফনের কাপড়ের মত সাধারণ কাপড়ের হইত)। শোবার সময়

তাঁহার ছের মোবারক মসজিদের দিকে থাকিত (অর্থাৎ, মসজিদে নববীর দিকে মাথা রাখিয়া তিনি শয়ন করিতেন)।

৭১। ইমাম তিরমিয়ী হইতে বর্ণিত—হ্যরতের বিছানা চট্টের বিছানা ছিল।

৭২। হাকীম হ্যরত ইবনে-আবাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরতের কোর্তা টাখনার উপর পর্যন্ত ছিল (অর্থাৎ, নেছফ সাক, হাঁটুর নামা, টাখনার উপর পর্যন্ত) আর তাঁহার কোর্তার আস্তিন হাতের গিরা কিংবা হাতের অঙ্গুলি, পর্যন্ত লম্বা ছিল।

৭৩। ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিয়ী এবং ইমাম ইবনে মাজা হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হ্যরতের বালিশ চামড়ার ছিল—যাহার মধ্যে খেজুর গাছের আঁশ ভরা ছিল।

৭৪। তব্রানী নো'মান ইবনে-বশীর (রাঃ) হইতে বলেন, হ্যরত (দঃ) পেট পুরিয়া খাইবার জন্য সাধারণ খেজুরও পাইতেন না। (আস্মান জমিনের সমস্তই রাসূলুল্লাহর বাধ্যগত ছিল। সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁহার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিত। কিন্তু তিনি যাবতীয় চিজ বস্তুকে আখেরাতের মোকাবেলায় তুচ্ছ মনে করিতেন। তাই তিনি ইচ্ছাকৃতই ফকিরী, দরবেশীকে এখতেয়ার করিয়াছিলেন। ধন-সম্পদ যাহাকিছু হস্তগত হইত তৎসমুদয়ই আল্লাহর রাহে দান করিতেন।)

৭৫। ইমাম তিরমিয়ী হ্যরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, আগামী দিনের জন্য হ্যরত কিছুই জমা রাখিতেন না।

৭৬। তব্রানী হ্যরত ইবনে-আবাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরতের চলার পথ হইতে কখনো সর্বসাধারণকে সরাইয়া দেওয়া হইত না।

৭৭। ইবনে-সাআদ হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে নকল করেন, তিনি দিনের কমে রাসূলুল্লাহ (দঃ) কোরআন খতম করিতেন না।

৭৮। ইবনে-সাআদ হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে-হানাফিয়াহ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, শরীতের মোয়াফেক কোন কাজে হ্যরত বাধা দিতেন না। হ্যরতের নিকট সওয়াল করা হইলে, তিনি জওয়াব দেওয়া মোনাসেব মনে করিলে বলিতেন—ঁ। অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করিতেন।

॥ অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্তী জেওর

নবম খণ্ড



স্বাস্থ্যই সুখের মূল

কথাটি সত্য। কারণ, সুস্থ শরীর, সবল দেহ এবং পুলকিত মন যাহাদের তাহারাই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের সমস্ত চাহিদা মিটাইয়া নষ্ঠর জীবনের প্রকৃত শাস্তি অনুভব করিতে পারে।

অনুরূপভাবে তাহারাই খোদার এবাদত-বন্দেগী এবং পুণ্যের কাজ করিয়া চিরস্থায়ী ও চিরশাস্তির জীবনযাত্রার পথ সুগম করিতে সক্ষম হয়।

প্রকৃতপক্ষে যাহাদের স্বাস্থ্য ও মন ভাল তাহারা দুনিয়া এবং আখেরাতের কাজ করিতে পারে এবং তাহারাই এবাদতের প্রকৃত স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। বর্তমান যুগের অবহেলিত মুসলিম জনগণের স্বাস্থ্য ও সমাজের অবনতির প্রতিকারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী যত প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা চলিতেছে তাহাদের এই সমাজ সেবার কাজে শরীক হইবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকাখানা লিখা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মুসলিম সমাজের একটি প্রাণীরও যদি কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হয়, তবে উহাই একমাত্র কামনা।

অত্র পুস্তিকাখানা প্রণয়নে আমার কৃতিত্বের কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, ইহা হাকীমুল উন্মত হ্যরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থান্ভী (রঃ) ছাহেবের লিখিত বেহেশ্তী জেওর-এর নবম খণ্ডের অনুবাদ। অবশ্য সর্বসাধারণের সুবিধার্থে উহার তরতীব পরিবর্তন করিয়া সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। হাকীমী উপাদানে গঠিত দুপ্রাপ্য ঔষধসমূহের স্তলে দেশীয় সহজলভ্য করিবার্জী পরিকল্পিত ঔষধগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছি।

অনুবাদকালে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, যাহাতে শরীরের এক একটি অঙ্গ উল্লেখ করত উহার ব্যাধি ও ব্যাধির কারণ এবং লক্ষণ উল্লেখ করা হয়। অতঃপর উহার প্রতিকারার্থে প্রথম নিয়ম পালনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তারপর যথাক্রমে বিশেষ দ্রব্য—পাচন ও বনজ পদার্থে গঠিত ঔষধ এবং অবশ্যে ধাতব দ্রব্যাদি দ্বারা গঠিত ঔষধের কথা উল্লেখ করিয়া শেষ করা হইয়াছে এবং ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার নিয়ম উল্লেখ করত রাহনী চিকিৎসার কথা প্রত্যেক চ্যাপ্টারের সহিত যোগ করা হইয়াছে। অবশ্যে প্রত্যেকটি রোগের সুপর্য ও কুপথ্যের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক যেমন বনজ ও ধাতব পদার্থের ভিতর রোগ প্রতিকারের ক্ষমতা দিয়াছেন ঠিক তদুপভাবে তার কালামের ভিতরও দৈহিক, মানসিক ও উপসার্গিক রোগ প্রতিকারের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন। তাহা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কোন সুধী ব্যক্তির আদৌ হইতে পারে না।

শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা এবং উপরি রোগের চিকিৎসায় শুধুমাত্র নবম খণ্ডের উপর নির্ভর করা হয় নাই; বরং বাংলা, আরবী, ফারসী, উর্দ্ব, হাকীমী, কবিরাজী, বহু বই ও কিতাবের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ জিন ও যাদু এবং সর্প দর্শন চিকিৎসায় মানুষ-ওস্তাদ ছাড়াও বহু জিন ওস্তাদ হইতে প্রাপ্ত বহু চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমি নগণ্য অত্র পুস্তিকায় জিন রোগ চিকিৎসার যতটুকু উল্লেখ করিয়াছি বইয়ের মারফত তাহার এজ্যাত ঐ সমস্ত ভাইদেরকে দিতেছি যাহারা অস্ততঃ জমা'আতে পান্জম পড়িয়াছেন, কোনও হক্কানী পীরের সহিত যোগাযোগের পর নেছবৎ হাচেল করিয়া এজ্যাত লাভ করিয়াছেন।

বায়ু—আল্লাহু রাবুল আলামীন জীবের প্রতি যে কত বড় দয়ালু তাহা সম্যক উপলব্ধি করা সঙ্গীম জীব-জানওয়ারের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহু পাকের দান করা নেয়ামতসমূহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকিলে মানুষ বিস্মিত হইয়া আঢ়াভোলা পর্যন্ত হইয়া যায়।

জীব-জানওয়ারের জন্য যে বস্তু যতই অধিকতর জরুরী; দয়াময় খোদা তাহা ততই পর্যাপ্ত পরিমাণ তৈরী করিয়া এমনভাবে রাখিয়া দিয়াছেন যে, তাহা ভক্ষণ, সেবন ও ব্যবহার করিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না। পয়সাও খরচ হয় না। ধরা যাক বায়ু—

অন্যান্য বিষয়বস্তু, খাদ্য খাদক প্রভৃতি না হইলে জীব যথেষ্ট সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বাতাস না হইলে সাধারণতঃ কোন জীব কিছুক্ষণের জন্যও বাঁচিতে পারে না। এই মহামূল্যবান বাতাস, চল্তি বাতাস ছাড়াও এত পরিমাণ সৃষ্টি করিয়া এমনভাবে বিরাজিত করিয়া দিয়াছেন যে, জীব যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই সে এই মহামূল্যবান বাতাসে ডুবিয়া রহিয়াছে, ভক্ষণ করিতেছে ও প্রাণ বাঁচাইতেছে। এই নিশ্চল বায়ুকেই কোরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে—وَالْمُرْسَلُتْ عُرْفًا নিশ্চল, নির্মল বায়ু কর্তৃক যেমন প্রাণ রক্ষা পায় ঠিক তেমন করিয়া নিশ্চল অনিম্র্ল এবং সচল অনিম্র্ল বায়ু দ্বারা কোন কোন সময় প্রাণহানি পর্যন্ত হইয়া থাকে। আবার সচল বায়ু যে বস্তুর উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তাহার ক্রিয়া এবং আচরণিও অনেক সময় বহন করিয়া জীব-জানওয়ারের নিকট পৌঁছাইয়া থাকে। এজন্যই বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হাওয়ায় বিভিন্ন ক্রিয়া থাকিয়া যায়।

পূর্ব দিকের বাতাস জখম ও ভগ্ন স্থানে লাগিলে ক্ষতি হইয়া থাকে। দুর্বল শরীরে অলসতা আনয়ন করে। কাজেই পূর্ব দিকের প্রবাহিত বাতাস থেকে জখম ভগ্ন স্থান এবং দুর্বল মানুষকে হেফায়তে রাখিবে। শরীরে কাপড় রাখিবে। এই সময় জুলাপ ব্যবহার করিতে হইলে রোগীকে সাবধানে রাখিবে। সবল শরীরেও খুব বেশী বাতাস লাগিলে সর্দি ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া থাকে। কাজেই সাবধানতা অবলম্বন করিবে।

দক্ষিণ দিকের বাতাস স্বভাবতঃ গরম হইয়া থাকে। দক্ষিণ দিকের বাতাস প্রবহনকালে শরীরের লোমকৃপসমূহ খুলিয়া যায় এবং অতি সহজেই বায়ু শরীরের ভিতর ঢুকিয়া থাকে। দুর্বল মানুষের ভিতর ত্রীপ প্রবল বাতাস প্রবেশ করিলে ব্যাধির পুনরাক্রমণের বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই দক্ষিণ দিকের হাওয়া প্রবাহিতকালে সদ্য রোগারোগ্য ব্যক্তিকে সাবধানে রাখিবে। বাড়ীর চতুর্দিক পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। কখনও আবর্জনা ও ময়লা জমিতে দিবে না। বাড়ীর ভিতর ঘরের চতুর্পার্শে এবং কামরাসমূহের ভিতর বাহির খুব পরিক্ষার ও খোলা রাখিবে। বাড়ীঘর ইত্যাদি ভালভাবে পরিক্ষার রাখা সুমানের অঙ্গ বিশেষ।

ଘରେର ଭିତର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯାହାତେ କାଦା କିଚଡ଼ ହିତେ ପାରେ ଏମନ କୋନ କାଜ କରିବେ ନା । ଛୋଟ ଛୋଟ ଛେଲେମେଯେଦେରକେ ସେଥାନେ ବାହ୍ୟ କରାଇବେ ନା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ଏମନଭାବେ ମଲମୃତ୍ ତ୍ୟାଗ କରାଇବେ ଯାହାତେ ଘରେର କୋନରାପ ଅନିଷ୍ଟ ନା ହୁଯ । ଘର ସ୍ୟାତସେଂତେ ହଇଲେ, କାଦା କିଚଡ଼ ଥାକିଲେ ହାଓୟା ନଷ୍ଟ ହଇଯା ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଉତ୍ପାଦନ କରିତେ ପାରେ । ଗୋସଲଖାନା, ପେଶାବଖାନା, ଥାଳା ବାଟି ଧୋତ କରିବାର ସ୍ଥାନ ପୃଥିକ କରିଯା ଲାଇବେ । ମାବେ ମାବେ ଦରଜା ଓ ଜାନାଲା ବନ୍ଧ କରିଯା ପ୍ରତ୍ୟେ କାମରାର ଭିତର ଧୁପ, ଆଗରବାତି ପ୍ରଭୃତି ସୁଗଞ୍ଜି ଦ୍ରୟାଦିର ଧୁୟା ଖୁବ ଭାଲଭାବେ ଦିବେ । ଇହାତେ ହାଓୟାର ବିଷ କ୍ରିୟାଦି ନଷ୍ଟ ହଇଯା ଯାଇବେ । ବିଶେଷତଃ କଲେରା, ବସନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ସଂକ୍ରାମକ ବ୍ୟାଧିର ସିଜନେ ଖୁବ ସନ ଘନ, ଭାଲଭାବେ ସୁଗଞ୍ଜି ଜ୍ଵାଲାଇବେ ।

ରନ୍ଦକଙ୍କେ କଥନେ ବାତି, ମୋମବାତି ବିଶେଷତଃ ଆଗରବାତି ଜ୍ଵାଲାଇଯା ସୁମାଇବେ ନା । କାରଣ ଏକପ କରିଲେ ନାନାବିଧ ବ୍ୟାଧିର ଆକ୍ରମଣେର ଆଶଙ୍କା ରହିଯାଛେ । ନାନା ପ୍ରକାର ଚକ୍ର ରୋଗ ହିତେ ପାରେ ।

ସୁମନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ହିଁର ପ୍ରଭୃତି କର୍ତ୍ତକ ଅନ୍ୟ ବାଢ଼ି ଥେକେ ଆଗି ସଂଯୋଗ ହଇଯା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଯା ଥାକେ । ଅତଏବ, କମ୍ପିନକାଲେଓ ଖୋଲା ବାତି ରାଖିଯା ସୁମାଇବେ ନା । ଇହ ହାଦୀସେ ନିଯେଧ କରା ହିଁଯାଛେ । ରାନ୍ନା ଘର ଥେକେ ଯାହାତେ ଧୁୟା ଅନ୍ୟପଥେ ବାହିର ହିତେ ପାରେ ଏବଂ ରାନ୍ନାକାରୀର ଗାୟେ ନା ଲାଗେ ତ୍ରୟୋତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରାଖିବେ । ରନ୍ଦକଙ୍କେ, ଆବଶ୍ୟ ଘରେ ଆଶ୍ରମ ଓ ଧୁୟା ଜ୍ଵାଲାଇଯା କଥନେ ସେଥାନେ ବସିଯା ଥାକିବେ ନା । ଇହାତେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତେ ପାରେ ।

ପର୍ଦାର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିଯା ଘରେର ଜାନାଲା ଦରଜା ଏମନଭାବେ ଖୁଲିଯା ରାଖିବେ ଯାହାତେ ମୁକ୍ତ ବା ଯୁଗମାଗମନ କରିତେ ପାରେ ।

କଚି କଚି ଶିଶୁ-ସନ୍ତାନକେ ସର୍ବଦା ହେଫାସତ କରିବେ ଯାହାତେ ଖୁବ ଠାଣ୍ଡା ବା ଗରମ ବାତାସ ଲାଗିତେ ନା ପାରେ ।

ଶିତକାଳେ କଥନେ ଶିତ ଲାଗିବେ ନା । କାରଣ ଅତିରିକ୍ତ ଶିତ ଲାଗିଲେ ହାଁପାନି ନିଉମୋନିଯା ରୋଗେ ଆକ୍ରମଣ ହିଁବାର ପ୍ରବଳ ଆଶଙ୍କା ରହିଯାଛେ ।

ହଠାତ୍ ଠାଣ୍ଡା ଲାଗିଯା ଗେଲେ ଚା ପାନ କରିଯା ଲାଇବେ । କିଂବା ୨ ତୋଳା ମଧୁ ଓ ୫ ମାସା କାଲାଜିରା ଥାଇବେ । ଇହାତେ ଶିତେର ଦୁକ୍ଷିଯା ହିତେ ନିରାପଦେ ଥାକା ଯାଇତେ ପାରେ ।

ଖାଦ୍ୟ

ବହୁ ବହୁ ପୁନ୍ତକ ପଡ଼ିଯାଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ଚିନ୍ତାବିଦଦେର ଲିଟାରେଚାରଓ ଦେଖିଯାଛି । ବିଭିନ୍ନ ଚିକିଂସକେର ଅଭିଜ୍ଞତା ହିତେ ଏବଂ ବହୁ ଚିନ୍ତାର ପର ଏହି ସିନ୍ଦାନ୍ତେ ଉପନିତ ହିଁଯାଛି ଯେ, ବାଙ୍ଗଲୀର ସାନ୍ତ୍ଵାନିତାର ମୂଳ କାରଣ ଦୁଇଟି । ଯଥା—ଆହାରେର ବ୍ୟକ୍ତିକରମ ଓ ଅସଂୟମ, ଆବାର ସାନ୍ତ୍ଵୋରତି ନା ହାଓୟାର କାରଣଓ ଦୁଇଟି । ଯଥା—ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ସାନ୍ତ୍ଵ୍ୟାପ୍ୟୋଗୀ ଖାଦ୍ୟେର ଅଭାବ ଏବଂ ସୁଚିକିଂସାର ବ୍ୟବଶ୍ଵା ନା ଥାକା ।

ଆମାଦେର ଦେଶେର ଅଧିକାଂଶ ଚିକିଂସକଗଣ ପ୍ରାୟଇ ରୋଗୀର ଦାଯିତ୍ବ ନା ନିଯା ଶୁଦ୍ଧ ନିଜେର ବ୍ୟବସା ଚାଲାଇଯା ଯାନ ଏବଂ ୨/୩ ଦିନେର ଚିକିଂସା କରିଯା କ୍ଷାନ୍ତ ହନ । ଅଥଚ ଚିକିଂସା ଏକଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନେର ଦାୟିତ୍ବ । ଏହି ଦାୟିତ୍ବବିହିନୀ ଚିକିଂସାର ପରିମାଣ କତଦୂର କ୍ଷତିକର ତାହା ଆର ବୁବାଇବାର ପ୍ରୋଜନ ନାହିଁ । ସମାଜେର ଚିନ୍ତାବିଦରାଇ ସମ୍ୟକ ଉପଲବ୍ଧି କରିତେଛେ । ଦେଶୀୟ ଚିକିଂସାର ସମ୍ପ୍ରଦାରଣ ଓ ଚିକିଂସକଦେର ମଧ୍ୟେ ଯତ ଦିନ ରୋଗୀର ଜୀବନେର ଦାୟିତ୍ବଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଆସ୍ତରକାଶ ନା କରିବେ ତତଦିନ ଅବହେଲିତ ବାଙ୍ଗଲୀର ଜୀବନେ ଓ ସମାଜେର ଉତ୍ତରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ । ପାଠକ ପାଠିକା ମନେ

রাখিবেন, আহারাদি কেবলমাত্র শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্যই। উদর পূর্ণ কিংবা চক্ষু ও জিহ্বার তত্ত্ব মিটাইবার জন্য নহে।

জয়ের পর হইতেই শিশুকে নিয়মিত আহারে অভ্যন্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবে। নিয়মিতভাবে প্রত্যহ যথা সময় স্বাস্থ্যপোষণী আহার করিবে। অক্ষুধায় বা দুষ্ট ক্ষুধায় কখনও আহার করিবে না।

পূর্ণভোজন অর্থাৎ ভুক্তদ্বয় সম্যক পরিপাক হইবার পূর্বে কিছুতেই কোন খাদ্য ভক্ষণ করিবে না। কারণ পূর্ণভোজনটি সর্ববিধ রোগের আকর। সর্বদা কিছু ক্ষুধা থাকিতে খাওয়া শেষ করিবে। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে না।

কদাচিং খাওয়া বেশী হইয়া গেলে পরবর্তী ভোজন সম্ভ্যায় আর খাইবে না।

খাবার খাইতে খুব তাড়াহড়া করিয়া কখনও আহার করিবে না। ইহাতে যেমন হ্যমের কাজে ব্যাঘাত জনিয়া থাকে তেমনি অনেক সময় মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। খুব ভাল করিয়া চিবাইয়া থাইবে। আল্লাহ পাক জিহ্বার তলদেশে ২টি ঝরণা দিয়াছেন। চৰ্বণকালে উহা হইতে নিঃস্ত তরল লালাময় পানি বাহির হইয়া থাকে। ঐ পানি চর্বিত দ্রব্যের সহিত মিশিয়া গেলে খুব ভাল হজম হইয়া থাকে। আবার এত ধীরে ধীরেও আহার করিবে না যাহাতে খাদ্য দ্রব্যাদি বরতনেই শুকাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

সর্বদা নিজের হজম শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যে পরিমাণ এবং যে সব খাদ্য হজম করা সম্ভব হইবে ঠিক তাহাই ভক্ষণ করিবে। যাহা হজম করা সম্ভব নয় তাহা হাজার উত্তম উপাদেয় হইলেও ভক্ষণ করিবে না এবং যে কোন লোকে সুপারিশ করক না কেন সর্বদা আস্তরক্ষা অগ্রগণ্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। আহারের মাঝে মাঝে সামান্য পানি পান করিলে হজম ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

কোন্ বস্ত কোন্ মওসুমে স্বাস্থ্যের উপযোগী ও অনুপযোগী হইয়া থাকে তাহা আমরা পরে উল্লেখ করিব।

আমরা নিয়ন্মেমিত্বিক বিভিন্ন খাদ্য-খাদকের গুণাগুণও উল্লেখ করিব যাহাতে সর্বসাধারণের খাদ্যদ্রব্যের মোটামুটি ধারণা জনিতে পারে।

সুসিদ্ধ ভাত বাঙালীর একটি চরম খাদ্য। কিন্তু অন্য ভাল সিদ্ধ না হইলে অতি সহজেই পেটে পীড়া এসে উপস্থিত হয়।

নৃতন আউসের ভাত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্বল ও রোগারোগ্য ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর।

নৃতন আমন ও বোরো অপেক্ষাকৃত একটু লঘু।

সর্বপ্রকার পুরাতন চাউল লঘু পাক। কিন্তু এত পুরাতন হওয়া চাই না যাহা শুকাইয়া সারপদার্থ কিছুই রাখে না। দেখি ছাঁটা চাউল পুষ্টিকর ও বেরিবেরি নাশক। কলে ছাঁটা চাউল পুষ্টিকর নহে। কারণ কলের ছাঁটায় চাউলের উপরিভাগের লাল আভাযুক্ত হালকা কুঁড়টা নিষ্পেপিত হইয়া স্বাস্থ্যের অনুপযুক্ত হইয়া থাকে এবং বেরিবেরি রোগ পয়দা হইয়া থাকে। তাই বলিয়া গাঢ় কুঁড়াযুক্ত চাউলের ভাত খাইবে না। ভাতের মাড় গালিয়া ফেলিবে না। কারণ ইহাতে মাড়ের সহিত উহার সারাংশ বাহির হইয়া যায়।

গম

গম পৃথিবীর সব দেশের লোকের জন্য একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। সম্প্রতি বাঙালী ভাই-বোনেরাও ইহা খাইতে বেশ অভ্যন্ত হইয়াছে। ইহা বড়ই আনন্দের কথা। কারণ তাহারা ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা অতীব সুখের কথা।

ତାହାଡ଼ା ବୃତ୍ତିଶ ସାନ୍ତ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାଲାଇୟା ପୋଡ଼ାଇୟା ଏତଦେଶେ ଯେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟେ ଖାଦ୍ୟର ଘାଟିତ ଏନେ ଦିଯାଇଛେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ସହଜ ନନ୍ଦ । ଅବଶ୍ୟ ବାଙ୍ଗଲୀରା ବେଶ କିଛୁଦିନ ଗମ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ମାତ୍ର କରେକ ବସରେ ମଧ୍ୟେ ଆଶା କରା ଯାଇ ଏହି ବିରାଟ ଖାଦ୍ୟ ଘାଟିତ ଏଲାକା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତେ ପାରେ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲୀର ସ୍ଵାଷ୍ଟ୍ୟୋଗ୍ନତିଓ ହିତେ । ବିଶେଷ କରେ ଗମ ଉତ୍ସାଦନେର କାଜ ଶୁରୁ ହିଲେ ତ ପ୍ରତି ବସର ଏକଟି ଜମୀନେ ଆଉସ, ଆମନ ଓ ଗମ ଏହି ତିନଟି ଫସଳ ଉତ୍ସାହ ହିଇୟା ଖାଦ୍ୟ ଘାଟିତ ଦୂର କରିତେ ପାରେ । ପରିନ୍କୃତ ଯାତାଯ ପେଶା ଆଟାଇ ଉତ୍ତମ । କଲେ ଓ ମେଶିନେ ପିଷିଲେ ସ୍ଵଳ୍ପଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହିଇୟା ଥାକେ ।

ଗମ ମଧୁର ରସ, ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ବାତପିନ୍ତ ନାଶକ, ଶୁରୁ, ନୂତନ ଗମ କଫ ବର୍ଧକ, ଶୁକ୍ର ବର୍ଧକ, ବଲକାରକ, ମିଞ୍ଚ, ଭଗ୍ନ ସନ୍ଧାନକାରକ, ପୁଣ୍ଟିକାରକ, ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଧକ, ବ୍ରଣ ରୋଗେ ହିତକର । ଶରୀରେର ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପାଦକ ।

ଘର—ଅଗ୍ନିବର୍ଧକ, ସ୍ଵର ପ୍ରସାଧକ, ବଲ ଓ ମେଧାକାରକ, ଶୁରୁ, ବାୟୁ ଓ ମଲେର ଅତିଶ୍ୟ ବର୍ଧକ, ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଧକ, ଶରୀରେର ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପାଦକ, କର୍ତ୍ତରୋଗ, ଚର୍ମରୋଗ, ଶ୍ଲେଷ୍ମା, ପିନ୍ତ, ମେଦ, ଶ୍ଵାସ-କାଶ, ରକ୍ତ ଦୋଷେ ହିତକର, ତୃଷ୍ଣା ନାଶକ । ଇହାର ଛାତୁଇ ବ୍ୟବହାର୍ୟ ।

ମାଂସ ବର୍ଗ

ଗରୁର ଗୋଶ୍ତ ଖୁବ ମଜାଦାର ହିଲେଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଶ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଵଳ୍ପ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ । ବିଶେଷତଃ ଗରୁର ଗୋଶ୍ତ ରକ୍ତ ଖୁବ ଗାଢ଼ କରିଯା ଦେଇ । ଫଳେ ରକ୍ତ ଅତି ସ୍କ୍ରମ ଧରନୀସକଳ ଦିଯା ଯଥାୟଥ ପ୍ରବାହିତ ହିତେ ନା ପାରାଯ ଅନେକ ସମୟ ଚର୍ମରୋଗ ଦେଖା ଦିଯା ଥାକେ । କାଜେଇ ଗରୁର ଗୋଶ୍ତ ଅନବରତ ଭକ୍ଷଣ କରା ସ୍ଵାଷ୍ଟ୍ୟେର ପକ୍ଷେ ଭାଲ ନନ୍ଦ ।

ଖାସୀ ଓ ବକରୀର ଗୋଶ୍ତ କଫଜନକ, ଶୁରୁ, ଶ୍ରୋତଶୁଦ୍ଧିକାରକ, ବଲପ୍ରଦ, ଶରୀରେର ମାଂସ ବର୍ଧକ ଓ ପିନ୍ତନାଶକ । କଚି ଛାଗଲେର ଗୋଶ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଧୁ, ହଦ୍ୟ, ସୁଖପ୍ରଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଲଦାୟକ । ବୃଦ୍ଧ ଛାଗଲେର ଗୋଶ୍ତ ବାତଜନକ ଓ ଶୁରୁ । କାଜେଇ ଉହା ପ୍ରାୟ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ । ଯାବତୀୟ ଛାଗଲେର ମଗଜ ଶିର ରୋଗେ ହିତକର ।

ଭେଡ଼ାର ଗୋଶ୍ତ—ପୁଣ୍ଟିକାରକ, ପିନ୍ତ ଶ୍ଲେଷ୍ମାବର୍ଧକ ଓ ଶୁରୁ । ଖାସୀ ଭେଡ଼ାର ଗୋଶ୍ତ କିଞ୍ଚିତ ଲଘୁ ।

ହରିଣ—ମୃତ୍ରାର୍ଥକ, ଅଗ୍ନିଦୀପକ, ଲଧୁ, ମଧୁର ରସ, ସାନ୍ତ୍ରିପାତ ନାଶକ, ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ ।

ଖରଗୋଦ—ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ଲଧୁ, ରକ୍ଷ, ଅଗ୍ନିକାରକ, କଫଗିନ୍ତ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ବାୟୁ ବିକୃତି, ଜ୍ଵର, ଅତିସାର, ରକ୍ତଦୁଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ଵାସ ରୋଗ ନାଶକ, କୋଷ୍ଟ ପରିଷକାରକ ।

ଦୁମ୍ବା—ହଦ୍ୟ, ଶୁକ୍ରଜନକ, ଶ୍ରମ ନାଶକ, କିଞ୍ଚିତ ପିନ୍ତ ବର୍ଧକ ବାତ ବ୍ୟାଧି ନାଶକ ।

ପାଖୀ

ବଟେର—ଅଗ୍ନିକାରକ, କୁଟିକାରକ, ଶୁକ୍ର ବର୍ଧକ, ବଲକର ଏବଂ ଇହା ଜ୍ଵର ଓ ତ୍ରିଦୋଷ ନାଶକ ।

ହୋଡେଲ—ରକ୍ଷ, ଉଷ୍ଣ, ରକ୍ତପିନ୍ତ ଶାସ୍ତିକର, କଫ, ସର୍ମକାରକ ସ୍ଵର ବିଶୁଦ୍ଧିକାରକ, ସ୍ଵଳ୍ପ ବାୟୁକାରକ ।

ବାବୁଇ ଓ ଚଢୁଇ—ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁର ରସ, ଶୁକ୍ରଜନକ, କଫକାରକ, ସାନ୍ତ୍ରିପାତ ପ୍ରଶମକ । ଗୃହ-ଚଢୁଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ବର୍ଧକ ।

କୁକୁଡ଼ା—ସାବତୀୟ କୁକୁଟ (ମୂରଣୀ ଓ ମୋରଗ) ପୁଣ୍ଟିକାରକ, ମିଞ୍ଚ, ଉଷ୍ଣ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ବାୟୁନାଶକ, ଶୁରୁ, ଚକ୍ଷୁର ହିତକର, ଶୁକ୍ର ବର୍ଧକ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଶ ଓ କ୍ରିମି ରୋଗେ ଅହିତକର ।

କୁବୁର—ଶୁରୁ, ମିଞ୍ଚ, ରକ୍ତପିନ୍ତ ନାଶକ, ବାତଯ, ମଲ ସଂଗ୍ରହକ, ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଧକ । ମଜାଦାର ହିଲେଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ମତେ ସରିଷାର ତୈଲେ ଭାଜିଯା ଖାଓଯା ନିଷିଦ୍ଧ ।

ঁাস—বড় ছেট সর্বপ্রকার হাঁসের গোশ্ত ও ডিম অত্যন্ত গরম, বাত ও কফ বর্ধক। মুরগী ও যাবতীয় পক্ষীর ডিম অত্যন্ত শুক্র বর্ধক।

যে কোন গোশ্তই হটক টাটকা হওয়া উচিত। বাসী গোশ্ত পরিত্যাজ্য।

মাছ বর্গ

বড় মাছ—গুরু, শুক্র জনক ও মলরোধক।

ক্ষুদ্র মাছ—লঘু, মল সংগ্রাহক ও পেটের পীড়ায় হিতকর।

রহু—যাবতীয় মাছের মধ্যে রহু মাছই শ্রেষ্ঠ। ইহা শুক্রবর্ধক, বাতঘুচ। রহু-এর মুণ্ড উৎকর্জাত রোগে হিতকর।

কাত্লা মাছ—গুরু, মধুর রস, উষ্ণ বীর্য। ইহা ত্রিদোষ নাশক।

মিরগেল মাছ—রহু মাছের তুল্য গুণ বিশিষ্ট।

বোয়াল মাছ—শ্লেষ্মাকর, বলবর্ধক। ইহা দ্বারা রক্ত ও পিত্ত দূষিত এবং কুস্থ রোগ উৎপন্ন হয়।

শিঙ্গী মাছ (জিয়ল) —বাত শাস্তিকারক, স্নিখ, শ্লেষ্মা প্রকোপক, লঘু ও রুচিকারক।

ইলিস মাছ—মধুর রস, স্নিখ, মুখরোচক, অগ্নি বর্ধক, পিত্ত নাশক, কফ কারক, কিঞ্চিত লঘু, শুক্রকর ও বায়ু নাশক। কিন্তু আমজনিত উদরে বিষতুল্য।

ভেট্কি মাছ—শুক্রজনক, শ্লেষ্মাকর, গুরু, আমবাতজনক, রুচিকারক, বায়ু ও পিত্ত নাশক।

রিঠা বা গাগর মাছ—কিঞ্চিত পিত্তবর্ধক, বাত নাশক, কফ প্রকোপক।

কই মাছ—মধুর রস, স্নিখ, কফ প্রশমক, রুচিকারক, কিঞ্চিত পিত্তকর, বায়ু নাশক ও অগ্নিবর্ধক ও লঘু।

বাইন মাছ—গুরু, শুক্রবর্ধক, রক্তপিত্ত নাশক।

আইড় মাছ—গুরু, স্নিখ, বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকোপক। আইড় মাছ ও বোয়াল মাছ, খুজ্জলি-পাঁচড়া ও কুস্থ রোগে পরিত্যাজ্য।

মাঞ্চুর মাছ—মল সংগ্রাহক, শুক্রকারক, গুরু।

টেঁরো মাছ—লঘু, কফ নাশক ও অগ্নিদীপক।

পুঁটি মাছ—শুক্রজনক, কফ ও বাতনাশক, মুখরোচক। মুখ ও কঠ ক্ষতনাশক। তাজা বড় পুঁটি (সরপুঁটি) ঘৃত ভাজিয়া খাইলে ক্ষয় নিবারণ হয়।

খলিসা মাছ—লঘু ও সুপথ্য।

চিতল মাছ—গুরু, মধুর রস, শুক্রজনক ও বলপ্রদ।

বেলে মাছ—কষায়, মধুর রস, হাদ্য, অগ্নিদীপক, বলবর্ধক, স্নিখ, লঘু ও মল সংগ্রাহক রুচিকর। বায়ু রোগে হিতকর।

শোল মাছ—মধুর রস, মল সংগ্রাহক, গুরু, রক্তপিত্ত নাশক।

গজার বা গজাল মাছ—শোল মাছ অপেক্ষা গুরু।

চিংড়ী মাছ—গুরু, মল সংগ্রাহক, বলবর্ধক, শুক্রজনক, রুচিকর, কফ ও বাতবর্ধক এবং ইহা মেদ, পিত্ত ও রক্ত দোষনাশক।

দলি মাছ—গুরুপাক, বলকারক ও শুক্রবর্ধক।

শুটকী মাছ—নৃতন শুটকী মাছ বলকর, মলবদ্ধতাকারক।

পোড়া মাছ—পুষ্টিকারক, বলবর্ধক, গুণে শ্রেষ্ঠ।

ଡାଇଲ ବର୍ଗ

ମୁଗ—ଲଘୁ, ମଳ ସଂଗ୍ରାହକ, କଫ ଓ ପିତ୍ତକାରକ, ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁର ରସ, ଅଙ୍ଗ ବାୟୁବର୍ଧକ, ଚକ୍ଷୁର ହିତକର ଓ ଜ୍ଵର ନିବାରକ ।

ମାସ କଲାୟ—ଗୁରୁ, ମିଞ୍ଚି, ରୁଚିକାରକ, ବାୟୁ ନାଶକ, ଉଷ୍ଣବୀର୍ଯ୍ୟ, ମଲମୂତ୍ର ନିଃସାରକ, ତୃଷ୍ଣିକର, ବଲକାରକ, ଶୁକ୍ରବର୍ଧକ, ଶ୍ତନ୍ୟବର୍ଧକ, ମେଦୋଜନକ ଓ ପିତ୍ତବର୍ଧକ ଏବଂ ଇହା ଆର୍ଶେବଲି, ଅର୍ଦ୍ଦିତ ଶାସ ଓ ପରିଣାମ ଶୂଳ ନାଶକ ।

ମୁସୁର (ମୁଶୁଡ଼ି)—ମଳ ସଂଗ୍ରାହକ, ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ଲଘୁ, ରକ୍ଷକ, ବାତକର ଏବଂ କଫ, ପିତ୍ତ, ରକ୍ତଦୋସ ଓ ଜ୍ଵରନାଶକ । ଗ୍ରହଣ ରୋଗ ମାତ୍ରେ ଉହା ନେହାୟେ କ୍ଷତିକର ।

ଛୋଲା—ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ରକ୍ଷକ, ବିଷ୍ଟଭୀ ଓ ବାତଜନକ । ଦୁଖ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଲାର ଭିତର ନୟ ଗୁଣ ଡିଟାମିନ ବେଶୀ ।

ଖୋସାୟୁକ୍ତ ଓ ପରିଷ୍କୃତ ଛୋଲା ରାତ୍ରେ ଭିଜାଇଯା ସକାଳେ ୨/୧ଟି କରିଯା ଛୋଲା ଭାଲରାପେ ଚିବାଇଯା ଖାଓଯାର ପର ତ୍ରୀ ପାନିଟୁକୁ କିଞ୍ଚିତ ମଧୁସହ ପାନ କରିଲେ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାଯାମ ଓ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ଶରୀର ଶୂଳ ଓ ମଜବୁତ ହଇଯା ଥାକେ । ରମଣୀ ଗମନେ ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସଂଘାର ହଇଯା ଥାକେ । ହଜମ ଶକ୍ତି ଭାଲ ହଇଲେ ଧବଜଭଦ୍ର ରୋଗୀଓ ମାତଙ୍ଗେର ନ୍ୟାୟ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ହଜମ ଶକ୍ତି ଭାଲ ନା ହଇଲେ ଇହା ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନା ।

ଶୁକ୍ରନା ଭାଜା ଛୋଲା ଏକଟି ଅଖାଦ୍ୟାଇ ବଟେ । କାରଣ ଉହାତେ ବାତ ପ୍ରକୋପିତ ହୁଏ, କୁଠ ରୋଗ ଉଂପନ୍ନ ହୁଏ । ସିଦ୍ଧ ଛୋଲା ପିତ୍ତ ଓ କଫନାଶକ ।

ମଟର—ରକ୍ଷକ, ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ଆମଦୋସଜନକ ଏବଂ ପିତ୍ତ ଦାହ ଓ କଫ ବିନାଶକ ।

ଖେସାରୀ—କିଛୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଣ ଥାକିଲେବେ ମନେ ହୁଏ ଖୋଦା ଉହା ଘୋଡ଼ାରାଇ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବେ ପଯାଦା କରିଯାଚେନ, ମାନରେର ଜନ୍ୟ ନୟ । କାରଣ ଖେସାରୀ ଡାଇଲ ଅତିଶ୍ୟ ବାୟୁବର୍ଧକ ଏମନ କି ମାନୁଷକେ ଖଞ୍ଜ ଓ ପଞ୍ଚ କରିଯା ଦିଯା ଥାକେ । ସମସ୍ତ ଡାଇଲେର ମଧ୍ୟେ ଖେସାରୀ ଡାଇଲଇ ନିକୃଷ୍ଟ । ପ୍ରତ୍ୟେକେର ଜନ୍ୟାଇ ଖେସାରୀର ଡାଇଲ ଅବଶ୍ୟ-ବର୍ଜନୀୟ ।

ତରକାରୀ

ଉଚ୍ଚେ ଓ କରେଲା—ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ଭେଦକ, ଲଘୁ ଓ ତିକ୍ତରସା ଇହା ଜ୍ଵର, କଫ, ପିତ୍ତରଙ୍ଗ, ପାଣ୍ଡ, ମେହ ଓ କ୍ରିମିନାଶକ । ଅନ୍ଧିଦୀପକ ସଦ୍ୟ ଜ୍ଵର ରୋଗରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇହା ଭାଲ ତରକାରୀ ।

ଧୂଧୁଲ—ଇହା ରକ୍ତପିତ୍ତ ଓ ବାୟୁନାଶକ ।

ବିଷେ—ଅନ୍ଧିଦୀପକ, ପିତ୍ତନାଶକ, ଇହା ଶାସ, ଜ୍ଵର, କାଶ ଓ କ୍ରିମି ନିବାରକ । ସବେର ଜନ୍ୟାଇ ଭାଲ ତରକାରୀ ।

ପଟୋଲ—ପାଚକ, ହାଦ୍ୟ, ଲଘୁ, ଶୁକ୍ରକାରକ, ଅନ୍ଧିଦୀପକ । ଇହା କାଶ, ରକ୍ତଦୋସ, ଜ୍ଵର ଓ କ୍ରିମିନାଶକ । ତ୍ରିଦୋସ ନାଶକ ବଲିଯା ଇହା ଏକଟି ଉତ୍ତମ ତରକାରୀ ବଲିଯା ସାବ୍ୟନ୍ତ ହଇଯାଇଛେ ।

ଶୀମ—ଗୁରୁ, ବଲକାରକ, ଦାହଜନକ, ଶ୍ଲେଷ୍ମା ବର୍ଧକ ଓ ବାତ ପିତ୍ତନାଶକ ।

ସଜିନା ଡାଟା—ଅନ୍ଧିଦୀପକ ଏବଂ କଫ, ପିତ୍ତ, ଶୂଳ, କୁଠ, କ୍ଷୟ, ଶାସ ଓ ଗୁଲ୍ମ ବିନାଶକ ।

ବେଣୁ—ଅନ୍ଧିଦୀପକ, ଉଷ୍ଣବୀର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ରଜନକ, ଲଘୁ । ଇହା ଜ୍ଵର, ବାୟୁ ଓ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ବିନାଶକ ଖୋ-ପାଁଚଡ଼ା ଓ ଚୁଲକାନି ରୋଗେ ବେଣୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ।

ଢେଣ୍ଡଶ—ରୁଚିକର, ଭେଦକ, ପିତ୍ତ ଶ୍ଲେଷ୍ମାନାଶକ, ବାତବର୍ଧକ, ମୂତ୍ରଜନକ ଓ ଅଶ୍ଵରୀ (ପାଥରୀ) ପ୍ରଶମକ, ଶୁକ୍ରବର୍ଧକ ।

কাকরোল—কুষ্ঠ, অরুচি, শ্বাস, কাশ, জ্বর নাশক ও অগ্নিদীপক।

ভুঁই কুমড়া—মিঞ্চ পুষ্টিকারক, স্বরবর্ধক, মূত্রকারক, গুরুপাক, স্তন্য, শুক্র ও বলবর্ধক, জীবনী শক্তিবর্ধক ও রসায়ন। ইহা পিত্তদোষ, রক্ত দুষ্টি, বায়ু বিকৃতি ও দাহ নষ্ট করে। মিষ্টিকুমড়া পেটের পীড়ায় অখাদ্য ও পরিত্যাজ।

ওল—কফ, অর্শ, প্লীহা গুল্ম বিনাশক। অর্শের সুপথ্য।

গোল আলু—শীতবীর্য, বিষ্টিত্তী, গুরু, মল-মূত্র নিবারক, রক্ত পিত্তনাশক, বলকারক, শুক্রজনক, স্তন্যবর্ধক।

মূলা—রুচিকর, লঘু, পাচক, ত্রিদোষ নাশক ও স্বর প্রসাধক। জ্বর, শ্বাস, নাসিকা, রোগ, কঠরোগ ও নেত্র রোগের সুপথ্য। মূলা কামলা রোগের মাহীষধ।

গাজর—তরকারীর মধ্যে উৎকৃষ্ট, উষ্ণ বীর্য, অগ্নিদীপক, লঘু, মল সংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, অর্শ, প্রহণী, কফ বায়ু বিনাশক।

ঠেটে কলা—(কাঁচা)—গুরু, বিষ্টিত্তী, শুক্রবর্ধক।

আনাজী কলা—সবের পক্ষে সুখাদ্য।

থোড়—রুচিকর, অগ্নিবর্ধক এবং যৌনিদোষ নাশক।

মান কচু—লঘু, শোথনাশক, শীতবীর্য।

লাউ (কদু)—লঘু তরকারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভিটামিনযুক্ত। বহু রোগের প্রতিয়েধক। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ বলিয়া থাকেন, কদু পেটে থাকিতে কলেরা আক্রমণ করিতে পারে না। সত্যই রাসূলে পাক যাহা আমল করিয়াছেন যুগে যুগে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাহার বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন, কিন্তু উহার আজায়ের শেষ হইবে না।

শাক বর্গ

পাঁই শাক—শীতবীর্য, মিঞ্চ শ্লেষ্মাকর, বায়ু ও পিত্তনাশক, কঠের অহিতকর নিদ্রাজনক, শুক্রবর্ধক বলকর, সুপথ্য ও গুরু। পেটের পীড়া, গলগাঁও ও একশিরা এবং কুরস্তে বর্জনীয়।

পাঁদীনা—অগ্নিদীপক, মুখের জড়তা নাশক, কফ ও বায়ু নিবারক, বলকর, বমি ও অরুচি নিবারক। ইহার চাটনি খুব মজাদার ও উপকারী।

কাটানটে শাক—লঘু, মল-মূত্র প্রবর্তক, রুচিকর, অগ্নিদীপক, বিষ বিনাশক।

পালং শাক—বাতজনক, শ্লেষ্মাকর, ভেদক, গুরু, বিষ্টিত্তী। শ্বাস রক্তপিত্ত ও বিষদোষ বিনাশক।

পাট শাক—বাত প্রকোপক, বিষ্টিত্তী, রক্তপিত্তনাশক।

কলমী শাক—স্তন্য দুঃখ বর্ধক, শুক্রবর্ধক ও মধুর রস। পেটের পীড়ায় সুপথ্য নহে। দৃষ্টি-শক্তি বর্ধক।

হেলেঞ্চা শাক—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক।

মূলা শাক—মূলার নূতন পাতা পাচক, লঘু, রুচিকর, উষ্ণবীর্য। ইহা তৈলে ভাল পাক হইলে ত্রিদোষ নাশক হইয়া থাকে। আর পাক ভাল না হইলে কফ ও পিত্তবর্ধক হইয়া থাকে।

মটর শাক—ভেদক, লঘু তিক্ত ও ত্রিদোষ নাশক। আমবাতে খুব উপকারী।

সরিয়া শাক—শাক বর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; কারণ উহা ক্ষারযুক্ত লবণ-কটু মধুর রস, মল-মূত্র বর্ধক, গুরু বিদাহি, উষ্ণবীর্য, ত্রিদোষজনক।

ତୈଳ ବର୍ଗ

ତିଲ ତୈଳ—ଗୁରୁ, ଶରୀରେର ସ୍ଥିରତା ସଂପାଦକ, ବଲକାରକ, ବର୍ଗ ପ୍ରସାଧକ, ବାତୟ, କଫ ନାଶକ, ପୁଷ୍ଟିକାରକ, ରତ୍ନପିତ୍ତଜନକ, ମଲ-ଘୃତ ରୋଧକ, ଗର୍ଭାଶୟେର ଶୋଧକ, ଅଗ୍ନିଦୀପ୍ତକର, ବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦ, ମେଧାଜନକ, ବ୍ରନ୍ସ, ମେହନାଶକ, କର୍ଣ୍ଣଶୂଳ, ଯୋନିଶୂଳ ବିନାଶକ ।

ସରିଶାର ତୈଳ—ଅଗ୍ନିଦୀପ୍ତକାରକ, ଲଘୁ । ଇହା ମେଦ, କଫ, ବାୟୁ, ଅର୍ଶ, ଶିରରୋଗ ବର୍ଣ୍ଣରୋଗ, କୁଠି, କ୍ରିମି, ଶ୍ଵିତ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରଣ ନାଶକ ।

ମାରିକେଳ ତୈଳ—ଗୁରୁପାକ, କ୍ଷିଣ ଧାତୁସମ୍ମହେର ପୁଷ୍ଟିକାରକ ଓ ବାତପିତ୍ତ ପ୍ରଶମକ । ଇହା ନଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ, ପ୍ରମେହ, ଶ୍ଵାସ, କାଶ, ଯଞ୍ଚା, ସ୍ମରଣଶକ୍ତିର ହୀନତା ଓ କ୍ଷତ ରୋଗେ ପ୍ରଶମନ ।

ମସିନା ତୈଳ—ଅଗ୍ନି ଗୁଣବହୁଳ, ମିଞ୍ଚ, ଉଷ୍ଣବୀର୍ଯ୍ୟ, କଫ ଓ ପିତ୍ତବର୍ଧକ, ଚକ୍ର କ୍ଷତିକର, ବଲଜନକ, ବାୟୁନାଶକ, ତ୍ଵରିତ ଦୋସ ନାଶକ, ମଲବର୍ଧକ ।

ଭେରେଣ୍ଡାର ତୈଳ (Castor oil)—ତୌକ୍ଷଣ, ଉଷ୍ଣବୀର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନିଦୀପ୍ତକାରକ, ଗୁରୁ, ସ୍ଥିତ ସଂପାଦକ, ବ୍ୟାଙ୍ଗପାକ, ମେଧାଜନକ, କାନ୍ତି ଓ ବଲପ୍ରଦ, ଯୋନୀ ଓ ଶୁଦ୍ଧଶୋଧକ । ଇହା ବିସମ ଜ୍ଵର, ହୃଦ ରୋଗ, ପୃଷ୍ଠ ଓ ଗୁହ୍ୟାଦିଗତ ଶୂଳ, ଗୁଲ୍ମା, ଶୋଥ ବିନାଶକ ।

ବାଦାମ ତୈଳ—ବାଜୀକାରକ, ବାୟୁପିତ୍ତ ନାଶକ, ଦାହୟ, ଲାବଣ୍ୟବର୍ଧକ, ଶିରରୋଗ ଓ ମେହ ନାଶକ ।

ଗାର୍ଜନ ତୈଳ—କୁଠି, କ୍ରିମି ଓ ବିଷଦୋସ ଏବଂ କ୍ଷତ ବିନାଶକ ।

ଘୃତ ବର୍ଗ

ଘୃତ ମାନବ ଜୀବନେର ପକ୍ଷେ ବିଶେଷ ଉପକାରୀ ଖାଦ୍ୟ । ଘୃତ ରସାୟନ, ଚକ୍ରର ହିତକର, ଅଗ୍ନିର ଦୀପକ, କାନ୍ତିଜନକ ଓ ଜୋଧାତୁ ବର୍ଧକ, ତେଜକ୍ଷର, ଲାବଣ୍ୟ ବର୍ଧକ, ବୁଦ୍ଧିଜନକ, ସ୍ଵର ବର୍ଧକ, ମୃତ୍ତି-କାରକ, ମେଧାଜନକ, ଆୟୁକ୍ରିର, ବଲକାରକ, ଗୁରୁ । ଇହା ବିସ, ବାୟୁ, ଜ୍ଵର ଉନ୍ନାଦ ଶୂଳ, ବ୍ରଣ, କ୍ଷୟ ଓ ରତ୍ନ ଦୋସନାଶକ ।

ମହିରୀ ଘୃତ—ଲଘୁପାକ, ସର୍ବ ରୋଗନାଶକ, ଅନ୍ତିବର୍ଧକ, ଚକ୍ରର ହିତକର, ଅଗ୍ନିବର୍ଧକ । ଇହା ଅଶ୍ଵରୀ, ଶର୍କରା ଓ ବାତ ବିନଷ୍ଟ କରେ ।

ଦୁର୍ଖ ବର୍ଗ

ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାୟ ସମନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଖ ପାନ କରିଯା ଥାକେ । ଏହି ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ ଦୁର୍ଖେର ନ୍ୟାୟ ଦିତୀୟାଟି ଆର ନାହିଁ । ଇହା ଏକାଧାରେ ସୁପଥ୍ୟ ଓ ତ୍ରୈଧ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନା ଖାଇୟା କେବଳମାତ୍ର ଦୁର୍ଖ ସେବନ କରିଯା ମାନୁଷ ଜୀବିତ ଓ ସୁନ୍ଦ ଥାକିତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ହତଭାଗୀ ମୁସଲମାନ ଏହି ଦୁଖ ବିକ୍ରି କରେ ପଚା ମାଛ ଖରିଦ କରିଯା ଭକ୍ଷଣ କରେ । ନାନାବିଧ କ୍ଷତିକର, ଗୁଣହିନ ଏମନ କି ତାମାକ ବିଡ଼ି ଖରିଦ କରିଯା ଥାକେ । ଇହା ଜାତିର ପକ୍ଷେ ଏକଟି କେଳେକ୍ଷାରୀଇ ବଟେ । ସବ ଦିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିଯା ଦୈନିକ କମ ପକ୍ଷେ ଏକବାର କିଛୁ ଦୁଖ ପାନ କରିତେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ।

ଦୁର୍ଖ—ସୁମଧୁର, ମିଞ୍ଚ, ସାରକ, ବାତ ପିତ୍ତଯ ସଦ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧକର, ଶୀତଳ, ବଲକାରକ, ମେଧାବର୍ଧକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଜୀକର, ରସାୟନ, ଓ ରଜବର୍ଧକ । ବିଶେଷ କୋନ ପେଟେର ପୀଡ଼ା ନା ଥାକିଲେ ଦୁଖ ପାନ କରିତେ ଦିବେ ।

ଗୋ-ଦୁର୍ଖ—ସମନ୍ତ ଦୁରେର ମଧ୍ୟେ ଗୋ-ଦୁର୍ଖଇ ଉତ୍ତମ । କିନ୍ତୁ କୋନ ସମୟ ଉହା ଶୀତଳ ହିଲେ ପାନ କରିବେ ନା ।

ମହିଷେର ଦୁର୍ଖ—ଗୋ-ଦୁର୍ଖ ହିଲେ ଉହା ମଧୁର ରସ, ମିଞ୍ଚ, ଶୁଦ୍ଧକାରକ, ଗୁରୁ, ନିଦ୍ରାକାରକ, କ୍ଷୁଧା-ବର୍ଧକ ଓ ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ ।

ছাগ দুঃখ—লঘু, মল সংগ্রাহক। ইহা রক্তপিণ্ড, অতিসার, ক্ষয়, কাশ ও জ্বরনাশক।

ভেড়ী দুঃখ—অশ্বরী (পাথরী) নাশক, চুলের হিতকর, গুরু, শুক্রবর্ধক, পিণ্ড কফকারক।

অবস্থাভেদে দুঃখের গুণাঙ্গণ

স্বাস্থ্য সম্পন্ন উৎকৃষ্ট গাভীর দুঃখ দোহনকালে স্বভাবতঃ যে গরম থাকে; (বানকাড়া গরম দুধ) তাহাকে ধারোঁও দুঃখ বলা হয়। ইহা লঘু, সুপথ্য, রসায়ন, ত্রিদোষ নাশক, নিয়মিত সেবন করিলে পাগল পর্যন্ত ভাল হইয়া থাকে। ধারোঁও দুঃখ দোষ বৈষম্যের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বটে।

দোহনকালে মহিয়ের দুধ ঠাণ্ডা করিয়া পান করিলে উপকার হয়। উপরোক্ত নিয়মে গরু ও মহিয়ের দুধ ছাড়া অন্য কোন কিছুর দুধ সেবন করিবে না। সমপরিমাণ দুধ ও পানি জাল দিয়া দুঃখবিশেষ থাকিতে নামাইলে উহা অত্যন্ত লঘু হইয়া থাকে। দুধের সহিত লবণ কিংবা অম্ল একত্রে ভক্ষণ করিবে না। চিনি ও মিশ্রি সংযুক্ত দুঃখ শুক্রজনক, ত্রিদোষ নাশক। ইঙ্গুগুড় মিশ্রিত দুঃখ মূত্রকচ্ছ নাশক এবং পিণ্ড ও শ্লেষ্মাবর্ধক। না দুধ, না দই এই ছ্যাকরা দুঃখ বিষ তুল্য। কখনও উহা পান করিবে না। অন্য কাহাকেও পান করিতে দিবে না।

দুঃখ সর—গুরু, শীতবীর্য, রতিশক্তি বর্ধক, রক্তপিণ্ড নাশক, বাতঘৰ, ত্রপ্তিকর, পুষ্টিকারক, মিঞ্চ এবং কফ বল ও শুক্রজনক।

দধি—উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপক, মিঞ্চ, গুরু, মল সংগ্রাহক, রক্তপিণ্ড, শোথ, মেদ ও কফবর্ধক। ইহা মূত্রকচ্ছ, প্রতিশ্যায়, শীত জর, বিষম জ্বর, অতিসার, অরঁচিতে উপকারী ও বলবর্ধক। দধির মধ্যে গব্য দধিই শ্রেষ্ঠ।

মহিয়ে দধি—অতিশয় মিঞ্চ, শ্লেষ্মাকারক, বাতপিণ্ড নাশক, শুক্রকারক, গুরু ও রক্ত দোষক।

ছাগ দধি—অত্যন্ত সংগ্রাহক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, অগ্নিদীপক এবং শ্঵াস, কাশ, অর্শ রোগে প্রশস্ত। দধি রাত্রিতে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। একান্ত খাইতেই হইলে ঘৃত, চিনি মধু বা আমলকী ইহার কোন একটি মিশ্রিত করিয়া খাইবে। দধি কখনও গরম করিয়া খাইবে না।

ঘোল—ভাল মথিত ঘোল বায়ুপিণ্ড ও কফ নাশক। অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্র বর্ধক, ইহা গ্রহণী রোগে বিশেষ হিতকর।

মাখন—গো-মাখন হিতজনক, বৃঝ বৰ্ণ প্রসাধক, বলকারক, অগ্নিবর্ধক ও ধারক। স্বাস্থ্যের জন্য ইহা পরম উপকারী। বায়ু, রক্তপিণ্ড, ক্ষয়, অর্শ শ্঵াস ও কাশনাশক। বালক, বৃদ্ধ ও শিশুর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

গুড়বর্গ

ইঙ্গু গুড়—শুক্রবর্ধক, গুরু, মিঞ্চ, বায়ুনাশক, মূত্ররোধক, কুমেদ, কফ ও ক্রিমিবর্ধক।

পুরাতন গুড়—লঘু, হিতকর, অগ্নিবর্ধক, পুষ্টিকারক, পিণ্ডনাশক, শুক্রবর্ধক, বায়ুনাশক।

গুড় আদার সহিত সেবন করিলে কফ, হরিতকীর সহিত সেবন করিলে পিণ্ড, শুষ্ঠির সহিত সেবন করিলে বচ্ছবিধ বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

খেজুরের গুড়—কিঞ্চিৎ গরম হইলেও ক্রিমিনাশক, নারিকেলের দুধের সহিত খাইলে ক্রিমি শাস্তি হইয়া থাকে।

মিশ্রি—চিনির ন্যায় গুণযুক্ত। ইহা লঘু, বায়ু পিণ্ডনাশক, সারক।

ফল বর্গ

আম—কচি আম কষায়, অম্লরস রুচিকারক এবং বায়ু পিণ্ডবর্ধক।

কাঁচা আম—অত্যন্ত অম্লরস, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্ত দোষক, আম্বপেশী (আমচুর) ভেদক, কফ ও বায়ুনাশক।

পাকা আম—মধুর রস, শুক্রবর্ধক, মিঞ্চ, বলকর, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বাতঘং, হৃদয়, বর্গ প্রসাধক এবং আগ্নি ও কফবর্ধক।

আমমিশ্রিত দুধ—শুক্রবর্ধক, বর্গ প্রসাধক, মধুররস, গুরু, বায়ু পিণ্ডনাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকারক এবং বলবর্ধক। অম্লরস আম অধিক ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য বিষমজ্বর, রক্ত দুষ্টি ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমসত্ত্ব—তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিণ্ড নাশক, সারক, রুচিকারক ও লঘু।

আমের বীজ—বমি, অতিসার ও হৃদয়ের দাহনাশক।

আমড়া—(কাঁচা)—বায়ু নাশক, গুরু, উষ্ণবীর্য, রুচিকারক ও সারক।

পাকা আমড়া—ত্পিকারক, কফ বর্ধক, মিঞ্চ, শুক্রবর্ধক বিষ্টিত্বী, পুষ্টিকর, গুরু ও বলকারক। ইহা বায়ুপিণ্ড ক্ষত, দাহ ক্ষয় ও রক্ত দোষনাশক।

কাঁঠাল—পাকা কাঁঠাল মিঞ্চ, ত্পিকারক, পুষ্টিজনক, মাংসবর্ধক, অত্যন্ত কফকর, বলকারক, শুক্রজনক এবং পিণ্ডবায়ু রক্তপিণ্ড ক্ষত ও ভ্রণ নাশক। গুল্ম ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির জন্য অহিতকর।

কাঁঠালের বীজ—শুক্রবর্ধক, গুরু, মলরোধক ও মূত্র নিঃসারক। কাঁঠাল ভক্ষণের পর কাঁঠালের ২/১টি বীজ কাঁচা চিবাইয়া খাইলে উহা সহজে পরিপাক হইয়া যায়। অবশ্য জিহ্বা ও তালু আঠায়ুক্ত হইয়া কষ্টদায়ক হইয়া থাকে কিন্তু উহার পরিবর্তে ২/১টি পাকা কলা খাইলে অতি অক্ষম সময়ের মধ্যে সম্যক পরিপাক হইয়া থাকে। ইহা পরিক্ষিত।

কলা—পাকা কলা শুক্রবর্ধক, পুষ্টিজনক, রুচিবর্ধক ও মাংসবর্ধক। দুধ কলা অত্যন্ত পুষ্টিকারক। ইহা তৃষ্ণা ও প্রমেহ নাশক।

ফুট—(বাঙ্গী) রুক্ষ, গুরু পিত্রঘং, কফনাশক, দৈষৎ উষ্ণ, ধারক, বিষ্টিকারক, মল নিঃসারক।

শ্বীরাই—শুক্রবর্ধক, গুরু, বলকারক, পিপাসা ভাস্তি ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্ত দোষনাশক।

ডাব—ডাবের পানি শীতল, হৃদয় গ্রাহী, অগ্নি দ্বীপক, শুক্রবর্ধক, লঘু, পিপাসা নাশক, পিণ্ডঘং এবং বস্তিদোষনাশক, শোধক। নারিকেল পিণ্ডজ্বর ও পিণ্ডজনিত রোগনাশক।

নারিকেল—গুরু, পিণ্ডবর্ধক, বিষ্টিত্বী ও বিদাহী (জালাকর)। পাকা নারিকেল কুরিয়া উহার দুধ বাহির করতঃ ঝুনা বা পাকা দানাদার খেজুরের গুড়ের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি শাস্তি হইয়া থাকে। কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, নারিকেলের মধ্যে ভিটামিন এ, বি, সি সবই বিদ্যমান আছে।

তরমুজ—অপুর তরমুজ ধারক, শীতল ও গুরু। পক তরমুজ, দৈষৎ উষ্ণ, কিঞ্চিত্ক্ষার বিশিষ্ট, পিণ্ডকারক এবং কফ ও বায়ু নাশক। তরমুজ ও খরমুজ একই আকৃতির এবং একই গুণ বিশিষ্ট অধিকস্তু উহারা মূত্রবর্ধক।

শশা—কচি শশা, লঘু, মধুর রস এবং পিপাসা, ক্লাস্তি, দাহ পিণ্ড ও রক্ত পিণ্ডনাশক।

পাকা শশা—উষ্ণবীর্য, পিণ্ডবর্ধক, কফ ও বায়ুনাশক।

শশা বীজ—মূত্রকারক, রুক্ষ এবং পিণ্ড দোষ ও মূত্রকুস্তনাশক।

সুপারী—গুরু, শীতবীর্য, রুক্ষ, কফঘ, পিত্তনাশক, মদকারক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকর ও মুখের বিরসতানাশক।

কাঁচা সুপারী—গুরু, অগ্নি ও দৃষ্টিনাশক, কৃমিনাশক।

আতা—ত্বপ্তিজনক, বল ও পুষ্টিকারক, শীতল, হৃদয়, রক্তবর্ধক, শ্লেষাজনক। ইহা বাত, পিত্ত, রক্ত দুষ্টি, দাহ ত্বষ্ণা বমি ও বমনবেগ নিবারক।

পেয়ারা—(ছেট) বলকারক, হৃদয়গ্রাহী, রুচিকর ও শুক্রজনক।

পেয়ারা—(বড়) বীর্যবর্ধক, বলকারক, পুষ্টিকর, মূর্চ্ছা, জ্বর, ক্রিমি, বায়ু, ত্বষ্ণা, ভ্রম ও শ্রম বিনাশক।

পেঁপে—(কাঁচা ও তাহার ক্ষেত্রে) প্লীহা, যকৃত ও গুল্মবিনাশক। ২/১ ফেঁটা ক্ষেত্রে কলা বা মিষ্টির সহিত পুরিয়া খালি পেঁপে খাইতে হয়। কাঁচা পেঁপের তরকারী অর্শ হিতকর।

পাকা পেঁপে—শীতবীর্য, রুচিকর, অগ্নিপ্রদীপক, হৃদয়রোগে হিতকর রক্তপিত্তনাশক।

আনারস—অঙ্গ মধুর রস, ক্রিমিনাশক, সারক, বলকারক, বায়ুনাশক, রুচিজনক, শ্লেষাকারক, ত্বপ্তিপ্রদ ও গুরুপাক। ছেট মেয়েদেরকে খালি পেঁপে খাওয়াইলে ক্রিমি ক্ষেপণের ভয় রহিয়াছে।

তাল—পাকা তাল পিত্ত, রক্ত ও কফবর্ধক, বহুমুদ্রজনক, তন্ত্রাকারক, শুক্রবর্ধক।

তালশাস—লঘু, কফবর্ধক, বাতঘু, পিত্তনাশক।

বেল—কচি বেল ধারক, অগ্নিপ্রদ, আমের পাচক আম হ্যাম করিয়া থাকে। (কটু, কষায় ও তিক্তরস) উষ্ণবীর্য, লঘু, স্নিফ্ফ, বায়ু ও কফনাশক।

পাকা বেল—গুরু, ত্বিদোষজনক, বিদ্যাহী, বিষ্টুকারক, অগ্নিমান্দ্য কর। কাঁচা ও পাকা বেল আগুনে ভাল সিদ্ধ করিয়া খাইলে উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু ঘোলের সহিত উহা ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কারণ বিরহন্ত ভোজন।

কয়েত বেল—অপক, ধারক ও লঘু।

পাকা—পিপাসা, হিঙ্কা, বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরু, কঠশোধক ও ধারক।

কাঁচা গাব—ধারক, বায়ুবর্ধক, শীতবীর্য ও লঘু।

পাকা গাব—গুরু, পিত্ত, প্রমেহ রক্তদোষ ও কফনাশক।

জাম—গুরুপাক, বিষ্টু, শীতবীর্য, অগ্নিদোষক, রুক্ষ, বাতজনক, কফ ও পিত্তনাশক। রক্তের সংশোধক।

কুল—শীতবীর্য, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্ধক ও পুষ্টিকারক।

চালতা—বিষ, স্ফোটক, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক, কেশের হিতকর।

কিসমিস—মোনাকা ও কিস্মিস একই গুণবিশিষ্ট।

পাকা কিসমিস—সারক, শীতবীর্য, চক্ষুর হিতকর, শরীরের উপকারক, গুরু, স্বর প্রসাধক, মল-মৃত্র নিঃসারক, কোষ্ঠে বায়ুজনক, শুক্রবর্ধক, কফকারক, পুষ্টি ও রুচিকারক। ইহা পিপাসা, জ্বরবাত, কামলা, মৃত্রকুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, মেহ, দাহরোগ বিনাশক।

খেজুর—স্নিফ্ফ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয় নাশক, গুরু, ত্বপ্তিকর, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক ও বলকারক। ষষ্ঠাকের বায়ু, বমি বাতশ্লেষা দোষ, জ্বর, অতিসার, ক্ষুধা, ত্বষ্ণা, কাশ ও শ্বাসনাশক।

বাদাম—উষ্ণবীর্য, স্নিফ্ফ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্ধক, মগজ বর্ধক, গুরু।

নাশপতি—লঘু, শুক্রবর্ধক, ত্বিদোষ (বাত, পিত্ত, কফ) নাশক।

টাৰা লেৰু—লঘু, হৃদয়গ্রাহী, কষ্ট, হৃদয় ও জিহুৱা শোধনকারক।

গোড়া লেৰু—(জামুৱা) ইহা বায়ু, কফ, শূল, কাশ, বেগ, বমি, পিপাসা, আমদোষ, মুখেৰ
বিৱসতা, হৃদপীড়া, মন্দাপ্তি ও ক্ৰিমি নাশক। ম্যালেরিয়া নাশক।

কাগজী লেৰু—বায়ুনাশক, অগ্নিদীপক, পাচক ও লঘু। ক্ৰিমিনাশক, উদৱৱোগ নাশক, ইহা
বায়ুপিণ্ড, কফ ও শূল রোগে হিতকর, রুচিকর, ইহা ত্ৰিদোষ, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয়ৱোগ, বাতৱোগ, বিষ
দুষ্টি, গলৱোগে প্ৰযোজ্য।

কমলা লেৰু—গুৰু, বলকারক ও পুষ্টিজনক। বায়ু, পিণ্ড, বিষ, রক্ত দোষ, অৱচি, পিপাসা
ও বমি নাশক।

তেঁতুল—কাঁচা তেঁতুল গুৰু, বায়ুনাশক, পিণ্ড কফজনক, রক্তদুষ্টিকারক।

পাকা তেঁতুল—অগ্নিদীপক, রক্ষ্ফ, সারক ও উষ্ণবীৰ্য, কফ ও বায়ুনাশক, শূলবেদনা এবং
আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে অতি পুৱাতন তেঁতুলেৰ শৱবৎ অমৃতসম।

মোছলেহাতবগ

[মসল্লাদি]

আদা—গুৰু, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিকারক, রক্ষ্ফ, কফনাশক। আহাৰেৰ পূৰ্বে কিছু আদা লবণেৰ সহিত
ভক্ষণ কৱিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কুষ্ঠ, পাঁচড়া, পাঞ্চুৱোগ, মূত্রকষ্ট, রক্তপিণ্ড জ্বরযুক্ত
ৱণ ও দাহৱোগে এবং গ্ৰীষ্মকাল ও শৱৎকালে অহিতকৰ। আদা পেটেৰ পীড়ায় বিশেষ উপকাৰী
কিন্তু অধিক ভক্ষণ কৱিলে জিৱিয়ান দেখা দিয়া থাকে।

গোলমৰীচ—অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, পিণ্ডকর ও রক্ষ্ফ। শ্বাস, শূল ও ক্ৰিমি নাশক।

সাদা মরিচ—গৱম, অতি মাত্ৰায় ভক্ষণ কৱিলে পুৱমেৰ ধাতু রোগ, শূলৱোগ এবং মেয়েদেৰ
শ্বেতপ্ৰদৰ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চৈ—মল দ্বাৰেৰ যাবতীয় রোগ বিনাশক, হজম শক্তি বৃদ্ধিকারক, গৱম নহে, লঘু, বাত ও
শ্বেষানাশক, লঘু, শ্বাস, কাশ, পেটেৰ পীড়া, জ্বৰ, কুষ্ঠ, প্ৰমেহ, গুল্ম, অৰ্শ, প্লীহা, শূল, ও আমবাত
বিনাশক। পিপুলেৰ ন্যায় গুণ বিশিষ্ট।

যোয়ান—রুচিকৰ, উষ্ণ, লঘু, অগ্নিদীপক, পিণ্ডজনক। ইহা শুক্র, শূল, বাত, শ্বেষা, উদৱ,
গুল্ম, প্লীহা ও ক্ৰিমি নাশক।

বনযমানী—(ৱাঁধুনি) অগ্নিদীপক অৰ্থাৎ হজমশক্তি বৃদ্ধি কৱে, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, বলকৰ
ও লঘু। ইহা চক্ষু রোগ, ক্ৰিমি, সৰ্দি, হিঙ্কা ও মূত্রাশয় রোগ বিনাশক।

সাদা জীৱাৰা—মলসংগ্ৰাহক, হজমীকারক, লঘু, কিঞ্চিৎ গৱম, রুচিকৰ, গৰ্ভাশয় বিশেধক, রক্ষ্ফ,
বলবৰ্ধক। বমি, ক্ষয়ৱোগ, বাতজ উদৱধ্যান, কুষ্ঠ, বিষৱোগ, জ্বৰ, অৱোচক, রক্ত দুষ্টি, অতিসার,
ক্ৰিমিৱোগ ও গুল্মৱোগে হিতকৰ।

কালাজীৱাৰা—চক্ষুৰ হিতকৰ, রুচিজনক, উষ্ণবীৰ্য, মলসংগ্ৰাহক, হজমী শক্তি বৃদ্ধিকারক,
বলকৰ ও গৰ্ভাশয় বিশেধক। ইহা জীৱজ্বৰ, শোথ, শিৱোৱোগ, কুষ্ঠৱোগ, গুল্ম, (প্লীহা), ক্ৰিমি,
আমদোষ নিবারক।

ধনে—মিঞ্চ, মূত্রজনক, লঘু, হজমশক্তি বৃদ্ধিকারক, রুচিকৰ, ত্ৰিদোষনাশক। ইহা জ্বৰ ত্ৰঃণা,
দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ, ক্ৰিমি নিবারক।

মৌরি—যোনী শূল, অগ্নিমান্দ্য মলবন্ধনা, ক্ৰিমি, শূল, কাশ, বমি, শ্বেষা ও বায়ু নাশক।

হলুদ—উষ্ণবীৰ্য, কফজ ও বাতজ দোষ, রক্ত দুষ্টি, কুঠ, প্রমেহ, ত্বকদোষ, ব্ৰণ, শোথ, কামলা, ক্ৰিমিনাশক।

রসুন—পুষ্টিকর, শুক্রবৰ্ধক, উষ্ণবীৰ্য, ভগ্নসন্ধান কারক, কঠশোধক, গুৰু, পিণ্ড ও রক্তবৰ্ধক, বলকর, বৰ্ণপ্ৰসাধক, মেধাজনক, চক্ষের হিতকারক। হাদরোগ, জীৱজৰ, গুল্ম, অৱগঢ়ি, কাশ, শোথ, অৰ্শ, কুঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্ৰিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফনাশক।

পিয়াজ—রসুনের ন্যায় গুণযুক্ত। বলকারক নাতিপিণ্ডজনক, বীৰ্যবৰ্ধক, গুৰু। পিয়াজ ও মৱিচ ভক্ষণ কৰিলে মেদা গৱেষ হইয়া থাকে, কাজেই উহা ভক্ষণ না কৰাই উত্তম।

লবঙ্গ—চক্ষুর হিতকর, অগ্নিৰ দ্বীপক, রংচিকারক, কফ, পিণ্ডদোষ, রক্তদোষ, ত্ৰঃঃ, বৰী, উদৱাধান, শূল, কাশ, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় রোগ আশু নিবারক।

বড় এলাটী—অগ্নি বৰ্ধক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণবীৰ্য। ইহা কফ, পিণ্ড রক্তদোষ, শ্বাস, ত্ৰঃঃ, মূত্রাশয়গত রোগ, মুখরোগ, শিৱ রোগ, বমি ও কাশ নষ্ট কৰিয়া থাকে।

ছেট এলাটী—কফ, শ্বাস, কাশ, মুত্রকচ্ছ, বায়ুনাশক।

জাফৰান—শিৱরোগ, ব্ৰণ, ক্ৰিমি বমি, ত্ৰিদোষনাশক।

দারজচিনি—বাতবৰ্ধক, পিণ্ডনাশক, বলকারক, শুক্রবৰ্ধক। ইহা ত্ৰঃঃ নিবারক।

তেজপত্র—উষ্ণবীৰ্য, লঘু। ইহা কফ, বায়ু ও অৰ্শ বিনাশক।

পান—উষ্ণবীৰ্য, লঘু, বলকারক, কামদীপক, রাতকানা নিবারক।

লবণ বৰ্গ

সৈন্ধব লবণ—অগ্নিদীপক, রংচিকারক, শুক্রবৰ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং ত্ৰিদোষ নাশক।

সমুদ্র লবণ—ইহাকে পাঞ্চা লবণও বলে। গুৰু, অগ্নিদীপক, কফকারক বাতয়।

বিট' লবণ—ক্ষারযুক্ত, উত্থৰ্গত কফ ও অধোগত বায়ুৰ অনুলোমকারক, অগ্নিদীপক, লঘু, উষ্ণবীৰ্য ও রংচিকারক।

কৃষ্ণ লবণ—সচল লবণ; রংচিকারক, অগ্নিদীপক বায়ুনাশক, নাতিপিণ্ডকর, লঘু।

খারি লবণ—পিণ্ডজনক, মল সংগ্রাহক, মূত্রকারক, কফ বাত নিবারক।

মধু বৰ্গ

মধু—কোৱানে মধুৰ বিশেষ প্ৰশংসা কৰা হইয়াছে। উহা বহু রোগেৰ ঔষধও বটে।

মধু—লঘু, রুক্ষ, কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকর, অগ্নিদীপক, স্বৰবৰ্ধক, শৰীৰেৰ কোমলতা সম্পাদক, স্বোতসম্যহেৰ বিশোধক, বৰ্ণ প্ৰসাধক, মেধাজনক, শুক্রবৰ্ধক, বিশদ গুণযুক্ত, রংচিকারক, কিঞ্চিং বায়ুবৰ্ধক। ইহা কুঠ, অৰ্শ, কাশ, রক্তপিণ্ড, কফ, প্রমেহ, ক্ৰিমি, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতিসার, দাহ, ক্ষাত ও ক্ষয় রোগ নাশক।

সিৰ্কা—আধান, শোথ, অৰ্শ, প্রমেহ, শ্লেঘাজাত ব্যাধিসমূহে উপকারক, পুষ্টিকর ও বলবৰ্ধক।

ইক্ষু (আক)—রক্তপিণ্ড নাশক, বলকারক, শুক্রবৰ্ধক, কফ দায়ক, গুৰু, মূত্রবৰ্ধক, মেধাবৰ্ধক, দাহ ও মূত্রকচ্ছ নাশক।

চিনি—রংচিকর শুক্রবৰ্ধক। ইহা বায়ু, রক্তপিণ্ড, দাহ, মূচ্ছা, বমি ও জ্বৰ নাশক।

মিঞ্চি—চিনিৰ গুণ বিশেষতঃ ইহা শীতল।

ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଗ

ଭାତ—ଆନ୍ଦ୍ରବର୍ଧକ ପଥ୍ୟ ତୃପ୍ତିଜନକ, ରୁଚିକର, ଲାଗୁ । ହଜମକାଳ ୨ ସଂଟା ।

ଖିଚୁଡ଼ୀ—ଶୁକ୍ରଜନକ, ବଲକର, ଗୁରୁ, ପିତ୍ତ ଓ କଫବର୍ଧକ, ମଲମୁତ୍ରକାରକ । ହଜମକାଳ ୩ ସଂଟା ।

ପାୟମ—ପୁଷ୍ଟିକାରକ, ବଲବର୍ଧକ, ବାୟୁନାଶକ । ହଜମକାଳ ୪ ସଂଟା ।

ମିଷ୍ଟାନ୍ ବର୍ଗ

ମୋହନ ଭୋଗ—ପୁଷ୍ଟିକାରକ, ଶୁକ୍ରଜନକ, ବଲକର, ବାତପିତ୍ର ବିନାଶକ, ମିଞ୍ଚ, ଶ୍ଲେଷାକାରକ, ଗୁରୁ, ରୁଚିକର ।

ରାଜ ଭୋଗ—ରସଗଲ୍ଲା, କାଁଚାଗଲ୍ଲା, ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ମିଷ୍ଟାନ୍ ମୋହନ ଭୋଗେର ନ୍ୟାୟ ଶୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ହଜମେର କାଳ ପ୍ରାୟ ୩ ସଂଟା ।

ପରିଶ୍ରମ

ଅଙ୍ଗ ଚାଲନା—ଭୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିପାକେର ପର ସଥାକ୍ରମେ ରସ, ରକ୍ତ, ଗୋଶତ, ଅଷ୍ଟି, ମେଦ, ମଜ୍ଜା ଓ ଶୁକ୍ରେ ପରିଣତ ହଇଯା ଥାକେ । ଉପଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଚାଲନା କର୍ତ୍ତକ ରସ ଓ ରକ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଧରନୀ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଶରୀରେର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଯା ଥାକେ । ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଷୟ ପୂରଣେର ଜନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଚାଲନାର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ । ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମେର ଅଭାବେ ଶରୀର ଓ ମନ ଦିନ ଦିନ ମିସ୍ଟେଜ ଓ କ୍ଷୟିଣ ହଇଯା ଥାକେ । କାଜେଇ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିତେ ଏବଂ ଦେହ ଓ ମନ ମଜ୍ବୁତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଖିତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମେର ଏକାନ୍ତ ଦରକାର । ଦେହେର ରକ୍ଷଣ ଓ ଉହାର କ୍ରମବର୍ଧନେର ଜନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଚାଲନାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଲିତ ହଇଯାଛେ । କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ମତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅୟଥା କ୍ରୀଡ଼ାଦି ଦ୍ଵାରା ସମୟ ଓ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ନା କରିଯା ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଇଉନିଭାରସିଟି ଓ ମାଦ୍ରାସମୂହେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକଭାବେ ପ୍ରଚୁର ମିଲିଟ୍ରି ଟ୍ରେନିଂ ଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ହୁଏ । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନାଗରିକଦେର ଜନ୍ୟ ଏମନଭାବେ ଟ୍ରେନିଂ-ଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ହୁଏ ଯାହାର ପରିଣାମେ ଦେଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଇ ସୈନିକ ହଇଯା ଯାଇବେ ।

ଏହି ମିଲିଟ୍ରି ଟ୍ରେନିଂ ଦ୍ଵାରା ଯେମନ ଦେହେର ଗଠନ ହଇବେ, ଠିକ ତେମନ କରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବ୍ୟାୟ ଦେଶେ ଲାଖେ ଲାଖେ ମିଲିଟ୍ରି ସୈନ୍ୟେର ସମାବେଶ ହଇବେ । ଆର ଦେଶ ରକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଏହି ମିଲିଟ୍ରି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରହଳଦ କରିଲେ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ମେ ଆଙ୍ଗାହର ଦରବାରେ ନେକୀଓ ପାଇବେ ।

ଅତି କ୍ଷୁଧାର ସମୟ, ଆହାରେର ପର ପରାଇ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକଟ ଅଙ୍ଗ ଚାଲନା କରା ଉଚିତ ନହେ । ଇହାତେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିବାର ଆଶକ୍ତା ରହିଯାଛେ ।

ମୋଟକଥା, ପ୍ରତ୍ୟହ ନିୟମିତଭାବେ ପରିମିତ ଅଙ୍ଗ ଚାଲନା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେର ପକ୍ଷେ ଅମୃତୋପମ ।

ପରୀକ୍ଷା କରିଯା ଦେଖୋ ଗିଯାଛେ—ନିୟମିତଭାବେ ପରିମିତ ବ୍ୟାୟାମେର ଦ୍ଵାରା ମହିନେର ଶକ୍ତିଓ ବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯା ଥାକେ ।

ଶରୀରକେ ସ୍ତୁଲ, ଜନନେନ୍ଦ୍ରୀୟକେ ଲୌହଦଣେର ନ୍ୟାୟ ମଜ୍ବୁତ ଏବଂ ରମଣ କାର୍ଯେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ସଂଘର କରିତେ ହଇଲେ ନିୟମିତଭାବେ ପରିମିତ ଅଙ୍ଗ ଚାଲନାର ସହିତ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟାୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମେ ଉତ୍ତମ ଛୋଲା ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ।

ହଜମ ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ତିବଳ ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ ନିର୍ଧାରଣ କରତ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧାୟ ଖୁବ ଭାଲ ଛୋଲା ଧୁଇଯା ପରିକାର କରିବେ ଏବଂ ଉହ ସିନ୍ତ ହିତେ ପାରେ ଏତଟା ପାନିତେ ଭିଜାଇଯା ରାଖିବେ । ପରଦିନ ପ୍ରାତେ ଏକ ଏକଟି କରିଯା ଦାନା ଭାଲ ଭାବେ ଚିବାଇଯା ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଛୋଲା ଭିଜାନ ପାନିଟୁକୁ ଓ ଶେଷେ ଖାଟି ମଧୁ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ପାନ କରିବେ । ଦୁଧ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଲାର ଭିତର ୯ ଶୁଣ ଡିଟାମିନ ବେଶୀ ।

বিশ্রাম

পরিশ্রমের পর পরিশ্রম করিতে থাকিলে এবং কিছু বিশ্রাম না করিলে শরীর নিস্তেজ ও অকর্মন্য হইয়া পড়ে। কাজেই পরিশ্রমের পর উপযুক্ত বিশ্রাম করা একান্ত দরকার। আমাদের বাংলা দেশের কৃষি কার্যরত ভাইয়েরা প্রত্যহ ভোর হইতে সারাদিন এমন কি প্রায় অর্ধরাত্রি পর্যন্ত পরিশ্রমের উপর কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকে। তাহারা অঙ্গতা হেতু একটু বিশ্রামও করে না এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যও ভক্ষণ করে না। ফলে ক্লান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত শরীর নিয়া কাজ চালাইয়া থাকে। কিন্তু বাখিলি করিয়া ক্ষয় পূরণের নিমিত্ত ২ টি পয়সা খরচ করিয়া, ভাল খাবার না খাইয়া দিন দিন স্বাস্থ্যহানি করিতেছেন। জাতীয় জীবনে ইহা একটি কেলেক্ষণীও বটে।

কঠোর পরিশ্রমের পর, ঘর্মান্ত শরীরে কখনও স্বান করিবে না। খুব ঠাণ্ডা পানি, বরফ পান করিবে না। কারণ ইহাতে হাঁপানি ও নিমুনিয়া হইবার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে। খুব বেশী ত্বক্ষণ্য কাতর হইলে একটু লেবুর রস বা কোন উপযুক্ত জিনিস দ্বারা গলাটা ভিজাইয়া লইবে।

চিন্ত বিনোদন

মনের আনন্দ দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। আমরা উহা মোটেই অস্বীকার করিতে পারি না। অবশ্য চিন্ত বিনোদনের বিষয় বস্তু ও পাহা নির্ণয়ে আমরা অনেকের সহিত একমত হইতে পারি না।

কারণ—চিন্তা ও চর্চা করিলে দেখা যায়, কেহ মদ ও মাগিতে আনন্দ পায়। কেহ পরের উপকার ও খোদার এবাদতে পরম আনন্দ পাইয়া থাকে। আবার মানুষ তার মন যে ধরনের গড়িতে ইচ্ছা করে তাহা সে অন্যায়ে গড়িতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য মনের আনন্দ। অতএব, ছেটকাল থেকেই আমাদের মনকে গড়িতে হইবে যেন মদ, মাগি, সিনেমা, ড্রামা, বাইসকোপ, থিয়েটার, তাশ, পাশা, নাচ-গান প্রভৃতি সময় নষ্টকারক, অর্থের অপচায়ক এবং চারিত্র কল্যাণিকারক কার্যকলাপ শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন করিয়া পরকাল ও ইহকাল নষ্ট না করি। উল্লেখিত বিষয়গুলি যেমন খোদার অমনোনীত কাজ ঠিক তেমন করিয়া দুনিয়াও নষ্ট করিয়া থাকে। ক্ষণেকের জন্য একটু আনন্দ হইলেও উহা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মন ও হৃদয় ভারাক্রান্ত ও অবসাদ হইয়া থাকে। সুতরাং উল্লেখিত ক্ষণস্থায়ী চিন্ত বিনোদক বিষয়গুলি চিরতরে পরিত্যাজ্য।

পক্ষপানের আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি নাগরিককে শৈশব থেকেই এমন মন গড়িয়া তুলিতে হইবে যেন পরের একটি উপকার করিয়া ১০ বোতল মনের আনন্দ লাভ করিতে পারে এবং খোদার এবাদত বন্দেগীর ভিতর সমগ্র দুনিয়ার রাজত্বের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে পরোপকারের মধ্যে, খোদার আনন্দগত্য ও বন্দেগীর মধ্যে এমন চিন্ত বিনোদন হইয়া থাকে যাহার আনন্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। অবসাদ মোটেই নাই। বাস্তবিকই যদি এই ধরনের মন একবার গঠন করা যায় তাহা হইলে দুনিয়া ও আখেরাতে বড়ই আনন্দ এবং আনন্দের শোতে দুনিয়ার বহু বিপদ, অশান্তি ভাসিয়া যায়। ফলে সুখে, দুঃখে সর্বক্ষণ আনন্দ হৃদয়ের উপর উদ্ভাসিতই থাকে।

ক্রম্ভন

একটিই মাত্র দরখাস্ত যাহা মানুষের দরবারে গৃহীত হইয়া থাকে এবং ঐ দরখাস্তের ফেরৎও নাই। আবার আল্লাহর দরবারেও উহা ক্ষুব্ল। দরখাস্তকারীর এ দরখাস্তের ভিতর অন্য কোন বিষয়বস্তু না থাকিলেও উহা দ্বারা সমস্ত মনের বাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে। ঐ মহা দরখাস্তটির

ନାମ ହିତେଛେ କ୍ରନ୍ଦନ । ବିଜ୍ଞ ଓ ବହୁଦୀଶୀ ମନୀଯିଗଣ ବଲିଯାଛେ, କ୍ରନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ବିରାଟ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହିଯା ଥାକେ ।

କଚି କଚି ଛେଳେମେଯେରା ତାହାଦେର ସୁଖ ଅସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି, କୁଧା ଓ ବେଦନା ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବାବସ୍ଥାଯ ଏହି ଏକଟି କାନ୍ଧାର ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ କରିଯା ଥାକେ ଏବଂ ଉହା ଲାଲନ ପାଲନକାରୀଦେର ନିକଟ ଏତେ ଗ୍ରହଣ୍ୟୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶିଶୁଦେର ମନେର ଚାହିଦା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଯା ଥାକେ । ଶିଶୁଦେର ଏହି କାନ୍ଧାର ଦ୍ୱାରା ତାହାଦେର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମଜ୍ବୁତ ନା ହିଲେଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିଯା ଥାକେ । କାରଣ ଜମି କିଛିଦିନ ଯାବଂ ପ୍ରଥର ରୌଦ୍ରେ ଶୁକାଇବାର ପର ବୃଷ୍ଟି ହିଲେ ଯେମନ ଉହା ସରମ ହିଯା ବେଶୀ ଫମଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଯା ଥାକେ । ଠିକ ତଦୂପ କାନ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଶୁଷ୍କ କରିବାର ସଙ୍ଗେଇ ଯେ ଆନନ୍ଦଟୁକୁ ମନେର ଉପର ଉଦ୍ଭାସିତ ହୟ ଉହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୟ ।

ମାନ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଓ ସ୍ଵାବଳମ୍ବୀ ହିଇବାର ପର ସେ ସଖନ ଏହି କ୍ରନ୍ଦନ ଲଜ୍ଜାକର ନିଷ୍ପର୍ଯ୍ୟୋଜନ କରିଯା ଲୟ ତଥନେଇ ତାହାର ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ଭାର ବହନ କରିତେ ହୟ ।

ଅତ୍ୟବ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିତେଛେ ତାହାରା ଯେନ ଗତିର ରଜନୀତେ ନିର୍ଜନେ ଏକାକୀ ବସିଯା ଖୋଦାର ଗୟବ ଆୟାବ ସ୍ମରଣ କରିଯା କ୍ରନ୍ଦନ କରେ । ତାହା ହିଲେ ଯେମନ ତାହାର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହିବେ ଠିକ ତାହାର ତଦୂପଭାବେ ଆଖେରାତେର ପଥର ସୁଗମ ହିତେ ପାରେ ।

ନିନ୍ଦା

ସୁନିଦ୍ରା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ପକ୍ଷେ ଅମୃତୋପମ । ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାଯାମ, ବିଶ୍ରାମ ଓ ପୁଣ୍ଟିକର ଆହାର ବିହାରେର ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଓ ମନ ସତେଜ ଥାକିତେ ପାରେ ନା । ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ସୁନିଦ୍ରାର ଅଭାବେ ଦେଲ ଓ ଦେମାଗ ଦିନ ଦିନ ଦୂର୍ବଳ ଓ ଗରମ ହିଲେ ନାନାବିଧ ପ୍ରକଟ ବ୍ୟାଧି ଆକ୍ରମଣ କରିତେ ପାରେ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରେ ବିନିନ୍ଦ୍ୟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଗଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଯା ଥାକେ ।

ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷକେ ଦୈନିକ ୬-୮ ଘଣ୍ଟା ସୁମାଇତେ ହିବେ । ଇହାର ଥେକେ ବେଶୀ ସୁମାଇଯା ଅଲସ ଓ ଅକର୍ମା ହେଁଯା ଉଚିତ ନହେ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଉହାର ଥେକେ କମ ସୁମାଇଯା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଓ ସମୀଚିନ ହିବେ ନା ।

ନିନ୍ଦାର ସମୟ

ଛେଳେବେଳା ହିତେଇ ନିୟମାନୁବିର୍ତ୍ତିତା ଅବଲମ୍ବନ କରିତେ ହିବେ । ଜଜ୍ବା କିଂବା ଫୁର୍ତ୍ତି ଓ ଆମୋଦ-ପ୍ରମୋଦେ ନିୟମ ଲଞ୍ଘନ କରିବେ ନା । ଏକ ଦିନେର ଜନ୍ୟା ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ଆଦୌ ଭାଲ ନୟ । ଅତ୍ୟବ୍ର, ବାଲ୍ୟକାଳ ଓ ଛାତ୍ରଜୀବନ ଥେକେଇ ନିୟମାନୁବିର୍ତ୍ତିତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଯା ଲାଇବେ ।

ସାରାଟି ବୃତ୍ସର ବେହ୍ନୀ ଗଙ୍ଗ-ଗୁଜର, ଅଛାଲୀ ଆଲୋଚନା ଓ ଆଡା ଦିଯା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ସାରାରାତ୍ରି ଜାଗରଣ କରିଯା ଚକ୍ଷୁ ଲାଲ କରିଯା ପରୀକ୍ଷା ହଲେ ପ୍ରବେଶ କରା ଠିକ ଛାତ୍ର ବା ତାଲେବେ ଏଲମ୍ରେ କାଜ ନହେ । ଏକଥିରେ ଛେଳେଦେରକେ ଠିକ ଛାତ୍ର ବଲାଓ ଠିକ ହିବେ ନା । ଏରା ହୟତ ପାସରେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଲମ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟା ଏଦେର ଭାଗ୍ୟେ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରଜୀବନ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ । ଜୀବନ ଗଡ଼ିବାର ସମୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଜ କରିବେ । ଠିକ ତଦନୁରାପ ପ୍ରତ୍ୟହ ରାତ୍ରେ ୧୦ ବା ୧୧ଟାଯ ସୁମାଇଯା ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଶେସ ରାତ୍ରେ ୪ ଟାଯ ଗାତ୍ରୋଥାନ କରିଯା ଓୟୁର ସହିତ ଆଲ୍ଲାହର ଦରବାରେ ହାଜେରୀ ଦିବେ । ୨ ବା ୪ ରାକା'ଆତ ନଫଲ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରତ ମନେର ବାସନା ଆଲ୍ଲାହର ନିକଟ ପେଶ କରିବେ । ଜୀବନ ଭର ଏ ଅଭ୍ୟାସଟି ଅବଶ୍ୟକ ଜାରି ରାଖିବେ । ଇହ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମନେର ଉନ୍ନତି ଦିନ ଦିନ ହିତେ ଥାକିବେ ।

নিদ্রার নিয়ম

পেশাব পায়খানার বেগ থাকিলে উহার থেকে ফারেগ হইয়া ওয়ুর সহিত নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুইয়া পড়িবে। **اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْبِبْيَ وَأَمُّوتْ** পড়িয়া প্রথমতঃ চিংভাবে শয়ন করিবে অতঃপর ১ বার আয়াতুল কুরছি পড়িবে। তারপর ৩ বার নিম্নোক্ত এস্তেগফার পড়িবে।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

আয়াতুল কুরছি পড়িবার দরুন সারা রাত্রি শয়তান থেকে নিরাপদ থাকিবে। উপরোক্ত এস্তেগফার পড়িলে সমুদ্রের ফেনাসম ছগীরা গোনাহসমূহ মাফ হইয়া যাইবে।

অতঃপর সোজাভাবে ডান পার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করত পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া বাম পার্শ্বে কেবলামুখী হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে। পেশাব-পায়খানার বেগ ধারণ করিয়া চিৎ বা উপুড় হইয়া কখনও ঘুমাইবে না। ইহা স্বাস্থ্য ও শরীরাত বিধান মতে বড়ই খারাব। রাগ একটি ব্যাধিও বটে। বিশেষতঃ রাগার্থিত অবস্থায় ঘুমাইবে না। গভীর নিদ্রার ভিতর অনেক সময় নিদারণ পিপাসা হইয়া থাকে। কিন্তু সাবধান! তখন কিছুতেই পানি পান করিবে না। ইহা সর্বরোগের একটি আকর বিশেষ। কিছুক্ষণ একটু দৈর্ঘ্য ধারণ করিলে পিপাসা বিলীন হইয়া থাকে।

নিদ্রার সময় সাবধানতা

এমন জায়গায় ঘুমাইবে না যেখানে নিদ্রার ব্যাঘাত জনিতে পারে। ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম নষ্ট হইতে পারে এমন কোন প্রকার কাজ বা কথা হওয়া কিছুতেই উচিত নহে। চাই সে ঘুমন্ত ব্যক্তি ছোট হউক চাই বড় হউক কিংবা বন্ধু-বান্ধবই হউক না কেন কিছুতেই তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে দিবে না। নিন্দিত ব্যক্তিকে নেহায়েৎ দরকারবশতঃ ডাকিতে হইলে খুব ধীরে ধীরে নম্রস্বরে ডাকিবে। কিংবা হাতে পায়ে বা মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া জাগাইবে। অন্যথায় প্রবল হৃদ রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

নিজের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব বিশেষতঃ চাকর-চাকরাণীকে ঘুম হইতে জাগাইতে নির্দয় লোকেরা তাঁহাদের ঘুমের দিকে স্বাস্থ্যের দিকে মোটেই লক্ষ্য করে না। ইহা বড়ই খারাব, বড়ই নিষ্ঠুরতা।

অনেক সময় নির্ধারিত সময় ঘুম আসে না। এরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ একাকী ভ্রমণ করতঃ হাত-মুখ ধোত করিয়া ঘুমাইবে।

পানি

দেহ ও প্রাণ বক্ষার জন্য পানি একটি নেহায়েৎ প্রয়োজনীয় বস্তু। বিশুদ্ধ পানি দ্বারা দেহের ও জীবনের মহা উপকার সাধিত হয়। পক্ষান্তরে দৃষ্টিত পানি দ্বারা নানাবিধি দুরারোগ্য ব্যাধি জনিতে পারে। অতএব, সর্বক্ষণের জন্য দৃষ্টিত পানি পরিত্যাগ করিবে। নির্মল পানি যদিও স্বাস্থ্যের জন্য মহা উপকারী কিন্তু আহারের পূর্বে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেশী পানি পান করিলে পাণ্ডুরোগ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। অবশ্য সূর্য উদয়ের পূর্বে সাধ্যানুযায়ী পানি পান করিলে কোন রোগের আশঙ্কা নাই বরং উহাতে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয় এবং সালসার কাজ করিয়া থাকে।

আহারের সময় মাঝে মাঝে একটু একটু পানি পান করিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। আহারান্তে বেশী পানি পান করিলে হজম শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আহার শেষ করিয়া কোন মতে মুখ ও গলাটা

পরিষ্কার করিবে। আধ ঘণ্টা পর পরিমিত পানি পান করিবে। উক্ত নিয়মটি জরুর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপকারী।

অধঃগতি

একদল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত বলিয়াছেনঃ প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু ও ক্ষরিত শুক্র বেগ ধারণ করা বড়ই কুৎসিত অভ্যাস।

পায়খানার বেগ ধারণ করিলে এবং অধঃবায়ু গতি রোধ করিলে বায়ু কর্তৃক মল ছিমিভিম হইয়া নাড়ির পেঁচ ও সদিস্থলে আটকাইয়া অনেক সময় নাড়ির ভাজ উলটাইয়া গিয়া নাড়ীতে পেঁচ পড়িয়া থাকে। দুষ্যিত মল নাড়ির সন্ধিতে আটকিয়া থাকার দরুণ অনেক সময় নাড়ীতে ক্ষত; এমন কি অনেকের নাড়ী পচিয়া থাকে।

প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয়ে প্রস্রাবের তলানি জমিয়া পাথরী হইয়া থাকে।

শুক্র গতি রোধ করিলে ক্ষরিত শুক্র জমিয়া শুক্রশূরী বা পাথরী হইয়া প্রাণ নাশের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

অতএব, কম্বিনকালেও প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু এবং শুক্র বেগ ধারণ করিবে না। স্বাভাবিক-ভাবে যাহা বাহির হইতে চায় তাহা বাহির হইতে দিবে। জবরদস্তি তাহাকে আটকাইয়া রাখিবে না।

সংয়ম

সংয়ম ব্যতিরেকে আঢ়া এবং মানবতার উন্নতি যেমন অসম্ভব, তেমনিভাবে সংয়ম ছাড়া স্বাস্থ্য রক্ষাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। বাঙালী মুসলমানদের স্বাস্থ্যহীনতা দেখিলে বাস্তবিকই মর্মাহত হইতে হয়। রক্ত মাংস শূন্য কঙ্কালসার জরাজীর্ণ দেহ, শৌর্যবীর্য উদ্যমহীন মন, লাবণ্য হারা মলিন মুখ দেখিতে মর্মান্তিক বেদনায় চিন্তাশীল সুধী মাত্রেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। স্বাস্থ্য ভাল না হইলে এবং মন ও মেজাজ সুস্থ না থাকিলে হাজার সাধনা করিয়াও সংস্রবাব হাচিল করা এবং উহা রক্ষাকরা কিছুতেই সম্ভব নহে। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে খিটখিটে মেজাজ এবং খিটখিটে মেজাজের কারণে অশাস্ত্রিময় সংসার এবং অশাস্ত্রিময় পরিবারের সমষ্টিতে এক বিভীষিকাময় দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতির এই চরম দুরবস্থার আসল কারণ এবং উহার প্রতিকারের পথ কি হইতে পারে? সে জন্য দীর্ঘ কয়েকটি বৎসর বিভিন্ন জায়গায় সফর, বড় বড় সমাজ চিন্তাবিদদের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা, যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের লিখনি অধ্যয়ন এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ও বহু ডাক্তার হেকীমদের শেফাখানার; এই বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, জাতির স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণ ১। আহারের অবিচার ২। অবৈধ উপায়ে বীর্যপাত ও বৈধ উপায়ে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়। খাদ্যদ্রব্যাদি হজমের পর পাকাশয়ের রস যথাক্রমে রক্ত, মাংস, অঙ্গ, মজ্জা এবং সর্বশেষে শুক্র পয়দা হইয়া থাকে। এই শুক্র দ্বারাই স্বাস্থ্যের গঠন ও বক্ষণ হইয়া থাকে। শুক্রের প্রাচুর্যে স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতি সাধিত হয়। পক্ষান্তরে শুক্র তারল্য ও শুক্রাঙ্গতা হইলে দেহ ক্ষীণ ও মন নিষ্ঠেজ হইয়া যায়। আবার মজ্জার ব্যাপার হইতেছে এই মূল্যবান বস্তুটি বাহির হইবার জন্য সতত প্রস্তুত এবং বাহির হইবার সময় বড়ই আনন্দ। কিন্তু উহার পরিণাম নিরানন্দই বটে। ক্ষণস্থায়ী অতি সামান্য আনন্দ উপভোগের জন্য শুক্র নষ্ট করিয়া ভবিষ্যৎ অঙ্গকার করা কিছুতেই উচিত নহে। আবু মোসলেম বৎসরে মাত্র একবারই স্ত্রী গমন করিতেন এবং বলিতেন, উহা একটি পাগলামীই বটে; বৎসরে একবার পাগলামী করাই যথেষ্ট।

মোম, তাপ না পাইলে এবং আগুনের সহিত যোগাযোগ না পাইলে এবং আগুনের সংস্পর্শে না থাকিলে কিছুতেই উহা নষ্ট হইবে না, গলিবে না। দিয়াশলাইয়ের ভিতরকার প্রত্যেকটি কাঠির সহিত বারুদ থাকে। খাপটির দুই পার্শ্বেও বারুদ রাহিয়াছে কিন্তু কোন দিন তাহারা উত্তেজিত হয় না। কিন্তু যখনই তাহাদের মিলন হয় একটু ঘর্ষণও হয় তখনই অগ্নি প্রজ্ঞালিত হইয়া দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া দিতে পারে।

আঙ্গাহর সৃষ্টির রহস্য, জীব-জানওয়ারের মধ্যে যৌন উত্তেজনা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাত্র। কিন্তু মানুষের যৌন উত্তেজনার কোন নির্ধারিত সময় নাই। কাজেই মানুষ, নারী ও পুরুষ সংযমী না হইলে কি অব্যটন ঘটিতে পারে সুধী মাত্রেই উহা অবগত। দুর্দম ঘূমন্ত যৌন শক্তি যৌবনের প্রারম্ভে অতি প্রবল হইয়া থাকে। এই সময়ে আঙ্গাল, উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার ছবি দর্শন, নানা প্রকার কুৎসিত নাটক ও নডেল অধ্যয়ন এবং যুবক-যুবতীর অবাধ মিলন, নারীদের খোলাখুলী ভৱণ এবং কো-এডুকেশন দ্বারা ঐ ঘূমন্ত জননশক্তি এত উৎকট, প্রবল ও উত্তেজিত হইয়া থাকে যে, তরুণ যুবক-যুবতী অধীর ও অস্ত্রির হইয়া পড়ে। সিনেমা ও ড্রামা নাচ-গান প্রভৃতি কর্তৃক তাহারা আর নিজকে কন্ট্রোল করিতে পারে না। বড় পরিতাপের বিষয় এই সমুদয় যৌন উত্তেজক ও উচ্ছ্বাস কার্যাবলী এত বহুল পরিমাণে চালু করিয়া শেষ পর্যন্ত বেশ্যালয়ও খোলা রাখা হইয়াছে। ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী কর্তৃক নবাগত যুবক ও যুবতী যেমন তাহাদের আখেরাত বরবাদ করিতেছে তেমন করে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ইহ জগতের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। বেশ্যাগমন হেতু অনেকের জনমের মত গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি রোগ প্রকট হইয়া পড়ে। এই রোগীর সংখ্যাও আমাদের বাংলাদেশে নগণ্য নহে।

যৌবনের শ্রাবণ মাস আগত। যোলকলায় পূর্ণশশী নবযুগের মুখে লাবণ্যের ছফ্টা উদ্ভাসিত। যৌন উচ্ছ্বাস তার সামগ্ৰীসমূহ পূৰ্ণ আয়োজিত। অসংযত যুবক হঠাতে কোন দুশ্চরিত্র লোকের হাতে ধরা পড়িয়া পুঁমেথুন ও হস্তমেথুন শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে এবং ক্ষণিকের জন্য কিছু আনন্দভোগের নিমিত্ত তাহারা অপকর্ম দুইটি করিয়া জীবন বরবাদ করিতে থাকে। অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। নানাবিধি পেটের পীড়া, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, শুক্রাঙ্গতা, লিঙ্গব্রক্তা এমন কি শেষ পর্যন্ত অনেকে দূরারোগ্য ধ্বজভঙ্গ রোগে ভুগিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত লজ্জায় অনেকে আঘাত্যাও করিয়া জাহাঙ্গীর হইয়া থাকে। হস্তমেথুন অতি জঘন্য কুৎসিত অভ্যাস। ইহাতে দেহ শুক্রশূন্য হইয়া যায়। লিঙ্গের আভ্যন্তরীণ শিরা রগ ছিড়িয়া যাওয়ার দরুন সম্যক রক্ত চলাচল করিতে পারে না। ফলে গোড়া চিকন ও মাথা মোটা হইয়া অকেজো হইয়া থাকে।

হস্তমেথুন ও পুঁমেথুন এত বড় পাপ যে, ঐ পাপাচারের দরুন হয়রত লৃত নবীর কওমের আবাস স্থান ধ্বংস করিয়া ভূমধ্যসাগরে^১ পরিণত করা হইয়াছে। কোরআন ও হাদীস মতে উহা সম্পূর্ণ হারাম। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে আবেধ, মহাপাপ।

সমাধান

যাদের হাতে ক্ষমতা, যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের নিজেদের প্রথম যৌবনের তাড়না ভুলিয়া গিয়া কোন স্কীম করিলে তাহা চলিবে না। সমাজ দেহের রোগ ধরিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া স্কীম নিতে হইবে।

জাতির এ চরম দুর্দশা দূর করিতে হইলে অশ্লীল নাটক, নতেল, সিনেমা, ড্রামা, ছবি, উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ কুৎসিত ছবি, মেয়েদের নাচ বলড্যাপ্ট, বেশ্যালয় একবারেই বন্ধ করিতে হইবে। নতুবা রোগের কারণ জীবিত রাখিয়া কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া সমাজদেহ বোগমুক্ত করা সম্ভবই নহে।

যৌন ও জনন শক্তিকে উত্তেজিত না করিয়া উহা সুস্থ ও শাস্ত রাখিবার জন্য উপরোক্ত ধর্মসাম্মান কার্যাবলী বন্ধ করিতেই হইবে।

প্রত্যেক মহল্লায় ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়া মহল্লার প্রত্যেকটি ছাত্রকে বাধ্যতামূলকভাবে ঐ ছাত্রাবাসে থাকিতে হইবে।

সরলতা, সচরিত্র, নিয়মানুবর্তিতা উদারতা সংযম প্রভৃতি ইসলামী নৈতিক শিক্ষা এবং ছাত্রদের সংরক্ষণের জন্য বহু দর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, চিত্তাবিদ, সচরিত্রবান আদর্শ মানুষ নিযুক্ত করিতে হইবে।

আমাদের সরকারী ও বেসরকারী সর্বপ্রকার চেষ্টা এজন্য খুব দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিলে আশা করা যায় অতি শীঘ্ৰই এতদেশের স্বাস্থ্যমতি এবং আদর্শ সমাজ গঢ়িয়া উঠিবে। আমরা এতদেশের সরকারী বেসরকারী সমস্ত জ্ঞানীদের এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

সাবধানতা

সংযম ও সাবধানতা অবলম্বনের পর যদি কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তবে বিজ্ঞচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে অবহেলা করিবে না।

আমাদের দেশে তথা সারা বিশ্বে নানা প্রকার চিকিৎসা চালু আছে। হেকীম, ডাক্তার, কবিরাজ ও রহানী চিকিৎসকের অভাব নাই। প্রত্যেকেই নিজস্ব চিকিৎসা বিজ্ঞান বিধানমতে চিকিৎসা করিবেন। অবশ্য চিকিৎসক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী হওয়া দরকার। সর্বপ্রকার চিকিৎসার মধ্যে (১) রোগীর কুপথ্য হইতে বিরত থাকিতেই হইবে। (২) প্রথমে নিয়ম পালন ও সংযমের দ্বারা রোগের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবে। (৩) সংযম ও নিয়ম পালন দ্বারা রোগ বিদূরিত না হইলে প্রথমতঃ পাচন ও বনজ পদার্থে গঠিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। (৪) উহাতে রোগারোগ্য না হইলে খনিজ ও সামুদ্রিক প্রভৃতি জমাদাত দ্বারা গঠিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে ক্ষতির আশঙ্কাও রহিয়াছে। বেহেশ্তী জেওর নবম খণ্ডের অনুবাদের সহিত কিছু বিভিন্ন ধরনের তদ্বীর ও ঔষধ উল্লেখ করিতে এজন্য বাধ্য হইয়াছি যে, অধুনা চিকিৎসকগণ সমস্ত রোগগুলিকে জড়ব্যাধি ধরিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কিন্তু বহু জায়গায় অকৃতকার্য হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে মূর্খ গ্রাম্য বেশ্যার পীর ফকির ও ঠাকুরগুলি প্রায় সবগুলিকে উপরিব্যাধি ও যাদু টোনা বলিয়া কুফরী তাবীজ কবজ সূতা লতা দিয়া অধিকাংশ স্থানে সুচিকিৎসার অস্তরায় ঘটাইয়া প্রাণ নাশের কারণ হইতেছে।

অথচ সবগুলি জড় ব্যাধি নয় এবং সবগুলি উপরি ব্যাধিও নয়। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সর্বদা পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া লইবেন। রোগ নির্ণয় করাটাই কঠিন।

মানবদেহে কতকগুলি রোগ হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিকই জড়ব্যাধি যথা—কলেরা, বসন্ত, জ্বর প্রভৃতি।

অন্য আর কতকগুলি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহা সত্যই উপরিব্যাধি যথা—জীন, যাদু, বদনজর ইত্যাদি। উপরি দোষ ও ব্যাধি অর্থে আভ্যন্তরীণ যাহা জড়ব্যাধি নয়।

কখনও কখনও উপরিব্যাধির পরিণামে জড়ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন জীনের বহু রোগী শেষ পর্যন্ত শূল ও উচ্চাদ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, অনেক সময় জীনের কারণে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যাদুর দ্বারা কলেরা, জ্বর প্রভৃতি জড়ব্যাধির আক্রমণ হইয়া থাকে।

অতএব, সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসকের সন্দেহ হইলে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। আমরা রোগ নির্ণয়ের জন্য নিম্নে একটি তদ্বীর উল্লেখ করিতেছি।

রোগীকে সামনে রাখিবে। স্ত্রীলোক হইলে কোন মাহ্রাম দ্বারা পরীক্ষা করাইবে।

আয়াতুলকুরছি, সূরা-ফাতেহা, কাফেরন, এখলাছ, ফালাক, নাহ—এই প্রত্যেকটি ৭ বার করিয়া পড়িয়া রোগীর গায়ে ৭ বার ফুক দিবে। শেষ বারে ২/৩ বার রোগীকে দম দিয়া ২/১ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবে। জীনের দোষ হইলে রোগ খুব বাড়িয়া যাইবে। তখন জীনের চিকিৎসার সহিত শারীরিক ব্যাধিরও চিকিৎসা করিবে।

পূর্বাপেক্ষা কিছু কমিয়া গেলে এবং পূর্ণ আরোগ্য না হইলে বুঝিতে হইবে যাদু। তখন যাদুর চিকিৎসার সহিত দরকার হইলে শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসাও করিবে।

রোগের অবস্থা পূর্ববর্তী থাকিলে উহা জড়ব্যাধি ধরিয়া জড়ব্যাধির চিকিৎসা করিবে।

از مجربات عزيزیہ

রোগ ছাড়া অনেক সময় অসুস্থ বোধ করিলে এবং বহুদর্শী চেহারা দেখিয়া বদ-নজর সাব্যস্ত করিলে বদ-নজর নষ্ট করিবার তদবীর করিবে। আমরা প্রত্যেকটি রোগের চিকিৎসা স্ব স্ব স্থানে করিব।

বিশেষ সতর্কীকরণ

১। ছোট খাট মামুলী অসুস্থতা এবং মামুলী রোগের চিকিৎসা নিয়ম পালন দ্বারা করিবে। চিকিৎসার্থে সর্বদা দেশজ ও বনজ পদার্থের গঠিত ঔষধ দ্বারাই করাইবে ও করিবে। সাধারণ অসুখে কখনও বড় ঔষধ ব্যবহার ভাল নয়। উহাতে অনেক সময় উপকারের স্থলে অপকার হইয়া থাকে এবং বড় ঔষধে শেষ পর্যন্ত কাজ না করিলে তারপর ছোট ছোট ঔষধ আর কাজ করিতে পারে না।

২। রোগ যত বড়ই কঠিন হউক না কেন রোগীকে কখনও হতাশ বা চিন্তাযুক্ত হইতে দিবে না। সেবা ও খেদমতগারদেরও খুব বেশী ব্যতিব্যস্ত হইবার কারণ নাই। পিতামাতার কখনও কাতর এবং খুব অধৈর্য হইতে নাই। অবশ্য সেবা ও যত্নে ভৃতি করিতেও নাই। আমাদের বাংলা দেশে অর্থলোলুপ বহু চিকিৎসক টাকার লোভে রোগীকে এবং রোগীর মাতা-পিতা, ভাই-বোনদেরকে ভীত করিয়া থাকে। সাধারণ অসুখকেও তাহারা বিপদজনক বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা বড়ই মারাত্মক কথা, এ ধরনের অর্থলোভী চিকিৎসক ডাক্তার কবিরাজ ও হেকীমদেরকে কখনও ডাকিতে নাই। যাহারা চিকিৎসাকে শুধুমাত্র ব্যবসায় হিসাবে অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে এবং দয়ামায়াহীন চিকিৎসকের স্থান ৩ দিনের জন্যও অন্ততঃপক্ষে এদেশে না হওয়া উচিত। জীবনের দায়িত্ব লইয়া দয়ামায়ার সহিত যাহারা জাতির সেবা, জনগণের সেবার মত লইয়া ঝাপাইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাদিগকেই ডাকিবে। ইহাদের দিকে আল্লাহর মদদও দ্রুত আসিতে থাকে।

କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କଥନଓ ଚିକିତ୍ସକରେ ଅସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନା । ବ୍ୟବହାରେ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ ରାଖିବେଇ । ପରାମର୍ଶ ଟାକା ପଯ୍ସାର ଦ୍ୱାରାଓ ତାହାକେ ସାଧ୍ୟାନ୍ୟାଯୀ ସଂଗ୍ରହ ଅବଶ୍ୟକ କରିବେ । ଚିକିତ୍ସକଦେରକେ ଫାଁକି ଦେଓଯା ଜାତି ଧ୍ୱାନ କରାର ସମାରଥ ବଟେ । ସନ ସନ ଚିକିତ୍ସକଓ ବଦଳାଇବେ ନା ।

୩ । ସନ ସନ ଜୁଲାପ ବ୍ୟବହାର କରିତେ ଓ କରାଇତେ ନାହିଁ । କାରଣ ଇହାତେ ନାଡ଼ି ଦୁର୍ବଲ ହଇଯା ନାନା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହିତେ ପାରେ । ଏକାନ୍ତ ଜୁଲାପେର ପ୍ରୋଜନ ହିଲେ ସମୟ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୁଲାପେର ଔଷଧେର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିଯା ପେଟ ପରିଷକାର କରା ଥାଇତେ ପାରେ ।

୪ । କୋନ ଔଷଧ ଦୀଘଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିତେ ହିଲେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଏକଟୁ ବାଦ ଦିବେ କିଂବା ବଦଳାଇଯା ତତ୍ତ୍ଵଗୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କୋନ ଔଷଧ ସେବନ କରିବେ । ନତୁବା ଏକଟି ଔଷଧ ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଇହା ଥାଦେ ପରିଣତ ହଇଯା ଯାଯା ଏବଂ ରୋଗାରୋଗ୍ୟ କରିତେ ଅକ୍ଷମ ଥାକିଯା ଯାଯା ।

୫ । ଔଷଧ ତଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିୟମ ଓ ପରିମାଣ ମତ ସଠିକଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନେର ବିଷୟାଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଯତ୍ତେର ପର ବହୁ ଅଭିଭୂତା ଛାଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରିବର୍ଧନ କରିବେ ନା ।

୬ । ରୋଗୀ, ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଅଭିଭାବକେର ବିଶ୍ୱାସ ରାଖିତେ ହଇବେ । ରୋଗାରୋଗ୍ୟେର ଓ ଫଳାଫଳେର ମାଲିକ ଏକମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହୁ ରବ୍‌ବୁଲ ଆଲାମୀନ । ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଔଷଧ ଅଛିଲାମାତ୍ର । ଅତଏବ, ଖୋଦାର ଦରବାରେ ସର୍ବଦା ଦୋଆଓ କରିତେ ଥାକିବେ । ମୁସଲମାନ ବିଜ୍ଞାଚିକିତ୍ସକେରା ରୋଗୀ ଦେଖିତେ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରୋଗ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆୟାତଟିଓ ପଡ଼ିଯା ଉହାର ମର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ କରିଯା ଥାକେନ ।

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمٌ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

ଶିରଃ ପୀଡ଼ା

ଶିରଃ ପୀଡ଼ା ନାନା ପ୍ରକାର ହଇଯା ଥାକେ । ସଚରାଚର ଯେସବ ଶିର ରୋଗେ ମାନୁସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଇଯା ଥାକେ, ଉହାର କିଞ୍ଚିତ୍ ବିବରଣୀସହ ଚିକିତ୍ସାର ଉତ୍ସେଖ କରା ହିତେଛେ ।

୧ । କୋଷ୍ଠବନ୍ଦ ଥାକିଲେ, କୋଷ୍ଠ ପରିଷକାର ହଇଯା ବାହ୍ୟ ନା ହିଲେ ମାଥା ବେଦନା ହଇଯା ଥାକେ, ଉହାର ପ୍ରତିକାରାର୍ଥେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିତେ ହିବେ ଯାହାତେ କୋଷ୍ଠ ପରିଷକାର ହଇଯା ପ୍ରତ୍ୟହ ନିୟମିତ ପାଯଖାନା ହୁଏ । ୧ ଗ୍ଲାସ ମିନ୍ତିର ଶରବତେର ମଧ୍ୟେ ସମପରିମାଣ ଇସ୍‌ପୁଣ୍ଟଲେର ଭୁବି ଓ ତୋଥିମା ଦାନା ସାରାରାତ୍ର ଭିଜାଇଯା ରାଖିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେ ଖାଲିପେଟେ ଉହା ସେବନ କରିବେ । ଇହାତେ ପାକାଶସ୍ତର ତୀଙ୍କାନ୍ତି ନିବାରିତ ହଇଯା ସମସ୍ତ ଦେହ ସୁନ୍ଦର ହଇଯା ଥାକେ । କୋଷ୍ଠ-କାଠିନ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ, ସ୍ଵପ୍ନଦୋଷ ନିବାରଣ ହୁଏ, ମନ୍ତ୍ରିକା ଶୀତଳ ଓ ଠାଣ୍ଡା ହଇଯା ଦିନ ଦିନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟେ ଉନ୍ନତି ହିତେ ଥାକେ । ଅବଶ୍ୟ ମାଝେ ମାଝେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଉହା ପାନ କରା ଉଚିତ । ନତୁବା ଶରୀର ଫୁଲିବାରେ ଆଶକ୍ତା ଆଛେ ।

୨ । ଅତିରିକ୍ତ ତରଳ ଦାସ୍ତ, ଜଠର ପୀଡ଼ାର କାରଣେ ମନ୍ତ୍ରିକ ଦୁର୍ବଲ ଓ ନିଷ୍ଟେଜ ହଇଯା ପଡ଼େ । କାହାରେ ମାଥା ବେଦନାଓ ହୁଏ । ଉହା ସମ୍ମକ ବାହିର ହିତେ ନା ପାରିଲେ ମାଥାଯ ପ୍ରକଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଲେ ଏମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଯାହାତେ ଦୂଷିତ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ବାହିର ହଇଯା ଯାଯା ।

(କ) ମେନ୍ଦିପାତା ବାଟିଯା ପ୍ରତ୍ୟହ ମାଥାଯ ପ୍ରଲେପ ଦିଲେ ଦୂଷିତ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ବାହିର ହଇଯା ଥାକେ ।
(ଖ) ଭାଲ ସରିଷାର ତୈଲ ମାଥାଯ ଉତ୍ତମରାପେ ମାଲିଶ କରତ ଠାଣ୍ଡା ପାନ ବେଶ କରିଯା ଢାଲିବେ ।

ଇହାତେ ଦୂଷିତ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ବାହିର ହଇଯା ଯାଇବେ ।

৪। মেয়েদের ঋতু বন্ধ ও স্বাব পরিষ্কার না হইবার দরুন তীব্র শির বেদনা হইয়া থাকে। উহার প্রতিকারের জন্য একাপ ব্যবস্থা করিবে যাহাতে নিয়মিতভাবে স্বাব হইতে থাকে। ঋতু বন্ধ অধ্যায় দেখিয়া লইবে।

৫। অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হেতু প্রায়ই মাথা ধরা মাথা গরম এবং স্বায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিয়া থাকে। আস্তে আস্তে শরীর ক্ষীণ হইতে থাকে। একাপ অবস্থায় কখনও বিলম্ব করিবে না। বিজ্ঞ হেকীম বা কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। শুক্রক্ষয়ের কারণ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা প্রথমেই করিবে। অতঃপর ক্ষয় নিবারণার্থে চন্দনাসব ও বৃহৎ বঙ্গেষ্ঠের রস প্রয়োগ করিবে। উক্ত ঔষধের সঙ্গে ঘোগেন্দ্র রসও ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

ঘোগেন্দ্ররস প্রস্তুত প্রণালী—রসসিন্দুর ১ তোলা, লৌহ, অল, মুক্তা, বঙ্গ প্রত্যেক ॥১০ তোলা, ঘৃত কুমারীর রসে মর্দন করিয়া এরও পত্রে বেষ্টনপূর্বক ধান্য রাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে। ২ রতি প্রমাণ বটি। অনুপান—বাতের প্রকোপে ত্রিফলার পানি ও মধু। অথবা মাখন ও মিশ্রির সহিত উন্নমরণে মাড়িয়া প্রাতে ১টি বড়ী সেবন করিবে। রাত্রে দুধ পান করিবে।

৬। অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য ও স্বায়বিক দৌর্বল্যের কারণে রোগী অযথা কথাবার্তা বলিতে থাকে। উহার প্রতিকারার্থে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিতে ধারোঁও দুধ প্রত্যহ সকালে পান করিতে দিবে, কিংবা হেকীমী ঔষধ আত্রীফل زمانی ব্যবহার করাইবে। অথবা কবিরাজী ঔষধ অভয়া মোদক দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইবে। আস্তে আস্তে শরীর সুস্থ সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবে। মাথায় ঠাণ্ডা কোন তৈল যেমন, কদুর তৈল, মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ব্যবহার করিতে দিবে। রোগীকে নিয়মিত সুনিদ্রার ব্যবস্থা করিবে।

মাথা বেদনার চিকিৎসা

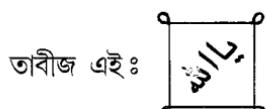
১। কালজীরা বাটিয়া উহা জয়তুনের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে উহা ছাঁকিয়া ঐ তৈল ফেঁটা ফেঁটা করিয়া কয়েক ফেঁটা নাকের ভিতর দিলে মাথা বেদনার উপশম হইয়া থাকে।

২। পুদীনা বাটিয়া সামান্য পানিতে ভাল গরম করিয়া ললাটে (কপালে) প্রলেপ দিলে মাথা বেদনা বিদূরিত হয়।

৩। মোরগের পিতৃ মাথায় মালিশ করিলে মাথা বেদনার বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

তদ্বীর

৪। যাবতীয় মাথা ধরা, মাথা বেদনা, অর্ধ ভেদক মাথা ধরায় নিম্নোক্ত তাৰীজটি বিশেষ উপকারী। সাদা কাগজে লিখিয়া রোগীর মাথায় ধারণ করিতে দিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।



৫। ডান হাতের মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা রোগীর মাথা এবং কপালের বাম পার্শ্বের রগ এবং ঐ ডান হাতের বৃক্ষাঙ্গুলী দ্বারা রোগীর মাথার ডান দিকের রগ চিপিয়া ধরিয়া নিম্নোক্ত আয়ত পড়িবে। পড়া শেষ হইলে মাথায় দম দিবে এবং একাপ ৩ বার করিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاسِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ حَشْبَيْهِ اللَّهُ وَتُلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ - هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّيْنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُنَكِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ - هُوَ اللَّهُ الْخَالقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ كَمْشُكُورٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ - الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ - الْزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرَّرٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ رَبِّيْتُونَةٍ لَأَشْرَقَيْةٍ وَلَا غَرَبَيْةٍ يَكَادُ زَيْنُهَا يُضْيِءُ وَلَوْلَمْ تَمَسَّسْهُ نَارٌ - نُورٌ عَلَى نُورٍ - يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضِّرُّ اللَّهُ الَّذِي لَا مَثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِمْ - فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ - ارْتَقَعْ أَيْهَا الْوَجْعُ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ ○

୬। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆୟାତ ଓ ଦୋଆ ଲିଖିଯା ତାବିଜରାପେ ମାଥାଯ ଧାରଣ କରିତେ ଦିବେ । ଖୋଦା ଚାହେ ତ ସର୍ବପ୍ରକାର ମାଥା ବେଦନା ରୋଗ ଆରଗ୍ଯ ହହିବେ ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَنْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفُواجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا - لَا يَصِدُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرْقٍ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرَّ النَّارِ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ○

୭। ବସା ଅବଶ୍ୟା କିଂବା ଶାଯିତ ଅବଶ୍ୟା ଛିଲ, କିନ୍ତୁ ଦାଢ଼ାଇତେ ହୃଦୀ ଅନ୍ଧକାର ଦର୍ଶନ କରିଲେ ବା ପଡ଼ିଯା ଗେଲେ ରୋଗୀଙ୍କେ ବମନ କରାଇବେ । ଧାରୋଫଃ ଦୁଃଖ ଦୈନିକ ସକାଳେ ପାନ କରିତେ ଦିବେ । ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରମ ଏକପ ଅବଶ୍ୟା ଓ ଉପକାରୀ ।

୮। ଉତ୍କ୍ର ରୋଗେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାବିଜଟି ଲିଖିଯା ମାଥାଯ ଧାରଣ କରିତେ ଦିବେ—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَخَافُ وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَغْفُلُ إِشْفِ حُسْرَ عَبْدِكَ هَذَا فَانَّهُ يَخَافُ وَيَنَامُ وَيَمُوتُ وَيَغْفُلُ إِشْفِهِ مِنْ كُلِّ حُسْرٍ وَعِلْلَةٍ وَدَاءٍ وَأَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَّدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ - قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ - قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوْسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنِ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

প্রতিশ্যায় সদি

কারণ—শীতল পানি, শীত, তুষার, রোদন, নাক দিয়া ধূলি ও ধূম প্রবেশ, দিবা-নিদা, রাত্রিজাগরণ, অজীর্ণ কর্তৃক মস্তকের কফ ঘনীভূত হইয়া সর্দিরোগ উৎপাদন করে।

লক্ষণ—সর্দি হইবার পূর্বে মাথাভার, স্তন্তা, অঙ্গুটন, রোমাঞ্চ, মুখ ও নাক দিয়া পানিশ্বাস হইয়া থাকে। সঙ্গে জ্বর হইতে থাকে। হাঁচি, মাথা বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—মরিচ ও শুঁঠের সহিত দধি ও অম্ল ভোজন করিলে নৃতন সর্দি বিদূরিত হয়। নৃতন সর্দিতে কঢ়ি তেঁতুল পত্র সিদ্ধ করিয়া এ পানি পান করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

আহারের পরক্ষণেই সুসিদ্ধ অত্যুষ্ণ মাষকলায় লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার ও দীর্ঘকালের সর্দি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপুল, সাজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ এই সমুদয়ের নস্য লইলে সর্দি বিনষ্ট হয়।

শুঁঠ, মরিচ ও পিপুল এবং চিতামূল, তালীশ পত্র, তেঁতুল, অম্ল বেশেশ, চৈ ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ তোলা। এলাচ, দারচিনি ও তেজপত্র প্রত্যেক ২ মাঘা; পুরাতন গুড় নয় তোলা ছয় মাঘা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া উষ্ণ পানিসহ সেবন করিলে সর্দি, কাশি শ্বাস প্রশমিত হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

তদবীর

সর্বদা সর্দি লাগিয়াই থাকিলে সরিয়ার তৈল ও পানিতে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। সকাল ও দুপুরে গোসলের পূর্বে ঐ তৈল উত্তমরূপে শরীর ও মাথায় মালিশ করত পড়া পানি দিয়া স্নান করিবে। ইহাতে দূষিত কফ তরল হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। ৩৩ আয়াত জীনের রোগ চিকিৎসা অধ্যায়ে দেখিয়া লইবে।

সর্দি সর্বদা লাগিয়া থাকিলে এবং উহা শুকাইয়া গেলে ক্ষতির কোন আশঙ্কাও না থাকিলে এশার পর সহ্যমত গরম পানিতে ১ ঘন্টা দুই পা ভিজাইয়া রাখিলে সর্দি শুকাইতে বাধ্য।

উন্নাদ

সাধারণতঃ উহার মূল কারণ—অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, শুক্রহীনতা, দীর্ঘদিন প্রবল জঠর রোগ, চিরকোষ্ঠবন্ধতা, সীমাইন মস্তিষ্কচালনা, নিরস্তন চিন্তা, দুশ্চিন্তা, স্ত্রীলোকের ঝুতু বন্ধ এবং অতিরিক্ত শোকের দরকন কিংবা মাথা বা মস্তিষ্কে আঘাতের কারণ হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উন্মাদ রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। **প্রথমতঃ** উহার আসল কারণ নির্ণয় করিবে। প্রচণ্ড আঘাত হেতু উন্মাদ রোগ উপস্থিতি হইলে উহার চিকিৎসা প্রায় দুঃসাধ্য।

কোষ্ঠাকাঠিন্য কিংবা জঠর রোগের কারণে উন্মাদের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে দেখিবে পেটে দূষিত মল থাকিয়া গিয়াছে কি না? দূষিত মল থাকিলে অভয়া মোদকের দ্বারা ১ বার জুলাপ দিয়া আগ্নিবল অনুযায়ী, স্বাস্থ্যাপযোগী পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা রাখিয়া ঔষধ ও তদবীর ব্যবহার করাইবে। যাহাতে যথারীতি হজম ও নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় হেতু রোগের উৎপত্তি হইলে ঠাণ্ডা অথচ শুক্রবর্ধক ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার করাইবে।

অতিরিক্ত চিন্তা ও মস্তিষ্ক চালনা কর্তৃক উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চিন্তা পরিশ্রম কমাইয়া দিতেই হইবে। উপযুক্ত বিশ্রাম ও জ্বায়েয় কিছু প্রমোদের ব্যবস্থাও থাকা দরকার। উপযুক্ত পথ্য

ও আহারের ব্যবস্থার সহিত যোগেন্দ্র রস ব্যবহার করিলে সুফল হইবে। ঠাণ্ডা তেলাদি হিমসাগর, মধ্যম নারায়ণ, মহাভূজপ্রাজ তেল ইত্যাদি মাথায় ব্যবহার করিতে দিবে।

শোকাহির দরুনও উন্মাদের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু আসলে সেইরূপ ব্যাধি নয়। তবে মনস্তত্ত্বের দ্বারাই রোগীর মন প্রফুল্লিত করিতে হইবে। মিষ্টান্ন ও শিরনী সেবন করিতে দিবে। বুদ্ধিমান ও ভাল লোকের সংসর্গে থাকিতে দিবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আমোদ শৃঙ্খিস্থলে অধিক সময় কাটাইতে দিবে।

সন্তান প্রসবের পর শ্রাব বন্ধ থাকিলে কিংবা মাসিক ঝাতুশ্রাব বন্ধ হওয়ার দরুন উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; ছাঁক সরিয়ার তৈলের মধ্যে অর্ধ তোলা কর্পুর মিশ্রিত করিবে এবং ঐ তৈলে—

أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبْتًا وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

৩ বার পড়িয়া দম দিবে। এই তৈল দৈনিক ৩/৪ বার তল পেটে ও কোমরে উন্মরুপে মালিশ করিবে। বাধক বেদনায়ও এই তৈল ব্যবহার করিবে এবং জরায়ু সোজা নিম্নলিখিত তাবিজিটি ধারণ করিতে দিবে। খোদা চাহে ত মুশকিল আসান হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْتٍ مِنْ نَخْلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيْنِينَ
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرٍ وَمَاعِنَتِهِ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ - أَوْلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا
رَتْقًا فَفَتَّقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

উন্মাদ রোগে রস প্রয়োগ

অভয়া মোদক—পাকাশয়স্থিত দৃষ্টিত মল বাহির করিতে প্রথম দিন শেষ রাত্রে অভয়া মোদকের একটি গুলি সেবন করিবে এবং খুব করিয়া ঠাণ্ডা পানি পান করিবে। ইহাতে যথাযথ ভেদে হইয়া কোষ্ট পরিষ্কার হইলে তো ভালই, নতুবা একবার একটু গরম পানি পান করিলে দৃষ্টিত মল বাহির হইয়া যাইবে। পেট পরিষ্কার হইয়া গেলে কিছুটা চিনি বা মিশ্রির শরবৎ পান করিলে আর দাস্ত হইবে না। এই জুলাপের ঔষধটার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা সেবনের পর যতই দাস্ত হউক কিন্তু রোগী দুর্বল হইবে না। অতঃপর প্রতিদিন প্রাতে ঠাণ্ডা পানিসহ পান করিলে ইহা দ্বারা উন্মাদ, বিষম জর, অগ্নিমন্দ, পাণ্ডু, কামলা, কাশ, ভগন্দর, হৃদরোগ, কুষ্ঠ রোগ, গুল্ম, অর্শ, গলগণ্ড, ভ্রম, বিদাহ, প্লীহা, মেহ, যক্ষ্মা, চক্ষুরোগ, বাতরোগ, উদরাধ্বান, মূত্রকুস্ত, পাথরী এবং পিঠ ও পার্শ্ব, উর, কঠী ও উদর বেদনা বিনষ্ট হয়।

অভয়া মোদক প্রস্তুত প্রণালী—হরিতকী, গোল মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুল মূল, দারুচিনি তেজপত্র এবং মুতা ইহাদের চূর্ণ এক এক ভাগ। দস্তিচূর্ণ তিনভাগ। তেউড়িচূর্ণ আট ভাগ এবং চিনি ছয় ভাগ। ইহাদের চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিবে। শ্বাসধর আমার বল্হ পরিষ্কিত।

ব্রান্তী-শাকের রস ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মায়া ও মধু ৮ মায়া মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উন্মাদ রোগে উপকার হয়।

উন্মাদ রোগে বায়ু খুব প্রকৃপিতই থাকে। কাজেই চতুর্মুখ, চিন্তামণি চতুর্মুখ, যোগেন্দ্র-রস, মকরধ্বজ তদভাবে রসমিন্দুর। এই সকল ঔষধ উন্মাদ রোগে প্রশংস্ত। মধুতে মাখিয়া ত্রিফলার পানি, শত মূলীর রস, তুলসী পাতার রস বা পানের রসসহ সেব্য। চৈতসাদি ঘৃতও উন্মাদের মাহৌষধ।

চিন্তামণি চতুর্মুখ প্রস্তুতপ্রণালী—রসমিন্দুর দুই তোলা, লোহ এক তোলা, অভ একতোলা, স্বর্ণ অর্ধতোলা। ঘৃত কুমারীর রসে মর্দন ও এরণ পত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্য রাশির মধ্যে তিনিদিন রাখিবে। পরে উহা বাহির করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

চৈতস ঘৃত প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত চারি সের। কাথার্থ—বেল, শ্যেনা, পারল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি, কন্টকারী, গোক্ষুর, রাম্বা, এরণ মূল, তৈউড়িমূল, বেড়েলা, মূর্বামূল (শোচমুখী) Sarseireria Beylanica ও শতমূলী প্রত্যেকটি ১৬ তোলা; পাকের পানি ৬৪ সের, শেষ ঘোল সের; কঙ্কার্থ—রাখাল শসার মূল, ত্রিফলা, রেনুক, Piper aurantia cum দেবদারু, এলবালুক (হিন্দুস্থানে ইহাকে এলুবা ও এলুয়া বলে) শাল পানি, তগর পাদুকা, হরিদ্রা, দাঙু হরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীল সুদি, এলাচ, মিঠিষ্ঠা, দস্তিমূল, দাড়িম বীজ নাগেশ্বর, তালীশ পত্র, বৃহতি, মালতী ফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্ত চন্দন, পদ্মকাঞ্চ প্রত্যেকটি ২ তোলা লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। (আয়ুর্বেদ প্রদীপী, শঙ্খধর)

যোগেন্দ্ররস প্রস্তুত প্রণালী—রসমিন্দুর ১ তোলা, লোহ, অভ, মুক্তা, বঙ্গ, প্রত্যেক ॥১০ তোলা; ঘৃত কুমারীর রসে মর্দন করতঃ এরণ পত্রে বেষ্টনপূর্বক ধান্য রাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া পরে ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

মকরধ্বজ প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণ ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা। প্রথমতঃ স্বর্ণপত্র কাঁচি দ্বারা কুচিকুচি করিয়া পারদের সহিত মাড়িবে। পরে উহা গন্ধকের সহিত উভমূলপে ১ দিন পর্যন্ত মাড়িবে। অনন্তর ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে। একটি বোতল টুকরা কাপড় ও কাদা (কর্দম) দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে ঐ বোতলে উহা পুরিয়া বোতলের মুখে একখণ্ড ফুল খড়ি চাপা দিবে। অনন্তর একটি হাড়ীর নিম্নে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রের উপর ঐ বোতলটি বসাইবে এবং হাড়ীর মধ্যে বালুকা ঢালিয়া বোতলের গলা পর্যন্ত পূর্ণ করিবে। তদনন্তর মধু অগ্নি সস্তাপে ক্রামাগত তিন দিন পাক করিবে। ইহাতে বোতলের গলদেশে অরুণ বর্ণ যে সমস্ত ঔষধাংশ সংলগ্ন হইবে তাহা বাহির করিয়া লইবে। তাহাই মকরধ্বজ।

মধ্যম নারায়ণ তৈল প্রস্তুত প্রণালী—তিল তৈল ঘোল সের, কঙ্কার্থ-বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচ, জটামাংসী, শিলাজুত, সৈঙ্ঘব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল, রাম্বা, শুলফা, দেবদারু, মুগালি, মায়াণি, শালপানি, চাকুলে ও তগর পাদুকা প্রত্যেক আট তোলা। কাথার্থ-অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বেলমূলের ছাল, পারলের ছাল, বৃহতি, কন্টকারী, গোক্ষুর গোরক্ষচাকুলে নিমছাল, শোনাছাল, পুনর্বা, গঞ্জ ভাদুলে ও গাণিয়ারী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮০ তোলা, ৬ মণ ঘোল সের পানিতে সিদ্ধ করিয়া ১ মণ চবিকশ সের পানি থাকিতে নামাইবে। এই কাথ এবং শতমূলীর রস ঘোল সের, দুঃখ ১ মণ চবিকশ সের, এই সমস্ত দ্রব্য এবং কঙ্কনদ্রব্যসহ তৈল পাকাইবে। ইহা বায়ু-রোগের বড় ঔষধ।

স্বল্প ব্যয়ে উন্মাদ চিকিৎসার তদ্বীর

(১) ১ পোয়া খাঁটি সরিশার তৈল ও ১ বোতল পানিতে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম করিবে। আবার উহা পড়িয়া পুনরায় দম দিবে। প্রত্যহ সকালে ও দুপুরে ঐ তৈল রোগীর আপাদমস্তকে বেশ করিয়া মালিশ করিবে। অর্ধ ঘন্টা পর উক্ত পড়া পানি অন্যান্য পানির সহিত মিশাইয়া লইবে। অতঃপর রোগীকে বসাইয়া ঐ পানির ১৫/২০ কলস পানি তাহার মাথায় ঢালিবে। যখন রোগীর শীত শীত করিবে তখন ক্ষান্ত করিয়া মাথা ও গা মুছিয়া আর একটু তৈল মাথায় দিবে। এরপ নং ২ সপ্তাহ করিবে।

(২) একটি পেঁচা জবাহ করিয়া মাটিতে রাখিয়া দিবে। ইচ্ছামত একটি চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইবে এবং অপরটি খোলা থাকিবে। বন্ধ চক্ষুটি তুলিবে। অনামিকা অঙ্গুলিতে মিনার মধ্যে পুরিয়া উহা ধারণ করিতে দিবে; ইহাতে খুব নিদ্রা হইবে।

(৩) নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিয়া রোগীর বালিশের মধ্যে পুরিয়া শয়ন করিতে দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - فَضَرَبَنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينٌ عَدَدًا - وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا
 وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقْبِلُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَاءِ - موم دح هيا مودح ه لاطا - وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

(৪) ৩৩ আয়াৎ, আয়াতে শেফা এবং ৩ নং তাবিজটি লিখিয়া রোগীর গলায় ধারণ করিতে দিবে।

(৫) ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া রোগীকে (পুরুষ বা মাতৃরাম স্ত্রীলোক) দৈনিক দুইবার দম দিবে।

(৬) স্বাস্থ্যবতী গাভী দোহনকালে যে গরম দুধ বাহির হয় উহাকে ধারোষ দুঁধ বলে। প্রত্যহ সকালে রোগীকে ঐ দুধ গরম থাকিতে অবশ্যই পান করাইবে।

(৭) জাফরান, কস্তুরী ও গোলাবে তৈরি কালি দ্বারা আয়াতে শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া রোগীকে সকাল ও বৈকালে সেবন করাইবে।

উল্লিখিত ৭টি তদ্বীর একত্রে যথানিয়মে ২/৩ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে খোদা চাহে ত রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হইবে।

স্নায়বিক দৌর্বল্যে মেজাজ গরম থাকিলে خميره گاؤزبان

স্নায়বিক দৌর্বল্যে মেজাজ ঠাণ্ডা থাকিলে خميره بادام

কিংবা যোগেন্দ্ররস ব্যবহার করিবে। অশি বল অনুযায়ী দুধ ঘি, মাখন খাওয়াইবে। উন্মাদ রোগীর নিদ্রার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

উন্মাদের সুপথ্য—পুরাতন চাউলের ভাত, গম, মুগ, নটে শাক, বেতো শাক, অক্ষী শাক, পটোল, পুরান কুমড়া, ধারোষ দুঁধ, ঘৃত, বৃষ্টির পানি, নারিকেল, কিসমিস, কয়েত বেল, কাঠাল ইত্যাদি ভক্ষণ, তৈল ও ঘৃত মর্দন, স্নান, স্থির অবস্থান ও নিদ্রা বিশেষ হিতকর।

কুপথ্য—বিরক্ত ভোজন, করেলা, উচ্চে প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য, স্ত্রী সঙ্গম এবং ক্ষুধা ত্বক্ষণ ও নিদ্রার বেগ ধারণ নিষিদ্ধ।

মৃগী

মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কেহ বা সপ্তাহাক্রান্ত রোগীর কেহ বা মাসাক্রান্ত রোগীর কেহ বা জীবনে একবার বেহেশ বা মুর্ছিত হইয়া পড়ে। কোন ২ রোগীর মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়। হাত, পা ও পিঠ বাঁকা হইয়া ধনুষক্ষার রোগীর ন্যায় খেচুনী হইয়া থাকে। রোগীর আত্মরক্ষা জ্ঞান লোপ পাইয়া যায়।

চিকিৎসা—১। নাবালেগ ছেলেমেয়ের মৃগী রোগ হইলে সিংহের কিছুটা চামড়া পশমসহ তাবীজে পুরিয়া গলায় দিলে রোগারোগ্য হইবে। কিন্তু সাবালেগ হইলে আর উহা কার্য্যকরী হইবে না। —হায়াতুল হায়ওয়ান

২। কুমিরের কলিজা শুকাইয়া পোড়াইবে এবং উহার ঝুঁয়া রোগীকে দিলে মৃগী নিবারণ হইয়া থাকে।

৩। শৃঙ্গালের পিতৃ রোগীর নাকের কাছে রাখিয়া ফুক দিবে। উহাতে কিছুটা মগজে পৌঁছিয়া গেলে আর কোন দিন মৃগী রোগ হইবে না।

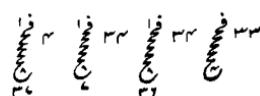
৪। শৃঙ্গালের দাঁত কমরে ধারণ করিলে মৃগী হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

তদ্বীর

৫। নিম্নলিখিত তাবীজটি ভোজপত্রে লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে।

نخومرمر	بهرحسوس	حلولو
بهو	وسطوس	ملوحسن
نالس	وحلود	دريارها
واميد	ملوس	بولرس
ساد زرעה	عرب	پتادارخلونو

৬। নিখুঁত সাদা মোরগের রক্ত দ্বারা শনিবার সকালে নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া গলায় ব্যবহার করিতে দিবে। রোগীকে ঐ মোরগের গোশ্ত খাইতে দিবে। হাকীমুল উন্মৎ বলিয়াছেন, রক্তের পরিবর্তে জাপরান দ্বারা লিখিবে।



৭। নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ কাগজে লিখিবে। তাবীজরক্ষে গলায় ধারণ করিতে দিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم - رب انى مسى الشيطان بنصب وعداب - رب انى مسى الضروا نت
ارحم الراحمين - رب اعوذبك من همزات الشياطين واعوذبك رب ان يحضرؤن - وصلى الله على
النبي واله وسلم -

বিঃ দ্রঃ মৃগী রোগীকে উচ্চস্থানে আরোহণ, পানি ও আগুন থেকে খুব সতর্ক রাখিবে।

পথ্যাপথ্য—উন্মাদ রোগের ন্যায় জানিবে।

জ্ঞানের কেন্দ্র, বুদ্ধি বিবেচনা প্রভৃতি ইচ্ছা অনিচ্ছা ও ধারণ মারণ ইত্যাদি ক্ষমতার আসল মার্কাজ যদিও হৃদয় তথাপি মস্তিষ্ক উহার প্রধানমন্ত্রী; হৃদয় ও মস্তিষ্কের এতই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যে বিভিন্ন সময় কার্যাদিকালে সূক্ষ্ম জ্ঞানীগণও পার্থক্য করিতে পারে না যে, কর্তৃত্ব কি হৃদয়ের না মস্তিষ্কের। হৃদয়ের হাকিকত সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তবে মস্তিষ্কের ভিতরকার সৃষ্টিলীলা অবলোকন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মগজের ভিতরকার এক একটি ভাজের ও রেখার মধ্যস্থিত যে মগজ রহিয়াছে উহার দ্বারা কতই না গুণাগুণের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহার ইয়েত্তা নাই। আবার উহার কোন কোন স্থানের ব্যতিক্রমকালে নানা অসুবিধা হইয়া থাকে। অতএব, যাহাতে মস্তিষ্ক ও মগজের কোথাও কোন আঘাত লাগিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য সর্বদাই রাখিতে হইবে।

চুল

১। ৪ তোলা তিল তৈল অগ্নিতে খুব জোশ দিবে। জোশ উঠিলে উহার মধ্যে একটা জঁক মারিয়া নিষ্কেপ করিবে। জাল দিতে থাকিবে। জঁক ভস্ম হইলে পর নামাইয়া খুব মাড়িয়া মিশ্রিত করিবে। এই তৈল চুল শূন্য স্থানে ব্যবহার করিলে চুল ওঠা নিবারণ হইবে; চুল নৃতন পয়দা হইবে। —বেহেশ্তী জেওর

২। মাঘ কালাইয়ের ডাল ও তেঁতুল (অল্প ফল) দ্বারা মাথা ধৌত করিলে চুল পাকা নিবারণ হয়। চুল সর্বদা কাল থাকে। নানাবিধ চুলের রোগ নিবারণ হয়। স্নায়বিক দৌর্বল্য দূর হইয়া থাকে। —বেহেশ্তী জেওর

৩। হস্তি-দন্ত ভস্ম সরিয়ার তৈলে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাক মাথায়ও চুল উৎপন্ন হয়।
—আযুর্বেদ প্রদীপ

৪। ডুমুর পত্রাদি দ্বারা টাক ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে কুঁচের ফলের বা মূলের অথবা জবা ফুলের কলির প্রলেপ দিলে টাকে চুল উৎপন্ন হয়। মেটে সিন্দুর লাগাইলেও টাকে চুল উৎপন্ন হয়। ভেলা, বৃহত্তি, কুঁচ মূল বা কুঁচদল বাটিয়া প্রলেপ দিলে টাক ভাল হয়। —আযুর্বেদ প্রদীপ

৫। প্রত্যহ স্নানের সময় মস্তুর ও জবা ফুল পানিতে পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে কেশের পক্ষতা নিবারণ হয়। নীলোৎপল পুষ্প দুষ্ক্ষে পেষণ করিয়া ১ মাস মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া তাহা চুলে মাখিলে চুল চিকণ ও ক্রক্রবর্ণ হয়। —আযুর্বেদ প্রদীপ

৬। গরম পানিতে হরিতাল চূর্ণ মর্দন করিয়া লোমস্থানে লেপ দিলে কিংবা লোমস্থানে কুসুম তৈল মর্দন করিলে লোমসকল উঠিয়া যায়। —আযুর্বেদ প্রদীপ

চক্ষু রোগ

সূল দৃষ্টিতে মগজের সহিত চক্ষের যোগাযোগ আছে বলিয়া অনেকের মনে নাও হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মগজের সহিত উহার গভীর সম্পর্ক। মগজ দৃষ্টি শক্তির প্রধান উৎস।

কোন কোন সময় স্বতন্ত্রভাবে চক্ষু রোগ হইয়া থাকে। তখন শুধু চক্ষের চিকিৎসা করিলেও চলিতে পারে; কিন্তু প্রায়ই মগজের ত্রাণির দরুণ চক্ষু রোগ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে চক্ষু চিকিৎসার সঙ্গে মাথারও চিকিৎসা করিতে হইবে। চক্ষু দুইটি মূল্যবান বস্তু। চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াও উহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই কখনও বিজ্ঞ ও প্রাচীন চিকিৎসক ছাড়া চক্ষের চিকিৎসা করাইবে না। আমরা নিম্নে যে ঔষধ ও তদ্বীরাদি উল্লেখ

করিব সম্ভব হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া উহা ব্যবহার করিবে। অবশ্য উহা দ্বারা চক্ষের ক্ষতির আশংকাও নাই।

১। প্রকৃপিত পিতাধিক্যে চক্ষু কোটরগত লালবর্ণ হইলে তেঁতুলবীজ পানিতে ঘষিয়া শয়নকালে কয়েক ফেণ্টা চক্ষের ভিতর দিবে এবং কিছুটা চক্ষের উপর মালিশ করিবে। এরপ ড/৩ দিন করিলে আরোগ্য হইবে।
الرحمة في الطب والحكمة

২। প্রবল প্রকৃপিত পিতাধিক্যে চক্ষু পিড়িত হইলে এবং উহা দ্বারা যদি হলুদ রং এর পানি অতি মাত্রায় প্রবাহিত হয়; রোগী চক্ষুর সামনে মশা, মাছির মত কিছু নড়াচড়া করিতেছে বলিয়া মনে করিলে; অথচ মশামাছি কিছুই নহে; এরপ অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর। বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে যাইবে। অভয়া মোদক দ্বারা জুলাপ দিবে। তেঁতুল বীজ পানিতে ঘষিয়া উহা চক্ষে দিবে। ত্রৈফল ঘৃত ব্যবহার করিতে দিবে। এই ঘৃতপানে সর্বপ্রকার নেত্র রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান দুঃখ ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্যন্ত।

চক্ষু উঠা

চক্ষু উঠিলে হাত লাগাইবে না। প্রচুর ময়লা বাহির হইতে দিবে। প্রথমাবস্থায় পেনিসিলিন আইওয়েনমেন্ট ব্যবহার করিবে না। ইহাতে আপাততঃ একটু আরাম বোধ হইলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটু একটু ময়লা বাহির হইতে থাকে। এমন অন্য কোন ঔষধও ব্যবহার করিবে না যাহাতে ভিতরের ময়লা বাহির হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। হলুদ মাঝা নেকড়া দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করিবে।

১। ফিটকারি কিংবা গোলাব পানি দ্বারা চক্ষু ধোত করিবে। রোদ্র লাগাইবে না।

চক্ষু ওঠা দীর্ঘদিন থাকিলে কিংবা একান্ত অসহনীয় যন্ত্রণা হইলে উপযুক্ত ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২। কালাজীরা চূর্ণ চক্ষুর ভিতর দিয়া ঘুমাইলে উহা নিবারণ হয়।

৩। রসোত (রসাঞ্চন) সর্বাবস্থায় চক্ষুর চর্তুপ্রার্থে গোলাপের পানির সহিত লাগাইবে। বিশেষ উপকারই হইবে। ক্ষতির আশংকা উহাতে নাই। —বেহেশ্তী জেওর

৪। মন্তিকে কুপিত শ্লেষ্মা জমিয়া উহা চক্ষু দ্বারা বাহির হয়। এরপ অবস্থায় যদি রোগী চক্ষে দেখিতে না পায়, তবে বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে যাইতে মোটেই দেরী করিবে না। এরপ অবস্থা দীর্ঘদিন থাকিলে চিকিৎসা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অবশ্য প্রথমাবস্থায় নিম্নোক্ত মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিলে গরীবদের পক্ষে আশা করি উপকারই হইবে।

৫। একটি লৌহ-শলাকা দ্বারা বকরীর কলিজা বিন্দু কয়লার আগুনের উপর ধরিবে ঐ কলিজা হইতে ফেনা বাহির হইবে। ঐ ফেনা একটা সুরমার শলাকায় জড়াইয়া লইবে। গরম ফেনার উপর অতি সামান্য মাত্রায় গোল মরিচ চূর্ণ ছাড়াইয়া দিবে। শয়নকালে অতি সামান্য গরম অবস্থায় চক্ষে দিবে এবং ঘুমাইয়া যাইবে। মন্তিকে কিছু গাওয়া ঘি ও মালিশ করিবে।
২/৩ দিন উত্তরূপ ব্যবহার করিলে খোদা চাহে নিরাময় হইয়া যাইবে।
الرحمة في الطب والحكمة

৬। সর্ব প্রকার চক্ষুরোগ, চক্ষুর ভিতরকার যথম ও আঘাতে শ্বেত চন্দন ঘষিয়া চক্ষুর চতুর্প্রার্থে লেপ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বহু পরীক্ষিত।

৭। চক্ষুর জালা পোড়াতেও ৬নং তদ্বীর বিশেষ উপকারী।

দৃষ্টিশক্তি হীনতা

দৃষ্টিশক্তি হীনতা বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। কেহ নিকটের বস্তু দেখিতে পায় কিন্তু একটু দূরের জিনিস দেখিতে পায় না। কাহারও উহার বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৃক্ষ বয়সে দৃষ্টি হাস পাইলে উহার চিকিৎসা অসম্ভব। অবশ্য উহার পূর্বে সুচিকিৎসার দ্বারা দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়া পাইতে পারে। চক্ষুর ভিতর পরদা বা ছানি পড়িয়া গেলে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা উপযুক্ত সময় অপারেশন করাইবে।

১। কিছু দিন নিয়মিতভাবে পানির শ্বেতের দিকে তাকাইলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

২। সূর্যোদয়ের পূর্বে নাক দ্বারা পানি টানিলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৩। ধনীদের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ। উহা ব্যবহারে যাবতীয় চক্ষু রোগ বিদূরিত হয়। ভাল চক্ষে ব্যবহার করিলে নানা প্রকার রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

শোধিত স্বর্ণ, রৌপ্য, মুঙ্গা, শুক্ষ, মাকাল ফল চূর্ণ, মিশ্রিচূর্ণ, মগনাভী চূর্ণ এবং কর্পুর চূর্ণ। প্রত্যেক সমান ভাগ এবং উক্ত উপাদানসমূহের সমষ্টি পরিমাণ সুরমা লইবে। বস্তু সমুদয় একত্রে মিশ্রিত করিয়া খুব বেশী রকম পেষণ করিবে যেন কণাবৎ না থাকে। প্রস্তুত হইবার পর কাঁচের পাত্রে রাখিবে। শয়নকালে এবং অন্য সময় চক্ষে ব্যবহার করিবে।

৪। হরিতকী, বচ, কুড়, পিপুল, গোলমরিচ, বহেড়ার স্বাস, শক্তনাভী ও মনছাল, প্রত্যেক সমান ভাগ এবং উক্ত উপাদানসমূহের সমষ্টি পরিমাণ সুরমা লইবে। বস্তু সমুদয় একত্রে মিশ্রিত করিয়া খুব বেশী রকম পেষণ করিবে যেন কণাবৎ না থাকে। প্রস্তুত হইবার পর কাঁচের পাত্রে রাখিবে। শয়নকালে এবং অন্য সময় চক্ষে ব্যবহার করিবে।

—আয়ুর্বেদ প্রদীপ

তদ্বীর

৫। প্রত্যেক ফরয নামাযের বাদ ১১ বার পড়িয়া চক্ষুতে দম দিবে, অথবা অঙ্গুলিতে ঝুঁক দিয়া চক্ষে বুলাইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمْشِكَوَاهُ فِيهَا مَصْبَاحٌ
فِي زَجَاجَةِ الزَّجَاجَةِ كَانَهَا كَوْكَبٌ دَرِيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا
يَضِيَءُ وَلَوْلَمْ تَمْسِسَهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ - يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيُضَرِّبُ اللَّهُ إِلَّا مَثَلُ الْلَّهِ
وَاللَّهُ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

কাগজে লিখিয়া তাবীজরাপে ধারণ করিলে যাবতীয় মাথা বেদনা প্রশমিত হয়।

৭। নিম্নলিখিত দো'আ ভোজপত্রে লিখিয়া চক্ষুর উপরিভাবে কপালে বাঁধিয়া দিবে। চক্ষু উঠা নিবারণ হইয়া যাইবে।

إِيَّاهَا الرَّمَدُ الرَّمُودُ التَّمْسِكُ بِعِرْوَقِ الرَّاسِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِتُورَةِ مُوسَى وَانْجِيلِ عِيسَى وَزِبْوَرِ دَاؤِدَ
وَفِرقَانِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ - وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

চার কুল প্রত্যেক ১ বার পড়িয়া পানিতে দম করিয়া ঐ পানি দ্বারা দৈনিক ৩ বার চক্ষু, মাথা ও মুখমণ্ডল ধোত করিবে।

৯। **شُذُّ فَكَشْفَنَا عَنْ غَطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ -** ৩ বার পড়িয়া চক্ষে দম দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

১০। গোলাব পানি ও সুরমা ৩৩ আয়াৎ ও ৯ নং এর আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। সুরমা-শলাকা প্রথম গোলাব পানিতে ভিজাইয়া পরে ঐ সুরমা জড়িত করিয়া দৈনিক ৪/৫ বার চক্ষে ব্যবহার করিলে চক্ষুর হাল্কা ধরনের পরদা বিদূরিত হইয়া থাকে। বহু পরীক্ষিত।

১১। সরিষার তৈল ও পানিতে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম করিবে। গোসলের পূর্বে সর্বাংগে ঐ তৈল মালিশ করিবে। তৈল শুকাইলে পড়া পানি দিয়া উত্তমরূপে স্নান করিবে। চক্ষের ঝাপ্সা দর্শন প্রশমিত হইবে। বহু পরীক্ষিত।

পথ্যাপথ্যঃ—ঠাণ্ডা পানি দ্বারা স্নান, ঠাণ্ডা আহার, উপযুক্ত ঘুম হিতকর ও সুপথ্য। পিয়াজ, মরিচ, আদ্রক প্রভৃতি গরম খাদ্য ও অনিদ্রা বা রাত্রি জাগরণ অহিতকর।

কর্ণ রোগ

ছেলেমেয়েদিগকে রাত্রে খাবার পরক্ষণেই ঘুমাইতে দিবে না। কারণ ইহাতে বধিরতা দেখা দিয়া থাকে। অতএব, খাবার ২ ঘণ্টা পরে ঘুমাইবে। —বেহেশ্তী জেওর

১। শৈশব হইতেই যদি ঈষদুষও তিক্ত বাদাম তৈল পাঁচ ফোটা করিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে আশা করা যায়, কোন দিনই শ্রবণ শক্তি লোপ পাইবে না। —বেহেশ্তী জেওর

২। রসুনের একটা (কোয়া) পার্ট খোষা ফেলিয়া কর্ণ ছিদ্রে ধারণ করিলে বেদনা ও টাটানি প্রশমিত হয়। শৃঙ্গালের চর্বি ঈষদুষও করিয়া কয়েক ফোটা কানে টপ্কাইলে বেদনা দূর হয়। বহু পরীক্ষিত।

৩। সোহাগার বৈ খুব উত্তমরূপে মিহিন করিয়া কানের ভিতরে দিবে; পরে কয়েক ফোটা কাগজী লেবুর রস টপ্কাইয়া দিবে। যে কানে ঔষধ ব্যবহার করা গেল ঠিক সেই পার্শ্বে শয়ন করিবে এরূপ ২/৩ দিন করিলে কানের খইল (গুথ) আপনা থেকেই বাহির হইয়া যাইবে।

—বেহেশ্তী জেওর

৪। ঘোড়ার পায়খানার রস বাহির করিয়া কিংবা কচ্ছপের চর্বি ঈষদুষও করিয়া কয়েক ফোটা কানের ভিরত টপ্কাইয়া দিলে বধিরতা বিনষ্ট হয়। **الرحمة في الطب والحكمة**

৫। রসুন, আদা, শজিনা, ছাল, মূলা বা কলাগাছ ইহাদের কোন একটির রস ঈষদুষও করিয়া কয়েক ফোটা কানের ভিরত নিক্ষেপ করিলে কানের তীব্র শূল, শব্দ, ক্লেন্ডন্সাব নিবারিত হয়।

—আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৬। কচি আম, জাম ও কয়েত বেলের পাতা, কার্পাস ফল ও আদা ইহাদের রস মধু মিশ্রিত করিয়া কর্ণে টপ্কাইলে কর্ণস্নাব বিনষ্ট হয়।

৭। ছাঁটাক সরিষার তৈলে একটা শামুকের মাংস বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া খুব জ্বাল দিবে। ঝাঁকিয়া শিশি পুরিয়া রাখিবে। শয়নকালে সামান্য গরম করিয়া কর্ণের ভিরত দিলে কর্ণস্নাব, বেদনা নিবারিত হয়। ইহা বহু পরীক্ষিত। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

নাসিকা রোগ

১। নাকছীর (নাক দিয়া তাজা রক্ত বাহির হইলে) মাথায় খুব ঠাণ্ডা পানি ঢালিবে। নাকছীর হইলে খুব ঘাবরাইবে না; চিকিৎসায় অবহেলাও করিবে না।

২। ছিরকা শুকিলে যখন তখন রক্তশ্রাব বন্ধ হয়।

৩। কবুতরের পায়খানা খুব মিহিন করিবে। ছিরকার সহিত মিশ্রিত করিয়া নাক দিয়া টানিলে নাকছীর বিনষ্ট হয়।

৪। গয়ার পাতার রস নাক দিয়া টানিলেও রক্ত পড়া নিবারণ হয়।

তদ্বীর

৫। ললাটে (কপাল) নিম্নোক্ত আয়াৎ লিখিলেও রক্ত বন্ধ হয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - لَكُلْ نَبَاءٍ مُسْتَقْرٍ وَسُوفَ تَعْلَمُونَ -

৬। নীচে লিখিত দুইটি আয়াৎ লিখিয়া মাথায় বাঁধিলে নাকছীর নিবারণ হয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَقَيْلٌ يَا أَرْضَ الْبَلْعَى مَاءُكُمْ وَيَاسِمَاءُ اقْلَعَى وَغَيْضَ الْمَاءِ وَقَضَى
الْأَمْرَ وَسَوْتَ عَلَى الْجَوْدَى وَقَيْلٌ بَعْدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - قَلْ أَرَايْتَمْ أَنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غُورًا فَمَنْ يَاتِيكُمْ
بِمَاءٍ مَعِينٍ - وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

বহু পরীক্ষিত।

সর্দি

১। তরল সর্দিতে প্রথমাবস্থায় তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করিয়া ঐ পানি পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

২। রসুন পোড়াইয়া উহার ধূঁয়া শুকিলেও শীত্র আরাম হয়।

৩। গাঢ় শ্লেংজা কিংবা শ্লেংজা অবরুদ্ধ থাকিলে ৩৩ আয়াৎ সরিষার তৈল ও পানিতে পড়িবে। তৈল মাখিয়া উক্ত পানি দ্বারা উত্তমরূপে স্নান করিলে শীঘ্ৰই দূষিত শ্লেংজা বাহির হইয়া আরাম পাইবে।

৪। কিছুতেই সর্দি না সারিলে এশার পর সহমত গরম পানিতে ২ খানা পা ভিজাইয়া কিছুক্ষণ রাখিলে অবশ্যই সর্দি বিদ্রূপ হইবে। কিন্তু সর্দি হঠাতে বন্ধ করিলে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকিলে সর্দি শুকাইতে পারা যায়।

জিহ্বা

১। শীতকালে অনেকের জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় ঘা হইয়া থাকে। ছাতীম ছাল ও খয়ের পানিতে সিদ্ধ করিয়া ঐ পানি দ্বারা কুপ্পি করিলে ২৩ দিনের মধ্যে আরাম হইয়া যায়।

২। জিহ্বা কিংবা শরীরের যে কোন স্থানে ঘা হইলে মাখন উহার বড় উপকারী ঔষধ, উহা মালিশ করিবে।

৩। কচি শিশুর জিহ্বায় ল্যাচা (সাদা আবরণ) পড়িলে মাখন কিংবা তিল তৈলে যথাক্রমে ১০ বার করিয়া আয়াৎদ্বয় পড়িবে। উহাতে ফুঁক দিবে। অঙ্গুলী দ্বারা আস্তে আস্তে জিহ্বায় মালিশ করিবে। পেটে অসুখ থাকিলে পানিতে ১ বার সূরা-কদর পড়িয়া দম দিবে। গরম পানিতে মিশ করিয়া পান করিতে দিবে। খোদা চাহে ত নিবারণ হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - رَبِّ أَئِمَّةِ الْصَّرُّ وَأَئِمَّةِ الرَّاحِمِينَ - مُسَلَّمَةٌ لَأَشْيَاهِ فِيهَا -

৪। চুনে জিহ্বা ও গাল পুড়িয়া গেলে সঙ্গে ২ সরিয়ার তেল মালিশ করিবে।

৫। কথা বলিতে তোত্লাইয়া গেলে, জাফরান, কস্তুরি ও গোলাব পানি নির্মিত কালি দ্বারা পাক চিনা বরতনে সূরা-বনি ইস্রায়ীল পূর্ণ লিখিবে। ৪০ দিন পর্যন্ত রোজ ১ বার উহা লিখিবে ও ঘোত করিয়া পান করিবে। কথা বলিবার অসুবিধা দূর হইবে। —নাফেউল খালায়েক

৬। ফজরের নামায পড়িয়া পাক পাথরের টুকরা মুখের ভিতর রাখিয়া ২১ একুশ বার নিম্নোক্ত দে'আ পড়িবে। রেগুলার কিছুদিন এরূপ করিলে উপকার হইবে।

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَقْهُوا قَوْلِي -

দন্ত রোগ

সমস্ত দাঁতগুলির ভিতর ও বাহির এবং ফাঁকের ভিতর কখনো ময়লা জমিতে দিবে না। খাদ্য চিবাইতে উহার কিছুটা আট্কিয়া থাকিলে খিলাল করিবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে ওয়ার সময় খুব ভালভাবে মেছওয়াক করিবে। দাঁতের উপরিভাগে দু-একটি ঘর্ষণ দিয়া সুন্নতের হক আদায় হইয়াছে বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া নেহায়েত বোকামি। সমস্ত মুখ গহ্বর, দাঁতের বাহির, ভিতর ও জিহ্বা ভালভাবে পরিষ্কার করাই সুন্নত।

মেছওয়াক নিয়মিত ব্যবহার করিলে; (১) বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। (২) গলস্থ শ্লেষ্মা বিনষ্ট হয়। (৩) দীর্ঘদিন দাঁত মজবুত থাকে। (৪) মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। (৫) মৃত্যু যাতনা আসান হয়।

ব্রাশ ব্যবহার করিবে না, ইহাতে অল্পদিন পরেই দাঁতের গোড়া বাহির হইয়া পড়ে। স্লীট বিহীন পেষ্ট ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পিলু, বাগ ভ্যারেণ্ডা, অর্জুন, কুল গাছের শিকড় দ্বারা মেছওয়াক করিবে।

দন্ত বেদনায় পিপুলচূর্ণ, মধু ও ঘি একত্রে মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল নিবারিত হয়। দাঁতের গোড়ায় ঘা বা নালি ঘা হইলে ডাঙ্গার দ্বারা উপযুক্ত চিকিৎসা করাইবে।

শুষ্ঠ, হরিতকী, কুতা, খয়ের, কর্পুর এবং সুপারী ভস্ম, গোল মরিচ, লবঙ্গ ও দারচিনি প্রত্যেকটির চূর্ণ সম্পরিমাণ, আর ফুলখড়ির চূর্ণ সর্বচূর্ণের সমান মিশ্রিত করিয়া মাজনরাপে ব্যবহার করিলে বহুবিধ দন্তরোগ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

মুখের দুর্গন্ধ

দাঁত, মুখ বেশ পরিষ্কার, কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকায় অনেকের মুখ দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে। বাহ্যি পরিষ্কারক ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহার করিবে।

সমান ২ রসুন ও লবণ বাটিয়া ভোরে খালি পেটে ভক্ষণ করিবে। একান্ত উহাতে সুফল না হইলে হেকিমী ঔষধ ব্যবহার করিবে।

গণ্মালা ও গলগণ্ড

অনুপযুক্ত আহার-বিহার হেতু; প্রদুষ্ট বায়ু, কফ ও মেদ দোষে গলা ফুলিয়া রোগদ্বয়ের উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা ঘৰেত সরিয়া, শজিনা বীজ, মূলা বীজ, শনবীজ, মশিনা ও যব প্রভৃতি দ্রব্য অল্পযোলে বাটিয়া ২/৩ সপ্তাহ প্রলেপ দিবে। কঢ়মালা, গণ্মালা ও গলগণ্ড বিদূরিত হইবে।

কবিরাজী ফার্মেসী হইতে সিন্দুরাদি-তেল ক্রয় করিয়া মালিশ করিবে।

গলায় ঘা, নালী ঘা, ক্যানসার প্রভৃতি বিপজ্জনক রোগ। বিজ্ঞ ডাঙ্গার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

ଗଲାଯ ମାଛେର କାଟା ବିଧିଲେ ଫୋଲା ଇହା ବ୍ୟାପକ କରୁଥିବାର ପଡ଼ିଯା ଦମ ଦିବେ ।

ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ : କୋଷବ୍ୟାଧିର ଅନୁରାପ ।

ବକ୍ଷ

ବକ୍ଷେର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ହାଦୟ ; ଡାନ ଏବଂ ବାମ ଦୁଇଦିକେଇ ଫୁସଫୁସୁଁ ଅବସ୍ଥିତ । ଖୁବ ସତର୍କ ରାଖିତେ ଓ ଥାକିତେ ହିବେ ; ଯାହାତେ ସନ୍ତ୍ରେତ୍ୟ କୋନଭାବେ ବିକୃତ ନା ହିତେ ପାରେ ।

୧ । ଚିରଜୀବନ ଭାଲ ସରିଯାର ତୈଳ ବୁକେ ମର୍ଦନ କରିଯା ସୂର୍ଯ୍ୟଦିନକାଳେ ଉତ୍ତମ ସ୍ନାନାଦି କରିଲେ କୋନଦିନ ସଞ୍ଚାଳ ହିବେ ନା ।

୨ । ସବ ଭଙ୍ଗାଦିତେ କିଛୁଟା ହରିତକୀ ଓ ପିପୁଲଚର୍ଣ୍ଣ ମୁଖେ ରାଖିଲେ ଉହା ପ୍ରଶମିତ ହୟ ।

୩ । ଯଷି ମଧୁ ଚିବାଇଯା ରସ ଭକ୍ଷଣ କରିଲେଓ ବିଶେଷ ଉପକାର ହୟ ।

୪ । ବକ୍ଷେ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ଜମିଯା ଗେଲେ କିଂବା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ଶୁକାଇଯା ଥାକିଲେ ଅଥବା କାଶ, ଶ୍ଵାସ ଉପସ୍ଥିତ ହିଲେ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତାୟ ଉହାର ଚିକି�ৎ୍ସାର୍ଥ ବାସକ ପାତା ଲବନେର ସହିତ ଜାଲ ଦିଯା ଗରମ ଗରମ ଢାୟେର ମତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଶ୍ଲେଷ୍ମା ତରଳ ହିଯା ବାହିର ହିବେ ।

୫ । କଟ୍ଟକାରୀ କାଥ, ବାସକେର କାଥ ପାନ କରିଲେ ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରକାର କାଶଇ ପ୍ରଶମିତ ହୟ ।

୬ । ପ୍ରବଳ କାଶିତେ ଖୁବ ଯାତନା ଅନୁଭବ ହିଲେ ତାଲିଶାଦୀ ଚର୍ଣ୍ଣ ଚାଷିଯା ଭକ୍ଷଣ କରିଲେ ବିଶେଷ ଉପକାର ହିବେ । କାଶେର ବେଗ, କାଶଜନିତ କ୍ଲେଶ ଦୂରୀଭୂତ ହିବେ ।

ତାଲିଶାରୀ ଚର୍ଣ୍ଣ ବା ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତପ୍ରଣାଳୀ :—

ପ୍ରଥମତ : ଅର୍ଧ ସେର ଚିନିର ରସ କରିଯା ରାଖିବେ, ଅତଃପର ତାଲିଶ-ପତ୍ର ଚର୍ଣ୍ଣ ୧ ତୋଳା, ମରିଚ ୨ ତୋଳା, ଶୁଠ ୩ ତୋଳା, ପିପୁଲ ୪ ତୋଳା, ବଂଶଲୋଚନ ୫ ତୋଳା, ଦାର ଚିନି ଅର୍ଧ ତୋଳା, ଏଲାଚ ଅର୍ଧ ତୋଳା ; ପ୍ରଭୃତି ଚିନିର ରସେ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା କରିଯା ଶୁଧୁ ଚର୍ଣ୍ଣଓ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଯ ।

ଇହା କାଶ, ଶ୍ଵାସ, ଅର୍ଥଚି, ପାଣ୍ଡ, କାମଲା, ଗ୍ରହିଣୀ, ଅତିସାର, ପ୍ଲିହା ଓ ଶୋଥାଦିତେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ।

—ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଦୀପ

୭ । ରାଜହାସେର ଚର୍ବି ବୁକ ଓ ପାର୍ଶ୍ଵଦୟେ ମାଲିଶ କରିଲେ ନିମୁନିଯା ହିତେ ରଙ୍ଗ ପାଓ୍ୟା ଯାଯ । —
ହିବା ହିବାନ

୮ । ବାଘେର ତୈଳ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ମାଲିଶ କରିଲେ ଠାଣ୍ଡ ଓ ଉହାର ଦୁକ୍ରିଯା ହିତେ ବୀଚିଯା ଥାକା ଯାଯ । —
ହିବା ହିବାନ

୯ । ହାପାନି, ଶ୍ଵାସ, କାଶ ଓ ନିମୁନିଯା ରୋଗେ ଚନ୍ଦନାଦ୍ୟ ତୈଳ ବକ୍ଷେ ମାଲିଶ କରିଲେ ବକ୍ଷେର ଗାୟ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ତରଳ ହିଯା ବାହିର ହିଯା ଯାଯ । ପ୍ରଚୁର ଶ୍ଲେଷ୍ମା ବାହିର ହିବାର ପର ବସନ୍ତ ତିଳ ରସ ମଧୁତେ ମାଡ଼ିଯା ବାସକ ପାତାର ରସ, ତୁଳସୀ ପାତାର ରସସହ ସେବନ କରିବେ । ଇହା ଶ୍ଲେଷ୍ମାଜନିତ ବକ୍ଷେର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାଧିର ମହୌଷ୍ଠ ।

ଚନ୍ଦନାଦ୍ୟ ତୈଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ

ତିଳ ତୈଳ /୮ ସେର । କାଥାର୍ଥ ବାନୁହାଟି, ବାସକ ଛାଲ, କଟ୍ଟକାରୀ, ବେଡ୍ରେଲା ଓ ଗୁଲକ୍ଷ ମିଲିତ ସାଡ଼େ ବାର ସେର, ପାନି ୬୪ ସେର, ଶେଷ ଘୋଲ ସେର ।

কঙ্কার্থঃ—শ্বেতচন্দন, তাঙ্গুর, তালীশপত্র, নথী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাঞ্চ, মুতা, শটী, লাক্ষ্মা, হরিদ্রা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৮ তোলা। কাথের সহিত কঙ্ক পাক করিবে। কঙ্ক পাকান্তে শিলারস, কুসুম, নথী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাচ ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য দিয়া তেল পাক করিবে।

বসন্ত তিলক রস ভাল আয়ুর্বেদীয় ফামেসী হইতে আনিয়া লইবে।

রাজ যষ্টা

সাধারণতঃ অতিরিক্ত ধাতুক্ষয়, দীর্ঘদিন ফুসফুসে শ্লেষ্মা জমিয়া থাকা এবং উপযুক্ত আহারের অভাবে যষ্টার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনেক সময় নাক ও মুখ দিয়া রক্তস্নাব হইতে থাকে। কোন কোন সময় গলার ভিতরকার রগ ছিড়িয়া, ধূম ও ধূলি আটকিয়া রক্তবমন বা আব হইতে থাকে। রক্তস্নাব দেখিলেই তাহাকে যষ্টা বলা যাইবে না। অনেক সময় রক্তপিণ্ড হেতু রক্তস্নাব হইয়া থাকে।

যষ্টা রোগের লক্ষণ

বাতের প্রকোপ থাকিলে স্বরভঙ্গ, পার্শ্ব ও স্কন্দদেশের সংকোচ এবং বেদন। পিত্তাধিক্য প্রবল জ্বর, দাহ, অতিসার ও রক্ত নির্গম; কফের আধিক্য, মস্তক ভার, অরুচি, কাশ, গলা সুড়সুড় করা, এই লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলে রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। এতদভিন্ন মেরুদণ্ডের হাড়টি উঁচু হইয়া যায়। রোগী দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। ইহা একটি বড় আগনাশক ব্যাধিই বটে। অধুনা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (এক্স-রে) ও ঔষধপত্র দ্বারা সুচিকিৎসার জন্য সরকার যে চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে তাহা বাস্তবিকই সুখের কথা।

চিকিৎসাঃ পার্শ্ব, স্কন্দ ও মস্তকের বেদনা নিবারণ করিতে— শুল্ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগর পাদুকা ও শ্বেত চন্দন এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গরম করিবে এবং বেদনা স্থলে প্রলেপ দিবে।

মুখ দিয়া অধিক রক্ত-বমন হইতে থাকিলে লাক্ষ্মারঞ্জিত আলতার পানি ২ তোলা যষ্টিমধু ॥১০ তোলা পান করাইবে। যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, ছাগ-দুঁধে পিষিয়া পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়।

পার্শ্ব বেদনা, জ্বর, শ্বাস ও কাশ নিবারণার্থে বেল, শ্যোনা, গন্তারী, পারুল গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃত্তি, কন্টকারী, গোক্ষুর, ইহাদের মূল, ধনে, পিপুল, শুঁঠ এই ১৩ পদী পাঁচনাটি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে পার্শ্ব শূল, স্কন্দশূল, শিরশূল ক্ষয় ও কাশাদি উপদ্রব্য প্রশমিত হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

চ্যাবন প্রাশঃ যষ্টার মহৌষধ। বেলমূলের ছাল, শোনাছাল, গন্তারী ছাল, পারুল ছাল, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাঘানি, পিপুল, গোক্ষুর, বৃত্তি, কন্টকারী, কাঁকড়া শৃঙ্গী, উঁই আমলা, দাক্ষা, জীবন্তি কুড়, কৃষ্ণাগুর, হরিতকী, গুলশং, স্বদ্বি, জীবক, স্বায়ভক, শটী মুতা, পুনর্ণবা, মেদা, ছেট এলাচ, নীলোৎপল, রক্ত চন্দন, ভূমিকুম্বাণু, বাসকমূলক, কাকোলী, কাকজঙ্ঘা ইহাদের প্রত্যেক ১ পল; পোটলীবদ্ধ গোটা আমলকী ৫০০টি এই সমুদয় একত্র ৬৪ সের পানিতে সিদ্ধ করিয়া ঘোল সের থাকিতে নামাইয়া কাথ ছাঁকিয়া লইবে। আমলকীর বীজ (পোটলী খুলিয়া) ফেলিয়া দিয়া ছয় পল ঘৃত ও ছয় পল তিল তেল ভাজিয়া পেষণ করত ৫০ পল মিছরি মিশ্রিত করিবে, মিছরিসহ পেষিত আমলকী ও কাথ একত্র পাক করিবে। ঘন হইলে বৎশ লোচন ৪ পল, পিপুল ২ পল, গুড়ত্বক ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলাচ

২ তোলা, নাগেশ্বর ২ তোলা, এই সমুদয় প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িয়া ভালুকাপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। ঠাণ্ডা হইলে ছয়পল মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা ২ তোলা অনুপান মধু। সকাল ও সন্ধ্যা।

তদৰ্বীর

যে কোন বয়সের, যে কোন ঋতুতে; রোগী নারী পুরুষ যে কেহই হটক, সরিষার তৈল ও পানিতে ৩০ আয়াত পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যেহ জ্ঞানের পূর্বে উক্ত তৈল এরূপ আস্তে ২ মালিশ করিবে যেন বুক পরম হইয়া যায়। বক্ষ গরম গরম থাকিতে পড়া পানি দিয়া গোসল করিবে। কিছু পানি খাইতে দিবে ৭ দিনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বাহির হইবে। বেদনার উপশম হইবে। ১ সপ্তাহ পর ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা কাগজে লিখিয়া রোগীর গলায় ধারণ করিতে দিবে।

অতিরিক্ত রক্ত বমন হইতে থাকিলে উক্ত আয়াতসমূহের সহিত ইহাও লিখিয়া দিবে।

وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْبَلْعَى مَاءِكَ وَيَاسِمَاءُ آفَلِعِنِ وَعِيْضَ الْمَاءُ وَقُبْصِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوْتَ عَلَى الْجُودِيَ
وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - قُلْ أَرْأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءِكُمْ غَورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمْعَنِينَ -

ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা মেঞ্চজাফরাণ ও গোলাব পানি নির্মিত কালি দ্বারা চিনির বরতনে লিখিয়া রোগীকে দৈনিক ২ বার সেবন করিতে দিবে। এরূপ ১২০ দিন করিলে খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে।

পথ্যাপথ্যঃ—দিনের বেলা পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, মসূর, ছোলা, আড়হরের ডাইল, বাইন মাছের বা বড় চিংড়ি মাছের ঝোল, হরিণ, খরগোশ, মেষ, পায়রা, ঘূঘূ ও বকের মাংস। নটে, পল্টা, বেতের ডগা, ব্রহ্মী শাক, পুরান কুমড়া, লাউ, পটোল, ডুমুর, মানকচু, মোচা, থোড়, উচ্ছে ও করেলা; পাতি লেবু, কাগজী লেবু, গো-দুধ, গাওয়া ধি, ছাগ-দুঁধ ও ছাগ-ঘৃত। নারিকেল, কচি তালশাস, পাকা কাঁঠাল, খেজুর, কেশুর, পানিফল, পাকা কায়েত বেল, কিস্মিস, আদুর, চিনি, মিশ্রি, মধু, ইঙ্গুরস, রুটি, খৈ-এর ছাতু, সাগু, বালি, সাগর ও শবরীকলা হিতকর। মাখন, মিশ্রি ও চিনি বিশেষ হিতকর। রাত্রিতে ছাগলের মধ্যে শয়নও বিশেষ উপকারী।

পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অগ্নিতাপ রৌদ্রসেবন, বেশী গমনাগমন, মল-মুত্রাদির বেগ ধারণ, ক্রোধ, স্ত্রীসঙ্গম, কটুদ্রব্য, গুড়, দধি, মাষকলাই, ভাজাপোড়া দ্রব্য, মৎস্য, বেগুন, তিল, সরিষা, রসুন, পেঁয়াজ, সিম, ধূমপান ও পান অহিতকর।

হৃদ রোগ

জীবনের উৎস ও জ্ঞানের কেন্দ্র, বক্ষের বাম পার্শ্বের প্রায় ২ অঙ্গুলি নীচে হৃৎপিণ্ড অবস্থিত। এখানেই রাহের অবস্থান। অতি সূক্ষ্ম ও সুপ্ত আঘাতির অবস্থান কেন্দ্র বলিয়াই উহার গুরুত্ব সবচাইতে বেশী। কাজেই সুস্থ হৃদয়ে শক্তি যেমন অপরিসীম; উহার অসুস্থতাও যাবতীয় অশাস্তি ও অবনতির চরম পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড ও আঘাত রোগ কঠিন ও জটিল। উহার চিকিৎসাও খুব কঠিন বলিয়া মেডিকেল সাইন্টিষ্ট ও ছাঁফিয়ায়ে কেরামদের নিকট স্বীকৃত হইয়াছে।

অতএব, যাহাতে প্রাণ হৃদয় সুস্থ সবল ও নীরোগ থাকিতে পারে, তৎপ্রতি সর্বদা যত্নবান হইবে।

হৃদরোগের কারণঃ অতি উষ্ণদ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, কষায় ও তিক্তদ্রব্য ভক্ষণ, ভুক্তদ্রব্য সম্যক পরিপাক পাইবার পূর্বে ভোজন, অতিশ্রম, নিরস্তর চিন্তা, মল-মুত্রাদির বেগ ধারণ, অতি শোক,

বক্ষে আঘাত, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে হঠাৎ জাগ্রত করা, অতি জোরে হাদয়ে অনবরত জর্ব করা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ ও কৃমি প্রভৃতি।

লক্ষণঃ—মনের অবসাদ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে মনের অশাস্তি, উহা প্রবল হইলে ধৃত মৎস্যের ন্যায় ছফ্ট করিতে থাকা। এই রোগে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসাঃ—প্রথমে রোগের কারণ দূর করিতে হইবে। রোগীকে নিশ্চিন্ত করিতে হইবে। রোগী সবল হইলে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে অভয়া মোদক ব্যবহার করাইবে। জায়েয় আমোদ-প্রমোদ ভোগ করিতে দিবে। ছেট ছেট ছেলেমেয়ে কোলে করিতে দিবে। তাহাদের খেলাধূলা দর্শন করিবে।

১। হিঙ্গ, বচ, বিটলবণ, প্রত্যেক চূর্ণ সমান। একত্রে যবের কাথের সহিত পান করিবে হৃদরোগ, হৃদশূল প্রশমিত হইবে।

২। ক্রিমি হইতে হৃদরোগের সূচনা হইলে বিড়ঙ্গাদী লৌহ, হরিদ্রা খণ্ড ব্যবহার করিবে। সঙ্গে ২ হৃদরোগের ঔষধও প্রয়োগ করিবে। অর্শের কারণ থাকিলে উহার চিকিৎসাও করিবে। ঐ অধ্যায়ও দেখিয়া লইবে।

৩। সুজী ১ ভাগ, অর্জুন ছাল চূর্ণ ১ ভাগ, ছাগদুঞ্চ ৪ ভাগ এবং ঘৃত ও চিনি যথাপ্রয়োজন। এই সমুদয় একত্র পাক করিয়া শীতল হইলে কিছু মধু দিয়া রোগীকে খাইতে দিবে।

৪। পেটের পীড়া না থাকিলে অর্জুন ঘৃত উহার পরম ঔষধ।

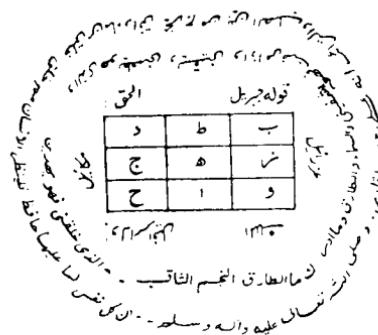
বিড়ঙ্গাদী লৌহ প্রস্তুত প্রণালীঃ শোধিত পারদ, গন্ধক, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুষ্ঠ, বঙ্গ, প্রত্যেক সমতাগ ; সর্বসমান শোধিত ও মাড়িত লৌহ ; এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান বিড়ঙ্গ চূর্ণ পানিতে মর্দন করিয়া বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার পানি, মুতার রস, মধু।

তদ্বীর

৫। নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ কাগজে লিখিয়া তাবীজ প্রস্তুত করিবে। মাদুলীতে পুরিয়া হৃদয় বরাবর সর্বক্ষণ ধারণ করিবে। প্রবল হৃদস্পন্দনও শান্ত হইয়া যায়। ৩ মাস পর্যন্ত সর্বদা ব্যবহার রাখিলে স্থায়ী ফল হইয়া থাকে। ইহা বহু পরিষ্কিত।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ
وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ - لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - وَلَرَبِطْ عَلَى قُلُوبِكُمْ - لَكُم
الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - وَصَلَى اللَّهُ
عَلَى الْهُ وَسَلَّمَ ○

৬। কস্তরী, কর্পূর ও গোলাব পানি দ্বারা কালি প্রস্তুত করিবে। চিনা বরতনে নিম্নোক্ত লিখিত তাবীজ লিখিয়া ঐ তাবীজ পানি দ্বারা ঘোত করিবে। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধিয়ায় মধু ও কর্পূরসহ ঐ পানি সেবন করিবে। প্রবল হৃদরোগ এবং লিভার ব্যাধি এমন কি লিভার শক্ত হইয়া গেলেও উহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। লিভার নরম হইয়া দিন দিন ছেট, সবল ও কার্যক্ষম হইবে। ৬ সপ্তাহ ব্যবহার করিবে। (الرحمة في الطيب والحكمة — বহু পরীক্ষিত)



৭। আমেল রোয়ার অবস্থায় কাঁচের পাত্রে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া বৃষ্টি কিংবা কূয়ার পানি
দ্বারা ধোত করিয়া পান করিতে দিবে।

۷۸۲ ح۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

ପଥାପଥା

সুপথ্যঃ—পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, পুরাণ কুমড়া, কদু, কচিমূলা, রসুন চালতা, পাকাকলা, দাড়িষ্ম, কিসমিস, দধি, বৃষ্টির পানি হিতকর।

କୁପଥ୍ୟ :—କଷାୟ ରସ, ଶୁରୁପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାବତୀୟ ଗୋଶ୍ତ, ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଉଷ୍ଣବୀର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହିଷେର ଦୁଧ ଅଧିଂଗତି ରୋଧ, ମୈଥନ, ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ, ନିରସ୍ତର ଚିନ୍ତା ଅହିତକର ।

জঠর পীড়া

ରାସ୍ତୁଲୁଙ୍ଗାହ୍ (ଦଃ) ବଲିଯାଛେ—(ମାନବ ଦେହର ଜନ୍ୟ) ପାକଶ୍ଳଲୀ କୁରା ସ୍ଵରାପ ! ଅର୍ଥାଏ କୁରା ହିତେ
ଯେମନ ପାନି ସରବରାହ ହିଇଯା ଥାକେ, ଅନୁରପଭାବେ ପାକାଶ୍ୟ ହିତେ ସମସ୍ତ ଦେହେ ଧମନୀ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଶକ୍ତି
ବା ଶକ୍ତିର ଉପକରଣ ସରବରାହ ହିଇଯା ଥାକେ । ନିଖୁତ, ନିର୍ଦୋଷ ପାକାଶ୍ୟ ଯତ ପରିକାର, ଯତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ
ଉହା ହିତେ ଯତ ଶକ୍ତି ଦେହେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହିବେ ତତ୍ତ୍ଵ ମଞ୍ଜଳ । ପଞ୍ଚାନ୍ତରେ ପାକାଶ୍ୟ ଦୁର୍ବଲ ଓ ନିଷ୍ଠେଜ
ହିଲେ ଏବଂ ଉହା ହିତେ ସମ୍ୟକ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାରିତ ନା ହିଲେ ଦେହ କ୍ଷିଣ, ମନ ଦୁର୍ବଲ ହିଇଯା ପଡ଼େ । ତଳାର
ଲିଭାରଟି ଏକବାର ନଡ଼ିଯା ଗେଲେ ମେରାମତେର ପର କାଜ ଗୋଣଭାବେ ଚାଲୁ ଥାକିଲେଓ ଉହା ଶକ୍ତିଶଳୀ
କୋନ ଦିନଇ ହିବେ ନା । ତଦୂପ ଏକବାର ପାକାଶ୍ୟର କ୍ରିୟା ଓ ଲିଭାର ପ୍ରପିତ୍ତି ହିଲେ ଚିକିଂସା ଦ୍ୱାରା
ରୋଗାରୋଗ୍ୟ ହିଲେଓ ଭବିଷ୍ୟତେ ଉହା ମଜୁବତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିବେ ନା । କୋନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହିଲେ
ଜଠର ରୋଗେର ପୁନରାକ୍ରମଗେର ବିଶେଷ ଆଶଙ୍କା ଥାକିଯା ଯାଏ । ଅତଏବ, ଚିରଦିନ ଯାହାତେ ପାକାଶ୍ୟର
କ୍ରିୟା ଏବଂ ଲିଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସବଳ ଥାକେ ତେପତି ଗୋଡ଼ାର ଥେକେଇ କଡ଼ା ନଜର ରାଖିବେ । ଶୈଶବ
ଥେକେଇ ଶିଶୁକେ ଏମନ କରେ ଗଡ଼ିଯା ତୁଲିତେ ହିବେ; ଯେନ କୋନ ଦିନ ୧ ବାରେର ଜନ୍ୟଓ ସେ କୁଥାଦ୍ୱ
ବା ସାନ୍ତ୍ରେର ଅହିତକର ଖାବାର ନା ଖାଯ । ଉଦ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଯା ନା ଖାଯ । ଭୁକ୍ତ ଦ୍ରୁବ୍ୟ ସମ୍ୟକ ପରିପାକ
ହିବାର ପୂର୍ବେ ପୁନଃ ଭୋଜନ ନା କରେ । ନାରୀ, ପୁରୁଷ, ବାଲକ, ବାଲିକା ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ଦୃଢ଼ ପଣ କରିବେ ସେ
ଜୀବନେ ୨ ଦିନେର ଜନ୍ୟ, ଏକବାରେର ଜନ୍ୟଓ ସାନ୍ତ୍ରେର ଅପଚାଯକ କୋନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନା; ବରଂ ଅଗ୍ନିବଳ,
ସମୟ ଓ କ୍ଷର୍ଦ୍ଦା ଅନୁଯାୟୀ ସାନ୍ତ୍ରେର ଉପକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ।

পুনশ্চঃ—না খাইয়া মানুষ মরে না; মানুষ খাইয়াই মরিয়া থাকে। সাবধান, দুনিয়া ও আখেরাতের সখ ভোগ করিতে হইলে কুখাদ্য কথনও ভক্ষণ করিও না।

অগ্নিমান্দ

১। পেটে ভারবোধ হইলে ২/১ সন্ধ্যা আহার বন্ধ করিয়া দিবে। কারণ, উপবাসের ন্যায় পেটের পীড়ার ঔষধ দ্বিতীয় আর নাই।

২। আহারের সময় মাঝে মাঝে একটু ২ পানি পান করিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়; আহারের প্রথমে ও শেষে সামান্য আদা লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে অগ্নিবল বৃদ্ধি পায় এবং অগ্নিমান্দ বিদূরিত হয়।

৩। প্রত্যহ প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁঠচূর্ণ অথবা কেবলমাত্র শুঁঠচূর্ণ ঘৃতের সহিত খাইলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

৪। পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব লবণ, বিট লবণ, তেজপত্র, নাগেশ্বর। ইহাদের প্রত্যেকচূর্ণ ১৬ তোলা, সচল লবণ ৪০ তোলা, গোল মরিচ ৮ তোলা, জীরা ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচ ৪ তোলা, করকচ লবণ ৬৪ তোলা, অম্ল তালিমের বীজ ২০ তোলা, অঞ্জবেতস ২ পল, ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। মাত্রা অগ্নিবল অনুযায়ী ১/০ হইতে ১/০ পর্যন্ত গরম পানি কিংবা ঘোলসহ সেব্য। এই ঔষধের নাম ভাস্কুল লবণ ইহা ‘নমকে ছোলায়মানি’র স্থলাভিষিক্ত। অজীর্ণে কপের প্রকোপ থাকিলে দেহ ভার, বমিভাব, যে দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছে ঠিক সেই রসেরই উদগার হয়।

চিকিৎসা—সমান সমান সৈন্ধব ও বচ গরম পনিতে পিষিয়া ঠাণ্ডা পানি দ্বারা সেবন করিবে। যদি উদরে অজীর্ণ বেদনা থাকে, তবে ধনে ও শুঁঠের কাথ পান করিতে দিবে।

অজীর্ণে পিত্তের প্রকোপ থাকিলে গাত্র ঘূর্ণন, পিপাসা, বেদনা, ধূম নির্গতবৎ অঞ্জোদগার, ঘাম, দাহ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসার্থে—ঠাণ্ডা পানি পান করিবে। ইহা খুব উপকারী, গলা জালা পোড়া করিলে হরিতকী ও কিসমিস একত্র পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে।

অজীর্ণ—বায়ুর প্রকোপ থাকিলে পেটে বেদনা, উদরাখান মল ও অধঃ বায়ুর অনিগ্রহ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসার্থে—হরিতকী, পিপুল, কৃষ্ণ লবণ, সমপরিমাণ লইবে। দধির মাত কিংবা গরম পানিসহ সেবন করিবে। সর্ব প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও উদরাখান প্রশংসিত হইবে।

উদরে আঘান দিলে এবং উদগার না হইলে শুঠ, পিপুল, গোল মরিচ, হিং ও সৈন্ধব-লবণ সমপরিমাণ একত্রে বাটিয়া তদ্বারা পেটে প্রলেপ দিয়া দিনে ঘুমাইলে উদরাখান অজীর্ণ বিদূরিত হয়।

নানা প্রকার অজীর্ণ, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্য শঙ্খবটী ও মহা শঙ্খবটী মহৌষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুল গাছের ছালের ক্ষার ত্রিকুট শুঠ, পিপুল, গোলমরিচ, হিং, মিঠা বিষ, জারিত পারদ, শোধিত গন্ধক প্রত্যেক সমান ভাগ। আপাং ও চিতামূলের সাথে অঞ্জবর্গের রসে এবং লেবুর রসে এরূপ ভাবনা দিবে যেন ঔষধ অঞ্জ রস হয়। ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে। উহার সহিত লৌহ ভস্ম ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে মহা শঙ্খবটী হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্ধক। ইহা দ্বারা অর্শ, অজীর্ণ, পাণ্ডু, শূল, প্রমেহ, বাতরক্ত ও শোথে বিশেষ উপকারী। মৌরী ভিজান পানির সহিত আহারের অর্ধ ঘন্টা পরে সেব্য।

ଅତିସାର

କାରଣ—ଭୁକ୍ତ ଦ୍ୱର୍ବ୍ୟ ପରିପାକ ହଇବାର ପୂର୍ବେ ପୁନର୍ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ହଠାତ୍ କୋନ କ୍ରମେ ତରଳ ଦାସ୍ତ ହଇବାର ପର କୁପଥ୍ୟ (ଭାତ, ମାଛ, ଗୋଶ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ) ଖାଓଯାର କାରଣେ ପରିଗାମେ ଅତିସାର ରୋଗ ହଇଯା ଥାକେ ।

୧ । ଅତିସାରେ ବାତେର ପ୍ରକୋପ ଥାକିଲେ ମଲ ଅରଣେ ବର୍ଣ୍ଣ, ରକ୍ଷ ଓ ଫେନ୍ୟୁକ୍ତ ହଇଯା ଥାକେ, ମଲ ନିର୍ଗମକାଲେ ଗୁହ୍ୟ ଦେଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଓ ବେଦନା ହୁଁ । ଅଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚ ଅର୍ଥଚ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଲ ନିର୍ଗତ ହଇଯା ଥାକେ ।

ଚିକିତ୍ସାର୍ଥେ ପାଚନ—ସମପରିମାଣ ବଚ, ଆତହିଚ, ମୁତା ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ଯବ । ଇହାଦେର କାଥ ସେବନ କରିତେ ଦିବେ ।

୨ । ପିତ୍ତେର ପ୍ରକୋପ ଥାକିଲେ ମଲ ପୀତ, ନୀଳ ବା ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଁ । ଇହାତେ ଦାହ, ତୃଷ୍ଣା, ଗୁହ୍ୟ ଦେଶେ ଜ୍ଵାଳା—ସମ୍ବ୍ରାଣ, ଗୁହ୍ୟ ନାଡ଼ୀତେ ଅନେକ ସମୟ କ୍ଷତ ହଇଯା ଥାକେ ।

ଚିକିତ୍ସା—କଟ୍ଟଫଳ, ଆତହିଚ, ମୁତା, କୁଡ଼ଚି—ଛାଲ ଓ ଶୁଠ । ଇହାଦେର ପାଚନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ।

୩ । ଶ୍ଲେଷାର ପ୍ରକୋପ ଥାକିଲେ— ମଲ ସାଦାବର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ କଫ ମିଶ୍ରିତ ଓ ଆଶଟେ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ରୋଗୀର ରୋମାନ୍ଧ ହଇଯା ଥାକେ ।

ଚିକିତ୍ସା—ହରିତକୀ, ଚିତାମୂଳ, କଟ୍କି, ଆକନାଦୀ, ବଚ, ଇନ୍ଦ୍ରୟବ, ଶୁଠ ଇହାଦେର କାଥ ସେବନ କରିତେ ଦିବେ ।

୪ । ତ୍ରିଦୋଷଜନିତ ଅତିସାରେ ମଲ ଗୋଶ୍ତ ଧୌତ ପାନିର ନ୍ୟାଯଇ ହଇଯା ଥାକେ ଏବଂ ଦୋସତ୍ରୟେର ଲକ୍ଷଣାଦିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଯ ।

ଚିକିତ୍ସା—ବେଡେଲା ଆତହିଚ, ମୁତା, ଶୁଠ, ବାଲା, ଧାଇଫୁଲ, ଇନ୍ଦ୍ରୟବ, ବେଲଶୁଠ । ଇହାଦେର କାଥ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ।

ଆମଲକୀ ବାଟିଆ ଉହା ଦ୍ୱାରା ନାଭିର ଚାରିଦିକେ ଦାୟେରା (ପୁରୁ) ଦିଯା ନାଭିତେ ଅର୍ଥାତ୍, ଦାୟେରାର ମାଝେ ଆଦାର ରସ ଦିଯା ରାଖିଲେ ନଦୀ ବେଗସମ ଅତିସାରରେ ନିବାରିତ ହୁଁ ।

ରଙ୍ଗ ଅତିସାର—ସମପରିମାଣ ମଧୁ, ଚିନି ଓ ଘର୍ଷିତ ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଚାଲୁନିର ସହିତ ସେବନ କରିଲେ ରଙ୍ଗାତିସାର, ରଙ୍ଗପିତ୍ତ, ଦାହ, ତୃଷ୍ଣା ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ ଉପଦ୍ରବ ନିବାରିତ ହୁଁ ।

କାଁଟା ନଟେର ଫୁଲ—ଦୁଇ ମାଘା ଚାଲୁନି ପାନିତେ ପିଯିଯା ତାହାତେ ଏକଟୁ ଚିନି ଓ ମଧୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଦିଯା ପାନ କରିଲେ ରଙ୍ଗାତିସାର ବିନିଷ୍ଟ ହୁଁ ।

ଆମରଙ୍ଗଲେର ଶିକଡ଼ ।୧୦ ତୋଳା, ଗୋଲମରିଚ ୨/୩ଟି ଜୀରା ୧୦/୧୨ଟି ବାସୀ ପାନିତେ ପିଯିଯା ୩/୪ ଦିନ ଖାଇଲେ ରଙ୍ଗାତିସାର, ରଙ୍ଗ ଆମାଶୟ ପ୍ରଶମିତ ହୁଁ ।

ଆମେର କଟିପାତା, ଜାମେର କଟିପାତା, ଆମଲକୀର କଟିପାତା ଏକତ୍ରେ ଛେଁଚିଯା ତାହାର ରସ ମଧୁ ଓ ଛାଗ-ଦୁଷ୍ପେର ସହିତ ଖାଇଲେ ରଙ୍ଗାତିସାର ବିନିଷ୍ଟ ହୁଁ ।

ଅତିସାର ଓ ଜ୍ଵାତିସାରେ ଆନନ୍ଦ ଭୈରବରମ ବିଶେଷ ଉପକାରୀ ।

ପ୍ରସ୍ତ୍ରତ ପ୍ରଗଲ୍ଭୀ—ହିଙ୍ଗୁଲ, ମିଠାବିଷ, ଗୋଲମରିଚ, ସୋହାଗାର ବୈ, ପିପୁଲ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ଭାଗ ପାନିତେ ପିଯିଯା ୧ ରତି ପ୍ରମାଣ ବଟି ପ୍ରସ୍ତ୍ରତ କରିବେ । ଅନୁପାନ ଜୀରା ଭାଜାର ଗୁଡ଼ା ଓ ମଧୁ ।

ପ୍ରବାହିକା

[ଆମାଶୟ]

ଆମାଶୟ ରୋଗେର ପରିଚୟ ଦିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ତବେ ଅବୈଧ ଆହାର କର୍ତ୍ତ୍ଵ ରୋଗଟାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହଇଯା ଥାକେ ।

পেটে কামড়ানি ও মলের বিদ্ধতা থাকিলে কাঁচাবেল পোড়া, পুরাতন ইক্ষুগুড়, তিল তৈল, পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

কচি তেঁতুল পাতা ও কয়েত বেলের (ঢাকায় কাটবেল) পাতা ছেঁছিয়া তাহার রস সেবন করিলেও আমাশয় নিরাময় হইয়া থাকে।

নৃতন, পুরাতন সর্বপ্রকার আমাশয় রোগে ১০/১২ বৎসরের পুরাতন তেঁতুলের শরবৎ ২/১ দিন পান করিলে দুষ্যিত মল বাহির হইয়া যাইবে। আমাশয়ের যাবতীয় ক্লেশ দূরীভূত হইবে।

অতিসার, অরংচি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি জঠর পীড়ায় নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ বিশেষ ফলপ্রদ।

কপূর রস—প্রবল অতিসার, জ্বরাতিসার ও গ্রহণীর রোগ সকল প্রশমিত হয়। অনুপান—ডালিম পাতার রস বা দুর্বা ঘাষের রস।

প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, আহিফেন, মুতা, ইন্দ্রিয়ব, জায়ফল, কপূর। প্রত্যেক সমান ভাগ। পানিতে পিষিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে।

ন্মপতি বল্লভ—প্রবল অতিসার, গ্রহণী ও আমাশয়, সর্বপ্রকার উদরাময়, গুল্ম, অর্শ শূল, জ্বর, প্লীহা প্রশমিত হয়।

অনুপান—চাউলের পোড়া ভিজান, মুতার রস ও মধু।

প্রস্তুত প্রণালী—জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈঙ্ঘব, জারিত লৌহ, অদ্র, জারিত পারদ, গন্ধক, জারিত তামা, প্রত্যেক এক এক ভাগ। মরিচ ২ ভাগ, আমলকির রসে পিষিয়া অর্ধ মাষা পরিমাণ বটী করিবে।

মুস্তকাদী মোদক—জঠর পীড়াতে যখন কোন ঔষধে ফল না হয়, তখন উক্ত মোদক ব্যবহার করিবে। আল্লাহ্ চাহে ত নিশ্চিত ফল হইবে। রোগারোগ্যের পরও এক সপ্তাহ পর্যন্ত উহা ব্যবহার করিবে। কুপথ্য ত্যাগ অবশ্যই করিবে।

ঠাণ্ডা পানি বা দুধের সহিত —।।০ পর্যন্ত সকাল ও সন্ধ্যায় সেবন করিবে।

প্রস্তুত প্রণালী—শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কঃও জীরা, যমানী, বন যবানী, (রাধুনী) মৌরী, পান, শুল্ফা, শতমূলী, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেঠী, জায়ফল। প্রত্যেক ২ তোলা, মুতা ৪৮ তোলা এই সমুদয় চূর্ণ ও সের চিনির রসে মুদু অগ্নিতে পাক করিবে। নমকে ছোলায়মানী ও জাওয়ারেশে—জালিনুছ হেকিমী ঔষধসম্বৰ্ষে পেটের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

তদ্বীর

১ বার সূরা-কদর ও ৩ বার উহা **لَافِيهَا غُولٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ** পড়িয়া নির্মল পানিতে দম দিবে। কিছু গরম পানির সহিত সেবন করিলে ওলাউঠা ও উদরাময় নিবারিত হয়।

মেশক, জাফরান ও গোলাব পানিতে তৈরী কালি দ্বারা চিনা বরতনে সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া দৈনিক ২ বার উহা ঘোত পানি সেবন করিতে দিবে।

ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা এবং **لَافِيهَا غُولٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ** ও তৎসঙ্গে—

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

কাগজে লিখিয়া ১ বোতল পানিতে নিষ্কেপ করত যথা নিয়মে উহা পান করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

পথ্য—অতিসার নিরামাণে বালী ইত্যাদি লঘু পথ্য খাইতে দিবে।

কিছু ভাত হজম হইলে পুরাতন সুসিদ্ধ চাউলের ভাত, কৈ, মাণুর ছোট তৈল বিহীন মাছের ঝোল, পটোল, পলতা, কচি বেগুন, ডুমুর, কাঁচা আনাজী কলা, মোচা, কাগজী লেবু, ঘোল ইত্যাদি লঘু পথ্য সেব্য। মোটকথা এমন খাদ্য খাইবে যাহাতে পেট ভার কিংবা রোগের পুনঃ আক্রমণ না হয়।

কুপথ্য—ঘাবতীয় ডাইল, ডিম, গোশ্ত, ভাজা, পোড়া, পিঠা, ঘি, দুধ, পোলাউ, ইলিশ মাছ, বড় যে কোন মাছ।

শূল বা নিদারঞ্জন বেদনা

প্রথম স্থির করিবে কি প্রকার বেদনা? লিভার কিংবা শ্লীহার অপর দিকে বেদনা হইলে গুর্দা বেদনা হইতে পারে। গুর্দায় বেদনা হইলে উহার চিকিৎসা করিবে। লিভার বেদনা হইলে লিভারের চিকিৎসা করিবে। পাকস্থলীতে বেদনা হইলে তৎপ্রসঙ্গেই এখানে আমরা কিছু শূল চিকিৎসার উল্লেখ করিব।

পিণ্ডশূল—নাভীদেশে উৎপন্ন হয়। দুপুরে, অর্ধরাত্রে, ভুক্তান্নের পরিপাকের সময়, শরৎকালে উহা বর্ধিত হয়। পিপাসা, দাহ ও গাত্র ঘর্মন হইয়া থাকে। শীতল ও সুস্বাদু আহারে উপশম হয়।

চিকিৎসা—প্রতিদিন শত মূলীর রস মধুসহ সেবন করিবে। দাহ ও শূল নিবারণ হইবে। অমলকি চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে পিণ্ডশূল নিবারিত হয়।

কফজনিত শূল—আহারের পর, পূর্বাহ্নে এবং শীত ও বসন্তকালে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বমনবেগ, কাশ, দেহের অবসাদ, অরুচি, মুখ দিয়া পানিস্বাব, পেটে স্তুতা ও মস্তকে ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—সৈমান্ধ লবণ, সচল লবণ, বিট লবণ, পিপুল, পিপুল-মূল, চেচিতা মূল, শুঁঠ, হিং এই সমুদয়ের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় গরম পানিসহ সেব্য।

বতজশূল—হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠে, মূরাশয়ে বেদনা উপস্থিত হয়। ভুক্তান্নের পরিপাকাত্তে, শয়নকালে ও বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা—সচল লবণ ১ ভাগ, তেঁতুল ২ ভাগ, কৃষ্ণ জীবা ৪ ভাগ, গোলমরিচ আট ভাগ। এই সমুদয় দ্রব্য টাবা লেবুর রসে (তেরুণ জীবন) পেষণ করত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় পানিসহ সেব্য।

ধাত্রীলৌহ—সর্ব প্রকার শূল রোগে বিশেষ উপকারী। সিকিমাত্র ঔষধ আহারের পূর্বে ও পরে এবং মধ্যে ৩ বার সেব্য। অন্নের সহিত সেবন করিতে অসুবিধা বোধ করিলে আহারাণ্তে একবারে ১০ পরিমাণ ঔষধ সেবন করিবে।

প্রস্তুত প্রণালী আমলকিচূর্ণ ১ সের, লৌহ চূর্ণ আধ সের, যষ্টি মধু চূর্ণ এক পোয়া আমলকির কাথে ৭ দিন ভাবনা দিবে। ভাবনার্থ আমলকী সাত পোয়া পাকে পানি ১৪ সের শেষ সাড়ে তিন সের। প্রথম রোদ্বে শুকাইয়া উহা চূর্ণ করিবে এবং মাটির পাত্রে রাখিবে।

তদ্বীর

- ১। সরিষার তৈলে ৩ বার آفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا حَلْقَنْكُمْ عَبَّاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
 ডল্ক ত্খুন্দি' মি' রইকুম ওরহমা' ফেন আউন্দি' বেন্দ ডল্ক ফেল' উডাব' আইম
 ২ বার
 ৩ বার وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَرَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
- পড়িয়া দয় দিবে। এই তৈল দৈনিক ৩ বার মালিশ করিবে।
- ২। পূর্বোক্ত নিয়মে ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া দৈনিক ২/৩ বার সেবন করাইবে।
- ৩। নিম্নোক্ত আয়াৎস্থলে লিখিয়া তাৰীজৱাপে বেদনাস্থলে ধারণ করিতে দিবে। জীনের আছৰ
 প্ৰসূত ও অন্যান্য বেদনায় বিশেষ উপকাৰী। ১ বার সূরা-এখ্লাচ পূৰ্ণ এবং
- وَنَنْزَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

৪। নাবালেগ ছেলে দ্বারা এক দৱে কাগজ খরিদ করাইবে। বাবলা আটা ভম্ম কালি কিংবা
 কাল কালি দ্বারা নীচের আয়াৎ লিখিবে। মিছুরিসহ তাৰীজটি সবুজ কোন ফলের রসে রাত
 ভিজাইয়া রাখিয়া সকালে ঐ পানি সেবন করিতে দিবে। সামান্য অবশিষ্ট পানি বেদনাস্থলে মালিশ
 করিবে। এৱাপ ২ সপ্তাহ করিবে। কিন্তু তাৰীজটি এমন ঘৱে বসিয়া লিখিবে যে ঘৱে কোন দিন
 স্বীকৃতি সংগম হয় নাই। যেমন মসজিদ। আয়াতটি এইঁ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَافِي الصُّدُورِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَقْرَبُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمِعُونَ - وَصَلَّى
 اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ক্ৰিমি বেদনা হইলে রোগীকে চিংভাবে শোয়াইবে। কেৱেসিন তৈল নাভীসহ সমস্ত পেটে
 ধীৱে ধীৱে ভালৱাপে মালিশ কৱিলে অঞ্জকণের মধ্যে উহা প্ৰশংসিত হয়।

পথ্যাপথ্য—ঐ সব খাদ্য ভক্ষণ কৱিবে যদ্বাৰা পৱিত্ৰাব-পায়খানা হইতে থাকে
 এবং ঐ সব আহাৰ ও ক্ৰিয়াদি হইতে পৱিত্ৰে কৱিয়া চলিবে, যদ্বাৰা পৱিত্ৰাব-পায়খানাৰ ব্যতিক্ৰম
 হইবাৰ সন্তাবনা থাকে।

শোথ ও জলোদৰী

শোথ ও জলোদৰী স্বতন্ত্ৰ কোন রোগ নহে। ইহা অন্য কোন জড়ব্যাধিৰ উপব্যাধি বটে। ক্ৰিমি,
 কামলা, হলিমক, অতিসার লিভাৰ ব্যাধি প্ৰভৃতি নানা প্ৰকাৰ ব্যাধি উহাৰ মূল রোগ হইতে পাৰে।
 অতএব, মূল রোগ ও কাৱণ ধৰিয়া চিকিৎসা কৱিতে বিলম্ব কৱিবে না। উহাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞ
 বহুদৰ্শী ডাক্তার, কবিৱাজ, হেকীম দ্বাৰা কৱাইবে। আমৱা সংক্ষেপে কয়েকটি চিকিৎসার কথা
 উল্লেখ কৱিতেছি, যাহা সৰ্বাবস্থায় মঙ্গলজনক।

পুনৰ্নৰ্বা, নিমছাল, পলতা, শুঁঠ, কটকী, গুলঢ়ও, দেবদাৰু, হরিতকী ইহাদেৱ কাথ ২ বেলায়ই
 সেব্য। ইহা শোথ রোগেৰ মহৌষধ।

পথ্য—পানি বৰ্জনীয়। শুধু মানমণ্ডল উক্ত রোগীৰ পথ্য।

প্রস্তুত প্রণালী—মান চূর্ণ ১ ভাগ, আতপ চাউলের মিহিন গুড়া ২ ভাগ, দুধ ৪২ ভাগ
একত্রে পাক করিবে।

তদ্বীর

১। আয়াতে কোত্তর এক একবার পড়িয়া সরিয়ার তৈলে দম দিবে, একপ ১৪ বার করিবে।
অতঃপর ৩৩ আয়াত পড়িয়া ১ বার দম দিবে।

৩ বার **أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ** পড়িয়া দম দিবে এবং রোগীর
সর্বাংগে মালিশ করিতে দিবে।

২। ১ খণ্ড কাগজে নিম্ন আয়াৎসম্ম লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে। এতদসঙ্গে আয়াতে
শেফাও লিখা যাইতে পারে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَقَبْلَ يَا أَرْضُ الْبَعْنَى مَاءِكَ وَيَا سَمَاءَ أَقْلِعْنِي وَغَيْضَ الْمَاءِ وَقُصْنِي
الْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِي وَقَبْلَ بُعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَورًا فَمَنْ
يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

৩। উক্ত তদ্বীরদ্বয়ের সঙ্গে ৬ সপ্তাহ ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা চিনা বর্তনে লিখিয়া ৩ বেলা
সেবন করিতে দিবে।

ক্রিমি

কবিরাজ শাস্ত্রবিদগণ বলেন, ক্রিমি হইতে উৎপন্নি না হইতে পারে এমন রোগ নাই। কাজেই
ক্রিমি দ্বারা উদর পূর্ণ রাখা সমীচীন নহে। বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য উহা
বড়ই মারাত্মক।

১। খেজুর পাতার রস একরাত্রি রাখিয়া পরদিন প্রাতে সেই বাসী পানি সেবন করিলে
ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

২। ডালিমের খোসার কাথে কিঞ্চিতও তিল তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

৩। ক্রিমি যাহাতে উর্ধ্বর্গামী হইয়া নাসিকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া মৃত্যু না ঘটাইতে পারে সেজন্য
ছেলেমেয়েদের নাক, কান ও গলদেশে কিছু কেরোসিন লাগাইয়া দিবে।

বিভিন্ন ঔষধালয়ে উহার বহু ঔষধ পাওয়া যায়। কাজেই আর বেশী ঔষধের উল্লেখ করিলাম
না। তবে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ক্রিমি নাশ করিবে। খুব গরমের সময় ক্রিমি মারা
অভিযান প্রাণনাশ করিতে পারে। খুব সাবধান। খেজুরের গুড় ক্রিমি শাস্ত করিয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য—অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যবৎ জানিবে।

প্লীহা-যকৃত

বিষম জ্বর, জীর্ণ জ্বর দীর্ঘকাল থাকিলে কিংবা নবজ্বরে কুপথ্যাদি ভক্ষণ করিলে প্লীহা ও লিভার
বর্ধিত হয়। ফলে উহারা কর্মে অক্ষম হইয়া যায়।

১। প্লীহার প্রথম অবস্থায় পিপুল চূর্ণ ০ দুক্ষের সহিত পান করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ
প্রশমিত হইয়া সতেজ ও কার্যক্ষম হয়।

২। তালের জট পোড়াইয়া সেই জট ভস্ম করিবে। কমপক্ষে ৪ মাসা পরিমাণ ভস্ম পুরাতন
ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ দূরীভূত হয়।

୩। ସମାନୀ, ଚିତା, ସବକ୍ଷାର, ପିପୁଲମୂଳ, ପିପୁଲ, ଦସ୍ତି ଇହାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମପରିମାଣ ଗରମ ପାନିର ସହିତ ଭକ୍ଷଣ କରିଲେ ପ୍ଲିହା ଓ ଲିଭାର ବିନଷ୍ଟ ହଇଯା ଥାକେ ।

୪। ଉତ୍କୁ ମୁଷ୍ଟି ଯୋଗେ ପ୍ଲିହା ଓ ଲିଭାର ରୋଗ ପ୍ରଶମିତ ନା ହଇଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପାଚନ ସ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ଇହା ରୋଗଦୟରେ ମହୌଷ୍ଠ ।

କଟ୍ଟକାରୀ, ବୃହତି, ଶାଲ ପାନି, ଚାକୁଲେ, ଗୋକ୍ଷୁର, ହରିତକୀ, ରୋଡ଼ା । ଏହି ସାତଟି ବସ୍ତର କୟାଯ ୧୦ ଆନା ସବକ୍ଷାର ଓ ପିପୁଲ ଚୂର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ପାନ କରିବେ ।

ରୋଡ଼ାକେ ମୟନାଓ ବଲେ । ଡାଙ୍କ୍ତାରୀ ନାମ Audersonia Rahitaka ଲ୍ୟାଟିନେ Tecowa andulata.

୫। ଲିଭାର ଓ ପ୍ଲିହା ଅତି ବଧିତ ହଇଯା ଶକ୍ତ ହଇଯା ଗେଲେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଗୋମୁତ୍ରେ ସେକ ଦିବେ । ତିଲ, ତିମି, ଭ୍ୟାରେଣ୍ଟର ବିଜ, ରାଇ, ସରିଯା ବାଟିଯା ପ୍ଲିହା ଓ ଲିଭାରେ ଉପର ପ୍ରଲେପ ଦିବେ ।

୬। ମୁଷ୍ଟି ଯୋଗ ବା ପାଚନ ପ୍ରୟୋଗେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖେତ ସରିଯା ବାଟିଯା ଲିଭାର ଓ ପ୍ଲିହାର ସ୍ଥାନେ ପ୍ରଲେପ ଦିବେ । ଦିନ ଦିନ ଉହା କୋମଲ, ଛୋଟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହଇବେ ।

ପାଣ୍ଡୁ, କାମଳା, ହଲିମକ

ପ୍ଲିହା ଓ ଲିଭାର ରୋଗ ଦୀର୍ଘଦିନ ଥାକିଲେ ରୋଗତ୍ୱୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରିଯା ଥାକେ । ଚକ୍ର ହରିଦ୍ଵାରିବନ୍, ପେଶାବ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୃତି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଯ ।

ହରିତକୀ, ବହେଡ଼ା, ଆମଲକୀ, ଗୁଲକ୍ଷଣ, ବାସକ, କଟକୀ, ଚିରତା, ନିମଛାଲ ଇହାଦେର କାଥ ମଧୁସହ ସେବନ କରିଲେ ରୋଗତ୍ୱୟେର ଉପଶମ ହୁଁ । କାଁଚା ଓ ପାକା ପେଂପେ, ଗାଜର, ମୂଳା ଉହାର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ।

ତଦ୍ବୀର

୧। ପ୍ଲିହା ପେଟେର ବାମ ଓ ଲିଭାର ପେଟେର ଡାନ ପାର୍ଶ୍ଵେ ଅବସ୍ଥିତ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆୟାତ ଲିଖିଯା ତାବିଜରାପେ ଉହାର ଉପର ଧାରଣ କରିଲେ ପ୍ରଶମିତ ହୁଁ ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

୨। ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାବିଜ ସ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁଥାନେ ଆଶାତୀତ ସୁଫଳ ପାଓଯା ଗିଯାଛେ । ପ୍ରାୟଇ ୭ ଦିନେ ଉପଶମ ହଇଯା ଥାକେ ।

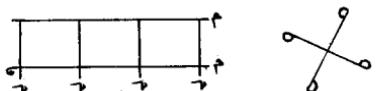
୭୮୮୬ ଅବ୍ସାନ ପରିଦିନ ଉପଶମ ହଇଲୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାବିଜ ଲିଖିଯା ତାବିଜ ବାଲିଭାର ଉପଶମ ହଇଯାଇବା ପରିମାଣ ପାଇଲୁ ଆହୁତି ଦେଇବା ପରିମାଣ ହୁଏ ।

لِيَكْطَاعَ لَحْ دَلِي اجِبِيُوا يَا خَدَامَ الْإِسْمَاءِ بِرْفَعَ الطَّحالِ عَنْ هَذَا الْاَذَى -

କାଗଜେ ଲିଖିଯା ତାବିଜ ବାନାଇବେ । ଗଲାଯ ଏମନଭାବେ ଧାରଣ କରିବେ, ଯେତେ ଉହା ପ୍ଲିହା ବା ଲିଭାର ବରାବର ଥାକେ ।

୩। ସୁଧାବର ଅଥବା ଶନିବାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାବିଜ ଲିଖିଯା ଧାରଣ କରିଲେ ଦିବେ ୭ ଦିନେ ପ୍ଲିହା ବା ଲିଭାର ଛୋଟ ହଇଯା ଯାଇବେ ।

صل ع



୪। ସୀସାର ତଥ୍ତୀର ଉପର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାବିଜ ଅନ୍ତର କରିବେ । ପ୍ରଥମ ସନ୍ତ୍ଵାହ ପ୍ଲିହା ସୋଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତ୍ଵାହ ଲିଭାର ବରାବର ଧାରଣ କରିଲେ ପ୍ଲିହା ଓ ଲିଭାର ରୋଗ ପ୍ରଶମିତ ହୁଁ ।

مادا ماما حاچ ای
ای ورم واح ددهم
ملا کلکو

৫। হৃদরোগের ৭ নং তদ্বীর অবশ্যই করিবে। উহা দ্বারা দুর্জয় প্লীহা লিভারও সংশোধিত হইয়া থাকে। লিভার বড়, শক্ত হইয়া গেলে নিশ্চয়ই উহা ব্যবহার করিতে দিবে।

৬। লিভার ও প্লীহাতে বেদনা থাকিলে চিনা বরতনে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিবে। পানি দ্বারা ধোত করিয়া পান করিতে দিবে। খোদা চাহেত আশাতীত সুফল হইবে।

- موم ۱۱۰۰۰۰ ع ع ع ع ع ع

৭। আকস্মিক লিভার বেদনায় বোতলে গরম পানি পুরিয়া সেক দিবে। বেদনার উপশম হইবে।

৮। জুতা পরিধান করিতে প্রথম ডান পা দিবে। খুলিতে বাম পা খুলিবে। প্লীহা বেদনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ যতই নিরীক্ষণ করিবে, রাসূলে পাকের সুমতের মহত্ব ততই প্রকাশিত হইবে।

৯। সুরা-মোমতাহেনা পাক চিনা বরতনে লিখিবে এবং ধুইয়া খাইতে দিবে।

১০। এক টুকুরা পাতলা চামড়ার উপর নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া প্লীহা বরাবর ধারণ করিবে। শনিবার লিখিয়া ধারণ করিবে, শুক্রবার খুলিয়া রাখিবে। প্লীহা রোগে ইহা ব্যুর্গানে দীনের বহু পরীক্ষিত হইবে।

١٨٩٧٢

رای الی محمد

مل مام هم ح اد

صالح دون مانع من الى ان تبصره و مرہ۔

১১। নীচের তাবীজটি লিখিয়া বাম হাতের বাজুতে বাঁধিবে।

صوع ۱۹۲۳ ح ۲۰۹۴ ح ۱۹۲۳

১২। শনিবার সুর্যোদয়ের পূর্বে লিখিয়া পশমের দড়ি দ্বারা পৈতার ন্যায় ডান পার্শ্বে বাঁধিবে।

ص ح م د م ص ها ا ص

ادب الى ماتت ا ح ا

১৩। কামলা, হলিমক ও পাণ্ডু রোগে পানি ও সরিষার তৈলে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যহ ৩ বার গোসল করিতে দিবে। চিনা বরতনে আয়াতে শেফা লিখিয়া ৬ সপ্তাহ দৈনিক ২ বার সেবন করিতে দিবে।

সুপথ্য—কাঁচা ও পাকা পেঁপে, পটল, পিপুল শাক, মটর শাক, বিংগা ও কাকরোল, কচি বেগুন, করেলা, উচ্ছে প্রভৃতি।

কুপথ্য—সর্বপ্রকার ডিম, ডাইল, মাংস, তেলাক্ত মাছ প্রভৃতি গুরুপাক শক্ত দ্রব্য।

গুর্দা

গুর্দা পাকাশয় হইতে রস সংগ্রহ করিয়া থাকে। গুর্দা হইতে ঐ পরিকৃত পানি ফেঁটা ফেঁটা করিয়া মুদ্রাশয়ে জমা হইতে থাকে। এই পানিই মুত্র। গুর্দা সবল সতেজ ও কার্যক্ষম হইলে ভুক্তদ্বয়াদি পাকাশয়ের ভিতরেই থাকে এবং সে পরিকৃত রসই সপ্তওয় করিয়া থাকে। গুর্দা রোগাক্রান্ত হইলে রসের সহিত খাদ্যের মিহিন কণিকাসমূহ গুর্দা কিংবা মুদ্রাশয়ে জমাট হইয়া ক্রমশঃ পাথরী পর্যন্ত হইতে পারে। খুব বেশী এবং অনবরত বরফ পান করিলে গুর্দা কমজোর হইয়া থাকে।

১। গুর্দার বেদনাও অতি প্রকট হইয়া থাকে। গরম পানি বোতলে পুরিয়া সেঁক দিবে। সেঁক-কার্য গুর্দা বেদনায় বিশেষ উপকারী।

২। ৩ মাষা দারুচিনি, ৩ মাষা রুমিমস্তগি অতি মিহিন করিয়া রওগনে গোলের সহিত একটু গরম করিয়া মালিশ করিলে বেদনার উপশম হয়।

৩। গুর্দার প্রচণ্ড বেদনা হইলে ১/ ছটাক এরভের তেল মৌরি ভিজান পানির সহিত সেবন করিলে কয়েকবার দাস্ত হইয়া গুর্দা পরিকৃত হইবে। বেদনার উপশম হইবে।

৪। জাওয়ারেশে জালিনুছ বিশেষ ফলপ্রদ।

সুপথ্য—ছাগ, মুরগী, পাখীর গোশ্তের জুশ, গমের রংটি, ডাব ও কাগজি লেবু খুব উপকারী।

কুপথ্য—ডিম, গোশ্ত, ডাইল, ভাজাপোড়া, ভাত, পিঠা বিশেষ ক্ষতিকর।

মুদ্রাশয়

নানা কারণে বিশেষতঃ শুক্রক্ষয় এবং বদহজমীর দরুন ও প্রস্তাবের বেগ ধারণের পরিণামে মুদ্রাশয় দুর্বল হইয়া থাকে।

বহু মুত্র—এই রোগে সর্বদেহস্ত পানি পদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মুদ্রাশয়ে উপস্থিত হয়। মুত্রমার্গ দিয়া অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হয়। দিন দিন শরীর ক্ষীণ ও অবসাদ প্রাপ্ত হয়। পিপাসাও বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা—১। পাকা কাঁঠালী কলা ১টা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা, দুধ । পোয়া একত্র ভক্ষণ করিলে বহুমুত্র নিবারিত হয়।

২। কচি তাল বা খেজুরের মূলের রস ও কাঁঠালী কলা দুঃসহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাইলে বহুমুত্র প্রশমিত হয়।

অল্পমুত্র বা মুত্র রোধ—নিরাকৃণ জলা-যন্ত্রণার সহিত অবাধে অল্প পরিমাণ প্রস্তাব হইলে নারিকেলের ফুল চালুনি পানিতে পিষিয়া খাইলে উহা নিবারিত হয়।

উক্ত ব্যাধিতে মলাবদ্ধ থাকিলে গোকুর বীজের কাথে একটু যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মুত্ররোধ, জলা-যন্ত্রণা বিদূরিত হয়। পাথর কুচার পাতা লবণের সহিত চিবাইয়া রস ভক্ষণ করিলেও উপকার হয়।

অল্প যাতনার সহিত বাধ বাধত্বাবে অল্প মাত্রায় প্রস্তাব হইলে কুমড়ার রসে যবক্ষার ও পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মুদ্রাঘাত, অশ্বরী শর্করা নিবারিত হয়।

তেলাকুচার মূল কাজিতে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে মুত্ররোধ নিবারিত হয়।

চালুনি পানিতে রক্ত চন্দন ঘষিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

সম্পরিমাণ ইছবগুলের ভুসি ও তোখ্মা দানা মিছরির সহিত ১ রাত্রি ভিজাইয়া সকালে খালি পেটে পান করিলে আশাতীত সুফল পাওয়া যায়।

প্রস্তাব বন্ধ হইলে ৩টি পাকা দয়া কলা (এটে কলা) খুব কচ্ছাইবে অতঃপর ১১০ মানকচুর ডগা কুচি কুচি করিয়া কলার সহিত একত্রে খুব উন্নমনাপে ছানিবে। একটা মেটে পাত্রে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে। যে রসটুকু উহা হইতে বাহির হইবে; ঐ রস রোগীকে সেবন করাইবে। খোদা চাহে ত সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাব হইয়া যাইবে।

কবুতরের পায়খানা পানিতে বেশ গরম করিয়া একটি টবে ঐ ফুটন্ট পানি রাখিয়া দিবে। রোগীকে সহায়ত ঐ গরম পানিতে নাভী পর্যন্ত ভিজাইয়া বসাইবে। পানি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিলে প্রস্তাব হইয়া যাইবে।

বৃহৎ সোমনাথ রস বা বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস বিশেষ উপকারী। পূর্ণ চিকিৎসা কোন বিজ্ঞ হাকীম বা কবিরাজ দ্বারা করাইবে।

তদ্বীর

সূরা-ফাতেহা

১ বার

- قُلْنَا يَا نَارٌ كُوْنِيْ بَرْدًا وَ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمْ

- وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْخَسِيرِينَ -

ফাতেহা শরীফ

১ বার একবার দম

سَلَامٌ قُولَّمْ رَبِّ رَحْمَمْ

৩ বার

ফাতেহা শরীফ

১ বার

একবার দম

সূরা-জীন প্রথম হইতে شططاً পর্যন্ত

২ বার

ফাতেহা শরীফ

১ বার

একবার দম

সূরা-কাফেরাণ

১ বার

ফাতেহা

১ বার

সূরা-এখ্লাচ

১ বার

একবার দম

ফাতেহা

১ বার

সূরা-ফালাক

১ বার

একবার দম

ফাতেহা

১ বার

সূরা-নাস

১ বার

একবার দম

ফাতেহা

১ বার

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ

একবার দম

لَا تَبْدِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

উক্ত নিয়মে ১ বোতল পানিতে দম দিবে। সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফাসমূহ একখণ্ড কাগজে লিখিয়া পানিতে ভিজাইয়া দিবে। প্রত্যহ ঐ পানি ৩ বার সেব্য। নিম্নলিখিত তদ্বীর

চিনা বরতনে লিখিয়া ধোত করিবে। উহা রোগীকে সেবন করিতে দিলে তৎক্ষণাত্ প্রস্তাব হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَا
قَدَرُوا اللَّهُ حَقًّا قَدْرَهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّةٌ
بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - رমص نفح و شفوا بفضل الله عز و جل -

সুপথ্য—ডাব, কাগজী, মণসুৰী ফল ইত্যাদি লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য।

কুপথ্য—গুরুপাক ভাজা পোড়া, মরিচ ইত্যাদি কষায় রস অহিতকর।

অনবরত পেশাব হইতে থাকিলে পাঠা ছাগলের কয়েকটা খুর ভস্ত্র করিয়া ঐ ভস্ত্র পানিতে নিক্ষেপ করত পান করিতে দিবে। খোদা চাহে ত উহা নিরাময় হইবে।

পাথরী

কারণ—পাথরী একটা মারাত্মক ও প্রাণনাশক ব্যাধি ও বটে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, গুর্দা সতেজ ও সবল না হইলে ভুক্ত দ্রব্যের সৃষ্টি কণিকা সকল গুর্দার ভিতর জমা হইয়া আস্তে আস্তে পাথরীতে পরিণত হয়। প্রস্তাবের বেগ ধারণ করিলেও মৃত্যাশয়ের মধ্যে তলানি জমাটাকারে ক্রমশঃ শক্ত আকার ধারণ করিতে পারে।

সঙ্গম, মৈথুন ও স্বপ্নদোষ হেতু ক্ষরিত শুক্র বাহির হইতে না দিয়া যাহারা উহা রোধ করিয়া থাকে এহেন মূর্খদেরও পাথরী হইতে পারে। পাথরী অতি ভয়কর ব্যাধি, পাথর বড় হইয়া গেলে অপারেশন ছাড়া কোন ঔষধে ভাল হয় না বলিলেও চলে।

লক্ষণ—ডান কিংবা বাম পায়ের অথবা উভয় পায়ের উরু ভারবোধ হয়। পুরুষাঙ্গের তলদেশ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত যে সেলাইয়ের ন্যায় রহিয়াছে তথায় অসহনীয় বেদনা উপস্থিত হয়। তলপেটেও বেদনা হয়। বেদনাস্তুল স্পর্শ করাও কষ্টদায়ক। প্রতি মুহূর্তে পেশাবের বেগ হয় কিন্তু অতি যন্ত্রণার সহিত সামান্য পেশাব বাহির হইয়া আবার বন্ধ হইয়া যায়। রোগী তখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে থাকে। যবাহুত মোরগের ন্যায় ছট্টফটও করে। এ মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির আক্রমণ হইবার পূর্বেই সর্তকতা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চিকিৎসা—(ক) বরুণ ছাল, শুষ্ঠ ও গোক্ষুর। ইহাদের পাচন ২ মাঘা যবক্ষার, ২ মাঘা পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিলে পাথরী বিচূর্ণ হইয়া যায়।

(খ) তাল মূলী বাসী পানির সহিত বাটিয়া খাইলেও পাথরী প্রশমিত হয়।

(গ) ছাগলুঞ্চ মধু ও গোক্ষুর বীজচূর্ণ পান করিলে পাথরী প্রশমিত হয়।

(ঘ) ছেট এলাচ, যষ্টি মধু, গোক্ষুর, রেণুকা, এরণ্ড মূল, বাসক, পিপুল পাষণ ভেদী। ইহাদের সাথে শিলাজুত প্রলেপ দিয়া পান করিলে প্রস্তাবের ক্ষয় ও পাথরী বিনষ্ট হয়।

(ঙ) পাথর কুচার পাতা লবণের সহিত চিবাইয়া খাইলেও বিশেষ ফল হয়।

(চ) এসিড ফস ৩০× বিশেষ উপকারী, পাথর বাহির করিয়া দেয়।

(ছ) কবিরাজী ঔষধ—আনন্দযোগ ছাগ-দুঁকে সেবন করিলে পাথরী বিচূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যায়।

হেকিমী ঔষধ—কোশতায়ে হাজারফল ইয়াহুদ, জাওয়ারেশে জালিনুছের সহিত সেবন করিলেও পাথর চূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যায়।

তদ্বীর

নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া নাভীর বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقْدَسَ إِسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَا جُلُّ رَحْمَتِكَ فِي الْأَرْضِ وَإِغْفِرْلَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَانْزِلْ شَفَاءً مِّنْ شِفَاعِكَ
وَرَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ -

সূরা-এন-শেরাহ (الم نشرح) পূর্ণ; রেশমের এক টুকরা কাপড় কিংবা সাদা কাগজে লিখিয়া ১ বোতল পানিতে পুরিবে। রোগীকে ৪০ দিন সেবন করিতে দিবে।

নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ চিনা বরতনে লিখিবে। পানি দ্বারা ধোত করিয়া প্রত্যহ ১ বার সেবন করিলে পায়খানা ও পেশাব ঠিকমত হইবে। পাথরী বিচূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَبُسْتِ الْجِبَالُ بَسًا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّبْتَدِئًا - وَحُولَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
فَدُكِّنَتْ دَكَّةً وَاحِدَةً فِي يَوْمَيْنِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهَيَ يَوْمَيْنِ وَاهِيَّةً -

প্রস্তাব বন্ধ হইয়া থাকিলে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া তাবীজরপে নাভীর নীচে ধারণ করিবে।
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَأَنْزَلْنَا مِنِ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَاجًا - فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ
مُّهِمَّرٍ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَّقَا الْمَاءُ عَلَى امْرِ قَدْفِرٍ -

নীচের তাবীজটি চিনা বরতনে লিখিয়া ধোত করিয়া থাইলেও প্রস্তাব হইয়া থাকে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَإِذَا سَتَّقْتِي مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَابَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْعَلَمْ كُلُّ أَنْاسٍ مَشْرَبَهُمْ (إِلَى) مُفْسِدِينَ -

সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা বরতনে লিখিয়া ধোত করিয়া নিয়মিত পান করিলে উপকার হইবে।

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, ছোট মাছের ঝোল, বেগুন, কদু, পটল, ঝিঙ্গে, ডুমুর, মানকচু, থোর, মোচা প্রভৃতি ব্যঙ্গন, পাথীর গোশ্ত, মুগ, মাষকলায়ের ডাল, দুঞ্চ, ঘোল, তাল ও খেজুরের মাতি, কচি তালশাস, কোমল নারিকেল ও চিনি প্রভৃতি লয় ও পুষ্টিকর খাদ্য।

কুপথ্য—যাবতীয় মিষ্টিদ্বয়, টক্ গুরুপাক দ্রব্য, দধি, পিঠ, তৈলে ভাজা দ্রব্য, মেথুন, রাত্রি জাগরণ, পথ পর্যটন, অহিতকর।

জরায়ু

মেয়েদের নাভীর নীচে মুত্রাশয় এবং উহার নীচেই জরায়ু। জরায়ুর সহিত যোনির অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জরায়ু সবল ও কার্যক্ষম হইলে নানাপ্রকার ব্যাধি হইতে নিরাপদ থাকে। পক্ষান্তরে জরায়ু রোগাক্রান্ত নারী বল প্রকার কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে জরায়ু রোগাক্রান্ত না হয়।

কারণ—অধিক পরিমাণ স্বামী সহবাসে ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দিন দিন উহা দুর্বল হইয়া যায়।

ত্রিথ প্রভৃতির দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে আকালে গর্ভপাত করাইলে কিংবা বিশেষ কোন ব্যাধির কারণে অসময় গর্ভপাত হইলেও জরায়ু দুর্বল হইয়া যায়। অতিরিক্ত মরিচ, পিয়াজ প্রভৃতি কটু ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলেও উহা দুর্বল হইয়া যায়।

অনিয়ম, বেনিয়ম এবং অনুপযুক্ত আহারাদির দরুন ঝর্তুন্নাব যথা নিয়ম না হওয়াতেও জরায়ু ব্যাধি দেখা দিয়া থাকে। গর্ভবস্থায় লফ্ফ-বাফ্ফ এবং জোরপূর্বক সস্তান প্রসব করাতে, প্রবল কাশিতে ও আমাশয়ে অনেক সময় জরায়ুর মুখনালি যৌনী দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। কোন কোন মেয়ের ঐ বহিরাগত নালী এত বড় ও শক্ত হইয়া যায় যে, তখন অপারেশন ছাড়া উহার চিকিৎসাই অসম্ভব হইয়া যায়।

ঝর্তু বন্ধ—গাজরের বীজ অগ্নিতে নিষ্কেপ করিয়া ঐ অগ্নিপাত্রের মুখে একটা ঢাকনি দিবে এবং ঢাকনিতে একটি ছিদ্র আগেই করিয়া লইবে। ঢাকনির ছিদ্র দিয়া যে ধূম নির্গত হইবে যৌনি দ্বার দিয়া উহা জরায়ু পর্যন্ত পৌঁছিতে দিবে। —বেহেশ্তী জেওর। মানুষের চুলের ধূম উল্লেখিত নিয়মে জরায়ুতে পৌঁছিবে। ইহাতে ঝর্তু বন্ধ, ঝর্তুর অনিয়ম ও ব্যতিক্রম বিদ্যুরিত হইবে।

—হায়াতুল হায়ওয়ান

জরায়ু দোষে বাধক বেদনা হইয়া থাকে, এই বেদনা উপশমার্থে চিকিৎসা—ফুটের দানা / ছটাক, গোক্ষুর / ছটাক, বিড়ঙ্গ / ছটাক, মৌরি / ছটাক এই সমুদয় চূর্ণ করত ১/২ সের পানিতে জ্বাল দিবে। অর্ধ সের থাকিতে নামাইয়া লইবে। প্রত্যহ / ছটাক, এক সপ্তাহ পর্যন্ত সেবন করিবে।

ওল্ট্রকম্বলের মূলের ছাল অর্ধ তোলা, ৭টা গোলমরিচের সহিত পিষিয়া ঝর্তুর ২/৩ দিন আগে হইতে ঝর্তুর পরও ২/৩ দিন পর্যন্ত ভক্ষণ করিতে দিবে। সকল প্রকার বাধক নির্মূল হইয়া যাইবে। কাল তুলসীর শিকড়, ২১টি গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে বাধক আরোগ্য হইয়া যায়।

অধিক রক্তস্নাব

সস্তান প্রসবাণ্তে, ঝর্তুকালে কাহারও অধিক রক্তস্নাব হইয়া থাকে।

অর্ধ ছটাক দুর্বার রস চিনির সহিত দৈনিক ৩ বার সেবন করাইলে স্ত্রীলোকের অধিক রক্তস্নাব নিবারিত হয়।

ডালিমের খোসা ২ তোলা, ডালিমের ফুলের মোচা ২ তোলা, মাজু ফল ২ তোলা, ২০ সের পানিতে জ্বাল দিয়া টবে পুরিবে। সহ্য মত উক্ত গরম পানির মধ্যে কোমর পর্যন্ত ভিজাইয়া বসিবে। পানি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিবে। খোদা চাহে ত রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

গেরো মাটি ১ তোলা, ছঙ্গে জারাহাত ১ তোলা, মাজুফল ১ তোলা, ইহাদের চূর্ণ ১০ তোলা ঠাণ্ডা পানির সহিত সেব্য।

তদবীর

এক ছটাক খাঁটি সরিষার তৈলের সহিত ১ তোলা কর্পুর মিশ্রিত করিবে। افحسبتكم بخیر الرحمنين — এক ছটাক পর্যন্ত ৩ বার পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যহ ৪/৫ বার তলপেট, কোমর এবং জরায়ু সোজাসুজি মালিশ করিবে। এই তৈল ব্যবহারের সঙ্গে নিম্নোক্ত তাবীজটিও জরায়ু বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَجَعَلْنَا فِيهَا حَتَّىٰ مِنْ نَخْلٍ ۝ وَأَعْنَابٍ ۝ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيْنِ
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلْتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ - أَوْلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَّاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلًّا شَيْءًا حَتَّىٰ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ -

অতিরিক্ত রক্তস্নাবে ১ খণ্ড কাগজে লিখিবে—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَقَيْلٌ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءِكِ وَيَا سَمَاءَ أَقْلَعِي وَغِيَضَ الْمَاءِ وَقُصْبَى
الْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِي وَقَيْلٌ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ
يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ -

তাবীজ বানাইয়া কোমরে ধারণ করিবে।

উক্ত আয়াতদ্বয় ও বার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। এ পানি দ্বারা হাত, মুখ ও পা ধোত করিতে দিবে। কিছু খাইতেও দিবে।

প্রবল রক্তস্নাবে সন্তুষ্ট হইলে উক্ত তদ্বীরদ্বয়ের সহিত ঐরূপ পড়া পানি ১টি টব বা চৌবাচ্চায় পুরিয়া রোগিনীকে প্রত্যহ সকাল ও বৈকালে ১ ঘণ্টা করিয়া কোমর পর্যন্ত ভিজাইয়া বসিতে দিবে। খোদা চাহে তো রোগ নিরাময় হইবে।

ফাতেহাসহ চিনা বরতনে আয়াতে-শেফা লিখিয়া ধোত করিয়া এ পানি সেবন করিতে দিবে।

প্রবল রক্তস্নাবে চলাফেরা করা নিষিদ্ধ।

শ্঵েত প্রদর

ইহা ভয়ানক কুৎসিত ব্যাধি। স্ত্রীলোকে যদি অতিরিক্ত মরিচ, তিক্ত, রস, টক প্রভৃতি অনুপযুক্ত কুখাদ্য বহুল পরিমাণ ভক্ষণ করে, তবেই এই রোগ দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কোষ্ঠ কাঠিন্যের কারণেও রক্তস্নাব হেতু জরায়ু দুর্বল হইয়া যায়। অনেকের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও তিরোহিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—রোগের কারণ বর্জন করিবে। ১টি কাঁটা নটের শিকড় ৩টি গোল মরিচের সহিত বাটিয়া প্রত্যহ খাইলে শ্঵েত প্রদর বিনষ্ট হয়। আপাং এর শিকড় বাটিয়া খাইলে রক্ত প্রদর বিনষ্ট হয়। নিম্নলিখিত পাচন মধুসহ দৈনিক ১ বার সেবন করিলে শূল, পীতবর্ণ, শ্঵েত বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও অরুণ বর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় প্রদর বিনষ্ট হয়। দারু হরিদ্রা রসাঞ্চন, মুতা, ডেলা, বেল, বাসক, চিরতা। ইহাদের কাথ শীতল হইলে উক্ত নিয়মে পান করিবে।

তদ্বীর

মূত্রাশয় অধ্যায়ের প্রথম তদ্বীরে যে পানি পড়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে উহা শ্঵েত প্রদরে অবশ্যই ব্যবহার করিতে দিবে।

আয়াতে শেফা চিনা বরতনে ফাতেহাসহ লিখিয়া খাইতে দিবে।

জরায়ুতে জখম কিংবা চুলকানি হইলে বা ফুলিয়া গেলে এক ছটাক সরিয়ার তৈল লইবে এবং উহাতে নিম্নোক্ত নিয়মে আয়াতসমূহ পড়িয়া দম দিবে ভিতরে বাহিরে ব্যবহার করিতে দিবে।

১০ বার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - رَبِّ أَنِّي مَسِينِي الْفُرُونَاتِ أَرْحَمُ الرُّحْمَنِينَ

১০ বার

مُسَلَّمٌ لَّا شِئَةَ فِيهَا

৩ বার

وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْبَلْيُ الظَّلَمِينَ

৩ বার

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَورًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَا إِعْنَى -

উক্ত আয়াতসমূহ এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া জরায়ু বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

শ্বেত ও রক্ত প্রদরে মেশ্ক জাফরান ও গোলাব নির্মিত কালি দ্বারা যথা নিয়মে ২টি তাবীজ লিখিবে। ১টি বাম হাতের বাজুতে, অপরটি পানিতে ভিজাইয়া ঐ পানি সেবন করিতে দিবে। তাবীজটি এই—

৭৮৬

رب	من	قولا	سلام
رحيم	رب	من	قولا
مشكل	رحيم	رب	من
كشابيو	مشكل	رحيم	رب

بِيَاضِ يَعْقُوبَ -

ঝাতু বন্ধ হইলে অনেকে হঠাতে জ্ঞানহীন অচেতন হইয়া পড়ে। অনেকে ইহাকে জীনের আছর বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোন দুর্ঘট্ট বন্ধ শুঁকিয়া দিলে যদি চেতনা লাভ করে, তবে মনে করিবে উহা ঝাতু বন্ধ হেতু উৎপন্ন হইয়াছে। এমতাবস্থায় শ্রাব পরিষ্কার হইবার চিকিৎসা করিলেই সুফল হইবে। ঝাতু হইতে পাক হইবার পর কিছুটা কস্তির নেকড়াযুক্ত করিয়া লজ্জাস্থানে ধারণ করিলে এরোগ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

গর্ত

স্বামীর শুক্রে কীটাদি না থাকিলে কিংবা অন্য কোন কারণে স্ত্রীর সব কিছু যথাযোগ্য ঠিক থাকিলেও সন্তান পয়দা হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

স্বামীর কোন ক্রটি নাই কিন্তু স্ত্রীর শ্বেত প্রদর, বাধক কিংবা ঝাতু বন্ধ থাকিলে গর্ভ সঞ্চার হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করাইবে।

১। স্ত্রীর অঙ্গাত সারে ঘোটকীর দুধ পান করাইয়া তখনই স্ত্রীসহবাস করিলে গর্ভের সূচনা হইয়া থাকে।

২। হাঁসের ভাজা অগুকোষদ্বয় স্বামী ভক্ষণ করিয়া তখনই (স্ত্রীগমন করিলে গর্ভধারণ হইয়া থাকে।

৩। ঝাতুর শেষ তিন দিন দৈনিক ৩ বার মানুষের চুলের ধুয়া জরায়ুতে দিবে এবং ঝাতু বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে গোসল করিয়া স্বামী সঙ্গ লাভ করিলে চির বন্ধ্যার সন্তান লাভ হয়।

୪। ମୋରଗେର କୋଷଦୟ ଭସ୍ମ କରିଯା ଉହା ପାନିର ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟେ ଶ୍ରୀକେ ସେବନ କରାଇବେ ।

ଗର୍ଭବତୀର ସାବଧାନତା

ଯାହାତେ କୋଷଦୟତା, ଦାସ୍ତ ଓ ଆମାଶ୍ୟ ହିଁତେ ନା ପାରେ ସେଜନ୍ୟ ସର୍ବଦାଇ ଆହାରେ ବିଚାର କରିଯା ଚଲିତେ ହିଁବେ । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରେ କୋଷ କାଠିନ୍ୟେ ଦରଳନ ପେଟେ ତୀର ବେଦନା ଉପଥିତ ହୟ । ଏକଥିବା କ୍ଷେତ୍ରେ ତାଜା ବା ଶୁକ୍ଳନା ଗୋଲାବ ଫୁଲେର ପୋଡ଼ା ପାତା ୧୦୦/୧୦ ମାୟା ଆଧା ପୋୟା ଗୋଲାବ ପାନିତେ ସାରା ରାତ୍ରି ଭିଜାଇଯା ରାଖିବେ । ସକାଳେ ମିଛରିର ସହିତ ଖୁବ୍ ଭାଲରାପେ ପିବିଯା ଉହା ଭକ୍ଷଣ କରିବେ । ୨/୧ ବାର ଦାସ୍ତ ହିଁଯା ପେଟ ପରିଷକାର ହିଁବେ; ବେଦନା ଉପଶମ ହିଁବେ, ପାକାଶ୍ୟ ସବଳ ଓ ସତେଜ ହିଁବେ । ଗର୍ଭପାତେର ଆଶଙ୍କା ଥାକିବେ ନା । ଗର୍ଭବତୀର ପୋଡ଼ାମାଟି ଖାଇବାର ଅଭିଲାଷ ହିଁତେ ଥାକିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିଲେ ଅବଶ୍ୟ କୋନ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ନା ଖାଓୟାଇ ଉତ୍ତମ । ଉପରି ଉତ୍ତ ନିଯମେ ଗୋଲାବ ପାତାର ଔଷଧ ସେବନ କରିତେ ଦିବେ । କୁଥା ମନ୍ଦା ହିଁଲେ ମିଷ୍ଟାନ ଓ ତୈଲାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଭକ୍ଷଣ କିଛୁ ଦିନେର ଜନ୍ୟ ବନ୍ଧ ରାଖିବେ । ଉତ୍ତ ଗୋଲାବ ପାତାର ଔଷଧ ସେବନ କରିତେ ଦିବେ । ବମି ଆସିଲେ ବନ୍ଧ କରିବେ ନା; ଅବଶ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୃତଭାବେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟେ ବମିଓ କରିବେ ନା ।

ଗର୍ଭବତୀର ହୃଦକ୍ଷମ୍ପ ଦେଖି ୨/୧ ଢୋକ ଗରମ ପାନ ପାନ କରିତେ ଦିବେ । ଚଳା ଫିରା କରିବେ । ଇହାତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଶମ ନା ହିଁଲେ ବିଜ୍ଞ ଚିକିଂସକେର ଦ୍ୱାରା ଚିକିଂସା କରାଇବେ । ଦାଓୟାଟୁଳ ମେଚ୍ଛକ-ମୋତାଦିଲ ସେବନ କରାଇବେ । ୫ ମାୟା ହିଁତେ ୯ ମାୟା ।

ଆମାଶ୍ୟ ହିଁତେ ପାରେ ଏମନ ଆହାର କଖନ୍ୟ କରିବେ ନା । କାରଣ ପ୍ରବଳ ଆମାଶ୍ୟରେ କୁଞ୍ଚନେ ସନ୍ତାନ ରଙ୍ଗକା କରା ଦୁସାଧ୍ୟ ଓ ବଟେ । ଏକାନ୍ତ ଆମାଶ୍ୟ ହିଁଯା ଗେଲେ ୧୦/୧୫ ବଂସରେର ପୁରାତନ ତେତୁଲେର ଶରବଂ ପାନ କରିତେ ଦିବେ ।

ଗର୍ଭବତୀର ରକ୍ତଶ୍ଵାବ

ପ୍ରବଳ ବେଦନାର ସହିତ ରକ୍ତଶ୍ଵାବେର ପରିଗାମେ ସନ୍ତାନ ବିନଷ୍ଟ ହିଁଯା ଥାକେ । ରକ୍ତଶ୍ଵାବ ଦେଖାଦିଲେ ଅବିଲମ୍ବେ ଉତ୍ତର ଚିକିଂସା କରିବେ ।

୧ମ ମାସେ ରକ୍ତଶ୍ଵାବ ଉପଥିତ ହିଁଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିକାରାର୍ଥେ ଯଷ୍ଟି ମଧୁ, କ୍ଷୀର କାକୋଲୀ ଓ ଦେବଦାର ।

୨ୟ ମାସେର ରକ୍ତଶ୍ଵାବେ ଆମରଳ, କୃଷ୍ଣତିଲ, ମର୍ଜିଣ୍ଟା ଓ ଶତମୂଳୀ ।

୩ୟ ମାସେର ରକ୍ତଶ୍ଵାବେ ପରଗାଢା, କ୍ଷୀର କାକୋଲୀ, ନୀଲୋଂପଲ, ଅନନ୍ତ ମୂଳ ।

୪ୟ ମାସେର ଶ୍ରାବେ ଶ୍ୟାମା ଲତା, ରାମ୍ଭା, ବାମୁନ ହାଟୀ, ଯଷ୍ଟିମଧୁ, ଅନନ୍ତ ମୂଳ ।

୫ୟ ମାସେର ଶ୍ରାବେ ବୃହତି, କଟ୍ଟକାରୀ, ଗନ୍ତାରୀଫଳ, ବଟ ବୃକ୍ଷେର ଛାଲ, ଶୁଙ୍ଗା ଓ ସୃତ ।

୬ୟ ମାସେର ରକ୍ତଶ୍ଵାବେ—ଚାକୁଲେ, ବେଡ଼େଲା, ଶଜିନାବୀଜ, ଗୋକୁର, ଯଷ୍ଟିମଧୁ ।

୭ୟ ମାସେର ରକ୍ତଶ୍ଵାବେ ପାନି ଦଲ, ପଦ୍ମ ମୂଳାଳ କିସ୍ମିସ, କେଶୁର, ଯଷ୍ଟିମଧୁ ଓ ଚିନି ।

୮ୟ ମାସେର ରକ୍ତଶ୍ଵାବେ କରେତ ବେଲ, ବୃହତି, କଟ୍ଟକାରୀ, ଇଙ୍କୁ ଇହାଦେର ମୂଳ ଏବଂ ପଲତା ।

୯ୟ ମାସେର ଶ୍ରାବେ ଯଷ୍ଟିମଧୁ, ଅନନ୍ତ ମୂଳ, କ୍ଷୀର କାକୋଲୀ, ଶ୍ୟାମାଲତା, ଥେତୋ କରିଯା ଦୁନ୍ଧ ପାକ କରିବେ । ଏହି ଦୁନ୍ଧ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାଯା ଗର୍ଭବତୀକେ ପାନ କରିତେ ଦିବେ । —ଆୟର୍ବେଦ ପ୍ରଦୀପ ।

ଗର୍ଭବତୀର ଅକାଲ ବେଦନା

୧ମ ମାସେର ବେଦନାୟ—ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ, ଶୁଲଫା, ଚିନି, କାଷ୍ଟ ମଲିକା, ଏହି ସମୁଦୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମଭାଗେ ଲାଇଁଯା ଚାଲୁନି ପାନିତେ ବାଟିବେ । ଦୁନ୍ଧସହ ପାନ କରିତେ ଦିବେ । ପଥ୍ୟ ଦୁଧ ଭାତ ।

২য় মাসের বেদনায়—পাদ্র, পানিফল, কেশুর চালুনি পানিতে পিষিয়া চালুনি পানিসহ সেব্য।
ইহাতে বেদনার উপশম ও গর্ভের স্থিরতা হয়।

৩য় মাসের বেদনায়—ক্ষীর কাকোলী, কাকোলী, আমলকী পিষিয়া গরম পানিতে সেবন করিতে দিবে।

৪র্থ মাসের বেদনায়—উৎপল, শালুক, কষ্টকারী, গোক্ষুর ইহাদের কাথ সেব্য।

৫ম মাসের বেদনায়—নীলোৎপল, ক্ষীর কাকোলী দুধে পেষণ করিয়া দুধ, ঘি ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

৬ষ্ঠ মাসের বেদনায়—টাবা লেবুর বীজ, যষ্টিমধু, রক্ত চন্দন, নীলোৎপল, দুধে পেষণ করত পান করিতে দিবে।

৭ম মাসের বেদনায়—শতমূলী ও পদ্মমূল বাটিয়া দুঃখসহ সেব্য।

৮ম মাসের বেদনায়—শীতল পানিতে পলাশপত্র বাটিয়া খাওয়াইবে।

৯ম মাসের বেদনায়—এরগুমূল, কাকোলী শীতল পানিতে পিষিয়া সেবন করিতে দিবে।
অবশ্য ৯ম ও ১০ম মাসের প্রসব বেদনা বুঝিলে আর বেদনা উপশমের চিকিৎসা করিবে না।

অসময় বা অকালে গর্ভ পাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; কেশর, পানিফল, পদ্র কেশর, উৎপল, মুগাণি ও যষ্টিমধু। এই সমুদয় দ্রব্যের কক্ষেসিদ্ধ দুঃখ ও চিনির সহিত সেব্য। পথ্য কেবলমাত্র দুধ ভাত। বকরীর দুধ ১/০ ছটক মধু ২ মাষা কুণ্ডকারের মর্দিত কর্দমী ৪ মাষা একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গর্ভপাত নিরাগ হয়।

গর্ভবতী নানাবর্ণের অতিসার, গ্রহণী, জ্বর, শোথ, শূল নিবারণার্থে লবঙ্গাদি চূর্ণ বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁষ্ঠ, ধনে, জায়ফল, শ্বেতধূনা, শুলদা, ডালিম ফলের খোসা, জীরা, সৈঁঘাব, মোচরস, শিমুলের আটা, নীল সুদীমূল, রসাঞ্চন, অভ্ৰ, বঙ্গ, বৰাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁষ্ঠ আতইচ, কাকড়া শৃঙ্গি, খদির ও বালা। প্রত্যেক সমান ভাগ চূর্ণ ভীমরাজের রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিবে। অনুপান ছাগ-দুঃখ মাত্রা ১/০ হইতে ১/১০ পর্যন্ত।
গর্ভচিন্তামণি রস—ইহা সেবনে গর্ভবতীর জ্বর, দাহ, প্রদাহ, প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা সৃতিকা রোগও বিনষ্ট হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—রস সিদুর, রৌপ্য, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা অভ্ৰ ৪ তোলা কর্পূর, বঙ্গ, তাণ্ডু, জায়ফল, জৈত্রী, গৌক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলার মূল প্রত্যেকটি ১ তোলা পানিতে মর্দন করিয়া ২ রতি বটি তৈয়ার করিবে।

সুপথ্য—আঙ্গুর, পেয়ারা, ছেব, নাশপতি, ডালিম, আম, জাম, আমলকী, ছোট পাথী ও খাসির এবং বকরীর গোশ্ত। গমের রুটী, মুগ, মাখন, ঘৃত, দুঃখ, চিনি, মিছুরি, কলা, কিসমিস, মোনাকা, আন্জীর, মধুর দ্রব্য, চন্দন, ঘোল, স্নান, কোমল শয্যায় শয়ন সামান্য পরিশ্রম প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর দ্রব্য।

কুপথ্য—রেউচিনি, ছোলা, মূলা, গাঁজুর, হরিগের গোশ্ত, অতিরিক্ত বাল, বেশী টক ও তিক্ত দ্রব্য, তরমুজ, অধিক মাষকলায়ের ডাল, বিবাদ, অতি ভোজন, রাত্রি জাগরণ, আপ্রিয় দর্শন, অধিক ব্যায়াম, বেশী ভার বহন, দিবানিদ্রা, শোক, ক্রোধ, ভয়, মলমূত্রের বেগ ধারণ, উপবাস, চিংভাবে শয়ন, উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়া, অধিক পরিমাণ জুলাপ, ক্যাষ্টার ওয়েল ব্যবহার, চতুর্থ

মাসের পূর্বে এবং সপ্তম মাসের পরে স্বামী সহবাস, সুগন্ধি ব্যবহার বিশেষতঃ নবম মাসের পরে, অলসতা, সর্দি কাশি প্রভৃতি অঙ্গের অঙ্গের পরে নিষিদ্ধ।

তদ্বীর

১। গর্ভধারণ ও রক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় কাগজে লিখিয়া স্ত্রী লোকের কোমরে ব্যবহার করিতে দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ - أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثى
وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

২। যাহাদের সন্তানই হয় না কিংবা গর্ভে মরিয়া যায় তাহাদের মাথার তালু হইতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী পরিমাণ হলুদ রংয়ের কাঁচা সূতা লইবে। নয়টি গিরা দিবে, প্রত্যেকটি গিরায় নিম্নোক্ত আয়াৎ পড়িয়া ১ বার ফুঁক দিতে যাইবে। অতঃপর উহা স্ত্রী লোকের গলায় কিংবা কোমরে ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَاصْبِرْوَمَا صَبَرْتُكُمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْرِنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تُكْفِرْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا
يُمْكِرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدِّيْنِ اتَّقُوا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُونَ -

এ সঙ্গে সূরা-কাফেরণও এক একবার করিয়া পড়িবে।

৩। উক্ত রোগে এবং গর্ভবতী হঠাতে আঘাত পাইলে বা আছাড় খাইলে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া তৈল ও পানিতে দম দিয়া গোসল করিতে দিবে। নীচের তাবীজটি গলায় ধারণ করিতে হইবে যেন পেটের উপরিভাগে ঝুলিয়া থাকে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ - أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثى
وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ - وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ عِمْرَانَ رَبِّي نَذَرْتُ
لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُهْرَرًا فَتَقْبِلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - فَلَمَّا وَضَعْتُهَا قَالَتِ رَبِّي وَضَعْتُهَا
أُنْثى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ - وَلَيْسَ الدَّكَرُ كَالْأُنْثى وَإِنَّ سَمِيَّتَهَا مَرْيَمَ وَإِنَّ أَعِيَّدَهَا بَكَ وَدَرِيَّتَهَا
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - فَتَقْبِلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَبْتَهَا بَنَاتِهَا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَا - وَاصْبِرْوَمَا
صَبَرْتُكُمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْرِنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تُكْفِرْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يُمْكِرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدِّيْنِ اتَّقُوا وَالَّذِيْنَ هُمْ
مُّحْسِنُونَ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর এই তাবীজটি সন্তানের গলায় বাঁধিয়া দিবে। ইহা দ্বারা গর্ভবতীর ভয়াবহ দুঃস্থ বিদ্রূরিত হয়।

৪। ৪০ তার কাল সূতা ১। গজ লম্বা। উহা হাতে রাখিয়া পূর্ণ সূরা-ইয়াসীন পড়িবে। প্রত্যেক মুবীনের সময় একটি গিরা এবং উহাতে ফুক দিয়া গর্ভবতীর কোমরে ধারণ করিলে গর্ভপাত হয় না।

৫। ৪০টি লবঙ্গ হইবে। প্রত্যেকটি লবঙ্গের উপর ৭ বার নিম্নোক্ত আয়াৎ পড়িয়া ফুক দিবে। ঝুঁতু হইতে পৰিত্বাতা লাভের পর প্রত্যহ রাত্রে ১টি লবঙ্গ চিবাইয়া থাইবে। লবঙ্গ খাওয়ার পর পানি খাইবে না এই ৪০ দিনের মধ্যে স্বামী সহবাস হওয়া দরকার।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَوْكَظْلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لَجْجَىٰ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ
سَحَابٌ ثَلْمَاتٌ بَعْصُهَا فَوْقَ بَعْضٍ - إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا
لَهُ مِنْ نُورٍ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَلَوْاَنْ قُرْآنًا سُبِّرْتُ بِهِ الْجَبَالُ أَوْقَطِعْتُ بِهِ الْأَرْضُ أَوْكِلْمُ بِهِ الْمَوْتَى
بِلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -

হরিণের পাকস্তলীর চামড়ার উপর উক্ত আয়াৎ মেশক জাফরাণ ও গোলাব পানি দ্বারা লিখিয়া গলায় ধারণ করিলে চির বন্ধ্যরও গর্ভ হইয়া থাকে।

৬। মৃত বৎসা রোগে প্রথম মাসের কোন এক সোমবার দুপুরের সময় ছাটাক গোল মরিচ, ছাটাক যোয়ান লইবে। ১ বার সূরা-শামছ ও একবার দুরদ শরীফ পড়িয়া উহাতে দম দিবে। এইরূপ ৪০ বার করিবে। গর্ভবতীকে প্রত্যহ ১টি মরিচ ও কয়েকটি যোয়ান থাইতে দিবে। যতদিন সন্তান দুখ থাইবে ততদিন মাতা উহা থাইতে থাকিবে। খোদা চাহে ত মৃত বৎসা রোগ দূর হইবে।

৭। পুঁ খরগোশের পনির উহার কোষদ্বয়ের সহিত পিষিয়া থাইয়া স্তীগমন করিলে পুত্র সন্তান; স্তী খরগোশের থাইলে কন্যা সন্তান লাভ হয়।

৮। সদা কন্যা সন্তান হইতে থাকিলে স্তী পেটের উপর স্বামী শাহাদৎ আঙ্গুলী দ্বারা গোল দায়েরা দিয়া এ দায়েরার মধ্যে লিখিবে। এরূপ ৭০ বার করিবে। খোদা চাহে ত পুত্র সন্তান লাভ করিবে।

৯। জীনের আছর থাকিলে সন্তান নষ্ট হইয়া থাকে। অবস্থা এরূপ হইলে জীন অধ্যায় দেখিয়া উহাকে তাড়াইবার জন্য সহজ তদ্বীর করিবে। গর্ভে সন্তান থাকিলে জীনের কড়া তদ্বীর করিবে না ইহাতে সন্তান ও মাতা উভয়ের প্রাণনাশের আশঙ্কা রহিয়াছে। তদ্বীজ কবজ দ্বারা জীন দূরে সরাইবার চেষ্টা করিবে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকের মধ্যে মানুষের শেকায়েত করিয়াছেন এবং বড়ই মর্মান্তিক ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেনঃ “মানুষ তাহাদের মহান খোদার পূর্ণ ও যথাযোগ্য মহসুস স্বীকার করিল না।” আল্লাহ্ পাক জলদ গভীর স্বরে কোরআনের মধ্যে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেনঃ “আমি স্বয়ং; আসমান-জমীন এবং ইহাদের মধ্যস্থিত সবকিছুর আর যাহা তোমরা দেখিতে পাও কিংবা না পাও আমি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, রজিদাতা এবং ধন-জন, জ্ঞানবান, বিদ্যা-বুদ্ধি সবকিছু প্রদানকারী।” মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, পরিবর্তন সবকিছুরই প্রত্যক্ষকারী; দর্শনকারী ও শ্রবণকারী। আমার জ্ঞানের এবং ক্ষমতার বাহিরে কোন কিছুই হইতে পারে না। কোরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ্ তা'আলার এ সব মহসুসের কীর্তন বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুসলমান ! তুমি কি খোদার গুণাবলীসমূহ নিজের ভিতর, বাহির, কথায়, কাজে, পরিকল্পনায়, হৃদয়ে এবং মগজে চুকাইতে পারিয়াছ ? সত্যই তুমি যদি উহা মানিয়া থাক তুমি থাটি মুসলমান। আর যদি একেবারেই অস্থিকার কর, তবে তুমি বে-ইমান মরদুদ কাফের।

শুধু জমা খরচের বেলা যদি উহা মানিয়া লও বা সমাজে ব্যক্তি বিশেষের চাপে সংযত থাক আর মুখে খোদাকে সর্বশক্তিমান মানিয়া লও ; কিন্তু তোমার মন-মগজ উহা কবূল করিয়া না লইয়া থাকে, কিংবা কোন প্রকার ইতস্ততঃ বা সন্দেহ তোমার মনে জাগরুক থাকে, তবে তুমি একজন সত্যিকার মোনাফেক।

অতএব, দেখা যায়, সত্যিকার মু'মিন একমাত্র সে-ই, যে খোদার উল্লিখিত গুণাবলী স্বীকার করিয়া লয়। তাহারা ভর্মেও খোদার সার্বভৌমত্বকে ভুলিতে পারে না।

আল্লাহ্ রাববুল আলামীন স্বীয় কালামে পাকে অতি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে—একমাত্র আল্লাহই রাজ্ঞাক। তিনি ভিন্ন আর কোন রাজ্ঞাক বা রেজেকদাতা নাই। তিনি কোরআনে পাকে বলিতেছেন : “(হে মানব !) তোমরা সন্তান নষ্ট করিও না অভাবের ভয়ে ; কারণ তোমাদিগকে এবং তোমাদের সন্তানগণকে আমই রেজেক প্রদান করিয়া থাকি।”

অতএব, প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে সৃষ্টি-কর্তা, রক্ষা কর্তা, পালন কর্তা, রেজেকদাতা এবং নিজকে তাহার একান্ত অনুগত দাস ও বান্দা বলিয়া ধারণা করা। পক্ষান্তরে যদি কেহ আল্লাহকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার মহান গুণাবলীকে কাঢ়িয়া লইয়া নিজেকে ফেরআউন বানাইতে চায়, তবে তাহার পরিণাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

অধুনা আমাদের এক শ্রেণীর মহারথীরা ভূমি সংকট এবং আর্থিক দৈন্যের কথা চিন্তা করিয়া একেবাবে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এ কথা তাহাদের তলাইয়া দেখা উচিত যে, এই সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা দেশ যার ঐশ্বর্যের কারণে বহির্ভারতের বড় বড় তাঙ্গৰীদিগকে বার বার ভারত আক্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। সেই সোনার বাংলা আজ কেন মহা শুশানে পরিণত হইল ? আমাদের মহারথীরা সেদিকে একবারও দৃকপাত করিয়াছেন কি ?

নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রি হইত একথা কে না জানে ? তখন মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যিকীয় জিনিস-পত্রও ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ এবং সস্তা। কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম সান্নাজ্যবাদী রাজা-বাদশাহগণ সুদীর্ঘ কয়েক শত বৎসর ব্যাপিয়া চরম ভোগ-বিলাস, নারী-বিলাস ও নানা প্রকার পাপাচারে প্রথিবীর মাটি, পানি ও শূন্যের হাওয়াকে কল্যানতায় বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকার পরিবর্তে তাহারা আরও উৎসাহ বোধ করিত। মোগল সন্তাট আকবর তো নৃতন মনগড়া মতবাদ প্রচার করিয়া সকল দেশবাসীকে গোমরাহীর চরমে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। এই সব অমার্জনীয় খোদাদ্রোহিতার ফলেই জমিনের দিকে নামিয়া আসিল মহান প্রাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার গজব ও কহর। যার বাস্তব পরিণতি স্বরূপ যালেম নিষ্ঠুর ইংরেজ জাতিকে ক্ষমতাসীন করিয়া দিয়াছিলেন এদেশবাসীর উপর।

দুর্ধর্ম ইংরেজ জাতি এই দেশের অধিবাসীদিগকে চির গোলাম বানাইবার উদ্দেশ্যে বহু সুপরিকল্পিত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। বয়ঃবৃদ্ধ নাগরিক ও তৎকালীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, সুচতুর ইংরেজরা জাহাজে বোঝাই করিয়া এদেশের খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি

সাত সমুদ্রের ওপার পার করিয়া দিত। দেশের ধান পাটের ক্ষেত জোরপূর্বক নীলের ক্ষেতে পরিণত করিত। ১ম ও ২য় মহাযুদ্ধের যাবতীয় খরচই তারা নির্যাতীত ভারত হইতেই উসুল করিয়া লইয়াছিল। দেশের সোনা, মুক্তা, হিরা, জহরত সবকিছু সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে লইয়া গিয়াছিল। যুগ যুগ ধরে ঘাট্তি পূরণ করে খাদ্য-দ্রব্যাদির যে ভাণ্ডারটি সঞ্চিত ছিল তা কুমিল্লা, চিটাগাং ও সাতক্ষীরা এলাকায় ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। কোটি কোটি মণ ধান আগুনেরই খোকাক হইয়াছিল। অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্ৰী বুড়িগঙ্গা, মেঘনা ও কর্ণফুলীর কোমল চৱণে অপূর্ণ করা হইয়াছিল। জাতির আখলাক নষ্ট করিয়া খোদার গবাব আয়াবে নিপত্তি করার জন্য তাহারা বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করিয়া গান-বাদ্য ও বেশ্যার আমদানি করিত। এইসব সুপরিকল্পিত পথায় তাহারা এদেশবাসীর মন-মগজ এবং চরিত্রকে এমনভাবে কল্পিষ্ঠ করিয়া দিয়াছে, যার ফলে দেশবাসী তার স্বাস্থ্য-সম্পদ, ধন-সম্পদ এবং শিক্ষা, তাহায়ীব, তমদুন সকলই হারাইয়া একেবারে নিঃস্ব নিঃস্বল হইয়া পড়িয়াছে। বৃটিশ সরকারের এই চক্রান্ত এবং নিজেদের অসীম পাপের দরকন খোদার অসম্ভুষ্টির কারণে আজ সোনার বাংলা মহা শাশানে পরিণত হইয়াছে। এই চৰম দুর্দশার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের নব্য শিক্ষিত পাতি-ফিরিংগিরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইহা কার্যকৰী করার জন্য তৎকালীন পাক-সরকার একমাত্র বাংলাদেশেই কয়েক শত ক্লিনিক স্থাপন করিয়াছে। ইহাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। সরকার যথারীতি প্রচার কার্যও চালাইতেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে সব পথ তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে তৎসমূদয় সম্পর্কে তাহারা নিজেরাই এপর্যন্ত নিশ্চিত হইতে পারে নাই।

এ-প্রসঙ্গে আমাদের কথা :

(১) একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রেয়েক দাতা। কেহ যদি নিজে রুযিদাতা হওয়ার দাবী করেন অথচ বিপুল জনতার খাদ্য দানে অপারাগ হন, তবে তিনি গদী ছাড়িয়া জঙ্গলে যাইতে পারেন। সেজন্য তার পথ একেবারেই খোলা রহিয়াছে।

(২) আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি যে পরিমাণ লোকের বসবাস ও আহার্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন ঠিক সেই পরিমাণ মানুষই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। খোদার কাজ লইয়া মানুষের ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না।

(৩) প্রতি বৎসর পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও সাগর উপসাগর হাজার হাজার একব জমি ভাসাইয়া দিতেছে। ফসল উৎপন্নের প্রচুর জমি অনাবাদ পড়িয়া রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা কি এসব নেয়ামত মানুষের জন্য দান করিতেছেন না ?

(৪) মরম্ময় দেশ আৱৰ ভূমিতে (যেখানে বালুকারাজী ও বাবলা গাছ ছাড়া আৱ কিছু জমে না) জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্নই উঠিতেছে না, তবে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশে এ প্রশ্ন শুধু অবাস্তৱই নয়, বোকামিও।

(৫) জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে দেশে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার যাবতীয় দ্বার উন্মুক্ত করা হইতেছে। কৃৎসিং নাটক, নভেল ও উলঙ্গ চিত্ৰ দ্বারা লাইব্ৰেৰী, ক্লাৰ সম্পূৰ্ণ ভৱপূৰ কৰা হইতেছে, উলঙ্গ ন্যূনতকে আট্টের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অঞ্জীল সিনেমার আমদানী করিয়া দেশের যৌন-উদ্বেলিত ছেলে-মেয়েদিগকে উচ্ছৃঙ্খলার দিকে ঢুত ধাৰিত কৰা হইতেছে। নারী-পুৱৰ্ষ সকলেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামাদিকে যৌন-আবেদনপূৰ্ণ কৰার হাতিয়াৰ হিসাবে ব্যবহাৰ কৰিয়া অবাধে

যৌনকার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ফলে দেশের জারজ সন্তানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। থিয়েটার ড্রামার অংশ গ্রহণ করার জন্য যুবক যুবতীদেরকে উৎসাহিত করা হইতেছে। দেশের পতিতালয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কো-এডুকেশন দ্বারা যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশাৰ পথকে প্রশস্ত করা হইতেছে। এইরূপ অসংখ্য উপায়ে পাপাচারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া স্বীকৃত মুসলমানদেরকে হতভম্ব করিয়া দিয়াছে। পাপের এইসব মহা তাওবলীলা দুনিয়াৰ আকাশ-বাতাস, মাটি-পানি বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই দেশবাসীৰ ভাগ্যে নামিয়া আসিয়াছে সর্ববৎসী আসমানী বালা-মছীবত, অজন্মা, অভাব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামুরী। খোদা জানেন, এই হারেই যদি পাপাচার ও খোদাদোহিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে হয়ত এমনও দিন আসিতে পারে যেদিন অভাবের তাড়নায় জিন্দা মানুষকেও মারিয়া কমাইতে হইবে। আমাদের নব্য শিক্ষিত যুবক-যুবতীৱা ফিরিগী সভ্যতার মোহে পড়িয়া নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। পাশ্চাত্যের নৱ-নারীৰ অবাধ মেলামেশা—বেপর্দা না হইলে নাকি তাদের সভ্যতাই রক্ষা পায় না। তাহারা বলে, মনের পর্দাই যথেষ্ট; বাহিরের পর্দার দরকার নাই।

(৬) জাতির অধঃপতন ও অবনতি যখন ঘনাইয়া আসে জাতির ভাগ্যবিপর্যয় যখন অত্যাসন্ন হইয়া পড়ে তখনকার অবস্থা এই দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে কোরআনে পাকে বলা হইয়াছে, “ধ্বংসমুখী জাতি সুপথ দেখিয়াও তাহা গ্রহণ করে না বরং কু-পথ খুঁজিয়া তাহার অনুসরণ করে।” পাশ্চাত্যের অবাধ মেলামেশা আমদানী করিয়া আমাদের ভদ্রসমাজ আজ গর্ব অনুভব করিতেছেন; কিন্তু একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, পোল্যাণ্ডের ন্যায় প্রগতিশীল দেশে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার দরুন ১৯৫৯ সালে ৮০ হাজার অবৈধ গর্ভপাত হইয়াছে। আমেরিকার মেঞ্চিকোতে প্রতি সেকেণ্ডে ৭-৮টি অবৈধ নারী-ধূৰ্ণ ঘটিতেছে। আধুনিক সভ্যতার চৰম উন্নতিৰ দাবীদার লণ্ঠনে শতকরা দশভাগ জারজ সন্তান উৎপন্ন হইতেছে। অবস্থা এতটুকু গড়িয়াছে যে, ঐ সব দেশের লোকেৱা প্রকৃত পিতা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। কাহার সত্যিকার জন্মদাতা কে তাহা সঠিকভাৱে বলা মাতার পক্ষেও দুৱাহ হইয়া উঠিয়াছে। এহেন পাশ্চাত্য সভ্যতাই আমাদের দেশে আমদানি কৰা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস ব্যভিচার ও তার আনুষঙ্গিক কাৰ্য চালু রাখিয়া বাৰ্থ কন্ট্ৰোল বা জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ ব্যবস্থার প্ৰচলন কৰা আৱ জতিৰ গলায় ছুৱি চালান একই কথা। আৱ যদি যাবতীয় খোদাদোহিতা বৰ্জন কৰাতঃ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰথাৰ রেণোজ দেওয়া হয়, তবে একমাত্ৰ অভাবেৰ তাড়নায়ই এ বিকৃত পহাৰ অবলম্বন কৰা হইবে। ইহাও হইবে খোদা-দোহিতার অস্তুরুক্ত; কাৱণ রেঘেকেৱ মালিক তো একমাত্ৰ আল্লাহ্ তা'আলাই। কোৱান শৰীফে আল্লাহ্ তা'আলা জলদ গঞ্জিৰ স্বৰে ঘোষণা দিয়াছেনঃ সত্যসত্যই যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেশবাসী যথাযথৰূপে মানিয়া লয় এবং আল্লাহ্ নিষিদ্ধ কাজ হইতে পুৱোপুৱি বিৱত থাকে, তবে “আমি আল্লাহ্” আসমান ও জমিনেৰ দ্বাৰ উন্মুক্ত কৰিয়া দিব (বান্দাৰ খাদ্যেৰ জন্য কোন চিষ্টাই কৰিতে হইবে না।)

(৭) বৈজ্ঞানিক উন্নতিৰ যুগে যখন সবই সম্ভব হইতেছে তখন ভূমিৰ উৰুৱা শক্তি ও ফসলাদিৰ উৎপন্ন কেন বৃদ্ধি পাইবে না? কাজেই মানুষ কমাইয়া জেনা বাঢ়িয়া, খোদাৰ গম্বৰ নামাইয়া আনিয়া জতিৰ উন্নতিৰ মাথায় বজায়াত কৰার কি অৰ্থ থাকিতে পাৱে। তবে সৱকাৰী প্লান আইনগত প্ৰথা ব্যতিৱেকে ব্যক্তিগত পৰ্যায়ে যদি কোন বৰষণী অধিক সন্তান জন্মেৰ দৰুন স্বাস্থ্যহীনা হইয়া পড়ে কিংবা পূৰ্ব হইতেই যদি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া থাকে, তাহলে একাপ নারীদৈৰে

জন্য গর্ভরোধক ঔষধ ব্যবহার করা কোনো প্রকারে জায়ে হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়াই উহা করা উচিত, নতুবা হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসাবে নিম্নে কতিপয় ঔষধের উল্লেখ করিতেছি।

- ১। সিকি তোলা কর্পুর ভক্ষণ করিলে কোনদিন গর্ভ সম্পত্তির হইবে না।
- ২। খাসী-ছাগলের পেশাব সেবন করিলে সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না।
- ৩। বনস্তিষ কাল মুরগীর পিণ্ড লিঙ্গে মালিশ করিয়া সঙ্গম করিলে নারী পুরুষ উভয়ে অপার আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, স্ত্রী চিরতরে বন্ধ্যা হইয়া যায়।
- ৪। যে কয়েকটি লাল বুচ পানির সহিত সেবন করিবে ঠিক সেই কয়টি বৎসর সন্তানের সম্পত্তির হইবে না।

গর্ভবতীর পেটে সন্তান গোজ মারিয়া থাকিলে তাহার চিকিৎসা

১। নিম্নলিখিত আয়াত জাফরান দ্বারা চিনা বরতনে লিখিয়া বৃষ্টির পানিতে ধৌত করিয়া গর্ভবতীকে সেবন করিতে দিবে। খোদা চাহে ত সন্তান চেতনা লাভ করিবে। প্রসূতি শান্তি লাভ করিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ -
قَالَ مَنْ يُخْرِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ - وَنَنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلَّمَ -

২। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ ৭টি টুকরা কাগজে লিখিবে। এক কাগজ (তাবীজ) এক রাত্রি পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে খালি পেটে গর্ভবতী উক্ত পানি পান করিবে। পর পর সাতদিন এরূপ করিবে। খোদা চাহে ত সন্তান চেতনা লাভ করিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَذَا النُّونِ إِذْذَهَبَ مُغَاضِبًا هَيْتَ تَهْتَ مِنْ بَعْثَنَا
مِنْ مَرْقَدِنَا هَيْتَ مُخْضَرُونَ - وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَصَاعِقَ هَيْتَ يَنْتَلُوْنَ - وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ -

গর্ভ সন্তানের অস্ত্রিতা

গর্ভনীর শারীরিক ব্যাধি, সন্তানের কোন অসুবিধা কিংবা আঘাত বা আচাড় হেতু লফ-বাফ দিয়া থাকে। ইহাতে গর্ভবতী কোন কোন সময় মুর্ছিতা এবং কোন কোন সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। চিকিৎসার্থে প্রথমে কারণ নির্ণয় করিয়া উহার প্রতিকার করিবে।

১। সমপরিমাণ আরআর (গুল্ম বিশেষ) ও যোয়ান পিষিয়া ৩ দিন প্রতঃকালে খালি পেটে সেবন করিবে। গর্ভবতী ও সন্তান উভয়েই শান্তি লাভ করিবে।

২। প্রসূতির কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু উহার উক্তব হইলে ইউচুফগুলের ভূষি ও তোখ্মা দানার শরবত পান করিতে দিবে।

৩। গর্ভবতীর হৃদ-স্পন্দন হইলে হৃদরোগ অধ্যায়ের উল্লিখিত তাবীজ বাধিবে।

৪। গর্ভজাত সন্তান খুব বেশী অস্থির হইলে কিংবা বেশী নড়াচড়া করিলে অথবা উর্ধ্বগামী হইলে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া পেটের উপরি ভাগ পর্যন্ত বুলাইয়া দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَفَحَسِبْتُمْ (الা�) ذَلِكَ تَحْقِيقٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ أَعْنَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا
رَهْقًا - بِسْمِ اللَّهِ الدِّينِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - أَرْقُدْ
أَرْقُدْ فِي بَطْنِ أُمِّكَ مُسْتَرِّي حَوَالًا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - وَهَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ
وَاللَّهُ وَسَلَّمَ -

প্রসব বেদনা

১। নবম মাসের প্রথম হইতে গর্ভবতীকে প্রত্যহ সকালে খোসা তোলা ১১টি বাদাম মিছরির সহিত খুব পিষিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। হজম শক্তি কমজোর হইলে উহার সহিত ১ মাঘা মোস্তানিও পিষিয়া লাইবে। ইহাতে পাকাশয়ের ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইবে। সন্তান সহজে প্রসব হইবে। সহ্যমত গরম দুধ সেবন করিতে দিবে।

২। দুই তোলা নারিকেল ও দুই তোলা মিছরি উন্নমনাপে পিষিয়া দৈনিক ভক্ষণ করিলেও যথা সময় সহজে সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

৩। প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে প্রসূতির বাম হাতে কিছুটা চুম্বক লোহ সজোরে চাপিয়া ধরিতে দিবে। সন্তান তৎক্ষণাত ভূমিষ্ঠ হইবে।

৪। সন্তান প্রসবের দিন ঘনাইয়া আসিতে থাকিলে প্রত্যহ নাভীর নীচে সহ্যমত গরম পানির ধার দিতে থাকিবে।

৫। নিশাস বন্ধ করিয়া কাঁটানটে কিংবা দয়াকলা গাছের শিকড় উঠাইয়া উহা গর্ভবতীর চুলের সম্মুখ ভাগে বাঁধিয়া দিবে।

৬। নীলগায় (জংলী গরুর) শিং হাতে বা গলায় বাঁধিলে তৎক্ষণাত সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

৭। শকুনের পালক প্রসূতির নিম্নে রাখিলে খুব শীঘ্রই সন্তান প্রসব হইয়া যায়। ফুলও অন্তি বিলম্বে বাহির হইয়া যায়।

৮। মাকড়সার পূর্ণ একটি সাদা জাল ২ তোলা পানির সহিত পিষিয়া জরায় মুখে লাগাইবা মাত্রই সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

গর্ভে মরা সন্তান ও ফুল বাহির করিবার উপায়

১। ফুল বাহির হইতে দেরী হইলে উহার সাধারণ তদ্বীর ধাত্রীগণ করিয়া থাকেন। উহাতে সুফুল না হইলে ক্ষীরা, শসা, কিংবা সড়মার লতা থেতো করিয়া পানিতে জাল দিবে। ঐ পানি প্রসূতিকে সেবন করাইলে অন্তিবিলম্বে ফুল ও মরা সন্তান বাহির হইয়া যায়।

২। যোড়া, গাধা কিংবা খচরের খুরের ধুঁয়া প্রসূতির যৌনী দ্বারে লাগাইলে মরা, তাজা সন্তান ও ফুল শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়।

৩। জবু কিংবা শৃঙ্গালের সম্মুখের পা প্রসূতির পদদ্বয়ের তলে রাখিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

তদ্বীর

১। প্রসব বেদনা অল্প অল্প আরম্ভ হইলে যে কোন প্রকার মিষ্টির উপর নিম্ন আয়াত ৩ বার পড়িয়া দম করিবে। প্রসূতিকে একটু একটু খাইতে দিবে। আল্লাহ চাহে ত খুব শীঘ্ৰই প্রসব হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدْتْ وَالْقَلْتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللهُ وَسَلَّمَ -

২। উক্ত আয়াতের সহিত লিখিবেঃ

اهيا اشراهيلا اللهم سهل عليها الولادة خلقة فدراة ثم السبيل يسرة - وصلى الله على النبي
واليه وسلم -

বাম পায়ের উরতে বাঁধিবে। সন্তান প্রসবান্তে তৎক্ষণাত তাবীজটি খুলিয়া ফেলিবে।

৩। জাফরান, মেশক ও গোলাব পানিতে প্রস্তুত কালি দ্বারা নিম্নোক্ত দো'আ ও আয়াত চিনা বরতনে লিখিবে। নির্মল পানিতে ধোত করিয়া প্রসূতিকে সেবন করিতে দিবে। খোদা চাহে ত সন্তান প্রসব হইতে দেরী হইবে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ - سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحاها كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُؤْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بِلَاغٍ -

৪। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলিয়াছেন, সন্তান প্রসব হইতেছে না এবং বেদনায় প্রসূতি অঙ্গের হইলে নিম্নোক্ত আয়াত ও দো'আ বরতনে লিখিয়া নির্মল পানিতে ধোত করিয়া কিছুটা সেবন করিতে দিবে। কিছুটা বেদনা স্থলে মালিশ করিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ ... يُؤْمِنُونَ - كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحاها - إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدْتْ وَالْقَلْتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ - سَالِمًا مُسْلِمًا -

৫। প্রসূতির মাথার চিরগীর এক পিঠে লিখিবেঃ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدْتْ وَالْقَلْتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ - وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ -

অপর পিঠে লিখিবেঃ মিকাইল - اسrafيل - عزراfيل

চিরগীখানা গর্ভবতীর বাম পায়ের উরতে বাঁধিবে। প্রসবান্তে খুলিয়া রাখিবে।

৬। নিম্নোক্ত দো'আ গর্ভবতীর মাথার চিরগীতে লিখিয়া ডান পায়ের উরতে বাঁধিবে।

أَخْرُجْ أَيْهَا الْجِنِّينُ مِنْ بَطْنِ أُمَّكَ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَدْعُوكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَوَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَّقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلًّا شَيْئٍ حَتَّىٰ

৭। মানুষাকৃতি কুকুর এবং নরাকৃতি শয়তান, বে-শরা বে-ইমান ফকির যাদুমন্ত্র দ্বারা সন্তান প্রসব বন্ধ করিয়া থাকে। উহার প্রতিকারার্থে যাদু নষ্ট করিবার তদ্বীর অবশ্য করিবে।

৮। নবজাত শিশুর গলায় নিম্নোক্ত তাবীজ ও তখ্তি লিখিয়া দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَةٍ
تَحَصَّنَتْ بِحَصْنِ الْفِلِ لَاحْوَلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

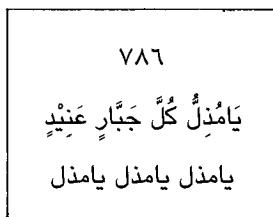
৯। চান্দির পাটা বা তখ্তির উপর নিম্নোক্ত তাবীজ লোহ দ্বারা অক্ষন করিয়া সন্তানের গলায় দিবে।

يَا حَافِظ	يَا حَفِيظَ	يَا مُؤْمِن	يَا مَهِيمِن	يَا رَقِيب
يَا حَافِظ	يَا حَفِيظَ	يَا مُؤْمِن	يَا مَهِيمِن	يَا حَافِظ
يَا حَافِظ	يَا حَفِيظَ	يَا مَهِيمِن	يَا مُؤْمِن	يَا حَافِظ
يَا حَافِظ	يَا حَفِيظَ	يَا مُؤْمِن	يَا مَهِيمِن	يَا حَافِظ

১০। চান্দির ২ নং তখ্তি নিম্নরূপ—

ظ	ى	ف	ح
ح	ف	ى	ظ
ى	ظ	ح	ف
ف	ح	ظ	ى

১১। তামার তখ্তি নিম্নরূপ সন্তানের গলায় দিলে জিন ও উম্মুচ্ছেবইয়ান হইতে নিরাপদ হয়।



গর্ভাবস্থায় কোন পুরুষ ত দূরের কথা কোন স্ত্রীলোককেও পেট দেখাইবে না, হাত লাগাইতে দিবে না, স্পর্শ করিতে দিবে না। কারণ দুষ্ট জিন অনেক সময় পাড়া-প্রতিবেশীর রূপ ধরিয়া এইভাবে অনেক জায়গায় সন্তান ও মাতার ক্ষতি করিয়া থাকে। সাবধান!

শিশু সন্তানের অন্যান্য চিকিৎসা বাল্যরোগ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইবে।

প্রসূতির পথ্যাপথ্য

দীর্ঘ ১০ মাস কাল প্রসূতির ভিতর ও বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ দুর্বল থাকে। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দুর্বল শরীরে অশিক্ষিত নারী নানাপ্রকার গুরুত্বপূর্ক দ্রব্যাদি আহার করে। ফলে প্রসূতি জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত নারীসমাজ তখন সূতিকার প্রতি দোষ চাপাইয়া দিয়া অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ করিতে থাকে। ইহার পরিণামে মাতা ও সন্তান উভয়েই ভয়ংকর বিপদে পতিত হয়। অতএব, প্রসবান্তে কিছুদিন গর্ভবতীকে বলকারক লয়ু পথ্যাদি খাইতে দিবে। অগ্নিবল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠিকর খাদ্যাদিও বাড়াইতে থাকিবে। প্রথম দিন হইতে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত **কিম্বা** (আরকে কিমিয়া) নামক হেকিমী ঔষধটি সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভবতী নানাপ্রকার জঠর রোগ ও দৌর্বল্য হইতে নিরাপদ থাকিবে। দিন দিন প্রসূতির শক্তি ও কাস্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। স্তন্য দুঃখও বৃদ্ধি পাইবে। সন্তানও স্বাস্থ্যবান হইবে। ইহা মৃত সঙ্গীবনী হইতে অধিক ফলপ্রদ। পরন্তু মৃত সঙ্গীবনী সুধা ও সূরা মদ ও হারাম দ্রব্যাদির সমন্বয়ে প্রস্তুত। কাজেই মৃত সঙ্গীবনী সুধা ও সূরা মুসলমানের জন্য পরিত্যাজ্য। “আরকে কিমিয়া”ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। হেকিমী ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

যৌন ব্যাধি (প্রমেহ)

যৌবনের প্রারম্ভে কাম-রিপুর তাড়নায় অশ্লীল, নাটক, নভেল, ড্রামা, ড্যাথ্প, বল-ড্যাথ্প, উলঙ্গ ছবি, বে-পর্দা, নারী-পুরুষের আবাধ মেলামেশা প্রভৃতি চরিত্র নাশক অশ্লীল কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের উচ্চান্তিতে মন মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। ক্রমশঃ স্বপ্নদোষ ব্যাধি আক্রমণ করিয়া বসে। যৌন ক্ষুধার তাড়নায় অস্ত্রির হইয়া হস্ত মৈথুন, পশু মৈথুন করিতে শুরু করে। ফলে জনেন্দ্রিয়ের অতি সূক্ষ্ম রগসকল ছিড়িয়া যাওয়াতে রক্তের চলাচল সম্যক বন্ধ হইয়া যায়। নানা ভাবে শুক্রক্ষয় হেতু জিরয়ান, মেহ, প্রমেহ, মৃত্রকুস্তি, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি নিরারঞ্জণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। প্রস্তাবের পূর্বে বা পরে দুঃখবত ২/৪ ফেঁটা ক্ষরিত হইয়া থাকে। অথবা শুক্র তরল হইয়া ওষ্ঠা-বসা ও চলাফেরা করার সময় ফেঁটা ফেঁটা ক্ষয় হইতে থাকে। ইহার সহিত জঠর পীড়ায় একবার আক্রান্ত হইলে বড় জটিল হইয়া পড়ে। এইসব অবস্থায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

চিকিৎসা

১। রক্ত ও ধাতু চাপ হেতু অভ্যন্তর অতিমাত্রায় গরম হইলে ক্ষরিত শুক্র হরিদ্বা বর্ণ হয়। প্রস্তাবকালে জালা পোড়া হইয়া থাকে। পিতাধিক্যেও এরপ হইতে পারে। প্রত্যহ প্রাতে শতমূলীর রস কাঁচা দুঁপ্তের সহিত পান করিলে প্রমেহ এবং তজ্জনিত জালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২। মধু ও হরিদ্বা সংযুক্ত আমলকীর রস পান করিলে অথবা ত্রিফলা, দেবদারু, মুতা, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে সর্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

৩। গুলপ্তের রস মধুর সহিত পান করিলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

৪। কিঞ্চিত ফিটকারী ১টি ডাবের মধ্যে পুরিবে। একবার পানি বা কাদার মধ্যে রাখিয়া পরদিন প্রাতে উহা পান করিলে বহু দুরারোগ্য মেহ-প্রমেহও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৫। শ্যামালতা, অনন্ত মূল, কটকী ও গুচ্ছুর বীজ ইহাদের কাথে ২ রতি গন্ধক, নিশাদল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা উপসর্গিক মেহ বিনষ্ট হইবে।

୬। ବାବଲାର ଆଟା ପାନିତେ ଭିଜାଇଯା ସେଇ ପାନିର ସହିତ ୪ ରତି ଘବକ୍ଷାର ଥାଇଲେ ଶୁକ୍ର ଦୁଷ୍ଟମେହ ପ୍ରଶମିତ ହ୍ୟ ।

୭। କାବାବ ଚିନି ଗୁଡ଼ା ୮୦ ମାତ୍ରାଯ ପ୍ରତିଦିନ ଥାତେ ଓ ଶୟନକାଳେ ପାନିର ସହିତ ଭକ୍ଷଣ କରିଲେ ସର୍ବପ୍ରକାର ମେହ ବିନଷ୍ଟ ହ୍ୟ ।

୮। ତ୍ରିଫଲା, ମୁତ୍ତା, ଦାରୁ ହରିଦ୍ଵା, ରାଖାଲ ଶଶା ଇହାଦେର କ୍ଷାଥେ ହରିଦ୍ଵା, କଞ୍ଚ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ପାନ କରିଲେ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରମେହ ବିନଷ୍ଟ ହ୍ୟ ।

ରସ ପ୍ରୟୋଗ

୯। ପ୍ରଶାବ ଲାଲବର୍ଣ୍ଣ କିଂବା ଖେତବର୍ଣ୍ଣ ହଇଲେ ଏବଂ ଜ୍ବାଲାପୋଡ଼ା ଥାକିଲେ ଆହାରେ ପର ଚନ୍ଦନାସବ ସେବନ କରିବେ ଓ ଶିମୁଲ ମୂଳ ଚର୍ଣ୍ଣ, ମଧୁ କିଂବା ହରିଦ୍ଵାର ରସ ଓ ମଧୁ ଅଥବା ପାକା ଯଜ୍ଞ ଡୁମୁରେର ଫଳ ଚର୍ଣ୍ଣ ମଧୁସହ ନିମ୍ନୋତ୍ତ ଔଷଧେର ଏକଟି ବଟି ଉତ୍ତମରାପେ ମାଡ଼ିଯା ସେବନ କରିବେ । ସର୍ବପ୍ରକାର ମେହ, ପ୍ରମେହ ଶୁକ୍ର ତାରଳ୍ୟ ସ୍ଵପ୍ନଦୋଷ ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ଧାତୁ ରୋଗ ପ୍ରଶମିତ ହ୍ୟ । ଦୀଘାଦିନ ସେବନ କରିଲେ ବିଶେଷ ଉପକାର ହ୍ୟ ।

—ବଙ୍ଗ, ପାରଦ, ଗନ୍ଧକ, ରୌପ୍ୟ, କର୍ପୂର, ଅଭ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୨ ତୋଳା । ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ମୁକ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୪ ମାଘା । ଏହି ସମୁଦ୍ର କେଶବିଯାର ରସେ ଭାବନା ଦିଯା ୨ ରତି ପରିମାଣ ବଟି କରିବେ । ମେହ ଓ ପ୍ରମେହେର ସଂଗେ ପେଟେର ଗୀଡ଼ ଥାକିଲେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଓ କରିବେ ।

ପାଚନ ଓ ରସାଦି ଔଷଧ ସେବନେ ଉପକାର ହଇଲେ ବସନ୍ତ କୁମାର ରସ ସେବନ କରିବେ । ଇହା ଧାତୁ ରୋଗେର ଶେଷ ଔଷଧ ବଲେ କବିରାଜି ଶାସ୍ତ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହଇଯାଛେ । କିନ୍ତୁ ରୋଗୀର ତବୀୟ ଗରମ ହଇଲେ ଅନ୍ୟ କୋନ ଠାଣ୍ଡା ଔଷଧ ଦିବେ ବସନ୍ତ କୁମାର ରସ ବ୍ୟାୟବହୁଳ ଏବଂ ବାମେଲାଓ ଖୁବ ବୈଶୀ ବଲିଯା ଉହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଗଲ୍ଭୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହଇଲା ନା । କୋନ ବିଜ୍ଞ କବିରାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବେ ।

ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ

ସୁପଥ୍ୟ—ପୁରାତନ ଚାଉଲେର ସୁସିଦ୍ଧ ଭାତ, ଛୋଟ ମାଛେର ଝୋଲ, ବେଣୁନ, ପଟଳ, ଝିଙ୍ଗେ, ଡୁମୁର, ମାନକୁଚୁ, ଥୋଡ଼, ମୋଚା, ମୁଗ, ମାସକଳାଇୟେର ଡାଇଲ, ଦୁଷ୍ଟି, ଦର୍ଧି, ଘୋଲ, ତାଲ ଓ ଖେଜୁରେର ମାଥି ଏବଂ ଉହାର କୋମଳ ଶାସ, ଚିନି, ନାରିକେଲ ଓ ପୁରାତନ ମଧୁ ହିତକର ।

କୁପଥ୍ୟ—ମଧୁର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗୁରୁପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପିଠା, ପୋଲାଓ, ଗରର ମାଂସ, ମରିଚ ପ୍ରଭୃତି କୁଟୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅହିତକର ।

ପ୍ରମେହ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାଯ ସତକୀକରଣ

ଜିରିଯାନ, ଧବଜଭନ୍ଦ, ସ୍ଵପ୍ନଦୋଷ, ମେହ ଓ ପ୍ରମେହାଦି ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିତେ ସର୍ବଦା ରୋଗୀର ମେଜାଜ ବୁଝିଯା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ । ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଜ୍ଵାଳାନ, ନାଜୁନାଜୁନ ଏବଂ ଯାହାଦେର ଭିତରେ ହାରାରାତ ବା ଗରମ ଖୁବ ବୈଶୀ, ତାହାଦିଗକେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଗରମ, ଉତ୍ତେଜକ ଏବଂ ବାଜୀକରଣ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କିଛୁତେଇ କରିବେ ନା ବରଂ ଠାଣ୍ଡା ଔଷଧ ରୋଗେର ପ୍ରତିକାର କରିବେ । ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକେର ଦ୍ୱାରାଇ ଉହାଦେର ଶରୀରେର ଘାଟତି ପୂରଣ କରିବେ, ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ ଅଥବା ଚିକିତ୍ସକ ବହୁଦଶୀ ତଥା ବାଧ୍ୟ ହଇଯା ଉତ୍ତେଜକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିତେ ହଇବେ । କିନ୍ତୁ ଉହାର ସଂଶୋଧକ କୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟକ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ।

ধ্বজভঙ্গ

প্রবল স্বপ্নদোষ, দীর্ঘদিন জিরিয়ান বা প্রমেহ, হস্তমেথুন, পুংমেথুন, পশুমেথুন এবং অতিমাত্রায় স্ত্রী-সংগম হেতু অপরিসীম শুক্রক্ষয় আর মেথুনাদি কর্তৃক জনেন্দ্রীয়ের সূক্ষ্মরণ ছিড়িয়া যাওয়ার দরুন ধ্বজভঙ্গ রোগ জনিয়া থাকে। ইহা বড়ই কঠিন ব্যাধি। কঠিন রোগীই এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। আবার ইহার সহিত জঠর পীড়ার সংযোগ থাকিলে প্রায়ই চিকিৎসার আশা করা যায় না। সীমাইন নারী বিলাসিতা এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলাই ইহার জন্য দায়ী; সুতরাং প্রথম হইতেই সর্তর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং সংযমী বনিতে ও বানাইতে হইবে।

অশ্লীল নাটক-নভেল, সিনেমা ড্রামা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বে-পর্দা, কো-এডুকেশন, বেশ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ করিতে হইবে। ইসলামী নৈতিক চরিত্র অনুযায়ী জনগণকে গঠিত করিয়া খোদাভীরুতার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। এতদ্সম্মেও যদি কেহ এহেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তবে উহার সুচিকিৎসার জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। হাতুড়ে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা না করাই শ্রেয়ঃ। গরীব জনসাধারণের জন্য এ দুর্বোগের সময়কার চিকিৎসা করানো এক অসম্ভব ব্যাপার। তবে আমরা এখানে কতিপয় ঔষধপত্রের উল্লেখ করিতেছি যদ্বারা সর্ব-সাধারণ যথেষ্ট উপকৃত হইবে বলিয়া আশা রাখি।

স্ত্রী জাতির ধ্বজভঙ্গ হইলে স্বাস্থ্যের সাধারণ চিকিৎসাই যথেষ্ট। প্রয়োজন হইলে সময়ের অনুকূলে কোন একটা বাজীকরণ ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। নারী ধ্বজভঙ্গ অনেকটা সহজসাধ্য কিন্তু পুরুষ ধ্বজভঙ্গ খুবই কঠিন। অবস্থা ভেদে পুরুষ ধ্বজভঙ্গ দ্বিবিধ। ১ম প্রকার—ভিতরে বাহিরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক আছে। কিন্তু অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের দরুন রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বয়স, পাকাশয়ের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বাস্থ্যের সাধারণ চিকিৎসা করিবে। উপযুক্ত খাদ্য খাদক এবং ঠাণ্ডা ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। দরকার হইলে কিছু বাজীকরণ বা উন্ডেজক ঔষধ সেবন করা যাইতে পারে। যথাসম্ভব উন্ডেজক ঔষধ ব্যবহার না করা ভাল।

দ্বিতীয় প্রকার—হস্তমেথুন, পুংমেথুন, ইত্যাদি জঘন্য ক্রিয়াদির দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহাতে লিঙ্গ, অগুকোষ বিকৃত হইয়া যায়। লিঙ্গের উত্থান রহিত হইয়া যায়। এই জাতীয় ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা কোন সময় কষ্টসাধ্য আর কখনো বা একেবারেই দৃঃসাধ্য।

চিকিৎসা

ধ্বজভঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে দুর্শিষ্টা আসিয়া রোগীর মন ভারাক্রান্ত ও কলুষ করিয়া ফেলে। অতএব, দুর্শিষ্টা দূর করিতে হইবে। জায়েয় আমোদ-প্রমোদ, সকাল-সন্ধ্যায় ভ্রমণ এবং নির্মল বায়ু সেবন করিবে। কু-পথ্য পরিত্যাগ করিবে।

চিরকোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে অভয়া মোদক দ্বারা একদিন পেট পরিষ্কার করিয়া লইবে। মোদকটি পরে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিবে।

পাকাশয়ের ক্রিয়া সঠিক না হইলে অর্থাৎ অগ্নিমাল্য, অজীর্ণ অতিসার প্রভৃতি উদরাময় থাকিলে উহার চিকিৎসা হ্যাত শুক্ররোগ নিবারক ঔষধ ব্যবহারের পূর্বেই করিবে; না হ্য উভয় প্রকার ঔষধ এক সঙ্গেই দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করিবে। রোগসমূহের প্রতিকার হইবার পর প্রচুর গাঢ় শুক্র পয়দা হওয়ার জন্য উপযুক্ত খাদ্য-দ্রব্য, পাচন ও রসাদি প্রয়োগ করিবে। কিন্তু অধিক উষ্ণ বাজীকরণ ঔষধ হইলে রোগীর শারীরিক উত্তাপ বাড়িয়া যাইবে। দেল এবং দেরাগ সে উত্তাপ সহ্য করিতে পারিবে কি না তৎপ্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিবে। যাহাতে স্বপ্নদোষ না হইতে

পারে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে। প্রথম প্রকার ধ্বজভঙ্গে তৈলাদি লিঙ্গে মালিশ না করিয়া কেবলমাত্র সেবনীয় ঔষধ দ্বারা সুফল পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার ধ্বজভঙ্গে রোগসমূহের চিকিৎসার পর লিঙ্গ সংশোধনের জন্য দীর্ঘদিন তৈলাদি মালিশ করিবে। তৈল মালিশের সংগে বাজীকরণ ঔষধও যথাবিধি প্রয়োগ করিবে।

১। কিঞ্চিত পিপুল চূর্ণ ও লবণের সহিত ছাগলের অগুকোষ ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে রতি শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ছাগলের অগুকোষ খাওয়া হারাম। অন্যান্য ঔষধে সুফল না হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া উহা খাওয়া জায়েয় হইতে পারে।

২। মাষকলায় ঘৃতে ভাজিয়া তাহা গো-দুঁকে সিদ্ধ করিবে। ঐ দুঁকে নিষ্ঠ্য ক্রস তিল ভিজাইয়া সেবন করিলে সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩। প্রাচীন শিমুলের মূলের রস সম পরিমাণ চিনির সহিত কিছুদিন খাইলে অত্যন্ত শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৪। চারা শিমুলের মূল ও তালমূলী একত্র চূর্ণ করিবে। উহা ঘৃত ও দুঁখের সহিত ভক্ষণ করিলে রমণ শক্তি বৃদ্ধি হয়।

৫। আমলকী চূর্ণ, আমলকীর রসে মাড়িয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া খাইবে। অতঃপর দুঁক পান করিবে। ইহাতে বৃক্ষও স্ত্রী-সঙ্গমে সমর্থ হয়।

৬। আলকুশীর বীজ, কুলে খাতার বীজ চূর্ণ ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ধারোফাঝ দুঁক পান করিলে অতি রমণ্যেও শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

৭। তাজা গোশত, হাঁস মুরগী ও মাছের ডিম, গৃহ চটক ও তাহার ডিম, বড় পুঁটি মাছ ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে শুক্র বর্ধিত হয়।

৮। ডিমের শুধু মাত্র কুসুম পিয়াজ চূর্ণের সহিত তিনদিন খালি পেটে ভক্ষণ করিলে রতি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৯। কিছু রসুন পিষিয়া উহার সহিত সম পরিমাণ আকরকরার অতি মিহিন গুড়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অতঃপর ঐ দ্রব্য সমুদয় সিঙ্গ হইলে সম পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিবে। একত্রে খুব ছানিয়া কোন পাত্রে রাখিয়া ভালমত মুখ বন্ধ করিবে। তিন দিন গরম গোবরের মধ্যে ঐ পাত্রটি রাখিবে। চতুর্থ দিন বাহির করিয়া মৃদু আগুনে জ্বাল দিয়া নামাইয়া রাখিবে। প্রত্যহ সকালে এক সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে মুখের দুর্গঁথ দূর হইবে, খাতেশ বৃদ্ধি পাইবে; লিঙ্গের উর্থান হইবে। ইহাতে হৃদরোগের উপশম হয়। স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, পাকাশয়ের দুর্বলতা দূর হয়, দাঁত মজবুত হয়, প্রকোপিত শ্লেষা দূর হয়, শুক্রাঙ্গতা দূর হয়, রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

১০। এঁড়ে গরুর লিঙ্গ সুরমার ন্যায় মিহিন করিবে। মধু মিশ্রিত করিয়া উহা সঙ্গমের কিছুক্ষণ পূর্বে সেবন করিবে। ইহাতে নিষ্টেজ লিঙ্গেরও পুনরুত্থান হইবে। অত্র চিকিৎসা ১ নং অধ্যায়ের মুষ্টিযোগের শেষাংশে দেখিয়া লইবে।

১১। কুকুরের লিঙ্গ কাটিয়া লইবে। সঙ্গমের পূর্বে উরতে বাঁধিবে। ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। উহা উরতে বাঁধা থাকাকালীন লিঙ্গ নিষ্টেজ হইবে না, কামাগী প্রজ্বলিত থাকিবে।

১২। মোরগের কোষদ্বয় শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। উহার সহিত “মিলহে হায়দারানী” মিশ্রিত করিবে। মধুসহ মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিবে। খুব গাঢ় হইলে নামাইয়া ছানিয়া লইবে। ছেট ছেট বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। রমণীগমনের পূর্বে মুখে একটি বটী ধারণ করিলে কামাগী অত্যন্ত

বৃদ্ধি পাইবে। উহা মুখ হইতে যতক্ষণ বাহির না করিবে ততক্ষণ পরম আনন্দ উপভোগ করিবে। উহা আমীর উমারাহদের গুপ্ত ধনও বটে।

১৩। বাদুর ও চামচিকার রক্ত পদতলে মর্দন করিলে লিঙ্গের উ�ান হইয়া থাকে।

১৪। কুকুরের সঙ্গমকালে যখন মজবুতভাবে লাগিয়া যায় তখন সাবধানতার সহিত পুরুষ কুকুরের লেজ জড় থেকে কাটিয়া লইবে। ৪০ দিন উহা মাটির নীচে গাড়িয়া রাখিবে। অতঃপর মাটি হইতে বাহির করিবে এবং সূতায় গাথিয়া কোমরে ধারণ করিবে; যতক্ষণ উহা কোমরে থাকিবে ততক্ষণ বীর্যপাত হইবে না। —খায়ায়েনুল মুলুক

১৫। মাষকালায়ের ডাইল /১০ পোয়া পিয়াজের রসে সারারাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। সকালে ছায়াতে শুকাইবে। এরূপ তিনিদিন করিবে। অতঃপর খোসা দূর করত রাখিয়া দিবে। ঐ ডাইল চূর্ণ ২ তোলা, চিনি বা মিছরি ২ তোলা, ঘি ২ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ৪০ দিন নিয়মিত খাইলে জিরয়ান, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ দূর হইবে। রতিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ধাতু খুব গাঢ় হইবে। ইহা ভক্ষণের সময় স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ।

১৬। গব্য ঘৃত, গব্য দুঁফ, পেস্তার তেল, প্রত্যেকটি /১০ পোয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে পাঁচ ছাঁটাক থাকিতে নামাইবে। প্রত্যেহ ২ তোলা ভক্ষণ করিবে। ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, কোমরের বেদনা দূর হয় এবং গুর্দা ও লিভার সতেজ হয়।

১৭। বড় ছোলা পিয়াজের রসে সারা রাত ভিজাইয়া রাখিবে এবং ছায়াতে শুকাইবে। ৭ দিন একপ করিবে। শুকাইলে চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ মিছরির সহিত মিশাইবে। প্রত্যহ সকালে ১ তোলা এবং শয়নকালে ৬ মাঝা দুঁফসহ সেবন করিবে।

১৮। ২ তোলা বড় ছোলা ধুইয়া পরিষ্কার করিবে। পানিতে সারারাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে একটি করিয়া ছোলা উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইবে অবশ্যে মধু দিয়া পনিটুকু খাইয়া ফেলিবে। উন্মুক্ত মাঠে ব্যায়ামও করিবে; সুষ্ঠাম মজবুত স্বাস্থ্য হইবে। জননেন্দ্রীয় মজবুত ও কার্যক্ষম হইবে। পেটের পীড়া থাকিলে উহা না খাওয়াই উত্তম।

১৯। ছোলা ভাজিয়া উহা চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণের সহিত ৫টি ডিমের কুসুম মিলাইবে। ছোলা চূর্ণ ও কুসুম পানি দিয়া জ্বাল দিবে। হালুয়ার ন্যায় হইলে ৫ তোলা ঘি ও ৫ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ছানিয়া রাখিবে। প্রত্যহ ৪ তোলা হালুয়া প্রাতে ভক্ষণ করিবে। ইহা শুক্র বর্ধক, রতিশক্তি বর্ধক এবং উষ্ণরীয়।

২০। শোধিত সিদ্ধ চূর্ণ আড়াই পোয়া, গব্য ঘৃত অর্ধ সের, চিনি/২ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, সিদ্ধির রস /৪ সের, গব্য দুঁফ /৪ সের, এই সমূদয় মৃদু অগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাক শেষ হইয়া আসিলে, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, দারংচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশী বীজ, গোক্ষুর, চাকুলে, তালের আঁটির অঙ্কুর, কেশুর, পানি ফল, ত্রিকুট, ধনে, অদ্র, বঙ্গ, হরিতকী, কিসমিস, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জিঞ্চ খেজুর, কুলে খারা বীজ, কটকী, যষ্টি মধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈঙ্গব, যমানী বন-যমানী, জীবন্তি, গজপিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ একত্র করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে এক পোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া কিছু কর্পুর ও কস্তুরী উহার সহিত ভালরূপে মাড়িবে। মাত্রা ।০ তোলা হইতে । তোলা পর্যন্ত। অনুপান দুঁফ; সকাল ও সন্ধ্যায়। এই ঔষধটির নাম “রতি বল্লভ মোদক”। ইহা একটি উৎকৃষ্ট বাজীকরণ ঔষধ।

୨୧। ସୃଜନ ଚନ୍ଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ମକରଭବଜ, ଧର୍ବଜଭବେର ଏକଟି ମହୋଷଥ । ପ୍ରକ୍ଷତ ପ୍ରଗାଳୀ ସ୍ଵର୍ଗପତ୍ର ୧ ତୋଳା ଶୋଧିତ ପାରଦ ୮ ତୋଳା ଗନ୍ଧକ ମିଲାଇୟା ପୁନରାୟ (କଜ଼ଲି କରିବେ) ମାଡ଼ିବେ । ଲାଲ ବର୍ଣ କାର୍ପାସେର ପୁଞ୍ଜ ରସେ ଓ ଘୃତ କୁମାରୀର ରସେ ଭାବନା ଦିବେ । ମାଡ଼ିଯା ଶୁକ୍ର କରିବେ । ପରେ ମକରଭବଜେର ନ୍ୟାଯ ବାଲୁକା ଯତ୍ରେ ପାକ କରିବେ । ଏହି ଔଷଧ ୧ ତୋଳା, କର୍ପୂର ୪ ତୋଳା, ଜାଯଫଲ, ମରିଚ, ପିପଲ, ଲବଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୪ ତୋଳା, ମୃଗନାଭୀ ॥୦ ଆନି ଏହି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ିଯା ଲାଇବେ । ମାଆ ୨ ରତି, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତେ ମାଖନ ମିଛରିସହ ସେବ୍ୟ ।

୨୨। ମେହ, ପ୍ରମେହ, ଧର୍ବଜଭବ ରୋଗେ ଯଥନ ଅନ୍ୟ କୋନ ଔଷଧ ଫଳଦାୟକ ନା ହୟ ତଥନ ବସନ୍ତ-କୁମାର ରସଟି ଭରସାଞ୍ଚିଲ ।

ପ୍ରକ୍ଷତ ପ୍ରଗାଳୀ

ଶୋଧିତ ସ୍ଵର୍ଗ ୨ ଭାଗ, ରୌପ୍ୟ ୨ ଭାଗ, ବଙ୍ଗ, ସୀଦା, ଲୋହ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୩ ଭାଗ, ଅନ୍ତ, ପ୍ରବାଲ, ମୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୪ ଭାଗ, ଏହି ସମୁଦ୍ର ଏକବେଳେ ମାଡ଼ିଯା ସଥାଜ୍ରମେ ଗରର ଦୁଧ, ଇଞ୍ଚୁର ରସ, ବସକ ଛାଲେର ରସ, ଲାକ୍ଷାର କାଥ, ବଲାର କାଥ, କଳା ଗାଛେର ମୂଳେର ରସ, ମୋଚାର ରସ, ପଦ୍ମେର ରସ, ମାଲାତୀ ଫୁଲେର ରସ, ଜାଫରାନେର ପାନି, କଞ୍ଚରୀ, ଏହି ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭାବନା ଦିବେ । ୨ ରତି ପ୍ରମାଣ ବଟିକା କରିବେ । ଅନୁପାନ ଘୃତ, ଚିନି ଓ ମଧୁ । ପ୍ରାତେ ୧ ବଟି ସେବ୍ୟ ।

୨୩। ୩୫ ତୋଳା ମଧୁ ଜ୍ଞାଲ ଦିଯା ଖୁବ ଗାଢ଼ କରିବେ । ଅତଃପର ୨୦ଟି ଡିମ ସିଦ୍ଧ କରିଯା ଶୁଦ୍ଧ ଉହାର କୁସୁମ ଏଇ ମଧୁତେ ଉତ୍ତମରାପେ ମାଡ଼ିବେ । ମିଶ୍ରିତ ମଧୁ ଓ କୁସୁମେର ସହିତ ଆକରକରା, ଲବଙ୍ଗ, ଶୁଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩୦୮୦ ମାଷା ଚର୍ଚ ଉହାତେ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଦିଯା ଭାଲରାପେ ମିଶ୍ରିତ କରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟଃ ସକାଳ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ୧ ତୋଳା ସେବ୍ୟ । ସର୍ବପ୍ରକାର ଧର୍ବଜଭବେ ବିଶେଷତଃ ୨ୟ ପ୍ରକାର ଧର୍ବଜଭବେ ଔଷଧାଦିର ସହିତ ଲିଙ୍ଗେର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ।

ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଧି

ହଞ୍ଚ ମୈଥୁନ, ପୁଂ ମୈଥୁନ, ପଞ୍ଚ ମୈଥୁନ ହେତୁ ଲିଙ୍ଗେର ଗୋଡ଼ା ସରଳ ମାଥା ମୋଟା ହଇୟା ଥାକିଲେ ଏକ ସମ୍ପାଦ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ।

୧। ପାନି ବ୍ୟାଗେର ଚର୍ବି ୧୦ ତୋଳା, ଆକରକରା ୧୦୧୦ ମାଷା, ଗବ୍ୟ ଘୃତ ୩୧୦ ତୋଳା । ପ୍ରଥମତଃ ଘୃ ଗରମ କରିଯା ଉହାର ସହିତ ବ୍ୟାଗେର ଚର୍ବି ମିଶ୍ରିତ କରିଯା କିଚୁକ୍ଷଣ ମୂଦୁ ଅଗିତେ ଜ୍ଞାଲ ଦିବେ । ଉହାର ସହିତ ଆକରକରାର ମିହିନ ଚର୍ଚ ମିଲାଇବେ । ଏକ ଘଣ୍ଟାକାଳ ଖୁବ ମାଡ଼ିବେ । ଏହି ଔଷଧ ଦୟଦୂଷଣ କରିଯା ଲିଙ୍ଗେର ତଳଦେଶେର ସେଲାଇ ଓ ଉହାର ଅଗଭାଗ ବାଦ ଦିଯା ଜନେନ୍ଦ୍ରୀୟେ ମାଲିଶ କରିଯା ପାନ ଦିଯା ଢାକିବେ ଏବଂ ଉହାର ଉପରେ ନେକ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ବାଁଧିବେ । ଏଶାର ନାମାଯେର ପର ହିତେ ସାରାରାତ୍ର ବାଁଧିଯା ରାଖିବେ । ଫଜରେର ପୂର୍ବେ ଖୁଲିଯା ଗରମ ପାନ ଦ୍ୱାରା ଧୋତ କରିବେ । ଔଷଧ ବ୍ୟବହାରେ ଲିଙ୍ଗେର ଉପର କିଚୁ ଦାନା ଉଥିତ ହିଲେ ମାଖନ ଲାଗାଇବେ ।

୨। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗୋପାଲ ତୈଲ ଲିଙ୍ଗେ ମାଲିଶ କରିବେ । ଇହା ଆୟୁବେଦୀୟ ଔଷଧ ।

୩। ଏକ ଟୁକରା କାପଡ଼ ଆକନ୍ଦେର ଦୁଧେ ୩ ବାର ଭିଜାଇବେ, ୩ ବାର ଶୁକାଇବେ ତୃତୀୟ ଗବ୍ୟ ଘୃତେ ଭିଜାଇୟା ତମଧ୍ୟେ କିଚୁ ପରିମାଣ ତବକୀ ହରିତାଲେର ଗୁଡ଼ା ଛିଟାଇବେ । ଲୋହର ଶିକେର ସଙ୍ଗେ ଏକଦିକ ଜଡ଼ାଇୟା ଦିବେ । ଅନ୍ୟଦିକ ହାତେ ଧରିଯା ଏକଟି ଚେରାଗେର ନୀଚେ ଏକଟି ପୋଯାଲା ରାଖିଯା ଏବଂ ବାତି ଜ୍ଞାଲାଇୟା ଦିବେ । ଯେ ପରିମାଣ ଘୃତ ବାତି ହିତେ ପୋଯାଲାଯ ପଡ଼ିବେ ତାହା ଶିଶିତେ ପୁରିଯା ରାଖିବେ । ମାଥା ବାଦ ଦିଯା ରାତ୍ରିବେଳେ ଲିଙ୍ଗେର ବାକୀ ଅଂଶେ ମାଲିଶ କରିବେ । ପାନ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ାଇୟା ନେକ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ବାଁଧିବେ । ଏରାପ ୨ ସମ୍ପାଦ କରିବେ । ଲିଙ୍ଗ ଲମ୍ବା, ମୋଟା, ଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଲେ ।

৪। সমুদ্র-ফেনা পানিতে পিষিয়া লিঙ্গে মর্দন করিলে উহা উষ্ণিত ও বড় হয়।

৫। ছোট লিঙ্গ বড় দ্বারাইতে হইলে উহা প্রথমতঃ ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধোত করিবে। অতঃপর মোটা কাপড় দ্বারা খুব রগড়াইবে। প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হইলে তখন আদরকের মোরব্বার শিরা লাগাইবে। সঙ্গমের পূর্বে একপ করিলে উহা বড় ও শক্ত হইবে। সঙ্গমে শক্তি ও তৃপ্তি পাইবে। অবাধ্য স্ত্রী বাধ্য হইবে।

৬। নার্গিস ফুল গাছের মূল খুব উত্তমরূপে পিষিয়া উহা লিঙ্গে মালিশ করিলে জননেন্দ্রীয় খুব মোটা হইয়া থাকে।

৭। রাখাল শশার মূল ৭ দিন ছাগ-মুত্রে ভাবনা দিয়া তাহা লিঙ্গে প্রলেপ দিবে।

গণোরিয়া

ইহা লিঙ্গ ব্যাধির অস্তর্ভুক্ত বিধায় এখানেই উল্লেখ করা হইল। গর্মি বা সিফলিস সর্বাঙ্গ ব্যাধি কিন্তু লিঙ্গ ব্যাধিও বটে। এজন্যেই পরক্ষণে গর্মি রোগের চিকিৎসা উল্লেখ করা হইবে।

গণোরিয়া একটি দুরারোগ্য ও কষ্টদায়ক ব্যাধি। বেশ্যালয় গমন, দুষ্টযোনী গমন, অনিয়ম বেনিয়মে আহার-বিহারের দরুন রস ও রক্ত দূষিত হইয়া অথবা কোন স্থানে বংশানুক্রমে এই রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

১। শ্বেত পদ্মের কুড়ি। প্রত্যেকটি ১ তোলা লইয়া ১ ছাঁটাক পানিতে চটকাইবে, রাত্রে শিশিতে রাখিয়া দিবে। ভোরে ঐ পানিটুকু ছাঁকিয়া চিনির সহিত পান করিবে।

২। তেঁতুলের বীচির গুড়া ১ তোলা, কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া ৪০ দিন সকালে সেবন করিবে। ইহাতে মূত্রনালীর যাবতীয় দোষ দূর হইবে, বীর্য এত গাঢ় হইবে যে, শীঘ্ৰ বীর্যপাত হইবে না।

৩। তেঁতুলের কচিপাতা পানিতে পিষিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ পানি ২২ দিন ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবন করিবে। লিঙ্গের ঘা, জ্বালা পোড়া, রক্ত ও পুঁজ পড়া বন্ধ হইবে। পিচকারী দ্বারা মূত্রনালী পরিষ্কার করিবে। সারিবাদী সালসা দীর্ঘদিন সেবন করিলে রোগের উপশম হইতে পারে।

৪। সম পরিমাণ কাঁচা হলুদ ও আখের গুড় একত্রে চিবাইয়া উহার রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা দ্বারা ফলোদয় না হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে, বিলম্ব করিবে না।

গর্মি (সিফলিস)

ইহা বড়ই মারাত্মক ব্যাধি। লিঙ্গের বহির্ভাগে ফেঁড়া হইয়া থাকে। অনেক সময় উহার দরুন লিঙ্গ পচিয়া খসিয়াও পড়ে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও যথম হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে চুলকানী আকারে প্রকাশ পায়। আবার অনেক জায়গায় প্রকাশই পায় না। অধুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ত পরীক্ষা করিয়া উহার সন্ধান পাওয়া যায়। চিকিৎসা বড়ই কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ।

চিকিৎসা

১। ত্রিফলার কাথ অথবা ভীম রাজের রস দ্বারা গর্মিক্ষত ধোত করিবে। গর্মিক্ষত পাকিয়া উঠিলে জয়ন্তী, কবরী, আকন্দের পাতার কাথে ধোত করিবে।

২। বাবলার পাতা চূর্ণ, ডালিমের খোসা চূর্ণ অথবা মানুষের কপালের হাড় চূর্ণ গর্মিক্ষতে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়। অবশ্য মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা না জায়েয়।

৩। খয়ের ২ ছটাক, হরিগের শিং ভস্ম ২ ছটাক, গেঁটে কড়ি ভস্ম ১ ছটাক, তুঁতে ভস্ম ১ ছটাক, মোম ২ ছটাক, মাখন ১ পোয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া যখনে লাগাইবে।

ময়দার একটি ঠুলির মধ্যে ৪ রতি শোধিত পারদ, উহার উপর রস কর্পুর রাখিয়া ঠুলির মুখ এমনভাবে বন্ধ করিবে যেন পারদ দেখা না যায় এবং বাহিরেও না থাকে। অতঃপর ঠুলিটির উপরে লবঙ্গের গুড়া মাখাইয়া এমনভাবে গিলিয়া থাইবে যেন দাতে না লাগে। উহা সেবনান্তে পান খাইবে।

তদ্বীর

১। সোনার এক টুকরা পাতের উপর নিম্নোক্ত তদ্বীর লিখিয়া সঙ্গমকালে জিহ্বার নীচে রাখিবে। উহা জিহ্বার নীচে থাকাকালীন লিঙ্গ শক্ত লোহদণের ন্যায় থাকিবে।

لام ع ط ط ع ق

২। লিঙ্গের উপরে সঙ্গমের পূর্বে লিখিবে— محس على فعليل

৩। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় লিখিয়া তাবীজরূপে কোমরে ধারণ করিলে শীঘ্র বীর্যপাত হইবে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَقَبِيلٌ يَا أَرْضُ الْبَعْنَى مَاءِكِ وَيَاسِنَةُ أَقْلَعِي وَغِيَضُ الْمَاءِ وَقُصْبَى
الْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِي وَقَبِيلٌ بُعْدًا لِّقَوْمِ الظَّالِمِينَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَورًا فَمَنْ
يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ - وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

৩ বার قُلْنَا يَا نَارُ كُنُنِيْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ

৩ বার سلامُ قُولَمِنْ رَبِّ رَحِيمٍ

৩ বার چار قُلْ

৩ বার لَهُمُ الْبُشْرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَبْدِئُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

প্রত্যেকটির পূর্বে ১ বার সূরা-ফাতেহা পড়িয়া পানিতে দম করিবে। কম পক্ষে দৈনিক তিনবার সেবন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া সেবন করিবে। এরপর ৪০ দিন ব্যবহার করিলে খোদা চাহেত মুক্তি, মুক্তি ও গগোরিয়া নিরাময় হইবে।

৫। ৩ বার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পনি ১০ দিন দৈনিক ২/৩ বার সেবন করিলে যখন ও দানা বেশী হইবে। ১০ দিন পর পানি পান বন্ধ করিয়া দিবে। সরিয়ার তৈল ও কর্পুর মিশ্রিত করিবে। উপরোক্ত আয়াত পড়িয়া উহাতে দম দিয়া ১২০ দিন মালিশ করিবে এবং এই ১২০ দিন আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া সেবন করিবে খোদা চাহে ত সিফলিস দূর হইবে।

ধৰ্জভঙ্গে সুপথ্য—মনের আনন্দ, অগ্নি বল অনুযায়ী বলবর্ধক ও ত্প্রিকর আহার।

কু-পথ্য—অতিচিন্তা, কুচিন্তা, কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন, গরুর গোশ্ত, টক, ঝাল, মেথুন, রাত্রি জাগরণ।

গগোরিয়া ও সিফলিসের সুপথ্য—দিনে পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, ছোলার ডাইল, আলু, পটল, ডুমুর, মানকচু, ওল, উচ্চে, থোড়, শজিনাড়াটা, কপি। রাত্রে রঞ্জী, লুচি, সাগু,

বালি, রাজভোগ, রসগোল্লা, গজা, পেস্তা, বাদাম, বেতের ডোগা, গন্ধ ভাদুলে, কবুতর, মুরগী মাংস, দুধ প্রভৃতি।

কুপথ্য—নূতন চাউলের ভাত, মাষকলায়ের ডাইল, লঙ্কার ঝাল, গুড়, দধি, মাছ, বোয়াল মাছ, বমি, পচা, রাত্রি জাগরণ, দিবা নিদা, উপবাস, অধিক বায়ু সেবন, অগ্নি সন্তাপ, প্রখর রৌদ্র সেবন, অতিরিক্ত ব্যয়াম, স্ত্রী সঙ্গম, মটর ডাইল, বেগুন, গরুর গোশ্ত, পিঠা, কটুরস, উষ্ণ বীর্য, অধিক লবণ ইত্যাদি।

যোনি ব্যাধি

অসাবধানতা, অজ্ঞতা, নানাবিধি কুপথ্য আহারের কারণে রস ও রক্ত দূষিত হইয়া নানা-প্রকার ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের গণোরিয়া, সিফিলিস দেখা দিলে উহার চিকিৎসার্থে পূর্বোক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা জটিল হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিবে না।

চিকিৎসা

১। যোনি ঢিলা হইলে এবং উহা হইতে সর্বদা পানি বাহির হইতে থাকিলে কিছু তেঁতুল বীজ চূর্ণ তুলায় পেঁচাইয়া যোনি মধ্যে কিছুদিন ধারণ করিলে পানি পড়া বন্ধ হয়, শক্ত ও কুমারীর সদৃশ সংকীর্ণ হইয়া থাকে। যাবতীয় যোনি পীড়া দূরীভূত হয়।

২। ভেড়া বা বকরীর পশমের ময়লা যোনি মধ্যে ধারণ করিলে পানি পড়া বন্ধ হয়।

৩। গর্ভবস্থায় যোনিদ্বারে জখম হইলে বিশেষ কিছু করার নাই। সন্তান প্রসরের পর আপনা থেকেই উহা নিবারিত হয়। অবশ্য কিছুটা মাখন লাগাইলে উপকার হইয়া থাকে।

৪। বলদ গরুর পিণ্ডে মিহিন পশম ভিজাইয়া একটু দীর্ঘদিন যোনি মধ্যে ধারণ করিলে কিংবা খরগোশের চর্বি অথবা উহার পনিরের সহিত কিছু গোল মরিচ চূর্ণ মিলাইয়া যোনি মধ্যে ব্যবহার করিলে উহা শক্ত দৃঢ় ও সংকীর্ণ হইয়া কুমারী সদৃশ হইয়া থাকে।

৫। ডিমের খোলের পাতলা পরদা ভালরাপে পিয়িয়া উহার সহিত বাচ্চা কবুতরের রক্ত মিলিত করিবে। ২/৩ দিন উহা যোনিদ্বারে ব্যবহার করিলে যোনি দৃঢ় ও সংকীর্ণ হইয়া থাকে।

বাজীকরণ ও সতর্কীকরণ

ধ্বজভঙ্গে যে সব বাজীকরণ ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ব্যবহার করিতে খুতু, বয়স ও জরুরত অনুযায়ী ব্যবহার করিবে। শুধু স্ত্রী বিলাসের জন্য ইহা ব্যবহার করিবে না। স্বাস্থ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

যৌন সংস্কারের জন্য কৃত্রিম উপায়ে কামাণ্ডি প্রজ্ঞলিত করা চিকিৎসা শাস্ত্রমতে অবৈধ। স্বাস্থ্যের সাধারণ উন্নতির সহিত জনন শক্তি ও শক্তিশালী হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য ভাল হইলে শক্তি প্রচুর থাকিলে ধৈর্যও হইয়া থাকে। অতএব, সাবধান, স্বাস্থ্য হীনাবস্থায় অধৈর্যের চাহিদায় এবং ভাল স্বাস্থ্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া সর্বশান্ত হওয়া সমীচীন নহে। অতি সহবাসের পরিণাম বড়ই খারাপ। কামাণ্ডি প্রজ্ঞলিত কখনও করিবে না। সবকিছুই ভাবিয়া চিন্তিয়া করিবে।

স্বপ্নদোষ

কুচিষ্ঠা, নভেল-নাটক অধ্যয়ন, অশ্লীল সিনেমা ও উলঙ্গ ছবি দর্শন, অনিয়ম অখাদ্য ভক্ষণের দরজনও স্বপ্নদোষ ব্যাধি হইয়া থাকে। চিকিৎসার্থে সর্বপ্রথম আসল কারণ দূর করিবে। সৎসর্গ

অবলম্বন করিবে। মন প্রফুল্ল রাখিবে। চিৎ হইয়া বা উপুড় হইয়া শয়ন করিবে না। প্রস্তাব ও পায়খানার বেগ লইয়া ঘুমাইবে না।

অতি উষ্ণ দিন, কটু ও ঝাল দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে না, বিশেষতঃ রাত্রের বেলা।
চিকিৎসা ৪। শয়নের সময় এক টুকরা সীসা কেমনে ধারণ করিবে এবং উহা গুর্দা বরাবর রাখিবে স্বপ্নদোষ নিবারিত হইবে।

২। শয়নের পূর্বে ৭০ কাবাব চিনি চূর্ণ সেবন করিলে স্বপ্নদোষ হইবে না।

তদ্বীর

৩। ঘুমাইবার পূর্বে সুরা-তারেক حافظ পর্যন্ত পড়লে স্বপ্নদোষ হইবে না।

৪। শয়নকালে অঙ্গুলি দ্বারা ডান উরতে লিখিবে آدم এবং বাম উরতে লিখিবে حواء কোন দিন স্বপ্নদোষ হইবে না।

৫। পেটে অসুখ থাকিলে উহার চিকিৎসা করিবে। নিম্নোক্ত দোআ লিখিয়া তাবীয়রূপে ধারণ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم

শুক্র তারল্যের কারণে স্বপ্নদোষ হইলে বিজ্ঞ কবিরাজ বা হাকীম দ্বারা চিকিৎসা করাইতে দেরী করিবে না। শুক্র তারল্য না হইলে এবং কামাঞ্ছি প্রজ্ঞালিত হইয়া স্বপ্নদোষ হইলে আর কোন চিকিৎসায় ভাল ফল না হইলে বিবাহের দ্বারা স্বপ্নদোষ নিবারিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কোষ ব্যাধি

উহাকে দলকোষও বলা হয়। বীর্য উৎপাদন এবং ঐ বীর্যকে সন্তান উৎপাদন উপযোগী করিবার নিমিত্ত আল্লাহ পাক কোষদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোষদ্বয় নষ্ট কিংবা বিকৃত হইয়া গেলে শুক্রাঞ্জলি, শুক্রহীনতা, শুক্রতারল্য প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। দলকোষদ্বয়কে নিখুত রাখিবার সর্বপ্রকার যত্ন লইতে হইবে। একবার কোষ ব্যাধি হইলে প্রায়ই উপশম হয় না।

একশিরা, কুরণ ও অন্তর্বুদ্ধি

দীর্ঘদিন পেটের পীড়া, আহার-বিহারে ব্যতিক্রম, অতিরিক্ত বোৰা বহন, মলমূত্রের বেগ ধারণ, অনুপস্থিত বেগে কৃষ্ণনো আঘাত এবং উৎকর্ত ব্যায়ামাদি হেতু বাতাদি দোষ ও দূষিত রস কোষ থলিতে সংঘিত হয়। রগ স্ফীত হয়, পানিও সংঘিত হইয়া থাকে। কিছুদিন পর কোষ থলিস্থিত পানি মাংসে পরিণত হইলে একমাত্র অপারেশন ছাড়া কোন কার্যকরী উপায় থাকে না। আবার অধিকাংশ সময় অপারেশন দ্বারাও আশাতীত ফল হয় না। রোগত্রয়ে যাহাতে বাহ্য খোলাসা হয় সেদিকে খুব দৃষ্টি রাখিবে।

চিকিৎসা

১। বচ ও শ্বেত সরিয়া অথবা শজিনা ছাল ও শ্বেত সরিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষের শোথ কমিয়া থাকে।

২। ত্রিফলার কাথো গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া প্রতিদিন পান করিলে কোষের শোথ বিনষ্ট হয়।

৩। একটি ভাল তামাকের পাতা কোষে জড়ইয়া বাঁধিবে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত রাখিবে। রোগী দুর্বল হইলে উহা ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ ইহাতে বমি হইতে পারে।

৪। শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে একশিরা ও কুরণ প্রশমিত হয়।

৫। সরিয়ার তেলে কপূর মিশ্রিত করিয়া কোষে মর্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৬। বড়েলার সহিত এরণ্ড তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে পেটের আধ্যান ও বেদনার সহিত অস্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

৭। সর্বদা লেংগোট ব্যবহার করিবে। লেংগোটই উক্ত রোগসমূহের মহৌষধ।

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, পটোল, বেগুন, আলু, ডুমুর, গন্ধ ভাদুলে, করলা, উচ্ছ, মূলা, রসুন, পুনর্বা, মানকচু, শজিনার ডাটা, আদা, তিক্তদ্রব্য, গরম পানি পান, জ্ঞান, রাত্রে ঝুটী, লুটি ইত্যাদি লঘু ও রক্তপ্রদ দ্রব্যাদি।

কু-পথ্য—গুরুপাক দ্রব্য, অম্ল, দধি, পুঁইশাক, পাকা কলা, বাত শ্লেঘাকর দ্রব্য, শীতল পানি, অতিরিক্ত চলা-ফেরা, দিবানিদ্রা, মলমুত্তের বেগ ধারণ, অজীর্ণ সত্ত্বে পুনর্ভোজন, ডাব, ইক্ষু, টিউবওয়েলের পানি, কৃয়ার পানি, বাসী ভাত, কাঁঠাল, খেসারী ডাইল, পিঠা, গোশ্ত প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য এবং পানি বহুল দ্রব্যাদি অহিতকর।

গুহ্যদ্বার ব্যাধি

অর্শ—ক্রিমির ন্যায় একটি রোগ শক্ত ব্যাধি। ইহা হইতে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে ইহা বৎশানুক্রমিক ব্যাধি ও বটে। অনেক সময় বরং প্রায়ই আহারাদির ক্রটির দরুন এবং ক্রিমি দ্বারা রোগ হইয়া থাকে। অর্শ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণনাশক না হইলেও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক এবং অসুবিধাজনক ব্যাধি।

অর্শের লক্ষণ—উদর ভার, দৌর্বল্য, কুক্ষিতে গুড়গুড় ধ্বনি, উদ্গার, পদম্বয়ের অবসাদ, দাহ, জ্বর, ত্বষ্ণা, অরুচি, পীতবর্ণতা, কাশ, শ্বাস, মুখস্ত্রাব, গুহ্যস্ত্রাব, মৃত্রকৃষ্ণ, অগ্নিমাল্য মলদ্বারে যন্ত্রণা, মলদ্বার স্ফীতি, রক্তস্ত্রাব প্রভৃতি।

বাহ্যবলি—উহা গুহ্যদ্বারের বাহির দিকে মাংসাঙ্কুরের ন্যায় নরম বা শক্ত হইয়া মলদ্বার সংকীর্ণ করিয়া দেয়। রোগীর মল খুব শক্ত হইলে অনেক সময় মলদ্বার ফাটিয়া যায় এবং তথা হইতে রক্তস্ত্রাব হইতে থাকে। বাহ্যবলি অচিরঃপন্ন হইলে উহার চিকিৎসা সুখসাধ্য।

মধ্যবলি—উহা গুহ্যদ্বারের মধ্যভাগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দীর্ঘদিন উৎপন্ন বাহ্যবলি এবং মধ্যবলিজ্ঞাত অর্শ বড়ই কষ্টসাধ্য।

অস্ত্রবলি—মলদ্বারের ভিতর দিকে শেষ প্রান্তে মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অস্ত্রবলি জাত অর্শ অসাধ্য।

এই ত্রিবিধি অর্শ আবার দ্বিবিধি। শুক্র অর্শ ও পরিস্ত্রাবী অর্শ। শুক্রার্শ হইতে রস ও রক্তস্ত্রাব হয় না। শুধু মলদ্বার স্ফীত ও বোট বা মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া দ্বার সংকীর্ণ করিয়া থাকে। পরিস্ত্রাবী অর্শের রস ও রক্ত কিংবা উহার কোন একটির স্নাব হইয়া থাকে।

যে কোন প্রকার হটক সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া আহার করিতে হইবে। যাহাতে নিয়মিত পরিক্ষার-ভাবে পায়খানা হইয়া যায় এবং খাদ্য-দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে। যে সব আহারে পায়খানা পরিক্ষার না হওয়ার সম্ভাবনা অথবা ক্রিমি বৃদ্ধি বা ক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে; এবং আহার কদাচিং করিবে না। অর্শরোগে ক্ষুদ্র ক্রিমির উপদ্রব দীর্ঘদিন থাকিলে ভগদ্বর হইবার সম্ভাবনা আছে। পরিস্ত্রাবী অর্শের প্রথমাবস্থায় রক্ত রোধক কোন ঔষধ ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে হঠাতে পরিস্ত্রাবী অর্শের রক্ত বন্ধ হইয়া হৃদরোগ শ্বাস ও কাশের আক্রমণ হইতে পারে।

নৃতন কিংবা পুরাতন অর্শ যদি উষধ প্রয়োগে উপশম না হয়, তখন ভাল অপারেশন করাইবে। অপারেশন ভাল না হইলে অর্শের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা খুব বেশী।

চিকিৎসা

১। পূর্ব হইতেই কিংবা অর্শ উৎপন্ন হইবার পর নিয়মিতভাবে সিংহ অথবা বাঘের চামড়ার উপর বসিলে অর্শ হইতে নিরাপদ থাকা যায়। (الرحمة في الطب والحكمة)

২। মনসার আঠার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে লাগাইলে উহা খসিয়া পড়ে।

৩। আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, তিত লাউয়ের কচি পাতা, ডহর করঞ্জের ছাল গোমুত্রে পিষিয়া মাংসাঙ্কুরে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা শুকার্শের একটি মহোষধ।

৪। পুরাতন ইক্ষু গুড় পানিতে গুলিয়া তাহার সহিত ঘোষাফল চূর্ণ পাক করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করিলে মধ্য ও অস্তর্বলি প্রশ্রমিত হয়।

৫। ঘোষা লতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্তার্শ বিনষ্ট হয়।

৬। মনসা বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈঙ্কব কুড়, শিরিয ফল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে লাগাইবে। ইহাতে বলি খসিয়া পড়ে।

৭। রক্তার্শের প্রথমাবস্থায় যদি অধিক রক্তস্নাব হইতে থাকে, তবে কিছুটা রক্ত বাহির হইবার পর খোসাতোলা কৃষ তিল ও মাখন প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে রক্তস্নাব বন্ধ হইয়া থাকে।

৮। প্রতিদিন একমুষ্ঠি বা অর্ধমুষ্ঠি কাঁচা চাউল খাইলে রক্তস্নাব বন্ধ হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ রক্তরোধক মুষ্ঠিযোগ।

৯। কিছুতেই রক্ত বন্ধ না হইলে কুড়চির ছাল অর্ধ তোলা বাটিয়া উহা ঘোলের সহিত পান করিলে রক্তস্নাব অবশ্যই বন্ধ হইবে।

১০। অর্শে অত্যধিক যন্ত্রণা থাকিলে লোবান ও ধুপের ধূম লাগাইবে।

১১। ওল চূর্ণ ১ ভাগ, চিতামূল ৮ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, গোলমরিচ ২ ভাগ, ত্রিফলা, পিপুল, পিপুল মূল, শতমূলী, তালিশ পত্র ভেলার মুটি, বিড়ঙ্গ প্রত্যক ৪ ভাগ, আলমূলী ৮ ভাগ, বিন্দুড়ক ১৬ ভাগ, দারঢচিনি ২ ভাগ, এলাচ ২ ভাগ, পুরাতন গুড় ১৮০ ভাগ, ওল প্রভৃতির চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক বা মাঞ্জুন প্রস্তুত করিবে। ইহা অর্শ, শ্বাস, কাশ ইত্যাদি উপদ্রবে প্রযোজ্য।

তদ্বীর

সর্ব প্রকার অর্শে নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি তাবীজরূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَقِبْلَةٌ يَأْرُضُ ابْلَعْيَ مَاءِكَ وَيَسْمَأَنْ أَقْلِعْيَ وَغِنْصَ الْمَاءَ وَقِبْلَيِ
الْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِبْلَةٌ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلَمِيِّينَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءِكُمْ غَوْرًا فَمَنْ
يَأْتِيْكُمْ بِمَاءِ مَعْيِنٍ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

২। ২১ তার (গুণ) লাল রং এর ॥১০ গজ লম্বা কাঁচা সূতা লইবে। উহাতে ২১টি গিরা দিবে। প্রত্যেক গিরায় একবার সূরা-লাহাব পূর্ণ পড়িয়া দম দিবে। অতঃপর উন্টা দিক অর্থাৎ, ডান হইতে বাম দিকে যাইবে এবং প্রত্যেক গিরায়ঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - رَبِّ أَنِّي مَسَنِي الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ -

১০ বার পড়িয়া দম দিবে। তৃতীয় বার বাম হইতে ডান দিকে যাইবে এবং প্রত্যেক গিরায় ১ বার
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءِكِ وَيَا سَمَاءَ أَقْلِعِي وَغِيَضَ الْمَاءِ وَقِصْنِي الْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِي
وَقِيلَ بُعْدًا لِّفَوْمِ الظَّالِمِينَ -

পড়িয়া দম দিবে। রোগীর কোমরে ধারণ করিতে দিবে।

ভগন্দর

গুহ্যদ্বারের চতুর্পার্শে ২ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মধ্যে কোন এক স্থানে যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং সেই ব্রণ যদি পাকিয়া নালীরাপে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভগন্দর বলে। ভগন্দরের নালি ক্রমশঃ এরূপ হইয়া যাইতে পারে যে, নালীর মুখ দিয়া মলমূত্র ও শুক্র পর্যন্ত নির্গত হয়। সকল প্রকার ভগন্দরই যন্ত্রণাদায়ক ও অতি কষ্টসাধ্য।

চিকিৎসাঃ—১। গুহ্যদ্বারের উক্ত স্থানে যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ উৎপন্ন হইবামাত্র বটপত্র পানিস্থিত ইষ্টকচূর্ণ, শুঁষ্ঠ, গুলঞ্চ, পুরনবা, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তদ্বারা ব্রণ প্রলিপ্ত করিবে। ইহাতে দুষ্ফিত রস ও রক্ত পরিষ্কার হইয়া ব্রণ বিনষ্ট হয়।

২। জাতি পত্র, কচি বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁষ্ঠ, সৈন্দব, ঘোলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর প্রশমিত হয়।

৩। ত্রিফলার কাখে প্রতিদিন ক্ষত ধোত করিবে।

৪। ক্ষত হইতে পুঁজ বাহির করিয়া থেত আকন্দের তুলা লাগাইলে অতি সত্ত্বর ঘা পুরিয়া থাকে।

৫। ভাত চটকাইয়া তাহা পিণ্ডাকার করিয়া অঙ্গরাঙ্গিতে পোড়াইবে। অঙ্গরবৎ হইলে তাহা উত্তমরাপে চূর্ণ করিবে। একটু তুঁতে পোড়াইয়া তাহাও চূর্ণ করিবে। উভয় চূর্ণ একত্র করিবে। এই চূর্ণ ২/৪ দিন ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্লেন্ড দূর হয়, ক্ষত লালবর্ণ হইয়া শীত্র পুরিয়া উঠে।

৬। সরিষার তৈল অর্ধ সের; জারিত পারদ, গঞ্জক, হরিতাল, মেটে সিন্দুর মনছাল, রসুন, মিঠা বিষ, জারিত ও মরিত তাষ্ঠ প্রত্যেকটি ২ তোলা লাইয়া সূর্যতাপে পাক করিবে। ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

তদৰীর

১। ব্রণের সূচনায় পড়িবে ব্রীৰিচ বুঁচিন্তা বাদন রেব্বা এবং অঙ্গুলিতে মুখের লালা সংযোগ করত মাটিতে লাগাইবে। যে মাটিটুকু অঙ্গুলিতে লাগিবে উহা ব্রণে লাগাইবে। ২/৩ দিন এরূপ করিলে ব্রণ ও বেদনা দূরীভূত হইবে।

২। তিনবার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পানি ৭ দিন পান করিবে। ৭ দিন পর তৈলের উপর একবার দশবার এবং রব্ব অন্ত অর্হম রহিমিন পড়িয়া দম দিয়া ঐ তৈল ১১ দিন মালিশ করিবে। খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে।

୩ । ଚିନା ବରତନେ ଫାତେହାସହ ଆୟାତେ-ଶେଫା ଲିଖିଯା ଉହା ଘୋତ କରିଯା ସେବନ କରିବେ ।
ଅର୍ଶ ଓ ଭଗନ୍ଦରେ ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ

ସୁପଥ୍ୟ—ଦିନେ ପୂରାତନ ଚାଉଲେର ସୁସିଦ୍ଧ ଭାତ, ମୁଗ, ଆଲୁ, ପଟୋଳ, ଡୁମୁର, ମାନକୁଚୁ, ଓଲ, ଉଚ୍ଛେ, ଥେଡ୍, ଶଜିନା, ଡାଟା, କପି, ଚନ୍ଦ୍ର ମାଛ ପ୍ରଭୃତି ଲୟୁ ପଥ୍ୟ, ରାତ୍ରେ ରୁଟି, ଲୁଟୀ ଓ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ରୁଚିକର ଲୟୁ ବଲବର୍ଧକ ପଥ୍ୟାଦି ହିତକର । ପେଂପେ, (କାଁଚା ଓ ପାକା) ବେତୋଶାକ, ନଟେଶାକ, କଲମିଶାକ, ତିଷ୍ଣଶାକ, ମୋଚା, କୈ, ମାଣ୍ଡର, ମୌରାଲା, ରୁହିତ ମଂସୋର ବୋଲ, ଛାଗ-ଦୁର୍ଖ, ଗବ୍ୟ ଦୁର୍ଖ, ମାଖନ, ମିଛରି, କୃଷ୍ଣ ତିଲ ସୁଖାଦୟ ।

କୁପଥ୍ୟ—ଭାଜା ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଦଧି, ପିଟ୍ଟକ, (ପିଠା); ଶିମ, ରୋତ୍ର, ଅଞ୍ଚି ସନ୍ତାପ, ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ, ମଲମୂତ୍ର ବେଗ ଧାରଣ, ସାଇକେଲ ଚାଲନା, ଘୋଡ଼ଦୌଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଯାନେ ଗମନାଗମନ ଅହିତକର ।

ବାଗୀ

ବାତାଦି ଦୋସ ପ୍ରକୁପିତ ହଇଯା କୁଚକ୍କି ଓ ସନ୍ଧିତେ ଶୋଥ ଉଂପାଦନ କରେ । ଏ ସନ୍ଧି ହାନେ ବିଶେଷତଃ ଉରୁ ସନ୍ଧିତେ ଯେ ଶୋଥ ସନ୍ଧିତ ହୟ, ତାହାକେ ବାଗୀ ବଲେ । ଏହି ରୋଗେ ଜୁର ଓ ବେଦନା ଥାକେ ।

ଚିକିତ୍ସା ୧ । ବାଗୀ ଉଠିବାର ସମୟ ବଟେର ବା କାଲକୁଚେର ଆଠା ଦ୍ଵାରା ଲେପ ଦିଲେ ଉହା ବସିଯା ଯାଯ । ଗୁଡ଼ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର କିଂବା ଶଜିନାର ଆଠା ଓ ଚିନି ଏକତ୍ରେ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ପ୍ରଲେପ ଦିଲେ ବାଗୀ ନିବାରିତ ହୟ ।

୨ । କୃଷ୍ଣ ଜୀରା ହବୁସ (Theuetia Nerieolia) କୁଡ଼, ଗମ, କୁଳଶୁଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମଭାଗ । କାଁଜୀତେ ପିଯିଯା ଉହା ଉଷ୍ଣ କରତ ପ୍ରଲେପ ଦିବେ । ବାଗୀ ପ୍ରଶମିତ ହଇବେ ।

୩ । ଏକଟା କାକ ମାରିଯା ତଙ୍କଣ୍ଣାଏ ପେଟ ଛିଡ଼ିଯା ନାଡ଼ୁଭୁରି ବାହିର କରିଯା ଫେଲିବେ । ଅତଃପର ଉତ୍କୁ ପେଟ ଦ୍ଵାରା ବାଗୀ ଆବୃତ କରିଲେ କ୍ଷଣକାଳ ମଧ୍ୟେ ଯଦ୍ରଣା ନିବାରିତ ହୟ ।

ଶ୍ଲୀପଦ (ଗୋଦ)

ଶ୍ଲୀପଦ ରୋଗ ଉଂପନ ହଇବାର ପୂର୍ବେ କୁଚକିଷ୍ଟାନେ ବେଦନା, ଶୋଥ ଓ ଜୁର ଉପର୍ତ୍ତିତ ହୟ । ଏ ଶୋଥ କ୍ରମାୟ କୋନ ଏକ ପାଯେ କିଂବା ଦୁନୋ ପାଯେ ନାମିଯା ପା ହଞ୍ଚି ପଦେର ନ୍ୟାୟ ହଇଯା ଯାଯ ।

ବାୟୁର ପ୍ରକୋପ ଥାକିଲେ ଶ୍ଲୀପଦ—କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ଜୁର ଓ ବେଦନା ହୟ ।

ପିତ୍ରେର ପ୍ରକୋପ ଥାକିଲେ ଶ୍ଲୀପଦ—ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଦାହ ଓ ଜୁର ହୟ ।

କଫେର ପ୍ରକୋପ ଥାକିଲେ ଶ୍ଲୀପଦ—କଠିନ ପାଣ୍ଡୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା ଥାକେ ।

ଚିକିତ୍ସା ୧ । ସ୍ଵେତ ଆକନ୍ଦେର ମୂଳ କାଁଜୀତେ ବାଟିଯା ପ୍ରଲେପ ଦିଲେ ଶ୍ଲୀପଦ ପ୍ରଶମିତ ହୟ ।

୨ । କନକ ଧୂତୁରା ମୂଳ, ଏରଣ୍ଡ ମୂଳ, ନିସିନ୍ଦା, ପୁନର୍ନବା, ଶଜିନା ମୂଲେର ଛାଲ ଓ ସ୍ଵେତ ସରିଯା ପିଯିଯା ପ୍ରଲେପ ଦିଲେ କିଂବା

୩ । ଦେବଦାରୁ, ଚିତାମୂଳ ଗୋମୁତ୍ରେ ବାଟିଯା ନରମ କରିବେ । ଇହା ଦ୍ଵାରା ଗରମ ଗରମ ପ୍ରଲେପ ଦିଲେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଉଂପନ ଶ୍ଲୀପଦ ଓ ଶୁକାଇଯା ଯାଯ ।

୪ । ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ଯଷ୍ଟି ମଧୁ, ରାନ୍ବା, ଶୁଡ କାମାଇ ପୁନର୍ନବା ଏହି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ କାଁଜୀତେ ବାଟିଯା ଶ୍ଲୀପଦେ ପ୍ରଲେପ ଦିବେ ।

୫ । ତ୍ରିକୁଟ, (ସମାନ ସମାନ ଶୁଠ, ପିପୁଲ ଓ ଗୋଲମରିଚ) ତ୍ରିଫଲା (ଆମଲକୀ ହରିତକୀ ଓ ବହେଡ଼ା) ଚୈ, ଦାର ହରିଦ୍ଵା ବରଣ ଛାଲ, ଗୋକୁର, ମୁଣ୍ଡିରୀ (ବଡ ଥୁଲ କୁଡ଼ି ଓ ଗୁଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ ୧ ଭାଗ

সর্বচূর্ণের সমান বিদ্যুত্ক চূর্ণ একত্র করিয়া অর্ধ তোলা মাত্রায় কাঁজীর সহিত পান করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

৭। ছিন্নলোথ, পারদ, গঢ়ক, তামা, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে, কড়ি ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম, ত্রিফট, ত্রিফলা, লৌহ, বিঙ্গ, পঞ্চ লবণ, চৈ, পিপুল মূল, হবুষ বচ, শটী, আকনাদী, দেবদারু, এলাচ, বিদ্যুত্ক, তেউড়ীমূল, চিতামূল, দস্তিমূল। প্রত্যেক ১ ভাগ, হরিতকের কাথে মর্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান শীতল পানি।

তদ্বীর

১। বাগী, শ্লীপদ উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুকনা মাটিতে **قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَعِينٌ** ২ বার পড়িয়া দম দিবে এবং পাঠক নিজ মুখের থুথু ঐ মাটিতে নিষ্কেপ করত বাগী ও শ্লীপদ স্থানে প্রলেপ দিবে।

২। তার্পিন, সরিষার তৈল, পঞ্চ লবণ ও কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে

৩ বার	أَفْحَسِبْتُمْ حَيْرُ الرِّجْمِينْ
৩ বার	ذَلِكَ تَحْفِيفٌ عَدَابُ الْيَمِ
৩ বার	قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَعِينٌ

وَيَسْلِلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا فَيَدْرَهَا قَاعًا صَفَصَفًا لَا تَرَى

৩ বার	فِيهَا عَوْجًا وَ لَا أَمْتًا
৩ বার	وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَّلَ نَذِيرًا
১০ বার	رَبِّ أَنِّي مَسِينِي الصُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينْ
১০ বার	مُسْلِمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا
২ বার	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ

পড়িয়া প্রতিবারে ঐ তৈলে দম দিবে। দেড় মাস দৈনিক ৪/৫ বার মালিশ করিবে। খোদা চাহে ত শ্লীপদ প্রশংসিত হইবে।

পথ্যাপথ্যঃ—কোষ ব্যাধির পথ্যাপথ্যের অনুরূপ।

গোড়শূল

পায়ের গোড়ালীর তলদেশে শূলনিবৎ বেদনা হইয়া থাকে। ইহা মারাত্মক না হইলে বড়ই কষ্টদায়ক ব্যাধি। এই রোগে রোগী চলাফিরা করিতে পারে না গোড়শূল রোগ প্রকৃতিত পিত্তাধিক্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদ্বারা নিয়মিতভাবে পায়খানা হইয়া যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কাঁচা হলুদ, নিমপাতা, গুঁধের কাথ দীর্ঘদিন সেবন করিলে উহা প্রশংসিত হইতে পারে। ধারোফ দুঁফ ব্যবহার করিলে সুফল হইবে।

ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ

କୋମର ବେଦନା—ଆନ୍ୟମ ଆହାର-ବିହାର ଅସାବଧାନତା ହେତୁ କୋମର ବେଦନା ହିଂତେ ପାରେ । କୋଷ୍ଟ କାଠିନ୍ୟ ହେତୁଓ କୋମର ବେଦନା ହୁଏ । ଗୁର୍ଦୀ ବ୍ୟାଧିର ଜନ୍ୟଓ କୋମର ବେଦନା ହିଂତେ ପାରେ । ରୋଗ ଓ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ୟ କରତଃ ଉହାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ।

୧ । ଠାଣ୍ଡା ଲାଗିଯା କୋମରେ ବେଦନା ହିଂଲେ ୨ ତୋଳା ମଧୁ ଆଥ ପୋଯା ମୌରି ଭିଜାନ ପାନିର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ପାନ କରିବେ । ତୃତୀୟ ମାଶା କାଲାଜିରା ୨ ତୋଳା ମଧୁର ସହିତ ଚିବାଇୟା ଥାଇବେ । ଡାନ ବା ବାମ କୋକେର ବେଦନାୟ ଇହା ବିଶେଷ ଉପକାରୀ ।

୨ । ଶୀତକାଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବେର ପର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ଉପଯୋଗୀ ଖଦ୍ୟାଭାବେଓ ପ୍ରସୁତିର କୋମରେ ବେଦନା ହିଂତେ ପାରେ । ଏହି ବେଦନାୟ ହାଫ ବୟେଲ ଆଗ୍ନାର ସହିତ ନେମକ ସୋଲାଇମାନୀ ସେବନ କରିଲେ ବିଶେଷ ଉପକାର ହିଂତେ ପାରେ ।

୩ । ଝାତୁକାଳୀନ କୋମର ବେଦନାକେ ବାଧକ ବେଦନା ବଲା ହୁଏ । ଉହାର ଚିକିଂସା ବାଧକ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଯା ଲାଇବେ ।

୪ । ଇଁଟୁ, କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୃତି ସଞ୍ଚିହ୍ନଙ୍କୁ ବେଦନାୟ ତ ମାଶା ପାନିଫଳ ମିହିନ କରିଯା ଲାଲ ଚିନିର ବା ଇକ୍ଷ୍ଵୁ ଚିନିର ସହିତ ସେବନ କରତ ଅର୍ଧ ପୋଯା ମୌରି ଭିଜାନ ପାନିର ସହିତ ୨ ତୋଳା ଖମିରା ବନଦଶା ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ପାନ କରିବେ । ଖମିରା ବନଦଶା ହେକିମଦେର ଦାଓୟା ଖାନାୟ ପାଓୟା ଯାଏ ।

୫ । ଧାରୋଷ ଦୁଷ୍ଟ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ।

୬ । ଥାନକୁନିର ପାତା ଲବନେର ସହିତ ବାଟିଯା ପ୍ରଲେପ ଦିଲେ କୋମର ବେଦନା ବିଦୁରିତ ହୁଏ ।

୭ । ପିପୁଲ ମୂଲେର ଛାଲ ଶୁକାଇୟା ଉହାର ୧ ତୋଳା ମିହିନ ଗୁଡ଼ା ଚିନିର ସହିତ ୨୧ ହିଂତେ ୪୦ ଦିନ ସେବନ କରିଲେ ବେଦନା ନିବାରଣ ହୁଏ ।

ଫୋଡ଼ା ଓ ବ୍ରଣ

ରୋଗ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ପଯଦା ହୁଏ । ରୋଗଟି ବାହିର ହିଂବାର ସମୟ ଆମରା ଅନୁ-ଭବ କରି । କାଜେଇ ଯଥା ସନ୍ତବ ଫୋଡ଼ା ଓ ବିଷଫୋଡ଼ା ନା ବସାଇୟା ବରଂ ପାକିଯା ବାହିର ହିଂତେ ଦେଓୟାଇ ମଞ୍ଜଲଜନକ ।

୧ । ଏକାନ୍ତ ଉହା ବସାଇୟା ଦିତେ ହିଂଲେ ଗମ, ଯବ ଓ ମୁଗ ସିନ୍ଦକ କରିଯା ପିଷିଯା ପ୍ରଲେପ ଦିଲେ ଉହା ବିଲୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

୨ । ଶଜିନା ମୂଲେର ଛାଲ ବାଟିଯା ପ୍ରଲେପ ଦିଲେଓ ବିଶେଷ ଉପକାର ହୁଏ ।

୩ । ଦଶମୂଳ ବାଟିଯା ଗବ୍ୟ ଘୃତେର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରିବେ । ଅତଃପର ଅଗିତେ ଗରମ କରିଯା ପ୍ରଲେପ ଦିବେ । ଫୋଡ଼ା ବସିଯା ଯାଇବେ । ଯଦି ଇହାତେ ନା ବସେ, ତବେ ପାକିବାର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ।

୪ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାର ଇନ୍ଦ୍ରବସ୍ୟ, ଚାଲୁନି ପାନିତେ ପିଷିଯା ପ୍ରଲେପ ଦିବେ, କିଂବା ଗୋଲମରିଚ ପାନିତେ ଘୟିଯା ଲାଗାଇବେ ଅଥବା ଘୃତେର ଛାଇୟେର ପ୍ରଲେପ ଦିବେ । ଇହାତେ ବ୍ରଣ ବସିଯା ପ୍ରଶମିତ ହିଂବେ । ପୋଡ଼ା ମାଟିର ପ୍ରଲେପରେ ଏରମ୍ବନ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ।

୫ । ଚିରତା, ନିମଛାଲ, ଯଷ୍ଟିମଧୁ, ମୁତା, ବାସକଛାଲ, ପଲତା, କ୍ଷେତ ପାପଡ଼ା, ବେନାରମୂଳ, ତ୍ରିଫଳା, ଇନ୍ଦ୍ରଯବ ଇହାଦେର କାଥ ପାନ କରିଲେ ସର୍ବପ୍ରକାର ବ୍ରଣ ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ ।

୬ । ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ, ନାଗେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତମୂଳ ଶୁଦ୍ଧ ନଟେ, ଶିରିଛାଲ, ଜାତାପୁଷ୍ପ ଓ ମୁତା, ଇହାଦେର କାଥ ପାନ କରିଲେ ବ୍ରଣେର ଦାହ ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ ।

৭। গুলগুলি, পলতা, চিরতা, বাসকচাল, নিমছাল, ক্ষেত পাপড়া, খদিরকাঠ, মুতা ইহাদের কাথ পান করিলে ব্রণের জ্বরাদি প্রশমিত হয়।

৮। শনবীজ (বাম বুনিয়া), মূলবীজ, মসিনা, শজিনাবীজ, তিল, সরিয়া, ঘব ও গম। এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পুলটিস করিলে ফোঁড়া ও ব্রণ পাকিয়া উঠে।

৯। আমপাতা, নিমপাতা, কৃষ্ণ কলির মূল বা পাতা বাটিয়া তাহা ঘৃতাঙ্গ করিবে। পুরু করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ও ব্রণ পাকিয়া থাকে।

১০। গন্ধ বিরাজের পাটি দিলে বসিবার শোথ বসিয়া যায় এবং পাকিবার শোথ পাকিয়া যায়।

১১। ছোট গোয়ালের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-ফোঁড়া পাকে, ফাটে ও পুঁজি নিঃসারিত হয়।

১২। করঞ্জ, ভেলা, দন্তি, চিতামূল, কবরী মূল এবং কবুতর, কাক অথবা শকুনীর মল। এই সকল দ্রব্য ব্রণে সংযোগ করিলে উহা ফাটিয়া যায়।

১৩। গরু দাঁত পানিতে ঘসিয়া তাহার বিন্দুমাত্র ফোঁড়া বা ব্রণে লাগাইলে অসাধ্য ও কঠিন শোথও পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

১৪। সাপের খোলস (ছলম) ভস্ম করিবে। ভস্ম সরিয়ার তৈলে মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা শোথ প্রলিপ্ত করিলে উহা পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

১৫। হাগর মালীর আঠা (Vallaris Heyni) দ্বারা প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল উৎপন্ন ক্ষতও প্রশমিত হয়। উচ্চে পাতা, তুলসী পাতা, ইহাদের একটির প্রলেপ দিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে।

লোহার কোদালে পাতি লেবুর রসে শ্বেত আকদের মূল ঘষিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিলে অসাধ্য ক্ষতও নিবারিত হয়।

ব্রণ রাক্ষসী তৈলঃ—ইহা সর্বপ্রকার বিদ্রিধি ও ব্রণের মহৌষধ।

প্রস্তুত প্রণালীঃ—সরিয়ার তৈল অর্ধসের কঙ্কার্থ, শোধিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটে সিন্দুর, মনছাল, রসুন, মিঠাবিষ, তাস্র। প্রত্যেকটি ২ তোলা, সূর্যতাপে পাক করিবে।

নালী ঘা

পক শোথ উপেক্ষা করিলে অর্থাৎ পুঁজ বাহির করিয়া ফেলিলে এবং উহা দীর্ঘদিন বদ্ধাবস্থায় থাকিলে; চামড়া, শিরা, স্নায়ু, সক্রি ও অস্তি পর্যন্ত বিদীর্ঘ করিয়া ক্রমশঃ অভ্যন্তরের দিকে ধাবিত হয়। পুঁজ বাহির করা এবং পরিষ্কার করত যে সব ঔষধে নালী পুরিয়া উঠে এরাপ ব্যবস্থা করাই উহার চিকিৎসা—ক্ষতের নালী যতদূর পোঁচিয়াছে, তাহা শলাকাদি দ্বারা নির্গয় করত অন্ত দ্বারা চিরিয়া পুঁজ বাহির করিবে কিন্তু সাবধান যেন কোন রগ কাটিয়া না যায়। অতএব, আপারেশন ঠিক অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক হওয়া দরকার। অন্যথায় রগ কাটিয়া গিয়া অতিরিক্ত রক্ত বাহির হইতে পারে। কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

১। শজিনার মূলের ছাল, হরিদ্রা, কালিয়া কড়া, ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃতাঙ্গ করিয়া উহা একখণ্ড নেকড়ায় মাথাইয়া লইবে। শুষ্ক করিয়া ক্ষত স্থানে ধারণ করিবে। কয়েক দিন এরাপ করিলে পুঁজাদি বাহির হইবে এবং ক্ষত পুরিয়া উঠিবে।

২। বাগ ভ্যারেণ্ডার আটা ও খয়ের একত্রে ক্ষতস্থানে পুরিয়া রাখিলে উহা প্রশমিত হয়।

একখণ্ড কচি কলাপাতার এক পার্শ্বে সুচ দ্বারা অসংখ্য ছিদ্র করিবে। কলা পাতার ছিদ্রের উপরে কিছু হিপ্পার শিকড় বিছাইয়া পাতার অপর দিক দ্বারা আবৃত করিবে। ছিদ্রদার পার্শ্ব ক্ষতের উপর

ନେକ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସାଧିଯା ରାଖିବେ । ୫/୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାର ନୂତନ କରିଯା ଉହା ଧାରଣ କରିଲେ ଉଂକଟ ନାଲୀ ଘାଓ ପୁରିଆ ଉଠିବେ । ଇହା ନାଲୀ ଘାଯେର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳପ୍ରଦ ଓସଥ ।

ବଣ ରାକ୍ଷସୀ ତୈଲ ବିଶେଷ ଉପକାରୀ । ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଗାଳୀ ଫେଁଡ଼ା ଓ ବଣ ରୋଗ ଚିକିଂସା ଅଧ୍ୟାୟେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଇଯାଛେ ।

ଜ୍ଵର

ଏକ ଦୋଷଜ ଏକଟି ରୋଗ ଶକ୍ର ବ୍ୟାଧି । ସେ ନିଜେও ମାରାୟକ ଓ ପ୍ରାଣ ସଂହାରକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବ୍ୟାଧି । ଜ୍ଵର ବହୁ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଉହାର ଚିକିଂସାଓ ଖୁବ ସହଜ ନୟ । ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିଂସକେର ଦ୍ୱାରାଇ ଉହାର ଚିକିଂସା କରା ନ୍ୟାୟ ସଂଗ୍ରହ ।

ଆମରା ଏଥାନେ ସହଜ ଓ ସୁଲଭ ଔଷଧପତ୍ର ଓ ପାଚନାଦି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଯୋଗେର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ ଯଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହିଁବାର ସନ୍ତାବନା ନାହିଁ ।

ବାତ ଜ୍ଵର

ଏହି ଜ୍ଵରେ ପିତ୍ତ ଓ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ଆପନ ଆପନ ଗତିତେ ଚଲିତେ ଥାକେ, ଏକଟୁ ପ୍ରବଳେ ହିଁତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ବିକୃତ ଓ ପ୍ରକୁପିତ ହେଇଯା ଆପନ ଗତିବେଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ଥାକେ ।

ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିଂସକଗମ ବାତ ଜ୍ଵରେର ଲକ୍ଷଣ ନିମ୍ନରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଛେ । କମ୍ପ, ହାଇ ଉଠ୍ୟା, କଂଠ ଓ ଓଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଷ ହେଯା, ନିଦ୍ରା ଭାଲ ନା ହେଯା, ହାଁଚି ନା ହେଯା । ଶରୀର ରକ୍ଷଣ, ସମ୍ମତ ଗାତ୍ର ବିଶେଷତଃ ହଦମେ ଓ ମନ୍ତ୍ରକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନା ହେଯା, ଅଧିକ କଥା ବଲା, ମଳ କଠିନ ହେଯା, ଉଦ୍ରଧ୍ୟାନ ଓ ଉଦ୍ଦର ବେଦନା ହେଯା ପ୍ରଭୃତି ଲକ୍ଷଣମୂହଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ।

ଚିକିଂସା—୧ । ଏହି ଜ୍ଵରେ ହାତ-ପା ଓ ମନ୍ତ୍ରକ କାମଡାନୀ ଥାକିଲେ ଗୁଲଫା, ବଚ, କୁଡ଼, ଦେବଦାର, ରେଣୁକା, ଧନେ, ସୋନାର ମୂଲ । ଇହାଦେର କାଥେ ୧୦ ଆନା ଚିନି ଓ ୫/୦ ଆନା ମଧୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଦିଯା ପାନ କରିବେ ।

୨ । ଏହି ଜ୍ଵରେ—ଜ୍ଵର ଖୁବ ପ୍ରବଳ ହିଁଲେ ଏବଂ ହାତ-ପା ମନ୍ତ୍ରକ କାମଡାଇତେ ଥାକେ । ଜ୍ଵର ବିରାମ କାଳେ ଯଦି କଯ (ବମି) ହୁଏ, ତବେ ବେଲ, ଶୋନା, ଗଭ୍ରାରୀ, ପାରଳ ଗଣିଯାରୀ ବେଡ଼ୋଲା, ରାନ୍ଧା, କୁଳଖ କଲାଯ ଓ କୁଡ଼ । ଇହାଦେର କାଥ କିଞ୍ଚିତ ମଧୁମହ ପାନ କରିବେ । କମ୍ପ ନିବାରଣାରେ ଗରମ କାପଡ଼େର ପୁଟଲୀ ହାତେର ତାଲୁ, ପାଯେର ତଳା ଏବଂ ବଗଲେ ଧାରଣ କରିବେ ।

ପିତ୍ତଜ୍ଵର—ଏହି ଜ୍ଵରେର ବେଗ ଖୁବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୁଏ, ଅତିସାରେ ନ୍ୟାୟ ତରଳ ମଲଭେଦ, ଅଙ୍ଗ ନିଦ୍ରା, କଂଠେ, ଓଷ୍ଠେ, ମୁଖେ କ୍ଷତ ହିଁତେ ପାରେ, ଘାମ ହିଁତେ ଥାକେ । ରୋଗୀ ପ୍ରଲାପ ବକେ । ମୁଖ ତିକ୍ତ ହୁଏ, ମୁଢ଼ା, ଦାହ ଓ ପିପାସା ହୁଏ । ମଲମୂତ୍ର ଓ ନେତ୍ର ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଏହି ଜ୍ଵରେ କୋବଲମାତ୍ର ପିତ୍ତ ପ୍ରବଳ ଓ ପ୍ରକୁପିତ ହୁଏ ।

ପିତ୍ତଜ୍ଵର ଚିକିଂସାର୍ଥେ—କ୍ଷେତ୍ରପାପଡ଼ା, ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ, ବାଲା, ଶୁଠ, ଇହାଦେର କାଥ ବିଶେଷ ଉପକାରୀ ।

ଏହି ଜ୍ଵରେ ପିପାସା ଓ ଦାହ ଥାକିଲେ—ବାଲା, ରଙ୍ଗଚନ୍ଦନ, ବେଲାର ମୂଲ, ମୁତା ଓ କ୍ଷେତ୍ରପାପଡ଼ା, ଇହାଦେର କାଥ ଶୀତଳ କରିଯା କିଞ୍ଚିତ ମଧୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଦିଯା ପାନ କରିତେ ଦିବେ ।

ପିତ୍ତଜ୍ଵରେ ତରଳ ମଲଭେଦ, ବମି ଓ ପିପାସା ଥାକିଲେ ଆମ ଓ ଜାମେର କଟିପାତା, ବଟେର ଅନ୍କର, ବେନାର ମୂଲ ଇହାଦେର ସର୍ବମୋଟ ୮ ତୋଳା ଲହିୟା ପିଯିବେ, ଅତଃପର ଏକଟି ମାଟି ବା କାଁଚେର ପାତ୍ରେ ରାଖିଯା ଛାକିବେ । ଏ ଛାକା ପାନିତେ କିଛୁ ମଧୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଦିଯା ପାନ କରିତେ ଦିବେ ।

ଉକ୍ତ ଜ୍ଵରେ ବମି, ବମନଭାବ, ଅରଚି, କାଶ, ଶ୍ଵାସ, ଅନ୍ତର୍ଦୀହ, ପ୍ରଲାପ, ମୁଢ଼ା, ପିପାସା, ଗାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟନ ଥାକିଲେ କିସମିସ, ରଙ୍ଗଚନ୍ଦନ, ପଦମମୂଲ, ମୁତା, କଟକି, ଶୁଠ, ଆମନବୀବାଲା, ବେନାର ମୂଲ, ଲୋଧ,

ইন্দ্রিয়, ক্ষেত্রপাপড়া, ফসলা, যষ্টিমধু, দুরালভা, প্রিয়ঙ্গু, বাসক, গাব, চিরতা, ধনে ইহাদের কাথ ব্যবহাৰ কৰিব।

কফজ্বরঃ—এই জ্বরে বেগ মন্দা, আলস্য মুখ মিষ্টিভাব মলমূত্র ও নেত্র শুল্কবর্ণ, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, শৰীৰেৰ স্তৰ্কতা, অবসন্নতা, গুৰুতা, আহারে অনিচ্ছা, বমন, অপৰিপাক, শীতানুভব, মুখ ও নাক দিয়া পানিস্বাব, কাশ, অৱচি, সাধাৰণত এই সমস্ত লক্ষণাদি প্ৰকাশ পায়।

চিকিৎসা

১। ছাতীম ছাল, গুলঞ্চ, নিমছাল, গাবছাল, ইহাদের কাথ পান কৰিলে কফ বিনষ্ট হয় এবং জ্বরেৰ উপশম হয়।

২। শুষ্ঠ পিপুল, গোলমৰিচ, নাগেশ্বর, হরিদ্বা, কটকী, ইন্দ্রিয়। ইহাদের কাথ পান কৰিলে জ্বর বিনষ্ট হয়।

৩। কটকী, চিতামূল, নিমছাল, হরিদ্বা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রিয় ও মূর্বামূল, (শোচ মুখী) ইহাদের কাথ মৰিচচৰ্ণ ও মধুসহ পান কৰিলে প্ৰবল কফ জ্বৰ বিনষ্ট হয়।

৪। কফজ্বরে কফেৰ অত্যন্ত প্ৰকোপ, শ্বাস, কাশ, বক্ষ বেদনা, অগ্নিমান্দ্য প্ৰভৃতি শ্ৰেষ্ঠাজ উপদ্রব থাকিলে কন্টকারী, গুলঞ্চ, শুষ্ঠ ও পিপুল ইহাদের কাথ ব্যবহাৰ কৰিব। ইহা প্ৰত্যক্ষ ফলপ্ৰদ পাচন।

কফজ্বরে দৌৰ্বল্য ও শ্ৰবণ শক্তিৰ অল্পতা ঘটিলে নিসিন্দার পাতাৰ কাথ পিপুল চুৰ্ণেৰ সহিত পান কৰিতে দিবে। ঐ জ্বরে কাশ অত্যন্ত প্ৰবল হইলে বাসক ছাল, কন্টকারী ও গুলঞ্চ। ইহাদেৱ কাথ মধুসহ পান কৰিতে দিবে।

বিদোষজ জ্বৰ

বাত, পিত্তজ্বর—প্ৰকুপিত বায়ু ও পিত্তেৰ আধিক্যে যেমন নাড়ীতে অনুভব হয়, তেমনভাৱে বাত ও পিত্তেৰ লক্ষণাদি বাহ্যিক ভাবেও আত্মপ্ৰকাশ কৰিয়া থাকে।

চিকিৎসা

১। চিৰতা, গুলঞ্চ, কিস্মিস, আমলকী, পিপুল শুষ্ঠ ও শঠি। ইহাদেৱ পুৱাতন ইক্ষু গুড়েৱ সহিত পান কৰিলে পিত্তেৰ প্ৰশমন ও জ্বরেৰ নাশ হইয়া থাকে।

২। মুতা, ক্ষেত পাপড়া, নীলসুন্দী, চিৰতা, বেনাৰ মূল, রক্তচন্দন, ইহাদেৱ কাথ ব্যবহাৰ কৰিব। ইহা শ্ৰেষ্ঠ ফলপ্ৰদ পাচন।

৩। গুলঞ্চ, মুতা, ক্ষেত পাপড়া, চিৰতা, শুষ্ঠ। এই পাঁচটি দ্রব্যেৰ কাথ পান কৰিলে বাতপিত্ত জ্বৰ প্ৰশমিত হয়।

৪। রাস্মা, বাসক ছাল, ত্ৰিফলা, সোন্দাল ফল, ইহাদেৱ কাথ পান কৰিলে বাত পিত্ত জ্বরেৰ উপশম হয়। কোষ্ঠেৰ শুদ্ধিও হইয়া থাকে।

পিত্ত শ্ৰেষ্ঠা জ্বৰ

১। এই জ্বরে অৱচি ও বমি প্ৰভৃতি পৈতৰিক ও শ্ৰেষ্ঠিক উপদ্রব থাকিলে উহার প্ৰতিকাৰার্থে—পলতা, রক্তচন্দন, মূর্বামূল, কটকী, আকনন্দি ও গুলঞ্চ, ইহাদেৱ কাথ পান কৰিতে দিবে।

২। পিত্ত শ্ৰেষ্ঠা জ্বরে দাহ, ত্ৰঃশা, অৱচি, কাশ, বমি ও পাৰ্শ্ব বেদনা থাকিলে—কন্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটি, শুষ্ঠ, ইন্দ্রিয়, দুৱলতা, চিৰতা, রক্তচন্দন, মুতা, পলতা ও কটকী ইহাদেৱ কাথ পান কৰিতে দিবে।

বাত শ্লেষ্মা জ্বর

এক দোষজ জ্বর অপেক্ষা দিদোষজ জ্বর কঠিন। দিদোষজ জ্বরের মধ্যে আবার বাত শ্লেষ্মা জ্বর অতি কঠিন। সকল দিদোষজ ও ত্রিদোষজ জ্বর খুব কঠিন এবং উহার লক্ষণাদি প্রবল হইলে উহাকে জ্বর বিকার বলা হয়।

চিকিৎসা

১। বাত শ্লেষ্মা জ্বরে যদি সম্মিলে ভঙ্গবৎ বেদনা, শির বেদনা, কাশ ও অরুচি থাকে, তবে নিম্নোক্ত পাচন মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নিমছাল, গুলপঞ্চ, শুষ্ঠ, দেবদারু, কট ফল, কটকী ও বচ। এই সমুদয় দ্রব্য থেতো করিয়া পানি দ্বারা জ্বাল দিয়া পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

২। এই জ্বরে যদি অপাক, অনিদ্রা, পার্শ্ব বেদনা এবং কাশ ও শ্বাস থাকে তাহা হইলে দশমূল পাচন অর্থাৎ বেল, শ্যোনা, গন্তারী, পারঙ্গল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি কটকারী ও গোকুর যথাসম্ভব মূলের ছালের কাথ, পিপল চূর্ণ ও মধুসহ পান করিতে দিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ পাচন।

৩। বাত শ্লেষ্মা জ্বরে যদি হিঙ্কা, শোয়, গলাবদ্ধতা, কাশ ও শ্বাস থাকে তাহা হইলে দেবদারু, ক্ষেত পাপড়া, বামুনহাটি, মুতা, বচ, ধনে, কট ফল, হরিতকী, শুষ্ঠ ও নাটকরঞ্জ ইহাদের কাথ শোধিত হিং ও মধুসহ পান করিতে দিবে।

৪। প্রবল বাত শ্লেষ্মা জ্বরে এবং সান্নিপাতিক জ্বরে গাত্রের স্তৰ্কতা ও বেদনা নিবারণার্থে বালুকা স্বেদ খুবই উপকারী। কিন্তু, লিঙ্গ কোষ, চক্ষু ও হৃদয়ে স্বেদ দিবে না। একটা পাত্রে বালুকা উত্তপ্ত করিবে, পরে একখণ্ড কাপড়ের উপর বা আকন্দের পাতা বিছাইয়া উহার উপর গরম বালুকাগুলি ঢালিয়া একটা পুটিল বাঁধিয়া কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে। যখন শীত, বেদনা, দেহের স্তৰ্কতা ও গায়ের গুরুতা নিবারণ হইবে তখন আর স্বেদ দিবে না।

৫। প্রবল বাত শ্লেষ্মা জ্বরে বুকে শ্লেষ্মা বসিলে বাক্য রোধ কিংবা রোগী তন্ত্রাভিভূত হইলে, বুকে ও পার্শ্বদ্বয়ে স্বেদ দিবে। স্বেদ দিতে কখনও ডয় পাইবে না বা দেরী করিবে না। পান বা আকন্দের পাতা খুব পুরাতন উষ্ণ ঘৃতে সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে।

ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক জ্বর

ত্রিদোষজনিত রোগ মাত্রই বিপজ্জনক। তন্মধ্যে ত্রিদোষজনিত প্রবল জ্বর অর্থাৎ সান্নিপাতিক জ্বর খুবই ভয়ঙ্কর। সান্নিপাতিক জ্বর হইবা মাত্রই অভিজ্ঞ ডাক্তার, কবিরাজ কিংবা হেকিম দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

১। সান্নিপাতিক জ্বরে শরীরের সর্বত্র পানির সঞ্চার হইয়া থাকে। যতক্ষণ এ পানিকে পরিপাক কিংবা বহিক্ষার না করা যায়, ততক্ষণ ওয়াধ বিশেষ ফলদায়ক হয় না। অতএব, বারংবার স্বেদ দ্বারা শরীরের রস ও ফল শুকাইতে বা বাহির করিতে হইবে।

২। তন্ত্র সান্নিপাতিক জ্বরের একটি লক্ষণ। রোগী প্রায়ই তন্ত্র দিয়া থাকিলে কিংবা অচেতন থাকিলে একটা মোরগ যবেহ করিয়া উহার পেটের নাড়িভুঁড়ি প্রভৃতি ছিড়িয়া বাহির করিবে এবং মোরগের ঐ খোলসে কিছুক্ষণ রোগীর মাথা ঢুকাইয়া রাখিলে রোগী চেতনা লাভ করিবে।

৩। গরম লৌহ দ্বারা পায়ের তলা কিংবা কপালে তাপ দিলে রোগী চেতনা লাভ করিয়া থাকে।

৪। কাল মুরগীর ডিমের তরলাংশ পান করিলে অথবা উহার নস্য লইলে সান্নিপাতিক জ্বরে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

৫। পিপুলমূল, পিপুল, সৈন্দব লবণ, ও মৌলফলের আঁটি (হিন্দীতে) মহুয়া, ডাঙ্গারীতে (Bassia) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদ্য চুর্চের সমান গোলমরিচের মিহিন গুড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্প পানির সহিত পিষিয়া উহার নস্য লইলে রোগীর চেতনা হয়। তন্ত্রা, প্রলাপ ও মস্তকের ভার নিবারিত হইয়া থাকে।

৬। সৈন্দব লবণ, বিট লবণ ও সচল লবণ, আদার রসে মাড়িয়া গরম করতঃ উহার নস্য ব্যবহার করিলে বুকের ও মাথার অতি গাঢ় শ্লেঘাও তরল হইয়া বাহির হয়। তাহাতে মস্তকের ও হৃদয়ের ভার, পার্শ্ব বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

৭। সান্নিপাতিক জ্বরে যদি বাত এবং শ্লেঘার প্রকোপ অত্যধিক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বেল, শ্যোনা, গন্তারী, পারঙ্গল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি কণ্টকারী ও গোক্ফুর, চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁষ্ঠ ইহাদের কাথ, মধু ও পিপুল চূর্ণসহ পান করিতে দিবে।

কর্মুল জাত শোথ

সান্নিপাত জ্বরের শেষ অবস্থায় কাহারও কাহারও কর্মুলে শোথ হইয়া থাকে। সেই শোথ অনেক সময় প্রাণনাশক হইয়া দাঁড়ায়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় শোথ উপস্থিত হইলে উহা সাধ্য, মধ্যাবস্থায় কষ্টসাধ্য এবং শেষ অবস্থায় প্রায়ই অসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

প্রথমে শোথের স্থানে জঁোক বসাইয়া রক্ত-মৌক্ষণ করিবে। পরে গেরিমাটি, সমুদ্র লবণ, শুঁষ্ঠ, বচ ও রাই সরিয়া সমভাগে লইয়া কাঁজিতে পেষণপূর্বক তাহা উষ্ণ করিয়া শোথে প্রলেপ দিবে। ইহাতে শোথ বসিয়া যাইবে। যদি শোথ শুকাইয়া না যায়, তবে মসিনা বাটিয়া ঘৃতাক্ত করিয়া উষ্ণ করত বারংবার প্রলেপ দিলে শোথ পাকিয়া উঠিবে পরে অপারেশনপূর্বক পুঁজ বাহির করিয়া ক্ষত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে।

সান্নিপাত জ্বর অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি। অতি প্রাচীন অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সান্নিপাত, বিষম জ্বর প্রভৃতি জ্বরে একটি মাত্র ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইতেছে যাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা মোটেই নাই বরং উপকারই হয়। হিঙ্গলোথ পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাস্র, বঙ্গ, স্বর্ণ, মাক্ষিক, লৌহ, রৌপ্য, সৈন্দব লবণ ও মরিচ প্রত্যেক একভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, ধুতুরা ও শেফালিকা পাতার রস দশমূল ও চিরতার রসে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। অনুপান অবস্থা অনুযায়ী।

বিষম জ্বর ও জীর্ণ জ্বর চিকিৎসা

মুষ্টিযোগ—জ্বর যদি প্রত্যহ মন্দ মন্দ ভাবে হইতে থাকে এবং তাহাতে যদি হাত পা ও চক্ষু জ্বালা করে, রগ টিপ টিপ করে, মস্তক ধরে, অরুচি ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে—ক্ষেত্র পাপড়, শেফালিকা পত্র ও গুলঞ্চ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া শিলে থেতো করিয়া কলা পাতায় রাখিবে এবং তাহা অগ্নিতে সেঁকিয়া লইবে। অতঃপর উহা রাত্রিতে শিশিতে রাখিয়া পরদিন তাহার রস নিংড়াইয়া মধুসহ প্রতঃকালে অর্ধ ছটাক ও শয়নকালে অর্ধ ছটাক পান করিবে।

পালা জ্বর

উচ্ছে পাতা বা আসমেওড়া পাতা হস্তে মর্দন করিয়া তাহা নেকড়ায় বাধিয়া জ্বরের পালার দিন
স্বাগ লইবে। ইহাতে পালা জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

তদ্বীর

ঠাণ্ডা লাগা জ্বর বিশেষতঃ শিশুদের ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইলে নিম্নোক্ত তাবীজ তিনটি বিশেষ
ফলপ্রদ, বহু পরীক্ষিত।

১ নং

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا مُحَمَّدُ

২ নং

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا مُحَمَّدُ

৩ নং

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا مُحَمَّدُ

ব্যবহার বিধি— ১নং তাবীজটি নেকড়া দিয়া ডান হাতের বাজুতে বাধিয়া দিবে। ইহাতে জ্বর
বিরাম না দিলে পরদিন ঠিক ঐ টাইমে (যে টাইমে তাবীজটি বাঁধা হইয়াছে) উহা খুলিয়া বাম
হাতের বাজুতে বাধিবে। ২ নং তাবীজ ডান হাতের বাজুতে বাধিবে। ইহাতে জ্বরের উপশম না
হইলে তৃতীয় দিন ঠিক ঐ সময় ২নং তাবীজ খুলিয়া বাম হাতের বাজুতে ১ নং তাবীজের কাছে
বাধিবে। ৩ নং তাবীজটি ডান হাতের বাজুতে বাধিয়া দিবে। আল্লাহ চাহে ত শীঘ্ৰই জ্বর বিরাম
দিবে। জ্বর বিরামের পরও ওদিন তাবীজ ধারণ করিলে জ্বর পুনৰাক্রমণের আশঙ্কাও থাকে না।

গরম লাগা জ্বর

১। একখণ্ড কাগজে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া ডান হাতের বাজুতে ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنْبِيْ بَزْدَا وَ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ أَرْدُوا بِهِ كَيْدًا
فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ -

২। নিম্নলিখিত নকশাটি এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া উহা এক প্লাস পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া
দিবে এবং ঐ পানি গরম লাগা জ্বরের রোগীকে সেবন করাইলে তৎক্ষণাত জ্বর নিবারণ হইবে।

৭৮১

৬	১	৩	২	৪
২৮	১১	১৯৮	৩৮	৬
১৯৬	০১	২	২১০	৯
০	২১	৭	৯৯	৪৯
৬	২৯	০২	৩	৩৭

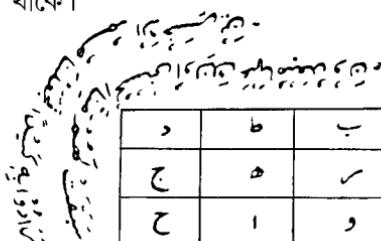
৩। ১১ বার দুরাদ শরীফ পড়িয়া তৎপর ৭ বার সূরা-ফাতেহা পড়িবে এবং কার্পাসের তুলার
উপর ফুক দিয়া উহা ডান কানে দিবে।

৪। ৭ বার সূরা-ফাতেহা পড়িয়া পরে কিছু তুলার উপর ফুক দিয়া তৎপর ১১ বার দরাদ শরীর পড়িবে এবং তুলা বাম কানে ধারণ করিতে দিবে।

প্রথম দিন যে সময় তুলা ধারণ করিবে, দ্বিতীয় দিনের ঠিক সেই সময় ডান কানের তুলা বাম কানে এবং বাম কানের তুলা ডান কানে দিবে। তৃতীয় দিনও ঐরূপ করিলে ইন্দ্রিয়ান্ত্র সর্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হইবে।

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশে একদিকে আযান এবং অন্যদিকে একামতের শব্দগুলি লিখিবে। খোদা চাহে ত শীঘ্ৰই জ্বর বিৱাম হইবে।

৫। যাবতীয় বেদনা ও জ্বরে চিনা বৰতনে নিম্নোক্ত তদ্বীৰ লিখিয়া বৃষ্টি বা গোলাপের পানি দ্বারা ঝোত করিয়া ঐ পানি রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহার সামান্য পানি দ্বারা মুখ ও শরীর মুছিয়া দিলে জ্বর বিৱাম দিয়া থাকে।



	د	ب
ج	ه	ر
ح	ي	و

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنْ نَعْلَمُ مَا
تُعْلَمُنَا يَا نَاصِرُكُو فِي بَرَدَةٍ وَسَلَامٌ عَلَى لَيْلَةِ

৬।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اللَّهُمَّ ارْحِمْ جَلْدِي الرَّقِيقِ وَ عَظِيمِ الدِّقِيقِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِيقِ يَا أَمَّ
فَلَاحِ إِنْ كُنْتَ أَمْتَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ فَلَا تُؤْزِدِ الرَّأْسَ وَ لَا تُقْسِدِ الْفَمَ وَ لَا تَأْكِلِ الْلَّحْمَ وَ لَا
تَشْرِبِ الدَّمَ وَ تَحَوِّلِي عَنْ حَامِلِ هَذَا الْكِتَابِ إِلَى مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَى وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ
وَ أَلَّهُ وَ سَلَّمَ -

৭। দুই দিন বা তিন দিন অন্তর জ্বরে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে;

بِسْمِ اللَّهِ وَ لَتْ بِسْمِ اللَّهِ فَرَتْ بِسْمِ اللَّهِ مَرَتْ بِسْمِ اللَّهِ انْصَرَفَتْ بِسْمِ اللَّهِ ادِبْرَتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ - وَ نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْوَانَةِ
فِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِنِي وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يُسْقِيَنِي وَ إِذَا مِرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِيَنِي
قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شَفَاءٌ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ وَ مَنْ نَزَّلَتْ عَلَى قَلْبِهِ أَنْ تَشْفِي
حَامِلَ كِتَابِ هَذَا -

৮। যে কোন প্রকার জ্বরে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া রোগীর গলায় বাধিয়া দিলে জ্বরের উপশম খোদা চাহে ত হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - بَرَاءَةُ مِنَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِلَى أُمِّ مَلْوُمٍ الَّتِي تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَسَلَامٌ
 قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ تَشْرِبُ الدَّمَ وَتَهْشِمُ الْعَظْمَ أَمَا بَعْدَ يَامَ مَلْوُمٍ إِنْ كُنْتَ مُؤْمِنَةً بِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِ
 اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْ كُنْتَ يَهُودِيَّةً فَبِحَقِّ مُوسَى الْكَلِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْ كُنْتَ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ
 عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنْ لَا أَكْلَتِ لِفْلَانٍ

 رোগীর বাপের নাম লাহুমা ও অশ্বমা লে দমা ও আহশমা লে উত্তমা ও ত্বরণুলা উন্তে এইখানে রোগীর নাম
 আর্জুলালে আ হো উজীর অক্ষয় ও আ ফান্ত বৰিন্তে মেন লে তালু বৰিন্তে মেন কেন্দ ও হস্বিন্দা লে ও নুম লোকিল
 ও লাহুল ও লাকু আ বাই লে উলু অগ্রিম ও পচালু আ লে নেন্দি ও লে ও সেলম -

৯। আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া পূর্ববৎ ধুইয়া সেবন করাইবে।

সর্বদা সেবা শুশ্রায়ার প্রতি সৃষ্টি রাখিবে যাহাতে বেশী গরম বা ঠাণ্ডা লাগতে না পারে
 এবং যাহাতে নিয়মিত প্রস্তাব ও পায়খানা হয়, সে জন্য ঔষধ ও তদ্বীরের ব্যবস্থা সঙ্গে
 সঙ্গে রাখিতেই হইবে।

জ্বরের পথ্যাপথ্য

সুপথ্য—নব জ্বরে মিছরি, বাতাসা, ডালিম, কিস্মিস, খৈ-এর মণি, পানি সাগু, এরারঞ্জ, বার্লি,
 প্রভৃতি লঘু ভোজন ব্যবস্থা করিবে। গরম পানি ঠাণ্ডা করিয়া পান করিতে দিবে। শ্লেষ্মা জ্বরে, ,
 বাতজ্বরে দুষ্যদুষ্প পানি পান করিতে দিবে। জর বিরামের দুই তিন দিন পর বা অধিক দিন পরও
 অন্ন পথ্য দিবে না। এ কয়েকদিন পল্তায় বড়া, বাড়ালনা, কৈ, মাণ্ড বা শিঙ্গি মাছের খোল,
 খুব বেশী ক্ষুধা হইলে ২/১ খানা ফুলকা রটীর ব্যবস্থা করিবে। তৎপর যখন শীররের সমস্ত গ্লানি
 দূর হইবে রোগীর অন্ন লিঙ্গা হইবে, তখন অতি সৃষ্টি পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ বা মসুরের
 ডাল, কৈ, মাণ্ড প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎসের খোল, মানকচু, ডুমুর ইত্যাদি লঘু তরকারীর ব্যবস্থা করিবে।
 অন্ততঃ ৫/৭ দিন পর্যন্ত দুইবেলা অন্ন ভোজন করিতে দিবে না। রাত্রিতে ক্ষুধা অনুযায়ী সাগু
 বা হালকা রটীর ব্যবস্থা করা যাইতে পরে।

বিষাণ জ্বর, জীর্ণ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু রোগে দিনের বেলা পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ
 বা মসুরের ডাল, কৈ, মাণ্ড শিঙ্গি প্রভৃতি ছোট মাছের খোল, কফি বেগুন, কাঁচ কলা, ঠেঠে
 কলা, কচি মূলা, পটোল, উচ্চে, করলা, বিঞ্জে ও কাকরোল প্রভৃতি হালকা তরকারী দেওয়া চলে।
 রোগী অত্যন্ত দুর্বল বা শ্বেত হইলে কবুতর, মুরগী, কিংবা বকরীর গোশত্রের জুশ ব্যবস্থা
 করিবে। কাগজী লেবু, এক বলকা দুধ, অমৃত ফল। রাত্রিকালে ক্ষুধা অনুসারে রটী, পাউরটী,
 সাগু, এরারঞ্জ বা বার্লি সেব্য। জ্বরের আধিক্য থাকিলে দিনের বেলা অন্ন না দিয়া কোন লঘু
 পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

কুপথ্য—যতদিন রোগী বলবান না হয় ততদিন সর্বপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য, কফ বর্ধক দ্রব্য
 ভোজন, তৈল র্দন, স্নান, পরিশ্রম, মৈথুন, দিবা নিদ্রা, ক্রোধ, ঠাণ্ডা পানি সেবন বা প্রবল
 বায়ু সেবন অহিতকর।

অগ্নি-দক্ষ

সদা-সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত যাহাতে গায়ের-কাপড়ে আগুন লাগিতে না পারে বিশেষতঃ ছোট ছেলে-মেয়ের প্রতি এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত অপরিহার্য। গ্রাম্য মেয়েরা এ ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। ফলে প্রায়ই বহু লোককে অগ্নিদক্ষ হইয়া প্রাপ্ত হারাইতে হয়।

অগ্নিদক্ষ চিকিৎসা

১। চুনের স্বচ্ছ পানি ও নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে জ্বালা-যন্ত্রণা আশু নিবারিত হয়।

২। ক্ষতস্থানে মধু মাখাইয়া উহার উপর যবচূর্ণের লেপ দিলেও জ্বালা নিবারণ হয়।

তিল ও যব পোড়াইয়া উহার ভস্ম দ্বারা প্রলেপ দিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে।

লুটী ভাজা ঘৃত মাখাইয়া খাইলে সকল প্রকার ক্ষত শুকাইয়া যায়। মাখন সর্বপ্রকার ক্ষত ও অগ্নিদক্ষ জাত ঘায়ের এবং ব্রণ ও ফেঁড়ার মহোষধ।

দাদ

১। শোধিত গন্ধক চূর্ণ ও চিনি সমভাগে মিশাইয়া ২/৪ দিন দাদে লাগাইলে দাদ বিনষ্ট হয়; কিন্তু উহা দাদে লাগাইবার পূর্বে ডুমুর পাতা প্রভৃতি দ্বারা দাদ ঘর্ষণ করিয়া লইবে।

২। চাকুন্দের বীজ, জীরা ও পন্থ গুলশ্বের মূল পানিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ বিনষ্ট হয়।

৩। চাকুন্দের বীজ, আমলকী ধূনা ও মনসার আঠা এই সমুদয় কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ প্রশমিত হয়।

৪। চাকুন্দের বীজ, কুড়, সৈন্দব, শ্বেত সরিয়া ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য পানির সহিত কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ বিনষ্ট হয়।

কাউর চিকিৎসা

একটি সজল নারিকেলের মধ্যে কতকগুলি চাউল রাখিয়া দিবে। কিছুদিন পর যখন উহা পচিয়া যাইবে তখন ঐ পচা চাউল ও পানি উত্তমরূপে ছানিয়া ঘা প্রলিপ্ত করিলে অঙ্গ দিনের মধ্যেই ঘা শুকাইয়া যায়। উহা খোস্ পাঁচড়ারও মহোষধ।

খোস্ চুক্কনা

১। গন্ধক চূর্ণ সরিয়ার তৈলে মিশ্রিত করিয়া তাহা সূর্য তাপে উত্পন্ন করত প্রলেপ দিলে খোস্ চুক্কনা, কাউর ঘা প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

২। আকন্দ পাতার রস ও হরিদ্রার কঙ্কসহ সরিয়ার তৈলে পাক করিয়া তাহা লাগাইলে খোস্ পাঁচড়া, ঘা শুকাইয়া যায়। কিন্তু অশুক্ষ পাঁচড়া প্রথমাবস্থায় কখনও শুক্ষ প্রলেপ দিবে না। কারণ ভিতরকার দূষিত পদার্থ বাহির হইতে না পারিলে নানাপ্রকার ব্যাধি দেখা দিতে পারে। প্রচুর পরিমাণ দূষিত পুঁজ, রস বাহির হওয়ার পর উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩। প্রতিদিন প্রত্যুষে কাঁচা হরিদ্রা ইক্ষু গুড়সহ চিবাইয়া ভক্ষণ করিলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া খোস্-পাঁচড়া প্রভৃতি নিরাময় হইয়া থাকে।

মুখের মোচতা

১। রক্ত চন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোষ, প্রিয়ঙ্গুর, নূতন বটের অঙ্কুর ও মসুরী এই সমুদয় বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের মোচতা বিনষ্ট হয়।

২। কিছুটা মসুরী পানিতে ভিজাইয়া দুধের সর (মালাই) সহ এ মসুরী পেষণ করিয়া এক সপ্তাহ মুখে লাগাইলে মুখের যাবতীয় দাগ দূর হইয়া মুখ লাবণ্যময় ও মোলায়েম হইয়া উঠে।

৩। লোষ, ধনে, বচ অথবা শ্বেত সরিষা, বচ ও লোধ, সৈন্দব লবণ পানিতে পেষণ করিয়া মুখে লাগাইলে মুখের দাগ বিনষ্ট হয়।

পিট চাল

ইহা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক ব্যাধি। ইহার প্রারম্ভেই সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। এতটুকুও বিলম্ব করিবে না।

তদ্বীর

১। তৃ বার **أَفْحَسِبْتُمْ الْبَلَى** পড়িয়া পানিতে দম করিয়া সেবন করিলে ভিতরের যে কোন দুর্যোগ পদার্থ ভাসিয়া উঠে।

২। ১০ বার

رَبِّ أَنِّي مَسِينِي الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرُّحْمَيْنِ

১০ বার

مُسْلِمٌ لَا شَيْءَ فِيهَا

পড়িয়া তৈলে দম দিয়া লাগাইলে যে কোন প্রকার যথম, খোস্-পাঁচড়া, ঘা, নালী ঘা অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রশমিত হয়।

আঘাত

আঘাত লাগামাত্র পানি দ্বারা খুব ভালভাবে মালিশ করিবে। কোন স্থানে হাড় ভাঙ্গিয়া থাকিলে কিংবা বড় বেশী রকম আঘাত হইলে সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

শিত্র রোগ (পাতরী)

হাতে, মুখে, কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থানে, আবার কাহারও সর্বাঙ্গে শ্বেত রোগ দেখা দিয়া থাকে। মারাঞ্জক কিংবা খুব কষ্টদায়ক না হইলেও বড় কৃৎসিত ব্যাধি।

চিকিৎসা

১। সোমরাজী বীজ এবং এক চতুর্থাংশ শোধিত হরিতাল গোমূত্রে মর্দন করিয়া প্রতিদিন প্রলেপ দিলে ধ্বল লয় প্রাপ্ত হয়।

২। হাতীর বা চিতা বাঘের চামড়া ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম সরিষার তৈলে আঁশুত করিয়া প্রলেপ দিলে উহা বিদূরিত হয়।

৩। কুঁচফল ও চিতামূল চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

৪। মনছাল ও আপাঙ্গক্ষরে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও ধ্বল বিনষ্ট হয়।

৫। গন্ধক, হীরাকস, হরিতাল ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য পানিতে পিয়িয়া প্রলেপ দিলে ধ্বল বিনষ্ট হয়। ইহা শ্বেত রোগের মহোষধ।

বিষ চিকিৎসা

বিষ দুই প্রকার—(১) জঙ্গম বিষ ও স্থাবর বিষ। সর্প প্রভৃতি প্রাণীর বিষকে জঙ্গম বিষ এবং উষ্ণিদ ও ধাতব দ্রব্যের বিষকে স্থাবর বিষ বলা হয়।

বমনের ন্যায় সর্বপ্রকার বিষ নিষ্কাশক ঔষধ আর নাই। শরীরের ভিতর বিষ তুকিবামাত্র প্রচুর বমনের ব্যবস্থা করিবে।

জঙ্গম বা স্থাবর যে কোন বিষই হউক না কেন রোগীকে ঘূমাইতে দিবে না।

স্থাবর বিষ চিকিৎসা

১। দারমেছে, আফিং প্রভৃতি যে কোন প্রকার বিষ ভক্ষণ করুক না কেন; তৎক্ষণাত তিন তোলা আদার রসের সহিত চারি আনা পরিমাণ হিং মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

২। কলমী শাকের ডাটা ও পাতার রস ২ ছটাক পরিমাণ সেবন করাইয়া দিলে তৎক্ষণাত্বমি হইয়া উপকার দর্শিবে। অবশ্য অভিজ্ঞ ডাক্তার বা হেকিম নিকটে থাকিলে তৎক্ষণাত্বমি তাহার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

জঙ্গম বিষ চিকিৎসা

সর্প প্রভৃতি বিষাক্ত জানোয়ার দংশন করিলে কিংবা দংশন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাত্ব দষ্ট স্থানের উর্ধ্বভাগে খুব কষিয়া বাঁধিবে। এই নিয়মটি দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। উহা খুবই উপকারী।

১। সোহাগার খৈ কিংবা আকন্দের মূল পানিতে পিষিয়া পান করিলে সর্পের বিষ নষ্ট হয়।

২। ঈচার (গাছ বিশেষ) মূল চিবাইয়া উহার রস ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার সর্প বিষ বিনষ্ট হয়।

৩। বিষাক্ত সর্প মারিয়া উহার মাথার পিছনের হাড় সঙ্গে রাখিলে সর্প দংশন হইতে নিরাপদ থাকা যায় এবং ঐ হাড়খানা চূর্ণ করিয়া পানির সহিত পান করিলে তৎক্ষণাত্ব বিষ নষ্ট হইয়া যায়।
সর্প দংশিত রোগী পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। (الرَّحْمَةُ فِي الطِّبْ وَالْحِكْمَةُ)

৪। ইচার মূল সঙ্গে রাখিলে সাপে দংশন করে না, চিবাইয়া খাইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা সাপের মাথার উপর ধরিলে সাপ আর মাথা উঁচু করিবে না।

৫। সাপের দংশন করিবার সঙ্গে সঙ্গে শুক্না কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলিতে পারিলে আশা করা যায়, বিষ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিবে না; কিন্তু ঐ কাপড় খানা পোড়াইয়া ভয় করিয়া ফেলিবে।

৬। শুক্না চুন ৬ মাসা, মধু ২ তোলা, মিশ্রিত করিয়া দষ্ট স্থানে প্রত্যেক প্রহরে লেপ বদলাইয়া দিলে শরীরের ভিতরকার বিষ চোষণ করিয়া থাকে।

৭। ৮০ পরিমাণ মুরগীর বিষ্ঠা, ৮০ লোশাদার এই পদার্থ দুইটি পানিতে খুব মিশ্রিত করিয়া উহা গরম করত রোগীকে সেবন করাইলে তৎক্ষণাত্ব বমির সঙ্গে সঙ্গেই বিষ বাহির করিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।
(الرَّحْمَةُ فِي الطِّبْ وَالْحِكْمَةُ)

৮। স্মরণ রাখা উচিত, সর্প দংশনের সঙ্গে সঙ্গে ৪/৫ অঙ্গুলি উপরে রশি দ্বারা ডোরা বাঁধিবে।

৯। যখন কোন ঔষধে ফল না হয়, তখন হিস্মৎ করিয়া যথমের মুখে মুখ লাগাইয়া চোষণ করিয়া বিষ বাহির করিবে; কিন্তু সাবধান যেন বিষ পেটের ভিতর না যায়; কুল্লিরাপে ফেলিয়া দিবে বার বার এরাপ করিলে সম্পূর্ণ বিষ বাহির হইয়া যাইবে। চোষণকারীর পেটে কিছু বিষ গেলে অবশ্য প্রাণহানির ভয় নাই। শুধু দাস্ত বমি হইতে পারে, উহা দ্বারা তাহার স্বাস্থ্যের মহা উপকারণ সাধিত হইবার খুবই সম্ভাবনা।

তদ্বীর

১। হাত বা পায়ের অঙ্গুলিতে ডোর বাঁধিয়া একজনে উহা ডান হাতে বাম হাত করে টানিবে এবং একজনে স্বরা-ফাতেহা পড়িয়া কাপড়ের পাকা ছড়া দ্বারা বোধহীন জাগা থেকে জোরে আঘাত করিবে এবং দম দিবে। এক ঘণ্টা পর বিষ ডোর বাঁধা স্থানে থাকিলে উহা মোক্ষণ করিয়া ফেলিবে।

২। ২। বার بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ কাগজে লিখিয়া তৎসঙ্গে—
سَلَامٌ عَلَى نَوْحِ الْعَالَمِينَ লিখিয়া পানিতে ধুইয়া সেই পানি
রোগীকে পান করাইলে বমি হইয়া তখনই বিষ বাহির হইয়া যাইবে।

৩। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া ঘরের চারি কোণে লোহার তাবীজে পুরিয়া রাখিলে এ ঘর
হইতে সাপ বাহির হইয়া যাইবে এবং আর ঢুকিবে না।

৮৫৫ ح ১১৭১ ১১৭১ ১১৭০ ১১৭৯ ১১৮০ ১১৮১ ১১৭১

—হায়াতুল হায়ওয়ান

—সাপে কাটা রোগীকে একটি বকুলের দানা খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

রোগী বেঁশ হইয়া গেলে তুতে পোড়া চূর্ণ একটি বড়ি পরিমাণ কাগজে ঢাকিয়া রোগীর
নাকের কাছে রাখিয়া ফুঁক দিবে। যেন ঐ ঔষধ মগজে পৌঁছিয়া যায়। ইহাতে আশাতীত
ফল লাভ হয়।

এক আনা পরিমাণ নিশাদল ও এক আনা পরিমাণ চুন শিশিতে রাখিয়া রোগীকে শোকাইলে
মাথার বিষ নামিয়া আসিবে।

লজ্জাবতীর পাতা দ্বারা রোগীর মাথা হইতে নীচে পর্যন্ত মুছিয়া নামাইলে সাপের বিষ
নষ্ট হইবে।

কাবলিক এসিড বা নিশাদল ঘরে রাখিলে সাপ তথা হইতে পলায়ন করে।

রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে ২ মাঘা ফিটকারী পানিতে গুলিয়া সেবন করাইলে বিষ নষ্ট হইয়া
রোগী চৈতন্য লাভ করিবে।

কেহ দূরদেশ হইতে কোন লোকের সর্প দংশনের খবর লইয়া আসিলে সংবাদ দাতার কপালে
(লেলাটে) قَالَ الْفَهَّا يَأْمُوسِي فَأَلْفَاهَا فَأَدَأَهَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ এবং
পড়িয়া ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি কিঞ্চিৎ জোরে মারিবে। সাত বার এরূপ করিলে দূরবর্তী
রোগীও ভাল হইবে।

বিচ্ছু ভীমরূল, বোল্তা প্রভৃতির দংশনে কর্পুর পানিতে ভিজাইয়া কিংবা ছিরকা অথবা ঠাণ্ডা
পানিতে কাপড় ভিজাইয়া দষ্ট স্থানে রাখিবে।

মরিচ, শুষ্ঠ বালা ও নাগেশ্বর বাটিয়া প্রলেপ দিলে মধু মক্ষিকা, ভীমরূল প্রভৃতির যাবতীয় বিষ
বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিচ্ছুর দংশনের সঙ্গে সঙ্গে উহাকে মারিয়া উহার নাড়ীভুংড়ি দষ্ট স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাতই
বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

কুকুরের বিষ

৪০ বার أَللَّهُ الصَّمَدُ কাঁসার থালায় পড়িয়া সাপ কিংবা কুকুর বা শিঙি মাছ দংশিত
রোগীর পিঠে লাগাইলে বিষ থাকাকালীন ঐ থালা পড়িবে না। বিষ নষ্ট হইয়া গেলে ঐ থালাও
পড়িয়া যাইবে।

ধুতুরার পাঁচটি ফুল ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া তিন দিন খাইলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

কুকুর অথবা শৃগাল দংশন করিলে এক খণ্ড রূপটির উপর—

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكْيَدُ كَيْدًا فَمَهَلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلْهُمْ رُؤْيَدًا

লিখিয়া রোগীকে খাওয়াইবে। ৪০ দিন এরূপ করিতে হইবে।

জলাতক্ষ

কিঞ্চ কুকুর বা শৃঙ্গাল কামড়াইলে পর চিকিৎসার অবহেলার দরজন জলাতক্ষ ব্যাধি দেখা দিয়া থাকে। জলাতক্ষ এক মহা মারাত্মক ব্যাধি।

চিকিৎসা—সম পরিমাণ দুধ ও আকন্দ পাতার রস নৃতন মেটে পাত্রে রাখিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। সমস্ত দিন চিড়া-ভাজা ও খাটি দুধ ভিন্ন অন্যকিছু খাইতে দিবে না। একদিনে আরোগ্য লাভ না হইলে দুইদিন খাইতে দিবে। খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

১ সের নোশাদার ৫ সের পানিতে গুলিয়া সাপের গর্তে ভরিয়া দিলে সাপ বাহির হইয়া যাইবে। মাঝে মাঝে ঘরে ছিটাইলে ঐ ঘরে সাপ আসিবে না।

সাপের গর্তে রাই সরিয়া ভরিয়া দিলে সাপ মরিয়া যায়। বিছানায় রাই সরিয়া রাখিলে সাপের ভয় থাকিবে না। মানুষের মুখের লালা সাপের মুখে লাগিলে তৎক্ষণাং সাপ মরিয়া যায়।

—হায়াতুল হায়ওয়ান

বাল্য রোগ

গভিনীর চিকিৎসার শেষ ভাগে বলা হইয়াছিল, নবজাত শিশুর গলায় রূপার তথ্তি লিখিয়া ধারণ করিতে দিবে। তৎসঙ্গে তাবীজ করিয়া ব্যবহার করিতে দিলেও খুব উপকার হয়। খোদা চাহে ত বহু বিমারী বিশেষতঃ জীনের আচর থেকে নিরাপদ থাকিবে।

হেরয়ে আবি দোজানা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ هَذَا كِتَابٌ مِّنْ مُّحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالرُّوَّارِ وَالسَّائِحِينَ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمَنُ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّا لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سَعَةٌ فَإِنْ تَكُنْ تَلْكَ عَاشِقًا مُرْيًعاً أَوْ فَاجِرًا مُقْتَحِمًا أَوْ رَاعِيًّا حَقًا مُبْطَلًا هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يُنْطَقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَتُرْكُوا صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا وَأَنْطَلِقُوا إِلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ وَإِلَى مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى إِلَّهٌ أَلَا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تُقْلِبُونَ حَمَّ لَا تُنَصَّرُونَ حَمَّ مَعْسَقَ تَفَرَّقَ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ فَسِيرْكِيفِيكُ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

মায়ের স্বাস্থ্য ও মনের সহিত শিশুর স্বাস্থ্য ও মনের নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে। অতএব, যাহাতে মায়ের স্বাস্থ্য ও মন সর্বদা সুস্থ থাকে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

সাধারণতঃ মায়ের শরীরের রক্ত ভাল না থাকিলে গর্ভে সন্তান নষ্ট হইয়া থাকে, কিংবা জীবিত ভূমিষ্ঠ হইলেও প্রায়ই নানাবিধি রোগে আক্রান্ত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং এসব ব্যাপারে সর্বাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ক্রন্দন না করিলে আস্তে আস্তে পিঠে আঘাত করিয়া কিংবা পা দুখানা ধরিয়া উপুড় করিয়া উহাকে ক্রন্দন করাইতে চেষ্টা করিবে।

ঔষধের দ্বারা শিশুর চিকিৎসা করিতে হইলে লক্ষ্য রাখিবে যেন খুব গরম (ধাতু-গঠিত) ঔষধ প্রয়োগ করা না হয় এবং খুব ঠাণ্ডা, কর্পুর ইত্যাদিতে প্রস্তুত ঔষধও না হয়। শিশুকে লঙ্ঘন (উপবাস) দিবার প্রয়োজন হইলে শিশুকে লঙ্ঘন না দিয়া মাতা বা ধাত্রীকে উপবাস

করিতে দিবে এবং সর্বদা মাতা বা ধাত্রীর খাদ্য-খাদক ও চলাফিরা করিতে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

সদা-সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে শিশুর দুঃখ পান করিবার পর ২ ঘটার মধ্যে টক জাতীয় কোন দ্রব্য খাওয়ান না হয়। কারণ দুধ ও টক একত্রে ট্রামকে দুধ নষ্ট হইয়া যায় এবং হজমের ব্যাধাত জমিয়া থাকে।

নবজাত শিশু স্তন্য পান না করিলে অমলকী ও হরিদ্রা চূর্ণ ঘৃত ও মধুতে মিশ্রিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে।

যে শিশু স্তন্য দুঃখ পান করিয়া বমি করিয়া ফেলে তাহাকে বৃহত্তি ও কণ্টকারী ফলের রস খাওয়াইবে।

গরুর দুধ খাইয়া বমি করিলে দুধের সহিত এক ফেঁটা চুনের পানি মিশাইয়া দুধ সেবন করাইবে। স্তন্য দুধের অভাব হইলে ছাগলের দুধ পান করাইবে। স্তন্য দুঃখ বৃদ্ধির জন্য—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَّ الرَّضَاعَةُ - وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تُسْقِيْكُمْ مَمَّا فِي بَطْوَنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبِيْنَ وَإِنْ يَكُادُ الدِّينُ كَفَرُوا لَيْزِلُقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ - سُبْحَانَ الدِّيْنِ سَخْرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ -

একবার পড়িয়া নেমকের উপর দম দিয়া মাতা বা ধাত্রীকে খাইতে দিবে। ইন্শাআল্লাহ্ দুধ বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম আয়াতের রূপান্তর পর্যন্ত বাদ দিয়া অন্যান্য আয়াত পড়িয়া নেমকের উপর দম দিয়া গাভীকে খাওয়াইলে গাভীর দুঃখ বৃদ্ধি হয় এবং ঐ আয়াত পড়িয়া গমের আটায় দম দিয়া সাত দিন খাওয়াইলে গাভী শাস্তভাবে দোহন করিতে দিবে।

শিশুর গলায় শ্লেঘা বসিলে শুষ্ঠ, পিপুল, গোল মরিচ, হরিদ্রা ও বচ বাটিয়া উপযুক্ত পরিমাণে দুধের সহিত মিশাইয়া সেই দুধ পান করাইবে।

আমের আটার মজ্জ খৈ ও সৈন্দব পেষণ করিয়া মধুসহ চাটিয়া খাইতে দিলে শিশুর বমন নিবারণ হয়। চিনি মধু ও লেবুর রসের সহিত পিপুল ও গোল মরিচ চূর্ণ লেহন (একটু একটু চাটিয়া খাওয়া) করিলে শিশুর হিঙ্কা ও বমি নিবারণ হয়।

শিশুর জ্বর অতিসার, শ্বাস, কাশ ও বমন হইলে—মুতা, পিপুল, আতইচ, কঁকড়া শঞ্জির চূর্ণ চাটিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শায়।

বালকের আমাতিসারে—লবঙ্গ, জায়ফল, জীরা ও সোহাগার খৈ এই চারিটি দ্রব্যের সমানভাগ চূর্ণ একত্রে খাইতে দিবে।

উপরোক্ত দুইটি রোগে পানিতে একবার সূরা-কন্দর পড়িয়া দম দিবে ঐ পানিতে—
عَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ فِيهَا رَغْفَلٌ তিনবার পড়িয়া দম দিবে এবং ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা মেশক জাফরান দ্বারা তাবীজ লিখিয়া ঐ পানিতে চুবাইয়া রাখিয়া উহা পান করিতে দিবে। এই পানি কলেরা অতিসার প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়িয়া ও সূতীকায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অতিসার রোগ প্রবল হইলে চিনা বরতনে আয়াতে-শেফা উক্ত কালি দ্বারা লিখিয়া পান করিতে দিবে। এবং সরিষার তেলে ৩ বার **أَفْخَسْبِتُمْ** ১১ বার আয়াতে-কোত্ব পড়িয়া দম

দিয়া সমস্ত শরীর অবশ করিয়া মালিশ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় বিশেষতঃ মাথা ডাবা বিদুরিত হয়।

তিল ও যষ্টিমধু বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ তিল, তৈল, চিনি ও মধু মিশাইয়া খাওয়াইলে শিশুদের রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

বটের মূল পেষণ করিয়া আতপ চাউল ধোয়া পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে শিশুদের দুর্বিবার অতিসার ও গ্রহণী প্রশমিত হয়।

ধাত্রী বা মাতার স্তন্যদুর্ঘ দৃষ্টিত হইলে উহা শিশুকে খাইতে দিবে না এই দুর্ঘ শিশুদের জন্য বিষতুল্য।

স্তন্য-দুর্ঘ নষ্ট হইবার তিনটি কারণ

১। জিনের আচরের দরুন দুর্ঘ নষ্ট হইলে সংশোধক ঔষধ ও তদ্বীরের সঙ্গে সঙ্গে জিনের তদ্বীরও করিবে।

২। স্বামী-সঙ্গম (অনিয়মে-কুনিয়মে)

৩। অনুপযুক্ত আহার-বিহার করাতে মাতার দুষ্ট বস ও রক্ত বৃদ্ধি পাইয়া দুর্ঘ নষ্ট হইয়া থাকে। আসল কারণ নির্ণয় করিয়া উহার চিকিৎসা করিবে।

প্রত্যেক জোগার ২/১ দিন পূর্বে মাতাকে লঙ্ঘন দিবে। নিম্নোক্ত পাঁচনটি সেবন করাইবে।

হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রিয় ও যষ্টিমধু। অথবা

বচ, মুতা, আতইচ, হরিতকী, দেবদারু ও নাগেশ্বর। ইহাদের পাঁচন প্রস্তুত করিয়া মাতাকে সেবন করাইলে স্তন্য-দুর্ঘ শোধন হইয়া থাকে।

শুক্রনা মাটিতে ৭ বার নিম্নোক্ত দোঁআটি পড়িয়া মুখের থুথুসহ ৭ বার দম করিবে এবং ঐ মাটি দৈনিক ৫/৬ বার স্তনে লেপ দিতে দিবে।

মনছাল, শজ্জনাভী, পিপুল, ও রসাঞ্চল মধুর সহিত র্দন করিয়া বড়ি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে বালকের সকল প্রকার চক্ষু পীড়া বিনষ্ট হয়।

দাঁত উঠিবার সময় অনেক শিশুর জ্বর, দাস্ত, আক্ষেপাদবী নানা প্রকার পীড়া দেখা দিয়া থাকে। সে অবস্থায় বিশেষ চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া শিশুকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। দাঁত উঠিয়া গেলে আপনা থেকেই উহা দূর হইয়া যায়।

এক বোতল গোলাপ পানির মধ্যে ||০ ছটাক লবঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া ৪০ দিন রোদ্রে বাথিবে এবং উহা নড়াচড়া দিবে। ৪০ দিন পর উহা হইতে ৩ মাশা পরিমাণ দৈনিক খালি পেটে সেবন করিবে। শিশুর পেটের পীড়ায় ইহা বহু পরীক্ষিত।

উমুচু-ছিবইয়ান

এই রোগে শিশু একদম বেহেশ হইয়া যায়। হাত পা বাকা হইয়া যায়। মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে থাকে। ইহা মৃগী সদৃশ, বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ইহার চিকিৎসা করাইবে।

মুখ পরিষ্কার করিয়া দিবে। ঐ অবস্থা হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাজু ও রান কষিয়া বন্ধন দিবে। সর্বদা পরিষ্কার তৈল মালিশ করিতে থাকিবে। হেরজে আবি দোজনার সহিত আয়াতে শেফা লিখিয়া তাৰীজ ব্যবহার করিতে দিবে। আয়াত পড়িয়া দৈনিক সকাল বিকালে দম দিবে।

অনেক সময় শিশু দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে, এমতাবস্থায় রোগ ও তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিবে।

ତାଲୁର ଉପରିଷିତ ନରମ ଜାୟଗାର ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଧ ହଇଯା ଗେଲେ ୩ ବାର ପଡ଼ିଯା ସରିଆର ତୈଲେ ଦମ ଦିଯା ଉହା ଦାରା ତାଲୁ ଭିଜାଇଯା ରାଖିବେ । ଶିଶୁର ହାତେ ପାଯେ ପ୍ରତିଦିନ ମେନ୍ଦି ଲାଗାଇବେ । ମାତା ବା ଧାତ୍ରୀକେ ଠାନ୍ଡା ଥାଇତେ ଦିବେ ।

ବୁକେ ବେଦନା ହଇଲେ ତାହା କୋନ୍ ଧରନେର ବେଦନା ତାହା ନିର୍ଣ୍ୟ କରିଯା ବିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକେର ଦାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ।

ଶିଶୁର କ୍ରନ୍ଧନ

କାରଣ ନିର୍ଣ୍ୟ କରିଯା ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ । କ୍ରିମିର ଥେକେ ପେଟେ ବେଦନା ହଇଲେ କିଛୁଟା କେରୋସିନ ତୈଲ କାନେ, ନାକେ ଓ ଗଲାଯ ମାଲିଶ କରିବେ ଏବଂ ଆର କିଛୁ ତୈଲ ପେଟେ ବାର ବାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଲିଶ କରିବେ । ଇନ୍ଶାଆଲ୍ଲାହ ପେଟେର କ୍ରିମି ବେଦନା ନିରାମୟ ହଇଯା ତୃକ୍ଷଣାଂ ଶାସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ । ନିମ୍ନୋତ୍ତ ତାବିଜଟିଓ ବିଶେଷ ଉପକାରୀ ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ بَأْبُنَا تَبَارَكَ حِيطَانُنَا لِبَيْتٍ سَقْفَنَا كَهْ يَعْصُقْ كَفَائِنَا
حَمَعْسَقْ حِمَائِنَا فَسِيكُنْكِيْهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّحْمَنِينَ
- إِنَّ وَلِيِّي إِلَى اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَوْلَى الصَّالِحِينَ - وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ سَلَّمَ -

ଘୁମେର ମଧ୍ୟେ ଶିଶୁ ଚିକାର କରିଲେ ଉତ୍ତର ତାବିଜଟିତେ ବିଶେଷ ଉପକାର ହଇବେ ।

ଶିଶୁର କର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ

କର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଯା ବିବେଚନା କରିଯା ଚିକିତ୍ସା କରିବେ । ଅବଶ୍ୟ କାନ ପାକା ରୋଗ ହଇଲେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଥାବାର ଔସଥ ଦାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଭାଲ । ସର୍ବଦା କାନ ପରିକାର କରିଯା ରାଖିବେ ଏବଂ ମାଛି ବସିତେ ଦିବେ ନା ।

ମୁଖ ଦିଯା ଅତିରିକ୍ତ ଲାଲାନ୍ତାବ ହଇଲେ ତିନ ମାଶା ଜଗ୍ନ୍ୟାରେଶ ମୋଛତାଗୀ ସେବନ କରାଇବେ । ଏହି ଔସଥ ହେକିମୀ ଦୋକାନେ ପାଓଯା ଯାଯ ।

ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ହଇତେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ମଧୁର ସହିତ ଏକଟୁ ଲବଣ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ମାଝେ ମାଝେ ଜିନ୍ଧାୟ ମାଲିଶ କରିଲେ ମୁଖେ ଘା ନ୍ୟାଚା ପ୍ରଭୃତି ହଇତେ ନିରାପଦ ଥାକିବେ । ଛୋଟ କ୍ରିମି ଶିଶୁର ମଲଦ୍ଵାରେ ଖୁବ ଉପଦ୍ରବ କରିଲେ ଖୁବ ଝୁନା ନାରିକେଳେର ଦୁଧ ଦାନାଦାର ଖେଜୁରେର ଗୁଡ଼େର ଅଥବା ମିଛରିର ସହିତ ଥାଇତେ ଦିବେ ।

ଚାକେର ମୋମ ଗଲାଇଯା ଉହାର ସହିତ ଶୁକ୍ଳନା ମିନିପାତା ପିଷିଯା ଶିଶୁର ଅନ୍ଦୁଲିର ୪ ଅନ୍ଦୁଲି, ବର୍ତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବେ ଏବଂ ଐ ବର୍ତ୍ତି କିଛୁକ୍ଷଣ ମଲଦ୍ଵାରେ ଢୁକାଇଯା ରାଖିବେ, ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହିର କରିବେ । ପୋକା ଓ ଛୋଟ କ୍ରିମି ଉହାର ସହିତ ବାହିର ହଇଯା ଆସିବେ । ସର୍ବଦା ବାସି ଖାଦ୍ୟ-ଖାଦକ ହଇତେ ବିରତ ଥାକିବେ ।

ଦୀଘଦିନ ରଙ୍ଗ ଆମାଶୟ ଥାକିଲେ ହାଲିଶ ବାହିର ହଇଯା ଥାକେ । ଉହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକେର ଦାରା କରାଇବେ ।

ତଦ୍ବୀର

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَ قِيلَ يَا أَرْضُ أَبْلَعِي مَاءِكَ وَ يَا سَمَاءُ أَقْلَعِي وَ غِيْضَ أَمَاءُ وَ قُضَى

الْأَمْرُ وَ اسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَ قَبِيلٌ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّلَمِيْنَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَائِكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ -

লিখিয়া কোমরে ধারণ করিতে দিবে ও পান করিতে দিবে।

শ্যায়া-মুত্র

খালি পেটে এক তোলা পুদিনা পাতার রস ৭ দিন পর্যন্ত সেবন করিলে শ্যায়া-মুত্র নিবারণ হয়। পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাচী ও সৈন্দব লবণ এই সমুদয় চূর্ণ করিয়া চাটিয়া খাইলে বালকের মৃত্রকুস্ত বিদ্রিত হয়।

শিশুর জ্বর

জ্বরের অধ্যায় দেখিয়া লইবে। জ্বর প্রবল ও উপসর্গ আসিলে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

কলেরা

কলেরা দেখা দিলে চিপ্তা ও ভয় করিবে না—বিষয় হইবে না। অধিক রাত্রি জাগরণ ও দিবা নিদ্রা অহিতকর। খুব গরম খাবার খাইবে না এবং খালি পেটেও থাকিবে না। সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। খাদ্য-খাদক, বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখিবে। লোবান জ্বালাইবে, খাবার ও পানীয় বস্তুর ভিতর “আরকে কেউরাহ” দিয়া পান করিবে। কেহ রোগাক্রান্ত হইলে ছোয়াছে বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না বরং উন্নমরাপে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিবে। মল-মুত্র ও বমি ইত্যাদি ভালভাবে দাফন করিয়া দিবে, ফিনাল ছিটাইবে। চিকিৎসার জন্য অগোণে বিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। প্রত্যেকেই পানি ফুটাইয়া পান করিবে।

নিম্নোক্ত তাবীজটি প্রত্যেকেই ধারণ করিলে আশা করা যায় কলেরা হইতে নিরাপদ থাকিবে। তবে তাবীজ প্রতি ৭ পয়সা এতীম মিসকীনকে দান করিবে।

৭৮৬

الله بحرمة حضرت شيخ محمد صادق اکابر
ولیاء ولد حضرت شیخ احمد سرهندی مجدد
الف ثانی ارشربلائے و با نکھدار۔

الله کافی

الله شافی

এক বোতল পরিষ্কার পানিতে সূরা-কন্দর একবার পড়িয়া দম দিবে আর ফীরুজে পড়িয়ে পড়িয়ে আবার দম দিয়া গরম পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। সুস্থ লোক ইহা পান করিলে নিরাপদ থাকিবে। চিনা বরতনে সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা লিখিয়া ধূইয়া খাইলে শীঘ্ৰই খুব উপকার হয়।

কলেরার প্রথম বা যে কোন অবস্থায় ৩৩ আয়াত পড়িয়া দম করিলে রোগী আরামে দ্রুমাইবে।

বসন্ত

ঘোড়ির দুধ সেবন করিলে এক বৎসর বসন্ত হইতে নিরাপদ থাকা যায়। দেশে বসন্ত দেখা দিলে গরম খাদ্য-খাদক খাইবে না। তৈল, বেগুন, গরুর, গোশ্বত, খেজুর, আঞ্জির প্রভৃতি গরম জিনিস খাইবে না। এতীম ও মিসকীনকে ৭ পয়সা দান করিয়া নিম্নোক্ত তাবীজটি ধারণ করিলেও বসন্ত হইতে মাহফুয় থাকা যায়।

يا حفيظ	يا حفيظ
محمد	محمد
الله كافي	الله شافي

পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করাইবে। গোলাপ পানি, সুরমা কিংবা পেঁয়াজের রস চক্ষে দিলে চক্ষু নিরাপদ থাকে। কখনো দানা বসাইয়া দিতে চাহিবে না; বরং যাহাতে খুব শীত্র দানা বাহির হইয়া যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ৩ বার **أَفْحَسِبْتُمْ** (আফ্সিস্বিম্) পড়িয়া পানিতে দম দিয়া সেবন করিতে দিলে সমস্ত দানা শীত্রই উঠিয়া যাইবে। কাঁঠাল, গরম দুধ সেবন করিলেও খুব তাড়াতাড়ি দানা সকল উঠিয়া থাকে।

প্লেগ

প্লেগ যদিও খোদার রহমতে বাংলাদেশে অতি বিরল; তথাপি উহা একটি মারাত্মক ব্যাধি।

গলায় দুই একটি দানা হইয়া অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্লেগ দেখা দিলে ঐ সময় প্রত্যেক বাড়ীতে উর্দু ‘হায়াতুল-মুহুলেমীন’ তেলাওয়াত করিবে। উহার বরকতে দেশ নিরাপদ থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই অবস্থায় ঘর-বাড়ী খুব পরিষ্কার রাখিবে। ঘরে গন্ধক পোড়াইবে। আগর বাতি প্রভৃতি সুগন্ধি জলাইবে। গোলাপ পানির মধ্যে হিং গুলিয়া ঘরে ছিটাইবে। ছিরকা ও পেঁয়াজ ছুলিয়া ঘরের চারদিকে খোলা মুখে বসাইয়া দিবে। ফুটন্ট পানি, কেওড়ার পানি পান করিবে। ছিরকা, পেঁয়াজ, লেবু খুব খাইবে।

মাছ, দুধ, দধি, ঘি, গোঁগা তরকারী, আঙ্গুর, তরমুজ ইত্যাদি ফল খাইবে। অবশ্য রোগীকে শুধু দুধই খাইতে দিবে।

তিল তৈল খাইবে না, মালিশ করিবে না এবং লাগাইবেও না। পূর্ণ চিকিৎসার্থে বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় লইবে।

কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে কিংবা প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হইলে একটি বলদ গরুর মাথায় নিম্নোক্ত দো'আ একবার, সুরা-এখলাচ সাতবার ও দুরাদ পড়িয়া দম দিবে। ঐ গরুটি যবাহ করিয়া যাহারা কিছুটা গোশ্ত ভক্ষণ করিবে, আশা করা যায়, তাহারা নিরাপদ থাকিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত, কিন্তু যেনার পথ খোলা থাকিলে তাহা কার্যকরী হইবে না। দো'আটি এই—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُؤْمِنٍ يَا مُهَمِّدٍ يَا قَرِيبَ حَلْصَنَا مِنَ الْوَبَاءِ وَ الطَّاعُونِ يَا اللَّهُ الْآمَانَ يَا اللَّهُ الْآمَانَ يَا اللَّهُ يَا ذَا النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ يَا ذَا الْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ يَا ذَا الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ حَلْصَنَا مِنَ الْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْآمَانَ (৩) يَا قَائِمٌ لَا يَزُولُ يَا عَالِمٌ لَا يَنْسِى يَا بَاقِي لَا يَقْنِي حَلْصَنَا مِنَ الطَّاعُونِ وَ الْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْآمَانَ (৩) يَا حَئِي لَا يَمُوتُ يَا صَمَدُ لَا يَطْعَمُ يَا غَنِي لَا يَقْنِرُ حَلْصَنَا مِنَ الطَّاعُونِ وَ الْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْآمَانَ (৩) يَا اللَّهُ يَا رَحِيمٌ

যা কড়িম মন কুল কড়িম যা উচ্চিম মন কুল করিম খালিম মন আত্মান ও আবাই
 যা আল্লাহ আমান (৩ বার) যা মন হো ফি سُلْطَانِهِ وَحِيدٌ যা মন হো ফি مُلْكِهِ قَدِيمٌ যা মন হো ফি عِلْمِهِ
 মুহিম যামন হো ফি عِرَبِهِ لَطِيفٌ যা মন হো ফি لُطْفِهِ شَرِيفٌ যা মন হো ফি مُلْكِهِ غَنِيٌّ خَلِصَنَا مِنَ
 الطَّاعُونَ وَالْوَبَاءِ يَا آللَّهِ الْأَمَانَ (৩ বার) যা মন إِلَيْهِ يَهْرَبُ الْعَاصُونَ يَا مন عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ
 الْمُتَوَكِّلُونَ يَا مন إِلَيْهِ يَرْغَبُ الرَّاغِبُونَ يَا من إِلَيْهِ يَلْتَجِئُ الْمُلْتَجِئُونَ يَا من إِلَيْهِ يَفْرَغُ الْمُدْنِيُونَ
 خَلِصَنَا مِنَ الطَّاعُونَ وَالْوَبَاءِ يَا آللَّهِ الْأَمَانَ (৩ বার) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَقَائِكَ يَا عَالِمُ يَا قَائِمُ
 يَا غَفُورُ يَا بَدِيعُ الْبَقَاءِ يَا وَاسِعُ الْلُّطْفِ يَا حَافِظُ يَا حَفِظُ يَا مُغْيَثُ يَا صَمَدُ يَا خَالِقُ يَا نُورُ قَبْلَ نُورٍ
 يَا نُورُ كُلِّ نُورٍ يَا آللَّهِ خَلِصَنَا مِنَ الطَّاعُونَ وَالْوَبَاءِ يَا آللَّهِ الْأَمَانَ (৩ বার) يَا مন হো ফি قَوْلِهِ
 فَصَلٌّ يَا مন হো ফি مُلْكِهِ قَدِيمٌ يَا مন হো ফি حِلْمِهِ لَطِيفٌ يَا مন হো ফি عَطَاهِ شَرِيفٌ يَا مন হো
 فِي أَمْرِهِ حَكِيمٌ يَا مন হো ফি عَذَابِهِ عَدْلٌ خَلِصَنَا مِنَ الطَّاعُونَ وَالْوَبَاءِ يَا آللَّهِ الْأَمَانَ (৩ বার)
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمَاتِكَ الْحُسْنَى يَا أَوَّلَ الْأَتَيْنَى وَآخِرَ الْأَخْرَيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمَيْنَ خَلِصَنَا مِنَ
 الطَّاعُونَ وَالْوَبَاءِ يَا آللَّهِ الْأَمَانَ (৩ বার) أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنَا مِنْ عَذَابِكَ وَأَعْفُرْلَنَا وَلَإِبَاعَنَا
 وَلَأَمْوَالَنَا وَلَاَوْلَادَنَا وَذُرِّيَّتَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ
 وَالْأَمْوَاتِ نَجِنَّا مِنْ جَمِيعِ الْكُرْبَابَاتِ وَأَعْصِنَّا مِنْ جَمِيعِ الْأَلْفَاتِ خَلِصَنَا مِنَ الْبَلَيَّاتِ وَادْفَعْ عَنَّا
 الْوَبَاءَ وَالْبَلَاءَ وَالْأَمْرَاءَ وَالْعِلَّلَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمَيْنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَتْنَ وَ
 الطَّاعُونِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَهُجُومِ الْوَبَاءِ وَمِنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ دُرْكِ الشِّقَاءِ وَسُوءِ
 الْفَضَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمَيْنِ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِلَهِ وَأَصْحِبِهِ وَسَلَّمَ
 - تَسْلِيمًا -

কোন গ্রাম বা মহল্লার চারদিকে নিম্নোক্ত পরওয়ানা লিখিয়া আয়নায় বাধাই করিয়া বাহির দিকে
 মুখ করিয়া বাঁশে বাঁধিয়া দিবে। খোদা চাহে ত ঐ বস্তি সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিরাপদ থাকিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَلَا يَئُودُهَا حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللَّهُ
 خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحْمَيْنَ لَهُ مَعَقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّا نَحْنُ
 نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُظًا
 وَحَفَظَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحَفَظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ - وَ
 اللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بِلْ هُوَ قُرْآنٌ مَحِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بِسِمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - زମାଦୁରକନ ବଲାହା ରା ହୀ - بହୁ ଶାହ ମହି
الدିନ ଜିଲାନି - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ -

ବେଦନା-ଶୂଳ ବେଦନା

ସର୍ବପ୍ରକାର ବେଦନା ବିଶେଷତଃ ଦାତ ଓ ମାଥା ବେଦନାଯ ଏକଟା ପାକ ତଙ୍ଗର ଉପର ବାଲୁକା ରାଖିଯା
ବଢ଼ ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିବେ— ଅବଧ ହୋତୁ ହେଉଥିବେ ଆର ଚିକିତ୍ସକ ସଜେରେ ଏକଟା ପେରାକ ଆଲିଫେର ଉପର ମାରିଯା ସୂରା-ଫାତେହା ଏକବାର ପଡ଼ିଯା ରୋଗୀକେ
ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେ ବେଦନାର ଉପଶମ ହିଁଲ କି ନା ? ବେଦନାର ଉପଶମ ନା ହିଁଲେ ପେରାକ ବେ-ଏର ଉପର
ମାରିବେ ଏବଂ ଫାତେହା ଦୁଇବାର ପଡ଼ିଯା ରୋଗୀକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେ । ଏହିଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରେ
ଏକବାର କରିଯା ଫାତେହା ବାଡ଼ିଟିତେ ଥାକିବେ । ଏହି ତରତୀବେ “ଇଯା ଅକ୍ଷର” ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇତେ ନା ଯାଇତେହି
ଆଲ୍ଲାହୁ ଚାହେ ତ ବେଦନାର ଉପଶମ ହିଁବେ ।

୨ । ସର୍ବପ୍ରକାର ବେଦନାଯ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆଯାତ ବିସମିଲାହ୍ର ସହିତ ତିନିବାର ପଡ଼ିଯା ଦମ କରିବେ କିଂବା
ତୈଲ ପଡ଼ିଯା ମାଲିଶ କରିବେ ଅଥବା ଓୟର ସହିତ ଲିଖିଯା ତାବିଜେ ପୁରିଯା ବେଦନା ସ୍ଥଳେ ବାଧିବେ ।
ଖୋଦା ଚାହେ ତ । ନିରାମୟ ହିଁବେ ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا-

୩ । ଜିନେର ଆଛରେ ଦରମ କିଂବା ଯେ କୋନ ଥାନେ ଯେ କୋନ ବେଦନାଯ ଏକବାର ସୂରା-ଏଖଲାଚ
ଏକବାର ମା ହୋ ଶଫ୍ାଏ ଓ ରହ୍ମା ଲ୍ଲମୁନିନ୍ଦିନ୍ ଓ ଲା ଯିର୍ଯ୍ୟିଦ ତାଲମିନ୍ ଇଲା ଖସାରା—
ଲିଖିଯା ବେଦନାଥାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଖୋଦା ଚାହେ ତ ନିରାମୟ ହିଁବେ । ଇହା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ।

୪ । ପେଟେର ବେଦନା ଅଳ୍ପ ବେଦନା, ଶୂଳ, ପରିଣାମ ଶୂଳ, ସର୍ବପ୍ରକାର ବେଦନାଯ ଏକଥଣ୍ଡ କାଗଜେ
ଫାତେହାସହ ଆଯାତେ ଶେଫା ଲିଖିଯା ଉହାର ସହିତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାବିଜଟି ଲିଖିଯା ଏକ ବୋତଲ ପାନିତେ
ଏକବାର ସୂରା-କଦର ତିନ ବାର ଲାଫିହା ଗୁଲ ଓ ଲାହମ ଉନ୍ହା ଯିନ୍ଦଫନ୍ - ପଡ଼ିଯା ଦମ ଦିବେ ଅତଃପର
ଏ ତାବିଜଟି ପାନିର ମଧ୍ୟେ ଭିଜାଇଯା ରାଖିଯା ଦିବେ । ପ୍ରତ୍ୟହ ସୂର୍ଯ୍ୟଦିନେର ପୂର୍ବେ ଏକବାର ଏବଂ
ଦିନେର ଆରଓ ଯେ କୋନ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ପାନ କରିଲେ ବେଦନା, ପେଟେର ଯାବତୀୟ ପୀଡ଼୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକାର
ପାଓଯା ଯାଯ ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرُحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ -

ଏକଟି ନା-ବାଲେଗ ଛେଲେର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦାମେ ଏକଟି କାଗଜ ଖରିଦ କରିଯା ଉହାତେ ଉକ୍ତ ଆଯାତ
ଲିଖିଯା ତାବିଜଟି କିଛୁ ମିଛରିସହ ଏକଟି ଡାବେର ମଧ୍ୟେ ପୁରିଯା ପାନି ଥାଇଯା ଫେଲିବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ
ସାମାନ୍ୟ ପାନି ଦ୍ୱାରା ବେଦନାଶୁଳ ମାଲିଶ କରିବେ । ଏକମ ସାତ ସଂତୁଷ୍ଟ କରିଲେ ଇନଶାଆଲ୍ଲାହୁ ବେଦନାର
ଉପଶମ ହିଁବେ ।

୫ । ଚିନା ବରତନେ ଫାତେହାସହ ଆଯାତେ-ଶେଫା ଲିଖିଯା ଖାଓୟାଇବେ । ଯାହାତେ କୋଷ୍ଟ ପରିକାର
ଥାକେ ତୃପ୍ତି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିଯା ପଥ୍ୟପଥ୍ୟ ବ୍ୟବହା କରିବେ ।

ମ୍ନାୟବିକ ଦୌର୍ବଲ୍ୟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫରଯ ନାମାଯେର ପର ମାଥାଯ ହାତ ରାଖିଯା ୧୧ ବାର ପଡ଼ିବେ ।

স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য

۱) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَةً تُؤْمِنُ بِلِقَاءَكَ وَ تَرْضِي بِقَحْصَائِكَ -
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَهْمَ النَّبِيِّينَ وَ حِفْظَ الْمُرْسَلِينَ وَ الْمُلْكَةَ الْمُقَرَّبِينَ - اللَّهُمَّ عَمِّرْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ وَ قَلْبِي
بِخَشْيَتِكَ وَ سِرِّي بِطَاعَتِكَ - وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ -

উপরোক্ত দো'আটি প্রত্যেক নামায বাদ এবং পড়া আরম্ভ করিবার পূর্বে ৩ বার করিয়া পড়িলে গবী লোকেরও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হয়। এমনকি কোরআন শরীফ মুখস্ত করা সহজ হইয়া থাকে।

- ২। (১) رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
(২) وَ عَلِمْنَاهُ مِنْ لَدُنْنَا عِلْمًا
(৩) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبْعُكَ عَلَى أَنْ تُعْلَمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا
(৪) رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي
(৫) سَنَقْرُوكَ فَلَا تَنْسِي
(৬) عِلْمَ إِلَّا نَسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
(৭) الرَّحْمَنُ عِلْمُ الْقُرْآنَ

উক্ত আয়াতগুলি নম্বর অনুযায়ী ৭টি খোরমায় লিখিয়া ৭দিন থালি পেটে ভক্ষণ করিলে স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পায়।

৩। বহুস্পতিবার দিবাগত রাত্রে নৃতন বরতনে বৃষ্টির পানিতে অঙ্গুলি রাখিয়া ৭০ বার সূরা-ফাতেহা, ৭০ বার আয়াতুল কুরছি, ৭০ বার সূরা-ফালাক ৭০ বার সূরা-নাছ, ৭০ বার—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمْتِتْ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -
এবং ৭০ বার দুর্দশ শরীফ পড়িয়া দম দিতে থাকিবে। পড়িবার সময় ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি পানির মধ্যে চুকাইয়া রাখিবে। পর পর ৩ দিন রোয়া রাখিবে এবং পানি দ্বারা ইফতার করিবে। খোদা চাহে ত সম্পূর্ণ কোরআনের হেফেয করা সহজ হইবে। যাহা শুনিবে তাহা ভুলিবে না। কোন প্রকার ব্যাধিতে ৭ দিন ঐরূপ সেবন করিলে রোগ মুক্ত হইতে পারিবে।

৪। ২ নং তদ্বীরের আয়াতসমূহ লিখিয়া তাবীজরাপে গলায় বা ডান হাতের বাজুতে ব্যবহার করিলেও বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

৫। প্রত্যহ একখানা বিস্কুটের উপর সূরা-ফাতেহা লিখিয়া খাইবে। এরপ ৪০ দিন নিয়মিত খাইলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

পেটের পীড়ায় ৩ বার পানিতে নিন্দে পানি দিবে কিংবা লিখিয়া পেটের উপর বাঁধিয়া দিবে।

কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির মাঝসুমে ৩ বার সূরা-কদর পড়িয়া খাবার বা পানীয় দ্রব্যের উপর দম দিয়া খাইবে। এমনকি কাহারও কলেরা হইয়া থাকিলেও নিরাময় হইয়া যায়।

নাভী স্থানচ্যুত হইলে নিম্নলিখিত তাৰীজটি লিখিয়া নাভীস্থলে ধারণ কৰিতে দিলে নাভী স্বস্থানে আসিবে এবং দীর্ঘদিন রাখিলে নাভী স্থানচ্যুত হইবে না।

জ্বর

শীত ব্যতীত জ্বর আসিলে মনে কৰিতে হইবে যে, গৱাম লাগিয়া জ্বর হইয়াছে। তখন—
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ — قُلْنَا يَا نَارُ حُوْنِي بَرَدًا وَ سَلَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
পড়িয়া দম দিবে, লিখিয়া তাৰীজৰাপে রোগীৰ গলায় বাঁধিয়া দিবে।

শীতেৰ সহিত জ্বর আৱল্প হইলে—
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
লিখিয়া হাতে বা গলায় ধারণ কৰিতে দিবে। জ্বরেৰ অন্যান্য লক্ষণ ও চিকিৎসা জ্বরেৰ অধ্যায়ে দেখিয়া লইবে।

শোথ ফোড়া

পাক মাটিতে ৩ বার কিংবা ৭ বার—
بِسْمِ اللَّهِ أَرْضَنَا بِرْيِقَ بَعْضِنَا لِيُشْفِي سَقِيمَنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا
পড়িয়া দম দিবে এবং দম দিবাৰ সময় আমেল নিজেৰ মুখেৰ থুথুও কিছুটা উহাতে নিষ্কেপ কৰিয়া বেদনা স্থলে কিংবা স্তন্য দুঃখ বৃদ্ধি হইলে স্তনে ঘন ঘন লেপ দিবে।

সাপ, বিচ্ছু, বোল্তা দংশন

পানিতে নেমক গুলিয়া দষ্টস্থানে লাগাইবে। সূরা-কাফেরণ পড়িয়া দম দিতে থাকিবে। দীর্ঘ সময় এৱাপ কৰিলে নিৱাময় হইয়া থাকে।

বদ-নজর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ — فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ — وَ إِنْ يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَيَرْأُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ —

লিখিয়া তাৰীজ ব্যবহাৰ কৰিতে দিবে। খোদা চাহে ত নিৱাপদ থাকিবে।

বদ-নজৰ লাগিয়া থাকিলে উক্ত আয়াতদ্বয় পড়িয়া পানিতে দম দিয়া গোসল কৰাইয়া কিছুটা পান কৰিতে দিলে খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

বদ-নজৰ দূৰীকৰণার্থে নিম্নোক্ত তাৰীজটি গলায় দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ — أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَةٍ وَ عَيْنٍ لَامَةٍ
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ —

বসন্ত

সাত তাৰ নীল সূতা হাতে লইয়া সূরা-আৱৰহমান পুৱা পড়িবে এবং প্রত্যেক—
পড়িয়া দম দিবে এৱাপে ৩১ গিৰা হইবে। এই সূতা শিশুৰ গলায় বাঁধিয়া দিলে বসন্ত হইতে নিৱাপদ থাকিবে এবং বসন্তে আক্ৰান্ত হইলেও খুব কষ্ট হইবে না।

সৰ্বপ্রকার ব্যাধিতে

ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা চিনা বৰতনে জাফৰান, মেশ্ক ও গোলাপ পানিতে প্ৰস্তুত কালি দ্বাৰা লিখিয়া ঐ বৰতন ধুইয়া পানি সেৱন কৰিলে সৰ্বপ্রকার ব্যাধিৰ উপশম হইয়া থাকে।

অভাব-অন্টন দূর করণার্থে

১। এশার পর প্রথম ১১ বার দুরুদ তারপর ১১ বার পড়িয়া আবার ১১ বার দুরুদ পড়িয়া দো'আ করিলে ইন্শাআল্লাহ্ শীঘ্রই অভাব-অন্টন বিদ্রিত হইবে।

২। এশার পর প্রথম ও শেষে ৭ বার করিয়া দুরুদ পড়িবে এবং মাঝখানে ১৪১৪ বার পড়িয়া আল্লাহর নিকট স্বচ্ছলতার জন্য দো'আ করিলে শীঘ্রই অবস্থা স্বচ্ছল হইয়া যাইবে।

মুশ্কিল

যে কোন প্রকার জটিল বিষয় হউক না কেন ১২ দিন পর্যন্ত দৈনিক ১২ হাজার বার নিম্নোক্ত দো'আ করিলে মকচুদ ও বিপদ যতই জটিল হউক না কেন উহা আসান হইয়া যাইবে।

يَا يَدِينَ الْعَجَابِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِينَ

নারাজ স্বামীকে যখন সন্তুষ্ট করার পথ থাকে না তখন এশার নামাযাত্তে প্রথম ও শেষে ১১ বার করিয়া দুরুদ পড়িবে, মাঝখানে ১১ বার পাত্তীফ যা ওড়ু পড়িয়া ১টি গোল মরিচের উপর দম দিবে এইরপে ১১টি গোল মরিচ পড়া শেষ হইলে এ সমস্ত মরিচ চুম্বির গরমে কোন পাত্রে ভাজিবে কিন্তু পড়িবার সময় ও পোড়াইবার সময় স্বামী সন্তুষ্টির পাকা নিয়ত রাখিবে।
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْفَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا الْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ الْفَبَيْنِهِمْ اِنَّهٗ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - وَ الدِّيْنُ اَمْنُوا
 اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ - وَ الْقَيْمُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَ لِتُحْصِنَ عَلٰى عَيْنِي اِذْ تَمْسِيْ اَخْتُكَ فَتَقُولُ هُلْ اَذْلُكُمْ عَلٰى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلٰيْ اُمِّكَ كَمْ تَقَرَّ عَيْنِهَا وَ لَا تَحْرَنَ وَ قَتَّلَتْ نَفْسًا فَنَجِيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَّنَاكَ قُتُونًا - يَا مُقْبَلَ الْفَلُوْبِ وَ يَا مُسَخِّرَ السَّمَاوَاتِ السَّبِيعِ وَ اَلْرَضِيْنَ السَّبِيعِ قَلْبٌ عَلٰى الطَّالِبِ فُتُونًا - قلب المطلوب بِالْخَيْرِ لِذَاءِ الْحُقُوقِ يَا وَدُودُ حَبْبٍ حَبْبٍ يَا وَدُودُ - وَ صَلَى اللهُ عَلٰى النَّبِيِّ وَ اَلِهِ وَ اَصْنَابِهِ وَ بَارِكْ وَسَلَّمَ -

তাবীজটির শেষভাগে এর মানুষের এবং তাহার নাম লিখিয়া যে রাজী করিতে চায় তাহার বাজুতে ধারণ করিতে দিবে এবং মিষ্টির উপর ৭ বার পড়িয়া -কে খাইতে দিবে। কিন্তু সাবধান যেন ইহা মطلوب জানিতে না পারে।

তালেব নিজস্ব হাত এবং পায়ের নখ, চুল কাটিয়া উহা ভস্ম করত মতলুবকে খাওয়াইলে মতলব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু না জায়েয় স্থানে উহা ব্যবহার করিবে না।

ইহাছাড়া মানুষ বাধ্য করার বছ তদ্বীর অন্যান্য কিতাবে রহিয়াছে তাহা জরুরতবশতঃ জায়েয় স্থানে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

জীন

কোরআন শরীফে এবং হাদিস শরীফে জীন জাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে ইতিহাস ও কোটি কোটি মানুষের অভিজ্ঞতা উহাদের অস্তিত্বের এমন এমন সন্ধান দিয়াছে যাহা অস্বীকার করা মোটেই সম্ভব নয়।

ଅତଏବ, କେହ ଚୋଖେ ଦେଖିତେ ପାଯ ନା ବଲିଆ କୋରାନ, ହାଦୀସ, ଇତିହାସ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କୋଟି କୋଟି ମାନୁଷେର ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ କଥାଯ ଉଡ଼ାଇଯା ଦିଯା ଜୀନ ଜୀତିର ଅସ୍ତ୍ରୀକାର କରିଲେ ଉହା ଚରମ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତାରେ ନିର୍ଦଶନ ବଲିଆ ବିବେଚିତ ହିଲେ ।

ଆବାର ମୁଖ୍ୟତାବଶତଃ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ ଜୀନେର ଆଛର ବଲିଆ ନାନା ଭାବଭଙ୍ଗି କରା ନେହାଯେତ ଜ୍ଞାନ-ଦ୍ୱାତା ବ୍ୟାତିତ ଆର କିଛୁଇ ନହେ । ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀନେର ଦ୍ୱାରା ବହୁ ରୋଗେର ସୃଷ୍ଟି ହୟ । ତେମନି କରେ ବହୁ ରୋଗେର ଲକ୍ଷ୍ଣ ଏମନ ପ୍ରକାଶ ପାଯ, ଯାହାକେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀନେର ଆଛର ବଲିଆଇ ଧରିଯା ଲୟ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବପକ୍ଷେ ଉହା ଜୀନ ନହେ ବରଂ ରୋଗେରେ ତାତ୍ତ୍ଵ । କାଜେଇ ରୋଗୀ ବା ରୋଗିନୀକେ ପ୍ରଥମତଃ ପରିକ୍ଷା କରିଯା ରୋଗ ସ୍ଥିର କରିବେ ଅତଃପର ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ । ଫଳାଫଳେର ମାଲିକ ଆଜ୍ଞାହ ରାବୁଲ ଆଲାମୀନ ।

ମୃଗୀ, ସନ୍ୟାସ ଓ ନବ ପ୍ରସୁତିର ମନ୍ତ୍ରିକ ବିକୃତ ହଇଯା ଅନେକ ସମୟ ଜିନେ ଧରା ମାନୁଷେର ନ୍ୟାୟ ବେହିଶ ହଇଯା ଥାକେ ବିଲାପାତ୍ର କରିତେ ଶୋନା ଯାଯ । ଆବାର ଅନେକ ଜାୟଗାଯ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ରୋଗୀର କୃତ୍ରିମତାଓ ଧରା ପଡ଼ିଯା ଥାକେ । କାଜେଇ ଆମେଲେର ଖୁବ ସୁଚତୁର ଓ ହଁଶିଆର ହେଁତୁ ଦରକାର ।

ଜାନିଯା ରାଖା ଉଚିତ, ଜୀନ ଶରୀରେର ଭିତର ଚୁକିଯା ଗେଲେ ରୋଗୀ ଅଚେତନ୍ୟ ହଇଯା ପଡ଼ିବେ । ଚୁକିବାର ପ୍ରଥମେ ଅନେକେର ବୁକେ ବ୍ୟଥାଓ ହଇଯା ଥାକେ । ଦାଁତ ଥିଲ୍ ମାରିଯା ଥାକେ । ଚକ୍ଷୁ ଏମନ କରିଯା ବନ୍ଧ କରିଯା ଦେଇ ଯାହା ଖୋଲା ଖୁବଇ କଷ୍ଟକର । ରୋଗୀର ଦାଁତ ଛାଡ଼ିବାର ଜନ୍ୟ ବହୁ ଜୋରାଜୁରି କରା ହୟ, ଇହା ଆଦୌ ଉଚିତ ନହେ । ରୋଗେର ଉପଶମ ହିଲେ ଆପନା ଥେକେଇ ସବୁକିଛୁଇ ଠିକ ହଇଯା ଯାଇବେ । ଅନେକ ସମୟ ଜୀନ ଶରୀରେର ଭିତର ନା ଚୁକିଯା ବାହିର ଥେକେଓ ଆଛର କରିଯା ଥାକେ । ହଁଶିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ଆମେଲ ଉହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାର ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଯା ଚିକିତ୍ସା କରିବେନ ।

ପରିକ୍ଷା ଓ ଜୀନ ହାଜିର

୧ । ସୁନ୍ଦରବନ୍ଧ୍ୟଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାବୀଜଟି କାଗଜେ ଲିଖିଯା ରୋଗୀ ବା ରୋଗିନୀର ଡାନ ହାତେର ମଧ୍ୟମା ଓ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଲିଦୟେର ମଧ୍ୟେ ଧାରଣ କରିଯା ମୁଠ ବନ୍ଧ କରିଯା ନିର୍ଜନେ ଚାର ଜାନୁ ବସିଯା ଥାକିଲେ ଏକ ସନ୍ତାର ମଧ୍ୟେ ଜୀନ ଦୁନିଆର ଯେଥାନେଇ ଥାକୁକ ହାଜିର ହିଲେ ଏବଂ ରୋଗୀ ବେହିଶ ହଇଯା ଯାଇବେ । କିନ୍ତୁ ଇହା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ଜୀନ ନାଓ ହାଜିର ହାତେ ପାରେ ଯାହାରା କଥନ ଭିତରେ ଚୁକେ ନାହିଁ ବା ଚୁକାର ପର ତାହାକେ କିଛୁ ଜ୍ଞାଲାତନ କରିଯା ଛାଡ଼ିଯା ଦେଓୟା ହଇଯାଛେ । ତଦ୍ବୀର ପରେ କୋନ ଥାନେ ବର୍ଣନା କରା ହିଲେ । ଏହି ତାବୀଜଟି ଦ୍ୱାରା ପରିକ୍ଷାଓ ହିଲେ, ଜୀନ ହାଜିର କରାଓ ଯାଇବେ ।

୭୮୬

କ	ବ	ବ	ବ
ବ	ବ	ବ	କ
ବ	କ	ବ	ବ
ବ	ବ	କ	ବ

୨ । ୭ ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଫାତେହା ପଡ଼ିଯା ରୋଗୀକେ ଦମ ଦିବେ ।

୭ ବାର ଆଯାତୁଲ କୁରାଚି ପଡ଼ିଯା ରୋଗୀକେ ଦମ ଦିବେ ।

୭ ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ-କାଫେରଣ ପଡ଼ିଯା ରୋଗୀକେ ଦମ ଦିବେ ।

৭ বার সূরা-এখলাছ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার সূরা-ফালাক পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার সূরা নাছ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

এইভাবে দম দেওয়ার পর জীনের আছর হইলে রোগী ক্ষিণ্ঠ হইবে। যাদু হইলে একটু কমে দাঢ়ি হইবে কিন্তু একেবারে নিরাময় হইবে না। শারীরিক ব্যাধি হইলে একভাবে থাকিবে।

দম দেওয়ার পর তিনদিন অপেক্ষা করিয়া লক্ষ্য করিবে; গড়ে পূর্বাপেক্ষা রোগের অবস্থা কি দাঢ়িয়।

৩। কতকগুলি সুগান্ধি ফুলে নিম্নোক্ত তদ্বীর ১১ বার পড়িয়া ১১ বারই দম দিবে। উহার দুই একটি ফুল রোগীকে স্বাগ লইতে দিবে। বাকীগুলির একটি করিয়া রোগীর গায়ে নিক্ষেপ করিলে জীন হাজির হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ فَنْحُونَكَ حَبِيبُكَ حَبِيبُكَ الَّمَا صَفْكَا إِلَيْأَنَا طَلَيَسَا طَلَيَسَا سُودَا سُودَا كَهْلَا كَهْلَا حَلْهُولَا مَهْلَا مَهْلَا سَخِيَا سَخِيَا شَدِيَا شَدِيَا تَبِيَسَا تَبِيَسَا بِحَقِّ خَاتَمِ سُلَيْমَانَ بْنِ دَاؤَدِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ احْضُرُوا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَمِنْ جَانِبِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسِرِ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَبِحَقِّ عَرْشِ اللَّهِ وَكُرْسِيِهِ -

৪। নিম্নোক্ত নামগুলি সাতবার পড়িয়া রোগীর গায়ে দম দিলে জীন হাজির হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - جَلِيلًا جَبَارًا شَمِسًا قَمَرًا مُلُوكًا رَيَادًا اِيْطَالُوْشِ بِاسْمِ مَلِكِ قَهَّارِ بِاسْمِ مَلِكِ جَبَارٍ بِاسْمِ مَلِكِ شَهْرٍ اسْمَائَهُ تُرْسِيدٌ وَحَاضِرٌ شَهِيدٌ -

بحق آن نامের কে অদম স্ফী এল্ল খোন্দে ও بحق آن نامের কে নোহ নবী এল্ল খোন্দে ও بحق آن نامের কে দাওদ খ্লিফে এল্ল খোন্দে ও بحق آن نامের কে এস্মাইল নবী এল্ল খোন্দে ও بحق آن نامের কে সলিমান নবী এল্ল খোন্দে ও بحق آن নাম কে মুসী ক্লিম এল্ল খোন্দে ও بحق آن নাম কে ইয়েসি রুহ এল্ল খোন্দে ও بحق آن নাম কে এব্রাহিম খ্লিল এল্ল খোন্দে ও بحق آن নাম কে হীবে এল্ল মুহাম্মদ চলী এল্ল উল্লি এল্ল খোন্দে ও بـعـزـةـ جـاهـ وـ جـلـالـ اـيـنـ نـامـهـ حـاضـرـ شـوـدـ -

الله	موصى شر	فواقدل	الدلوغو	حدلول
الله	عولوشعر	عوهد	عرحادحان	فولعلن
الله	عولوعر	وارعون	عرهروشد	عون ف
الله	عدا ١٤١ و	عوف شو	عوحا	فواعنون

উক্ত তাবীজটি লিখিয়া রোগীর মাথার চুলের সহিত বাঁধিয়া দিবে। জীন হাজির হইবে।

৬। রোগীর ললাটে এবং হাতের তালুতে লিখিবে—

سَلْمَطِينُ ۝ مَهْطَطِينُ ۝ مَيْهُوبٌ ۝ دَيْهُوبٌ ۝ اَنْ كَانَتْ اَلٰ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدِينَا
مُخْضَرُونَ إِصْرَاعٌ بِحَقٍّ بَطْدُ زَهْجٌ وَاحٍ -

অতঃপর উক্ত নাম ও আয়াত পড়িয়া রোগীকে ১০/১৫ মিনিট দম দিতে থাকিলে জীন হাজির হইয়া রোগীকে বেঁশ করিয়া দিবে।

ইহার পরও হাজির হইতে দেরী করিলে উক্ত নামগুলি এবং আয়াতটি পাক পবিত্র কাঠের বরতনের উপর লিখিবে এবং ডালিমের শক্ত ডালের উপর লিখিবে কিন্তু ডালের উপর উহার সহিত নিম্নোক্ত তাৰীজটিও লিখিবে।

هذف ۱ صه ۱۱۱ ح ۲ طر فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوطَ عَذَابٍ إِنْ رَبَّكَ لِبَالْمَرْصَادِ - إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ -

ডালটি লিখা হইলে পর আমেল সজোরে ঐ ডাল খানা দ্বারা উক্ত কাঠের বরতনের লিখিত স্থানে আঘাত করিতে থাকিবে। আঘাতের সময় রাগাস্তি অবস্থায় আঘাত করিবে এবং খেয়াল করিবে যে, আমি ঐ জীনের অমুক জায়গায় আঘাত করিতেছি। এইরূপ করিলে এক ঘণ্টার ভিতরে জীন হাজির হইবেই।

বন্ধন

১। পাঁচ হাত কার পাকাইয়া ডবল করিবে। অতঃপর—

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَ أَكْيَدُ كَيْدًا فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُؤْيَا

২৫ বার পড়িবে প্রত্যেকবার ১টি গীরায় দম করিবে। এই কার প্রথমে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। জীন হাজির হইয়া যখন রোগীর শরীরের ভিতর চুকিয়া যাইবে (চক্ষু খোলা যাইবে না এবং দাঁতও কপাট মারিয়া থাকিবে) তখন চুপে চুপে তাড়াতাড়ি রোগীর বাম হাতের বাজুতে বেশ একটু শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবা একবার—

فَالْقَوْ حِبَالْهُمْ وَ عِصِيمُهُمْ وَ قَالُوا بِعِزْتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمْنَقِبُونَ -

পর্যন্ত পড়িয়া ঐ বাঁধা সূতার উপর দিয়া রুমাল দ্বারা উহা ঢাকিয়া বাঁধিয়া দিবে যেন রোগী উহা স্পর্শ করিতে না পারে। এখন এই বন্দী জীন কোনক্রমেই পলায়ন করিতে পারিবে না—এমন কি যাদুও আর চলিবে না।

২। জীন হাজির হইয়া রোগীর শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে একটা ছুরি বা চাকুর উপর তিনি বার নিম্নোক্ত দোআটি পড়িয়া দম দিবে। রোগীর চতুর্দিকে মাটিতে গোল দাগ দিলে জীন আর পলায়ন করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَرَدِبا كَرَدِ هزار هزار حصار باد مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
كَرَدِ ان حصار بسم قفل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - صُمْ بُكْمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ -

৩। হঠাৎ জীন হাজির হইয়া গেলে যদি বন্ধ করিবার জন্য সূতা ছুরি না পাওয়া যায়, তবে ৩ বার পড়িয়া রোগীর বাম হাতের বাজু খুব জোরের সহিত চাপিয়া ধরিবে এবং নিয়ত করিবে, আমি উহাকে ধরিয়াছি, ছুটিতে পারিবে না।

৪। অবাধ্য জীনকে শাস্তি দিবার সময় ক্ষিপ্ত হইলে বা জোরাজুরি করিলে সূরা-জীনের প্রথম থেকে পর্যন্ত তিনবার পড়িয়া দুই হাতের কঙ্গি চাপিয়া আমেল নিজের ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি ঘুরাইয়া ঐ কঙ্গিতে দায়েরা দিবে। ঠিক দুই পায়ের টাখ্নুতেও ঐরূপ করিবে। ইহাতে জীন আর শক্তি খাটাইয়া আমেলকে অস্ত্রিত করিতে পারিবে না। অতঃপর তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিবে।

শাস্তি

আমেল যদি কামেল হয়, তবে সে কখনও প্রথমাবস্থায় জীনকে শাস্তি দিবে না। কারণ অনেক সময় ইহার ফলাফল বড়ই খারাব হইয়া থাকে। কাজেই প্রথমাবস্থায় অতি সহজ ও মোলায়েম-ভাবে নিজস্ব প্রভাবের দ্বারা উহাকে রোগী হইতে সরাইবার চেষ্টা করিবে। ইহাতে যদি সে না শুনে, তবে ঐ জীনের দ্বারা তাহার আচ্চীয়-স্বজন কেহ থাকিলে হাজির করিতে বাধ্য করিবে এবং ঐ জীনটিকে তাহাদের হাতে অর্পণ করিয়া দিবে। উহাদের দ্বারা লিখিত ওয়াদা রাখিবে যেন পুনরায় সে আক্রমণ করিলে আমরা উহাকে শাস্তি দিলে বা মারিয়া ফেলিলেও কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। এই চুক্তি-পত্রটি খুব মজবুত হওয়া দরকার। কারণ শেষ পর্যন্ত যদি উহাকে মারিয়াই ফেলিতে হয়, তবে যেন তাহার কেহ আক্রমণ না করে। এরূপ না করিয়া প্রথমাবস্থায় কঠোর শাস্তি দিলে বা মারিয়া ফেলিলে শেষে হাজার হাজার জীনের আক্রমণ হইলে তখন বিপদের আর সীমা থাকিবে না। এ জন্য খুব সতর্কতার সহিত কাজ করিবে।

১। বিনা পরীক্ষায় অথবা পরীক্ষায় জীন সাব্যস্ত হইলে প্রথম তাহাকে অঙ্গিকার করিয়া যাইতে বলিবে। ইহাতে সে চলিয়া গেলে বড়ই নিরাপদ।

২। সহজে চলিয়া না গেলে এক বোতল পানিতে ১ বার সূরা-জীন প্রথম থেকে পাঁচ আয়াত رفقاً
পর্যন্ত পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি খুব জোরে ৭/৮ বার রোগীর মুখে মারিবে ইহাতে রোগী স্বেচ্ছায় চক্ষু বন্ধ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কোন দিকে ইশারা করিবে। যদি এইরূপ ইশারা না করিয়া চুপ থাকে, তবে আরও এইরূপে কয়েকবার এইরূপ সজারে মারিলে চক্ষু বন্ধ করিয়া মুখেই বলিবে, ঐ দিকে গেল, তখন সে যেদিকে ইশারা করিয়াছিল বা মুখে বলিয়াছিল ঐ স্থানে বাকী পানিটুকু ছিটাইয়া দিলে জীন পলায়ন করিবে এবং একটু সৎ জীন হইলে আর আক্রমণ করিবে না। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর হাঁশ হইলে পর বন্ধের জন্য কোন একটি তাবীজ দিবে।

৩। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া জোরপূর্বক রোগীকে দোখাইবে। জীন হইলে সে ঐ তাবীজ কিছুতেই দেখিবে না, কিন্তু জোরপূর্বক রোগীর চক্ষু খলিয়া তাবীজ দেখাইবে। জীন রোগীকে ছাড়িয়া গেলে ঐ তাবীজটি তামার মাদুলিতে পুরিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে।

إِلَهُنَا بِحُرْمَةٍ يَمْلِيْخَا مَكْسَلَمِيْنَا كَشْفُوْطَ كَشَافَطِيْوَانْ إِذْ افْطِيْوَانْ طَبِيْوَانْ سُؤْيَانْ بُؤْسْ وَ
كَلْبِهِمْ قَطْمِيرْ وَ عَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلْ وَ مِنْهَا جَائِرْ وَ لَوْ شَاءَ لَهَدَأْكُمْ أَجْمَعِينْ - وَ صَلَّى اللّهُ عَلَى
خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَ إِلَهِ وَ صَاحِبِهِ أَجْمَعِينْ -

୭୪୬

୮	୬	୪	୨
୨	୪	୬	୮
୬	୮	୨	୪
୪	୨	୮	୬

୪। ଚେହେଲ କାଫ ୩ ବାର ପଡ଼ିଯା ସରିଯାର ତୈଳେ ଦମ କରିଯା ଏଇ ତୈଳ ରୋଗୀର ଉଭୟ କାନେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଯା ଅঙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଚାପିଯା ଧରିଲେ ଜୀନ ଅଷ୍ଟିର ହଇଯା ଚିତ୍କାର କରିବେ । କିଛୁକ୍ଷଣ ପର ସେ ରୋଗୀ ଛାଡ଼ିଯା ଯାଇବେ ।

କَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْهِيْكَ وَاکْفَهَ كِفْكَافُهَا لَكَمْيَنَ كَانَ مِنْ كُلِّكَ تَكْرُكَرًا كَكَرَالْكَرْ فِي كَبِدِ تَحْكِيْ مُشْكَشَكَةَ
كَلْكَلْ لَكِيْكَ لَكَفَاكَ مَا بِيْ كَفَاكَ الْكَافُ كُبْتَهِ يَاكُوكَبَا كَانَ تَحْكِيْ كَوْكَبُ الْفَلَكِ -

୫। ରୋଗୀର କାହେ ଶୟତାନେର ଦୁଇ ଏକଟି କାଙ୍ଗନିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୁରି ବା ଲୌହ ଦ୍ୱାରା ଆକିବେ ଏବଂ କନିଷ୍ଠା ଅଞ୍ଗୁଳି ପରିମାଣ ମୋଟା ୧। ହାତ ଲସା ଏକଟା ଡାଲିମେର ଡାଲେ ନିମୋକ୍ତ ତାବିଜଟି ଲିଖିଯା ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉପର ପ୍ରହାର କରିଲେ ଜୀନ ଚିତ୍କାର କରିବେ, ଯାହା ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦିବେ ଏବଂ କିଛୁକ୍ଷଣ ଏରାପ କରିଲେ ରୋଗୀ ଛାଡ଼ିଯା ପାଲାଯନ କରିବେ ।

مَهْرٌ سَمِعْنَا عَلَيْهِمْ لَا لَا يَعْبُ طَطْعُوشٌ سِيلَطِيلَوشٌ بِهِكَعْهِعَلَاحٌ حَجَ حَجَ حَجَ قَطِيعَهَا
سِيقَ طَهَا عَمْلِيجٌ سَقْطِيعَ صَمَمَهُ بِكَهِيلٌ كَمَهِيلٌتِ لَسْلِيَعاً فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَدَابٍ إِنَّ رَبَّكَ
بِالْمِرْصَادِ تَوَكَّلْ يَا مَنْ بِسِيَاطِ عَدُوَّ اللَّهِ هَذَا -

୬। ବିସମିଳାହସହ ଆୟାତୁଳ କୁରାଛି ୭ ବାର ଓ ୧୦୧ ବାର ପଡ଼ିଯା ପାନିତେ ଦମ ଦିଯା ଏଇ ପାନ ରୋଗୀକେ ଖାଓୟାଇବେ ।

୭। ଜୀନଗ୍ରହ ରୋଗୀର ବାମ କରେ ୭ ବାର ନିମୋକ୍ତ ଆୟାତ ପଡ଼ିଯା ଫୁଁକ ଦିବେ ।
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْفَقِيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ -

୮। ଜୀନଗ୍ରହ ରୋଗୀର କାନେ ୭ ବାର ଆୟାନ ଏବଂ ସୂରା-ଫାତେହା, ସୂରା-ଫାଲାକ, ସୂରା-ନାଚ, ଆୟାତୁଳ କୁରାଛି, ସୂରା-ତାରେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକବାର ସୂରା-ହାଶରେର ଶେଷ କରେକ ଆୟାଃ ୫୪ ଓ ଲୋନ୍ଜଲା । ଇହାତେ ଜୀନ ଶୟତାନ ଜ୍ଵଲିଯା ଯାଇବେ ।

୯। ଜୀନଗ୍ରହ ରୋଗୀର କାନେ ନିମୋକ୍ତ ଆୟାତ ଜୋରେ ଜୋରେ ପଡ଼ିଯା ଫୁଁକ ଦିବେ । ଇହାତେ ଜୀନ ଖୁବ କଷ୍ଟ ବୋଧ କରିତେ ଥାକିବେ । ରୋଗୀର କାହେ ବସିଯା ଏଇ ଆୟାତ ଜୋରେର ସହିତ ପଡ଼ିଲେ ଜୀନେର ଗାତ୍ରେ ଜ୍ଵଳା-ସ୍ତର୍ଗା ହଇଯା ଥାକେ । ଜୀନେରା ଏଇ ଆୟାତକେ ଖୁବ ଭୟ କରିଯା ଥାକେ । ୫୪ ଏଇ ଆୟାତର ଏମନ ଖାଚିଯାତ ଆଛେ, ଯେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଉହା ପଡ଼ିଯା ଫୁଁକାର କରିଲେ ପାହାଡ଼-ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହଇଯା ଯାଯ ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَفَخَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَقَعَالَ اللَّهُ
الْمَلْكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا أَخْرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا
جِسَابَةً عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُطْلِعُ الْكَافِرُونَ وَ قُلْ رَبِّ اعْفُرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ حَيْرُ الرَّحِيمِينَ - وَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ -

১০। রোগীর দুই পার্শ্বে দুইজন হাফেয় বসিয়া সূরা-ছাফ্ফাত দুই বার পড়িলে জীন জুলিয়া যায়।

১১। মাটিতে কৃত্রিম কুৎসিৎ শয়তানের মূর্তি আঁকিয়া লইবে এবং সূরা-ছাফ্ফাতের প্রথম হইতে পর্যন্ত একবার পড়িয়া ডালিমের ডালের দ্বারা ঐ মূর্তির উপর সজোরে একদমে ১৫/১৬টি আয়াত করিবে এবং রাগাস্থিত অবস্থায় ধারণা করিবে, আমি উক্ত জীনের হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি। এরূপ করিলে জীন নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে। যাহা ইচ্ছা বলাইতে পারিবে। যখন হাজার হাজার জীনের আক্রমণ হয়, তখনও উহার দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

১২। পূর্ণ সূরা-জীন ৭ বার পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীর মুখে ছিটাইয়া দিলে কথা শুনিতে বাধ্য হইবে।

১৩। ৩৩ আয়াত সম্পূর্ণ পড়িয়া রোগীকে দম করিলে জীন পলায়ন করিয়া থাকে। কলেরা রোগীর প্রথম অবস্থায় একবার পড়িয়া দম করিলে খোদা চাহে ত রোগ আর বাড়িবে না। খুব গভীর নিদ্রা হইয়া রোগী সুস্থ হইয়া যাইবে। পানিতে দম দিয়া উহা যেখানে ছিটাইয়া দিবে তথায় জীন ও শয়তান থাকিতে পারে না। ইহার আরও বহু গুণাগুণ রহিয়াছে। আমেল ক্রমাঘরে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। নিম্নোক্ত আয়াতের নাম ৩৩ আয়াতে তিরইয়াক।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ○
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هُنَّ
غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ ○ أَمِينٌ - إِلَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبِّ بَلْ هُنَّ فِيهِ
هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ○ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقْرِئُونَ الصَّلَوةَ وَ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ○ وَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكُمْ وَ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّهِمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○
وَ مَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ بِالْأُخْرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ ○ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ○ وَ الْهُكْمُ إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْحَقُّ الْقَيُومُ هُنَّ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ
وَ لَا نَوْمٌ طَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الأَرْضِ طَمَنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ طَيَعُمْ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ○ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ○ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ لَمَّا قَدْ
تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنِ الْغَيْرِ ○ فَمَنْ
يَكْفُرُ بِالْطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ○ لَا انْفِصَامَ لَهَا طَوَّ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهِ ○

اللهُ وَلِيُ الدِّينَ أَمْنُوا لَا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ هُوَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ لَيَأْتِيهِمُ الطَّاغُوتُ لَا يُخْرِجُهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ طَوْلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ طَوْلِكَ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ طَوْلِكَ شَاءَ قَدِيرٌ ○ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ طَوْلِكَ أَمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ فَقَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا فَعُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَحْسِرُ ○ لَا يُكَافِئُ اللَّهُ تَفْسِيْأً أَلَا وُسْعَهَا طَلَاهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ طَرَبَانَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنَّ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا هَرَبَانَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لِنَابِهِ هَ وَ اعْفُ عَنَنَا فَقَةَ وَ اغْفِرْلَانَا وَقَةَ وَارْحَمْنَا وَقَةَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○ شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلَكُهُ وَ أُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ طَلَاهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ فَيُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَسِيْنِا لَا وَ الشَّمْسَ وَ الْفَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ طَلَاهُ إِلَّا هُوَ الْخَلْقُ وَ إِلَّا مِنْ طَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ هَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ ○ وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَى لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا جِسَابُهُ عِنْدَرِبِهِ طَلَاهُ إِلَّا يُقْلِعُ الْكَافِرُونَ ○ وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّحْمَنِينَ ○ وَ الصَّافَاتَ صَفَا هَ فَالرَّاجِرَاتِ رَجْرَا هَ فَالْتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ○ إِنَّ الْهُكْمَ لَوَاحِدٌ طَلَاهُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ○ إِنَّا رَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِذِيْنَةِ نَ الْكَوَاكِبِ ○ وَ حَفَظَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ○ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ إِلَّا عَلَى وَ يُقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ طَلَاهُرُوا وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَ أَصِيبُ ○ إِلَّا مِنْ خَطْفَ الْخَلْفَةِ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ○ فَاسْتَقْبِثُمْ أَهُمْ أَشَدُ حَلْقًا أَمْ مِنْ خَلَقْنَا طَ إِنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٌ ○ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَهِ هَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ طَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصْوِرُ لَهُ إِلَّا سَمَاءُ الْحُسْنَى طَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ هَ وَ هُوَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ○ إِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَهُ وَ لَا وَلَدًا ○ سورة أخلاق، سورة فلق، سورة ناس، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ -

সূরা-ছাফ্ফাত পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ ঘরে ছিটাইবে। রোগীর মুখেও কিছু কিছু ছিটাইবে। তখন ৪ জন হাফেয রোগীর ৪ হাত-পায়ের কাছে বসিয়া প্রত্যেকেই সূরা-জীন পড়িয়া শেষ করিয়া রোগীর হাত-পায়ের অঙ্গুলি একটু জোরে টানিবে এবং ধারণা করিবে আমি জীন শয়তানকে ছিড়িয়া ফেলিলাম। এরূপ করিলে জীন আহত হইবে ও ভীষণ শাস্তি পাইবে। কিন্তু রোগী মেয়েলোক হইলে এরূপ করিতে যাইবে না, তখন ১১ নং তদ্বীর করিতে থাকিবে।

হাজার হাজার জীন আসিলে তখন ১১ নং তদ্বীর, ১৪ নং তদ্বীর বিশেষ ফল দিবে। এতদসঙ্গে জোরে জোরে **لَا فَحْسِبْتُمْ** ও পড়িতে থাকবে।

১৫। জীনেরা দলে দলে আক্রমণ করিলে তখন কয়েকজন হাফেয (না-বালেগ হইলে ভাল হয়) রোগীর নিকট রাখিবে। তাহারা জোরে জোরে **وَالصَّافَاتِ** - **أَفْحَسِبْتُمْ أَلَا** এর প্রথম ৫ আয়াত, সূরা-জীনের **سَطْلًا** পর্যন্ত পড়িতে থাকিবে।

১৬। এরূপ ভয়াবহ সময় ৮ বার সূরা-ছাফ্ফাত পুরা পড়িয়া প্রত্যেক বারই পানিতে দম দিবে ৮ বার সূরা-জীন পড়িয়া প্রত্যেক বারই পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীর কামরায় বহিঃ পার্শ্ব দিয়া চতুর্দিকে খুব জোরের সহিত ছিটাইবে এবং ধারণা করিবে এই কামরায় একটি জীনও চুকিতে পারিবে না। ইহাতে একত্রিত হইয়া সবাই চুকিতে পারিবে না। দুই একটি করিয়া চুকিবে আর তাহাকে ১১ নং তদ্বীর দ্বারা শাস্তি দিবে। এরূপভাবে করিবে যাহাতে ঐ কামরার ভিতরকার মানুষেরা যেন মোটেই ভীত না হয়; বরং সকলের হিমাদ্রি সদৃশ সাহস দ্বারা তর্জন ও গর্জন দ্বারা জীনদেরকে ভীত করিয়া দিবে।

১৭। ঐ সময় দুই একটি দেও ভূত বা জীন রোগীকে উঠাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে তখনই বাচ্চা হাফেযকে রোগীর ছিনার উপর বসাইয়া দিবে যেন ঐ হাফেয **لَا فَحْسِبْتُمْ** ৩ বার পড়িয়া নিজের গায়ের ভার রোগীর উপর ছাড়িয়া দেয়। ইহাতে আর রোগীকে লইয়া যাইতে পারিবে না। সঙ্গে সঙ্গে জীনকে কঠোর শাস্তি দিবে। ইহাতেও যদি ঐ দুর্দান্ত জীন দমন না হয়, তবে জীনকে পোড়াইয়া ভস্য করিয়া দিবে। তবে পোড়াইয়া মারার ব্যবস্থা একেবারে চরম অবস্থায় করিবে। কারণ ইহা একে ত প্রাণহানি, দ্বিতীয়তঃ আমেলের—বিশেষতঃ রোগীর উপর জীনের উৎপাত অতি মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। আমেলের জানিয়া রাখা উচিত—যথাসম্ভব জীনকে সহজে তাড়াইবার চেষ্টা করা সর্বোন্তম। ক্রমান্বয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা সঙ্গত। কিন্তু প্রথমেই জ্বালান পুড়ন বা মারিয়া ফেলা কিছুতেই সমীচিন নহে। পোড়াইয়া শাস্তি দেওয়া বা পোড়াইয়া মারিয়া ফেলা চরম অবস্থার তদ্বীর। সাধারণ অবস্থায় ইহার প্রয়োগ ভীষণ অন্যায়।

১৮। জীন রোগীর ভিতর চুকিলে চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইবেই এবং খোলা বড়ই মুক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাতন রোগী হইলে চক্ষু বন্ধ নাও হইতে পারে। সুচতুর আমেল যখন বুঝিবে যে, জীন ভিতরে চুকিয়াছে, তখন ছঁশিয়ারির সহিত বন্ধন দিয়া নিম্নোক্ত তাৰীজ ৩ খণ্ড কাগজে লিখিয়া পৃথকভাবে বাটিয়া বাদাম কিংবা সরিষার তৈলে ভিজাইয়া পোড়াইবে এবং উহার ধোঁয়া রোগীর নাক দ্বারা টানাইয়া ভিতরে প্রবেশ করাইবে। যতক্ষণ পূর্ণ শাস্তি না হয় ততক্ষণ ধোঁয়া টানাইতেই থাকিবে। কিন্তু রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

فرعون بي عون هامان شرمصار عاد ثمود نمرود ابليس كلهم في النار
جحيم جهنم سعير سقر لظى حطمه هاويه دوزخ اشمر -

٨	١	٢٥٥٩	١	٢٥٦٢	١	١
٢٥٦١	١	٢	١	٧	١	٢٥٦٠
٣	١	٢٥٦٤	١	٢٥٥٧	١	٦
٢٥٥٨	١	٥	١	٤	١	٢٥٦٢

اکر نکریزد سوخته شود

উক্ত তাবীজটির নিম্নভাগে ফারসীটুকু না লিখিয়া তাবীজ প্রস্তুত করত নাকের নীচে আগুন ধরিলে জীন জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যায়। কিন্তু আগুন না জ্বলাইয়া শুধু ধোঁয়াই দিবে যাহাতে শাস্তি পাইয়া পলায়ন করে।

১৯। অবিকল নিম্নরূপ তিনটি তাবীজ লিখিয়া পৃথক ২ তুলা দ্বারা পেঁচাইয়া ৩টি ফলিতা বানাইবে এবং উপরের দিকে আগুন লাগাইয়া উহার ধোঁয়া রোগীর নাকে দিবে। একদিন পর একটি জ্বলাইবে। ইহাতে জীন দূরীভূত হইবে।

٦	١	٨
٧	০	৩
২	৯	৪

২০। তিন হাত লম্বা দুই হাত চওড়া পুরাতন সাদা পাক কাপড় লম্বা দিকে পাঁচ খণ্ড করিয়া পাকাইয়া পৃথক পৃথক ৫টি ফলিতা বানাইবে। একগ্রে ৫টি ফলিতার উপর ৩ বার—

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

৩ বার পড়িয়া উভয় মুখে সজোরে দম দিবে। একটি চাটিতে (মেটে মুটি) সরিষার তেল দিয়া মাখাইয়া রাখিয়া দিবে। অতঃপর একটি ফলিতার মুখে আগুন ধরাইয়া জ্বলন্ত আগুন নিবাইয়া দিবে। তখন উহা পুড়িতে থাকিবে ও ধোঁয়া রোগীর নাক দিয়া টানাইবে দরকার হইলে পর ৪টি পর্যন্ত ফলিতা জ্বলাইবে। ইহাতে জীন কঠিন অসহকীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পলায়ন করিবে। খুব শাস্তি হইয়াছে মনে করিলে অঙ্গীকার পত্র লিখাইয়া রাখিবে। ঐ জীনের দ্বারা তাহার ঘনিষ্ঠ কেহ থাকিলে তাহাকেও ডাকাইয়া অঙ্গীকার লইবে।

২১। তদ্বীর করিতে করিতে ২০ টি তদ্বীর শেষ হইয়া গেলে এবং দুর্দান্ত জীন পলায়ন না করিলে শেষবারে উপায়ান্তর না থাকিলে তাবীজ কাগজে লিখিয়া লম্বা ভাজ দিয়া বাদাম তেল মাখাইয়া লোহার দস্তমান দ্বারা ধরিবে (হাত দ্বারা নয়) এবং আগুন লাগাইয়া রোগীর নাক সোজা

অর্ধ হাত নীচে পোড়াইয়া দিবে। একটি তাবীজ পোড়া শেষ হইলে একটি জীন জুলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। এই তদ্বীরে যাদু জীন পুড়িয়া মরিবে। জীনদের প্রবল আক্রমণের সময় হইহাই একমাত্র মারণান্ত। জীন জুলিয়া গেলে রোগী চৈতন্য লাভ করিবে এবং জিহ্বা বাহির হইয়া যাইবে। খুব পানি পান করিবে। কিন্তু তখন খুব পানি পান করিতে দিবে। ইহা আমার বহু পরীক্ষিত। জনেক জীন হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত। এই সময় জীনকে খুব যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট দিয়া মারিতে হইলে পোড়াইবার সময় **لَا يَفْحَسِبُنَّ** পড়িতে থাকিবে।

অন্যান্য তাবীজ পোড়াইবার সময় বা শাস্তি দিবার সময় জীনে যাদু করিয়া থাকে তখন আগুনের দ্বারাও পুড়িতে চায় না। এরূপ অবস্থায় একবার রোগীর মুখে থুথু দিলে উহাদের যাদু নষ্ট হইয়া যাইবে। জীন যতই হটক না কেন কোন চিঞ্চ করিবে না, তবে রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তাবীজটি এই—

فَرَعْوَنْ هَامَانْ قَارُونْ نَمْرُودْ أَبْلِيسْ كَلْهَمْ فِي النَّارِ وَالْخَوَانِهِمْ وَأَحْبَابِهِمْ —

দূর থেকে নজর করিয়া থাকিলেও এই তাবীজে জীন ঐ দূর থেকেই পুড়িয়া মরিবে। অবশ্য এই তাবীজটির এজায়ত একমাত্র অনুবাদককে দেওয়া হইয়াছে। পাঠক দরকার মনে করিলে অনুবাদক থেকে অনুমতি লইবেন। জীন শরীরের ভিতর না থাকিলে শুধু বন্ধের তাবীজ দিয়াই রোগীর থেকে দূরে রাখিবে।

২২। কাঠের ঘাইনের ভাঁগা খালেছ সরিষার তৈল তামার পাত্রে রাখিয়া ১৪ বার আয়াতে-কৃত্ব পড়িয়া প্রত্যেক বারেই জোরের সহিত দম দিবে। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময় (এক মিনিটও বেশকম না হয়) শরীরে নিজেই মালিশ করিবে যেন একটি চুল পরিমাণ জাগায়ও বাদ না থাকে। খোদা চাহে ত জীন ও যাদু দূর হইবে।

২৩। জীন বদনজর দ্বারা ক্ষতি করিলে বদনজর দূর করিবার তদ্বীর করিবে।

২৪। জীন অবাধ্য হইলে কিংবা কাহাকেও ডাকিতে বলায় সে তাহাকে না ডাকিলে সূরা-জীন পূর্ণ পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি জোরের সহিত রোগীর মুখে মারিলে সে বাধ্য হইবে। যাহাকে ডাকিতে বলিবে ঠিক তাহাকেই ডাকিবে।

২৫। জীন রোগীর শরীরের বাহিরে থাকিলে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। আবার শরীরের ভিতর তুকিলেও বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কিন্তু ঘন ঘন শরীরের ভিতর তুকিলে ও বাহির হইলে রোগীর সাংঘাতিক ক্ষতির আশঙ্কা এবং নানাবিধি রোগের উৎপত্ত হইতে পারে। বিশেষ করিয়া মাথার মগজের উপরের তৈলাক্ত পদার্থ শুষ্ক হইয়া পাগল হইয়া যাওয়ার খুবই আশঙ্কা। এমতা-বস্থায় মকরব্ধি, বহু চন্দ্রোদয় মকরব্ধি, যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করাইবে। মাথায় ঠাণ্ডা তৈল ব্যবহার করাইবে। আমেল নিজের কুণ্ডতে খেয়ালিয়া দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করিবে।

২৬। জীন রোগীর চক্ষুর ক্ষতি করিলে একবার আয়াতুল কুরছি, একবার সূরায়ে-ছাফফাতের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়িয়া চক্ষুতে দম দিবে এবং এইভাবে পড়িয়াই পানিতে দম দিয়া রোগীর চক্ষু ধৌত করিতে ও খাইতে দিবে। শ্বেতচন্দন ঘষিয়া চক্ষের চার পার্শ্বে লেপ দিবে।

২৭।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ —

৩ বার পড়িয়া ১।। হাত লম্বা ডালিমের ডালে ফুঁক দিয়া উহা দ্বারা রাগান্বিত অবস্থায় রোগীকে আস্তে আস্তে খুব ঘন ঘন প্রহার করিলে জীন পলায়ন করিতে বাধ্য।

২৮। জীন রোগী বা অন্য কাহারও হাত ভাঙিয়া ফেলিলে কিংবা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাঙিয়া ফেলিলে সুরা-জীন পূর্ণ পড়িয়া পানিতে দম দিবে এবং ঐ পানি দ্বারা ঐ অঙ্গ ঘোত করিয়া দিবে। পানি পান করিতে দিবে।

২৯। অনেক সময় জীন রোগীর কথা বলার শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে উহার প্রতিকারার্থে ২৩ বার; ২০ বার; ১৯ বার; ১৮ বার;

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔

২। بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الخ ২ বার; সুরা-ইয়াসীন প্রথম মুবীন পর্যন্ত ১ বার; সমস্ত পড়িয়া পানিতে একবার দম দিবে। আবার ঠিক ঐ নিয়মে পড়িবে এবং প্রত্যেক আয়াত নির্ধারিত পরিমাণ পড়া হইলে পর ঐ পানি রোগীর মুখের মধ্যে ভরিয়া ১০/১৫ মিনিট রাখিয়া গিলিয়া খাইতে দিবে। রোগী মুখের মধ্যে ঐ পানি রাখিতে না চাইলে জোরপূর্বক রাখাইয়া পান করাইবে। খোদা চাহে ত তখনই রোগী ভাল হইয়া যাইবে।

৩০। উপরোক্ত তদ্বীরে জবান না খুলিলে জীন হাজির করিয়া বন্ধন করত ২৮ নং তদ্বীর করিলে রোগী অবশ্যই কথা বলিবে। জীনও পলায়ন করিবে।

৩১। জীন সাপ হইয়া রোগীকে দৎশন করিলে সর্ব বিষ চিকিৎসার তদ্বীর করিয়া বিষ নষ্ট করিয়া দিবে।

৩২। জাগ্রত বা ঘুমস্ত অবস্থায় জীন রোগীকে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে রোগীকে বন্ধের ভিতর রাখিবে। এরপ কঠিন সময় রোগীর নিকট হাফেজ বসিয়া সুরা-ইয়াসীন, সুরা-ছাফ্ফাত, সুরা-ইউনুস, সুরা-জিন এবং অফসিত আয়াত পড়িতে থাকিবে। আমেল নিজে ৩ হাত লস্বা চল্লিশ তার কাঁচা সূতায় ৪০টি গিরা দিবে এবং প্রত্যেক গিরা দিবার সময় ১ বার—

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلْهُمْ رُؤَىًّا

পড়িয়া দম দিবে। পড়া শেষ হইলে গলায় বাঁধিয়া দিবে।

৩৩। আমেল নিজে তবার আয়াতুল-কুরছি পড়িয়া উভয় হাতের তালুতে দম করত দস্তক দিলে দুষ্ট জীন তথা হইতে পলায়ন করিবে।

৩৪। ভয়ে কম্পিত রোগীকে নিম্নোক্ত তাৰীজটি ধারণ করিতে দিবে।

جبرائيل ص ٧٨٦ ميكائيل ص

١٦	١٩	২২	৯
২১	১০	০	২০
১১	২৪	১৭	১৪
১৭	১৩	১২	২২

عزرائيل ص آخر محمد صلى الله عليه وسلم اسرافيل ص

آلا آلا أَوْلِيَاءِ اللَّهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ○ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ○ لَا تَدْبِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ - وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى
النَّبِيِّ وَ أَلِهِ وَ سَلَّمَ -

١١١ طاح ٢١- ١٥١٥٢٤

৩৫। রোগী যখনই জীৱন দেখিতে পাইবে তখনই পড়িবে দুষ্ট জীৱন উক্ষণাং ওখান হইতে পলায়ন কৱিবে।

বন্ধ

৩৬। নিমোক্ত তাৰীজটি লিখিয়া রোগীৰ গলায় বাঁধিয়া দিবে।

৭৮৬

	ح	و	د	ب
ب	د	و	ح	
و	ح	ب	د	
د	ب	ح	و	

١١١ م ١١١ هـ

وصلی الله تعالیٰ واله وسلم

(از علامه ظفر احمد عثمانی)

৩৭।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَةٍ وَ عَيْنٍ
لَامَةٍ تَحَصَّنُتْ بِحِصْنٍ أَفْلَفِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ
وَ أَلِهِ وَ سَلَّمَ - (از قول الجميل)

উপরোক্ত তাৰীজটি লিখিয়া ছোট বাচাদেৱ কিংবা বয়স্ক রোগীৰ গলায় ধারণ কৱিতে দিলে
নিৱাপদ থাকে।

৩৮।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ بِأَبْنَائِنَا تَبَارَكَ حِيطَانُنَا يَسِ سَقْفُنَا كَهِيعَصْ كَفَائِتُنَا
حَمْسَقْ حِمَائِتُنَا فَسَيْكِفِيكُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ -
إِنَّ وَلِيَّ إِلَيْهِ الرَّدِيْنِ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ - وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ أَلِهِ وَ سَلَّمَ -

যে সব ছোট ছেলেমেয়ে ঘুমাইলে চিৎকাৱ কৱে এবং যাহাদেৱ জীৱেৱ আছৰ হইয়াছে তাদেৱ
গলায় বাঁধিয়া দিলে বিশেষ উপকাৱ দৰ্শে। বহুবাৰ পৱৰিক্ষিত।

৩৯। হেরজে আবি দোজানা নেহায়েত পরীক্ষিত তাবীজ, লিথিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الدَّارِ مِنَ الْعِمَادِ وَالزَّوَارِ وَالسَّلَخِينَ لَا طَارِقًا يَطْرُقُ بَخِيرًا يَأْرِحُمْ إِمَامًا بَعْدَ فَانِّ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سَعَةٌ فَإِنْ تَكُنْ عَاقِشًا مُوسِعًا أَوْ فَاجِرًا مُخْتَصِمًا أَوْ رَاعِيَا حَقًا مُبْطِلًا فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ يُنْطَقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ أَنَا كَمَا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اتَّرَكُوا صَاحِبَ الْكِتَابَ هَذَا وَانْطَلَقُوا إِلَى عِبَادَةِ أَوْثَانٍ وَالْأَصْنَامِ وَالَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ أَهْلًا أَخْرَى لَا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ لَا وَجْهَهُ لِهِ الْحُكْمُ وَلَا قُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

١١٥١٥-٢١١١

৪০। ৩৫ নং তাবীজ গলায় বাঁধিয়া দিলে জীন রোগীর নিকট আসিতে পারে না। জীন রোগীর থেকে বিতাড়নের পর বক্ষের জন্য কোন তাবীজ দিবে এবং তৎসঙ্গে দুঃস্পন্দন থাকিলেও ঐ তাবীজে বিশেষ উপকার হইবে।

৪১। জীন তাড়াইয়া নিম্নোক্ত তাবীজ গলায় বাঁধিয়া দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٨	١١	١٤	١
١٣	২	৭	১২
৩	১৬	৯	৬
১০	০	৪	১০

ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

১১ ১১ ১১

(ازبياض يعقوب)

৪২। সূরা-জীন সম্পূর্ণ লিথিয়া তাবীজ প্রস্তুত করিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে রোগীর নিকট জীন আসিবে না।

৪৩। একটি তামার তাবীজ লইয়া প্রথমতঃ সূরা-জীন একবার পড়িয়া উহাতে দম দিবে। অতঃপর ১২টি আলপিনের প্রত্যেকটির উপর পূর্ণ সূরা-জীন পড়িয়া দম দিয়া ঐ তামার মাদুলিতে পুরিয়া রোগীর গলায় দিবে।

৪৪। নিম্নলিখিত তাবীজটি লিথিয়া রাপার মাদুলীতে ভরিয়া গলায় কিংবা ডান হাতের বাজুতে ভরিয়া দিবে। এই তাবীজ সঙ্গে থাকিলে জীন স্পর্শ করিতে পারে না, শক্র অঙ্গের আঘাত শরীরে আছর করে না। বুরুগানে-দীন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই তাবীজ বকরীর গলায় বাঁধিয়া দিলে এই বকরী বাঘে থায় না। আমি নিজেও ব্যবহার করিয়া বহু গুণগুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط وَ لَا يَبُودُهُ حَفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَالِيُّ الْعَظِيمُ - وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً
فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ○
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ - وَ حَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَ جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا
مَحْفُوظًا وَ حَفَظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ - وَ حَفَظًا ذَلِكَ تَعْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
حَفِيْظَ اللَّهِ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَعْلَمُونَ
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ - إِنْ بَطَشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ - إِنَّهُ هُوَ يُبَدِّئُ وَ يُعِيدُ وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُوْنِ فِرْعَوْنَ وَ نَمُوذَ - بَلِ الدِّينُ كَفَرُوا فِي
تَكْدِيبٍ وَ الْهُمْ مِنْ وَ زَانُهُمْ مُحِيطٌ بِلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ - وَ صَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ
أَلِهِ وَ سَلَّمَ - (از حیوای الحیوان)

৪৫। নিম্নোক্ত তাবীজও আমার বহু পরীক্ষিত। ইনশাআল্লাহ্ উহা সঙ্গে রাখিলে জীন
কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُلُّ ذِي مُلْكٍ فَمَمْلُوكُ اللَّهِ وَ كُلُّ ذِي قُوَّةٍ فَضَعِيفٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ كُلُّ جَبَارٍ
فَصَفَّيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ كُلُّ ظَالِمٍ لَا مَحِيصٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ حَصَنَتْ حَامِلٌ كِتَابِيْ هَذَا بِإِيْتَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ
وَ الشَّيَاطِينِ وَ الْغَفَارِيْتِ الْمُتَمَرِّدِيْنِ يَا مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّيَاطِينِ خَاتَمٌ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاؤِدَ
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَى أَفْوَاهِكُمْ وَ عَصَمَ مُوسَى عَلَى أَكْنَافِكُمْ وَ خَيْرُكُمْ بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَ شَرُكُمْ تَحْتَ
أَرْجُلِكُمْ وَ لَا غَالِبٌ إِلَّا اللَّهُ وَ حَامِلٌ كِتَابِيْ هَذَا فِي حِرْزِ اللَّهِ الْمَانِعِ إِنَّذِي لَا يَدُلُّ مَنْ اغْتَرَبَهُ وَ لَا
يُنَكِّشُ فَمِنْ اسْتَنْتَرَ بِهِ - سُبْحَانَ مَنْ الْجَمَ الْبَحْرِ بِكَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ مَنْ أَطْفَأَ نَارَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِقُدْرَتِهِ وَ حِكْمَتِهِ سُبْحَانَ مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ أَقْبَلٌ وَ لَا تَخَفْ لَا تَخَافُ دَرْكًا وَ لَا تَخْشِي لَا تَخَفْ
إِنَّكَ أَنْتَ إِلَّا عَلَى لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَى - اللَّهُمَّ احْفَظْ حَامِلَ كِتَابِيْ هَذَا وَ اسْتَرْهُ بِسِترِكَ
الْوَافِيِّ الْحَصِينِ فِي لَيْلَهِ وَ نَهَارِهِ وَ ظَعْنَهِ وَ قَرَارِهِ الَّذِي شَسْتُرُبَهُ أُولَيَائِكَ الْمُمَقِّنِينَ مِنْ أَعْدَاءِكَ
الظَّالِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ - اللَّهُمَّ مِنْ عَادَاهُ فَعَادِهِ وَ مِنْ كَادَهُ فَكَدِهِ وَ مِنْ نَصَبَ لَهُ فَخَذَهُ وَ اطْفَئَ
عَنْهُ نَارَ أَمَّنْ أَرَادَ بِهِ عَدَاؤَهُ وَ شَرَّا وَ فَرَّجَ عَنْهُ كُلُّ كُرْبَةٍ وَ هَمٍ وَ غَمٍ وَ ضِيقٍ وَ لَا تَحْمِلُهُ مَا لَا يَقُولُ
وَ لَا يُطِيقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْحَقُّ الْحَقِيقُ - وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَلِهِ وَ أَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ -

(من حیوای الحیوان)

পূর্বোক্ত তাৰিজেৰ সহিত উক্ত তাৰিজ এবং উহার সহিত ৩৫ নং তাৰিজ লিখিয়া গলায় বা হাতেৰ বাজুতে রাখিলে সমুদ্দৰ গমন, বন অৱশণ, শক্রদেৱ মধ্যে গমনাগমন এবং জীনেৱ উৎপাত হইতে খোদাৰ অনগ্রহে সৰ্বাবিধি বিপদ হইতে নিৰাপদ থাকিবে।

ବାଡ଼ୀ ବନ୍ଦ

অনেক সময় তাবীজ দিয়াও কুল-কিনারা যখন পাওয়া না যায় তখন বন্ধের তাবীজ রোগীকে ব্যবহার করিতে দিবে। সংগে সংগে রোগীর বাড়ীও বন্ধ করিবে। এরূপ অবস্থায় খুব বেশী করিয়া রোগীকে শাস্তি দিবে। যেন তাহার প্রতিক্রিমণের সাহস না হয়।

ବାଉ ବନ୍ଦେର ନିୟମ ନିମ୍ନରୂପ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَالِهِمْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَبَرَائِيلَ عَنْ يَتَبَّعُهُ الدِّينِ
أَمْنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضْلِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

୧ୟଟିର ଭିତର ଲିଖିବେ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَالَّهُمْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِيكَائِيلَ عَنْ لَهُ مَا سَكَنَ فِي
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

৩য় চিত্রে লিখিবে :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَالِهِمْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْرَافِيلَ عَنْ قُلْ مَنْ يَكْلَمُ
بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرَضُونَ -

୪୩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَالِبُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَآلُهُ وَسَلَّمٌ عَزَرَائِيلَ عَنْ فَسِيْكَهِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ -

৪টি মেটে পাতিলে পড়া ৪টি লোহা পুরিয়া প্রত্যেকটি পাতিলের মুখ এই লিখিত শরা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে। অতঃপর এক লোটা পানিতে ১৩ নং তদ্বীরে লিখিত আয়াতসমূহ পড়িয়া দম করিবে।

ବାଡ଼ିର ଯତ୍ନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀ ଚଲାଫେରା କରିଯା ଥାକେ, ତାର ଚାର କୋଣେ ଚାରଟି ୧।। ହାତ ପରିମାଣ ଗର୍ତ୍ତ କରିବେ । ଐ ଚାରଟି ଗର୍ତ୍ତରେ ପାର୍ଶ୍ଵେ ଐ ଚାରଟି ଲୌହପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତିଳ ରାଖିଯା ତାହାର ନିକଟେ ୪ ଜନ ହାଫେୟ ଦଶ୍ମାମାନ ଥାକିଯା ସୁରା-ଛାଫାତ, ସୁରା-ଇଉନ୍ମୁସ, ସୁରା-ଇଯାଛିନ ଓ ସୁରା-ଜୀନ ଏକବାର କରିଯା ପଡ଼ିତେ ଥାକିବେ । ଆମେଲ ସ୍ଵୟାଂ ଏକ କୋଣ ହିଟିତେ ଏକଟି କାଁଚି କିଂବା ଲୋହେର ଅନ୍ୟ କୋନ ଅନ୍ଦେର ଦାରା ଦାୟେରା ଟାନିଯା ଦାଗେର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନେର ସଂଗେ ମିଲିତ କରିଯା ଦିବେ ଏବଂ ଦାୟେରା ଶେଷ ହୁଯାର ସଂଗେ ଆଯାତୁଳ କରଛିଓ ଶେଷ କରିବେ ।

তারপর সীমানার বিভিন্ন স্থানে কলসীতে পানি রাখিয়া উহাতে কিছুটা ঐ পড়া পানি মিশাইবে। আট দশজন লোক পানি ছিটাইবার জন্য রাখিবে। তাহারা শুধু পানি ছিটাইবার কাজই করিবে। একজন মোয়ায়্যেন মাঝখানে দাঁড়াইয়া আযান দিবে।

পানি ছিটাইবার কাজ এবং আযান এক সঙ্গে আরঙ্গ করিবে এবং এক সঙ্গেই শেষ করিবে। ঠিক শেষ বারে যখন মোয়ায়্যেন **لَهُ لِلْحَمْدُ** বলিবে, তখনই পানি ছিটাইবার কাজ শেষ হওয়া চাই এবং ঐ একই সময় পাতিল চারটি **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** পড়িয়া গর্তে গাড়িয়া দিয়া মাটি চাপা দিবে।

প্রকাশ, যতটা জায়গা নিয়া বন্ধ হইবে উহার মধ্যে এক বিঘৎ জায়গাও যেন পানি ছিটাইতে বাদ না পড়ে। ৪ জন হাফেয পড়ার কাজটা কিছু পুরোই আরঙ্গ করিবে। প্রত্যেকটি ঘরের সর্বত্র পানি ছিটাইয়া দিবে। কোন জায়গায় বাদ পড়িলে তথায় দুষ্ট জীন থাকিয়া গেলে আর বাহির হইতে পারিবে না। ভিতরে থাকিয়া ক্ষতি করিবে, এজন্য একটু জায়গাও বাদ রাখিবে না। বন্ধ শেষ হইল।

দুষ্ট জীনেরা দলবদ্ধ হইয়া অনেক সময় এই বন্ধ নষ্ট করিয়া থাকে। উহা রক্ষার জন্য ঐ চারিজন হাফেয প্রত্যেকেই দায়েরার উপর দিয়া ডান দিকের কোণে পাতিলের কাছে দাঁড়াইয়া একবার সূরা-জীন পড়িবে, এইরপে প্রত্যেকেই একবার প্রদক্ষিণ করিবে এবং প্রত্যেক গর্তস্থ পাতিলের নিকট দাঁড়াইয়া একবার সূরা-জীন পড়িবে। অতঃপর প্রত্যেক হাফেয়ের দ্বারা কিছুটা পানিতে দম করাইয়া ঐ পানি দায়েরার উপর ছিটাইবে। এখন আমেল বন্ধের ভিতর বসিয়া মনোযোগ সহকারে একবার “হ্যেবুল বাহার” পড়িয়া আল্লাহর নিকট দোঁআ করিবে।

(از عبد القيوم الجنى جليس أبليس أولاً والجنى الصالح الزاهد ثانياً)

এই বন্ধ খোদা চাহে তো জীনেরা সহজে ভাঙ্গিতে পারিবে না, রোগীকে দীর্ঘদিন ইহার মধ্যে থাকিতে বাধ্য করিবে।

এই বন্ধের মধ্যে জীন, চের, ডাকাত তুকিতে পারিবে না। বাড়ীতে তিলা নিক্ষেপ করিলে তিলা হাটিয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান থাকিবে যেন পাতিলের উপর কেহ পায়খানা না করে।

৪৭। জীনেরা যদি এমন দায়েরা করিয়া থাকে যাহাতে রোগী আগুনের তাপ অনুভব করিতে থাকে, কোন কোন সময় ভীষণ শীতও অনুভব করিতে থাকে এবং অচেতন্য হইয়া পড়ে, তবে দুষ্টদের ঐ দায়েরা নষ্ট করিবার জন্য এবং রোগীকে ছঁশ করিবার নিম্নোক্ত তদ্বীর করিবে। ইহাতে দায়েরা নষ্ট হইবে এবং ঐ সমস্ত দুষ্টগুলিও মরিয়া যাইবে। মজার ব্যাপার এই যে, তাহারা সন্ধান পাইবে না কে তাহাদেরে মারিয়াছে?

(از عبد القيوم ثم الجنى نديم أبليس ثم الصالح السakan فى تبت ثانياً)

৪৮। প্রথম রোগী যে ঘরে রহিয়াছে ঐ ঘর অন্যায়ী মাটি কিংবা কাগজের উপর একটি নস্তা অঙ্গন করিবে। অর্থাৎ, ঘরটি গোল হইলে নস্তাটিও গোল হইবে। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া ঐ নস্তার মধ্যে ফুক দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَفَّلْقُوا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوا بِعْزَةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ - فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأَلْقَى السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ - قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ قَالَ أَمْنَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلِمْكُمُ السِّحْرَ فَلَسْوَقَ تَعْلَمُونَ لَا قَطَعْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلَافٍ وَلَا صَلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمِعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبِّنَا حَطَابِيَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ - ୧ ବାର

সম্পূর্ণ সুরা-জীন ୧ ବାର, সুরা-ইউনুস ୧ ବାର, সুরা-ইয়াসিনের ୧ମ ରୂପ ୧ ବାର, আয়াতুল কুরাহি ୧ ବାର, শুধু শব্দ ୭ ବାର, শুধু ୫ ଶব্দ ୭ ବାର, কহিউচ্চ ୭ ବାର ও শুধু ୫ ୭ ବାର।

୪୯। ନିଥର ନିର୍ଜନେ ଭୟାବହ ହାନେ କିଂବା ଶକ୍ତିର ଭିତର ପଡ଼ିଯା ଗେଲେ ନିମିଲିଥିତ ଆମଳ କରିଲେ ଖୋଦା ଚାହେ ତ ନିରାପଦ ଥାକିବେ । ଜୀନ ଓ ଇନ୍‌ସାନେର ତଥା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବେର ଚକ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ଥାକିବେ ।

ପ୍ରଥମତଃ ଏକଟି ଲୋହାର ଦୀର୍ଘବିରାମ ତଥା ତଦଭାବେ ଡାନ ହାତେର ଶାହାଦ୍ ଅঙ୍ଗୁଲି ଦାରା ନିଜେଦେର ଚତୁର୍ଦିକେ ଏକଟି ଗୋଲାକାର ଦାୟେରା ଟାନିବେ, ଦାୟେରା ଆରାଞ୍ଚେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆୟାତୁଲ କୁରାହି ଆରାଞ୍ଚ କରିଯା ଉତ୍ତା ଶେଷ ହଇବାର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟାତୁଲ କୁରାହି ୭ ବାର ପଡ଼ିବେ । ଅତଃପର ଭିତର ହଇତେ ୭ ଟି ଟିଲା ତୁଲିଯା ହାତେ ଲାଇବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟିଲା ତୁଲିବାର ସମୟ ଏକବାର ଫୁଲିମୁହଁ ପଢ଼ିବେ । ତାରପର ଏଇ ଟିଲାଗୁଲି ଦାୟେରାର ଚତୁର୍ଦିକେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରି ଫୁଲିମୁହଁ ପଢ଼ିବେ । ଇହାର ପର ସଙ୍ଗୀଗଣେର ମୁଖ ବାହିରେ ଦିକେ ଏବଂ ପିଛନ ଭିତର ଦିକେ ରାଖିବେ । ଆମେଲ କହିଉଚ୍ଚ ପଢ଼ିବେ । ଏ ପଢ଼ିତେ ଡାନ ହତେ କନିଷ୍ଠା ୦ ପଢ଼ିତେ ଅନାମିକ ରେ ପଢ଼ିତେ ମଧ୍ୟମା ରେ ପଢ଼ିତେ ଶାହାଦ୍ ଏବଂ ଚ ପଢ଼ିବାର ସମୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଲି ପର ପର ବନ୍ଧ କରିଯା ରାଖିବେ । ହମୁସନ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଚ ପଢ଼ିତେ ବାମ ହାତେର କନିଷ୍ଠା ୩ ପଢ଼ିତେ ଅନାମିକା ରେ ପଢ଼ିତେ ମଧ୍ୟମା ରେ ପଢ଼ିତେ ଶାହାଦ୍ ଏବଂ ଚ ପଢ଼ିତେ ବାମ ହାତେର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଲି ବନ୍ଧ କରିଯା ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧ କରିଯା ଲାଇବେ । କେହିଁ କଥା ବଲିବେ ନା, ସବାଇ ପଢ଼ିତେ ପଢ଼ିତେ ରାତ୍ରି ପ୍ରଭାତ କରିବେ । ଖୋଦା ଚାହେ ତ ସମସ୍ତ ବିପଦ ହଇତେ ନିରାପଦ ଥାକିବେ ।

ଜୀନ ଓ ଇନ୍‌ସାନେର ଯାଦୁ

୫୦। ଜୀନ ରୋଗୀର ଉପର ଆଚର କରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟଇ ଏକଟା ଯାଦୁ କରିଯା ଥାକେ ଯାହାର ଦରଳନ ଅନେକ ସମୟ ଆମେଲେର ଆମଳ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ହଇତେ ପାରେ ନା । ଉହା ଦୂର କରଣାର୍ଥେ ନିମ୍ନୋତ୍ତ ଆୟାତସମୂହ ପଢ଼ିଯା ପାନି କିଂବା ଶୁକ୍ଳନା ମାଟିତେ ଦମ ଦିଯା ରୋଗୀର ଚତୁର୍ଦିକେ ଛଡ଼ାଇଯା ଦିବେ, କିଛୁଟା ରୋଗୀର ଗାୟେ ଦିବେ ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا مَا مُوسَىٰ مَا جِئْنُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيِّطِنُهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطَلُونَ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٌ بِقِعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَنَاءُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَعْلِبُوا هُنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ - وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا - فَالْقَوْمُ حِبَالَهُمْ وَعِصِيمُهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَالْقَوْمُ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْكُلُونَ فَالْقَوْمُ السَّاحِرُونَ سَاجِدِينَ - قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ - قَالَ أَمْنَتْ لَهُ

قَبْلَ أَنْ لَكُمْ إِنَّهُ أَكْبَرُكُمُ الَّذِي عَلَمْكُمُ السِّحْرَ فَلَسْوَفَ تَعْلَمُونَ لَا قُطْعَنْ أَيْدِيْكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَ لَا صِلْبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا خَيْرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّخَذْنَاهُ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -

৫১। উক্ত আয়াতসমূহ নৃতন মেটে পাতিলে স্বোতের পানিতে পড়িয়া যাদুগ্রস্ত রোগীকে ৭ দিন পর্যন্ত গোসল দিলে, গোসল দেওয়া সম্ভব না হইলে অন্ততঃ হাত-মুখ ধোত করিয়া কিছুটা পান করিতে দিলে সমস্ত যাদু নষ্ট হইয়া যায়। ঐ পানি বাড়ী-ঘরের সর্বত্র ছিটাইয়া দিলে দাফন করা যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। সর্বপ্রকার যাদু নষ্ট করিতে উক্ত আয়াতসমূহ বিশেষ কার্যকরী।

৫২। ৫০ নং আয়াতসমূহ লিখিয়া চান্দির তাবীজে পুরিয়া রোগীর সঙ্গে রাখিলে যাদু আছুর করিবে না।

৫৩। কাহারও বাড়ীতে যাদুর জিনিসপত্র পুতিয়া রাখিলে সূরা-শুআরা সম্পূর্ণ লিখিয়া একটা সাদা মোরগের গলায় বাঁধিয়া দিলে মোরগ যাদুর স্থানে গিয়া আওয়াজ দিবে কিংবা পায়ের দ্বারা ঐ স্থান খুঁড়িতে থাকিবে। তখন নিজেরা উহা উঠাইয়া ৫০ নং আয়াত পড়িয়া দম দিবে এবং পোড়াইয়া পানিতে ফেলিয়া দিবে। কিন্তু মোরগের গলায় একরূপ না দেওয়াই ভাল; বরং ৫১ নং তদ্বীর করিবে।

৫৪। দুষ্ট জীনের যাদু নানা প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কোন পরওয়া করিবে না, আল্লাহর কালামের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিবে। যাদু খুব জোরে আছুর করিলে, চাই সে যাদু মানুষেরই হউক আর জীনেরই হউক ৫ বার কাগজে লিখিয়া বাম হাতের বাজুতে বাঁধিয়া দিবে।

৫৫। মানুষ কিংবা জীনের যাদুর আছুরের দরজন রোগীর নাক-মুখ কিংবা পায়খানার সহিত রক্ত বাহির হইলে ৫০ নং আয়াতসমূহ পড়িয়া গোসল করাইয়া দিবে।

৫৬। যাদু নষ্ট করিতে নিম্নোক্ত তদ্বীর বড়ই উপকারী। ৭ দিনে খোদা চাহে ত নিরাময় হইয়া যাইবে। নিজেই ইহা বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। যাদু নষ্ট করিতে যখন অন্য কোন তদ্বীর কার্যকরী না হয়, তখন ইহা ব্যবহার করিলে সুফল হইবেই ইন্শাআল্লাহ। জাফরান, কস্তুরী ও কেওড়ার পানি দ্বারা কালি প্রস্তুত করিয়া ৭ খানা চিনা বরতনে লিখিবে—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَسْبَحَ اللَّهُ ، سَبَحَنَ اللَّهُ وَعَظَمَةُ اللَّهِ وَبِرهَانَ اللَّهِ وَصَنْعُ اللَّهِ وَبَطْشُ اللَّهِ وَكَبْرِيَاءُ اللَّهِ وَجَلَالُ اللَّهِ وَكَمَالُ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ جَلِيلُوسْ مَلِيوْسْ مَنْطُوسْ وَمَلْقُومَانْسِ النَّارِ وَمَا ذَرَنَا دَرَنَا اخْنُوسْ بِرْحَمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

প্রত্যহ একখানা প্লেট ধূয়োয়া পান করিবে। (ابنবাচ্চ বিকেবি)

৫৭। অনেক সময় যাদুকর লোক স্বীয় যাদুর দ্বারা বক্ষের তাবীজ নষ্ট করিয়া ফেলিয়া থাকে। কিন্তু নিম্নরূপ একটি খালেছ চান্দি রূপার (মিনাদার) আংটি তৈরি করিয়া লাইবে। শেষ রাত্রিতে (বহুস্পতিবার দিবা গত রাত্রি হইলে ভাল হয়।) ওয়ু করিয়া দুই রাকাং আত নামায পড়িয়া আংটির মিনার উপর বস্তি করিয়া পুর বস্তি করিয়া আন্ত দ্বারা অক্ষন

করিয়া লিখিবে। মিনা ছোট হইলে অক্ষে লিখিবে। শুধু ৭৮৬ লিখিলেও হয়। কিন্তু মিনা বড় করিয়া নিয়া অক্ষে দুইটিই লিখিলে ভাল। অতঃপর ৭ বার সূরা-হিয়াছিন পড়িবে, প্রত্যেকবার সূরা শেষ করিয়া মিনার উপর ফুঁক দিবে। সূরা-ছাফ্ফাত ২ বার পড়িয়া প্রত্যেক বারই দম দিবে।

فَحَسِبْتُمْ
আয়াত ৭ বার, আয়াতুল, কুরাচি ১০ বার, প্রত্যেক বারই মিনার উপর দম দিবে।

ভোরেই আংটি যে কোন রং দিয়া রঙিন করিয়া লইবে। এই অঙ্গুরী হাতে থাকিতে মানুষ ও জীবের কোন প্রকার যাদু চলিবে না। ইহা আমি বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। এই অঙ্গুরীটির থেকে যাদুর ভাল তদ্বীর আর নাই। অবশ্য অনুবাদকের থেকে ইহার এজায়ত লইতে হইবে।

(از عبد الرحمن الجنى الصالح المتوفى باندمين)-

আমেলের কর্তব্য

৫৮। আমেল হওয়ার চেয়ে কামেল হওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ কামেল হওয়ার পর বিনা আমলেও জীন নতি স্বীকার করিয়া চলিয়া যায়। খোদ এ কামেল বা তাহার পরিবার-পরিজনের প্রতি ক্ষতির আশঙ্কাও খুব কম থাকে। কিন্তু কামেল ছাড়াই আমেল হইলে বড়ই বিপদ। আমেলের নিজের ও পুত্র-পরিজনের প্রত্যেকের সংরক্ষণের জন্য বহু বেগ পাইতে হয়।

কামেল ছাহেবে নেছবতের কোনই অসুবিধার কারণ নাই। আমরা আমেলের জন্য এখানে কিছু উল্লেখ করিব যাহাতে আমেল পুত্র-পরিজনসহ নিরাপদ থাকিতে পারে।

প্রথমতঃ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতের পূর্ণ পাবন্দ হইতেই হইবে। হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, মাহরাম-গয়রে মাহরাম প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

টাকার লোভ এবং সম্মানের লোভকে পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে। একমাত্র আল্লাহর দুঃস্থ বান্দার উপকারাথেই কাজ করিয়া যাইবে। যেদ বা ঈর্যা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কোন শায়খে কামেলের হাতে বায়আৎ হইয়া নিজের আঘার উন্নতি করিতে হইবে। নিয়মিত তাহাজ্জুদ, এশ্রাক, আওয়াবীন পড়িতে হইবে এবং তাহাজ্জুদের পর ১২ তচবীহ যেকের জারি রাখিতে হইবে।

আওয়াবীনের পর “হেযবুল বাত্র” পড়িতে হইবে। ইহার এজায়তও লইতে হইবে যে কোন হকানী আমেল বা কামেল বুর্গ হইতে।

চেলে-মেয়ে স্ত্রী-পুত্র বাড়ীর সবাইকে ৪৫, ৪৬ ও ৩৫ নং তবীজ লিখিয়া প্রত্যেককে ব্যবহার করিতে দিবে।

আমেল নিজের বাড়ী বন্ধ করিয়া দিবে। উহার নিয়ম ৪৯ নং দেখিয়া লইবে।

আমেল খুব সাহসী হইলে মোয়াকেল হাচিল করিতেও পারে। উহার দ্বারা বহু কঠিন কাজও সমাধা করা যাইতে পারে। কিন্তু বিপদসঙ্কল হেতু না করাই ভাল। একান্ত কেহ তাচ্ছীরের আমল করিতে ইচ্ছুক হইলে ৩ টিল্লা ১২০ দিন নির্জনে থাকিবে। মাছ, গোশ্ত, ঘি, মাখন, দুধ, দধি, লবণ ইত্যাদি খাইবে না, শুধু শাক-সবজি (নেমক ছাড়া) যবের রুটির সহিত ভক্ষণ করিবে এবং ৩ টিল্লায় ১২৫০০০ (সোয়া লক্ষ) বার সূরা-জীন পড়িবে। প্রত্যহ পড়া শুরু করিবার পূর্বে এবং পরে দুর্দান শরীর পড়িবে। ইহার ছওয়ার হ্যরত সোলায়মান (আঃ)-এর উপর বখ্শিবে। শেষ দিনের রাত্রে অতি সুন্দর ভাল পোশাকে একজন লোক আসিবেন। সালাম দিবেন এবং কোন কাজের জন্য তাহাকে ডাকা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে আমেল কোন কাজের ফরমায়েশ করিবে

না। কারণ কোন নির্দিষ্ট কাজ তাহাকে দিলে সে ঐ কাজ করিয়া চলিয়া যাইবে। সে তার অনুগত থাকিবে—তাহাকে বলিবে, তুমি হাফির থাকিবা।

আমলের ১২০ দিনের মধ্যে আমেল ভয়াবহ বহুকিছু দেখিতে পারে, কিন্তু ভীত হইলে আমল নষ্ট হইয়া যাইবে। কোন কাজই হইবে না। শেষ দিনও ভীত হইবে না, অতি সাহসের পরিচয় দিতে হইবে।

চিলাকাশী আরঙ্গের পূর্বে আয়াতুল কুরছির গোল দায়েরা দিয়া তার মধ্যে বসিয়া আমল করা উচিত।

আমেল প্রত্যহ কমপক্ষে ১ পারা কোরআন শীরফ তেলাওয়াত এবং ১ মঞ্জিল মোনাজাত মকবুল অবশ্যই পড়িবে।

আবেধ প্রণয় বিচ্ছেদ

একটি নৃতন মেটে পাতিল ঢাকনির সহিত সামনে রাখিয়া পূর্ণ সূরা ইয়াছীন পড়িবে এবং প্রত্যেক পর্যন্ত পড়িয়া শরা উঠাইয়া একবার দম দিবে। আবেধ প্রণয়কারীদের নাম লইবে। এরপে পড়া শেষ হইলে ঐ পাতিলটি উহাদের মধ্যে ভাসিয়া ফেলিয়া দিবে। পরম্পরের বিচ্ছেদ ঘটিবে। মিলন ও বিচ্ছেদের আমল অনেক প্রকার। আমরা বিশেষ প্রয়োজনে এখানে মাত্র একটি আমল উল্লেখ করিলাম। কিন্তু না-জায়েষ স্থানে কেহ ইহা ব্যবহার করিয়া নিজের আখেরাত নষ্ট করিবেন না।

৭৮৬

৭৮৭

ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف

ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف

اللهم خالق بين فلان — بن فلانة — بقهرك ياقهار ياجبار

হারানো বস্তু প্রাপ্তির জন্য

اللهم يا جامع الناس ليوم الجمع لا ربيب فيه اجمع بين فلان و بين متابعيه فلان شئ انك لا تحلف الميعاد -

পড়িয়া তালাশ করিলে উহা পাওয়া যাইবে।

ଚୁରି

୧। ଚୁରି ହଇଯା ଗେଲେ ଅନତିବିଲସେ ଏକ ହାତ ଲସ୍ବା ଏକ ହାତ ଚଉଡ଼ା ନୂତନ ସାଦା କାପଡ଼େର ଉପର ଗୋଲ ଦାୟେରା ଦିଯା ଉହାର ଭିତର ନିଶ୍ଚରାପ ଲିଖିବେ :



୨। ଏକଟି କଦୂର ପୁରାତନ ଖୋଲେର ଉପରିଭାଗେ ଗୋଲ ଦାୟେରା ଦିଯା ଉହାର ଭିତରେ ଗୋଲକଭାବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆୟାତ ଲିଖିବେ :

قُلْ أَنْدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنَرِدُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ أَذْهَانِنَا اللَّهُ كَالَّذِي
اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانٍ لَهُ اصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَيِ الْهُدَىٰ إِنَّنَا قُلْ أَنْ هَدَى
هُوَ الْهُدَىٰ وَأَرْمَنَا لِنَسْلِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ -

ଏବଂ ଦାୟେରାର ବାହିରେ ଲିଖିବେ..... ହାରାନୋ ବସ୍ତ୍ରର ନାମ ଏବଂ ମାଲିକେର ନାମ ।

ଖୋଲ ଲିଖା ଶେଷ ହଇଲେ ସାଦା ପୁରାତନ କାପଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପୋଚାଇଯା ନିର୍ଜନ ବାଗାନେ ମାଟିର ନିଚେ ଗାଡ଼ିଯା ଦିବେ । ଖୋଦା ଚାହେ ତ ମାଲ ପାଓଯା ଯାଇବେ । କିଂବା ଚୋରଓ ଧରା ପଡ଼ିବେ । ଉତ୍କ ତଦ୍ବିରେ ଚୋର ହୟରାନ ଏବଂ ପେରେଶାନ ହଇବେ । କିନ୍ତୁ ଉହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଇତେ ଥାକିବେ ।

৩। সূরা-ওয়াদোহা গোল দায়েরা আকারে কাগজে লিখিয়া উপরে ঝুলাইয়া রাখিবে যেখান হইতে মাল চুরি গিয়াছে। নৌকা চুরিতে উহা বিশেষ উপকারী; কিন্তু বড় গাছে ঝুলাইয়া বাঁধিতে হয়।

৪। ঘুমাইবার সময় একবার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি মাথার চতুর্দিকে ঘুরাইবে এবং বাড়ীর চতুর্দিকের বন্ধের নিয়ত করিবে। খোদা চাহে ত চোর ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে না।

৫। চোর চুরি করিতেছে এমতাবস্থায় মালিক জাগিয়া ১০ বার—

يَا بُنَيْ إِنَّهَا إِنْ تَكْ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ
بِهَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ لَطِيفٌ حَبِيرٌ -

পড়িয়া দুই হাতে দস্তক দিলে চোর পলায়ন করিতে পারে না।

৬। এক টুকরা কাগজে নিম্নলিখিত ৭ নং তাবীজ লিখিয়া বালিশের গেলাফের মধ্যে রাখিয়া ঘুমাইলে স্বপ্নযোগে মাল ও চোরের সন্ধান লাভ করিবে।

৭। ভিস্তিদের ব্যবহাত ভাল একটি মোশক লইয়া উহার ভিতর একবার আয়াতুল কুরছি এবং যথাক্রমে নিম্নলিখিত সাতজন নবীর নাম নিম্নরূপ লিখিবে।

نوح، لوط، صالح، إبراهيم، موسى و عيسى ومحمد صلی الله عليه و عليهم السلام -

অতঃপর একবার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া উল্লিখিত তরতীব অনুযায়ী একজন নবীর নাম লইবে এবং বলিবেঃ

اللَّهُمَّ انْتَ أَسْتَلْكَ بِمَا أَرْسَلْتَ هَذَا النَّبِيًّا أَنْ تَنْفَعَ بَطْنَ هَذَا السَّارِقِ كَمَا نَفَخْتَ هَذِهِ الْقُرْبَةَ -

এবং মোশকের মুখে ফুঁক দিবে; একপ সাতবার শেষ হইলে পর মোশকের মুখ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ওদিকে চোরের পেটও ফুলিতে থাকিবে। চোর মালসহ হাজির হইতে বাধ্য।

পলাতক মানুষ হাজির করিবার তদ্বীর

প্রথমে সূরা-ফাতেহা তৎপর—

أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ
إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا وَ مِنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ - إِنَّ رَازِدُهُ إِلَيْكَ فَرَدَدْنَاهُ
إِلَى أُمِّهِ كَمْ نَقَرَ عَيْنِهَا وَ لَا تَحْرَنَ وَ لَتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - يَا بُنَيْ إِنَّهَا
إِنْ تَكْ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ
بِهَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ لَطِيفٌ حَبِيرٌ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُوا أَنْ لَا مُلْجَأٌ
مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِتَبُوُّوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ - اللَّهُمَّ يَا هَادِي الْضَّالِّ وَ يَارَادِ
الضَّالِّ ارِيدُ عَلَى فَلانَ بنَ فلانَ فَلانَ بنَ فلانَ -

কাগজে লিখিয়া পাক কাপড় দ্বারা আবৃত করিবে। দুইখানা পাটা বা পাথরের মাঝে রাখিয়া অন্ধকার স্থানে নির্জনে রাখিয়া দিবে। খোদা চাহে ত খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবে।

ফلان স্থানে পলাতক ব্যক্তির নাম ফ্লান স্থানে তাহার মাতার নাম লিখিবে।

দৌলত মন্দ হইবার জন্য প্রত্যহ এশার নামায পড়িয়া ১১ বার দুরুদ পড়িবে। তারপর চৌদ্দবার পড়ত ১১ বার দুরুদ শরীফ পড়িয়া ১০০ বার নিম্নোক্ত দো'আ পড়িবেঃ

يَا وَهَابُ هَبْ لِي مِنْ نِعْمَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ -

যাবতীয় বিপদ হইতে উদ্বারের জন্য প্রথম ১১ বার দুরুদ শরীফ অতঃপর ১১১১ বার পড়িবে তারপর ১১ বার দুরুদ পড়িয়া দো'আ করিবে।

॥ নবম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্তী জেওর

দশম খণ্ড

এই খণ্ডে এমন সব বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা মনে-প্রাণে অনুসরণ করিয়া চলিতে অভ্যন্তর হইলে নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করা যায় এবং অপরকেও সুখ-শান্তি পৌঁছান অতি সহজ হয়। উপরোক্ত কথা ক্যাটি শুনিয়া আপাতঃ দুনিয়াদৰী কথা বলিয়াই মনে হয়, এইগুলি রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীসের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়, এইগুলি দ্বীন-ইসলামের অন্তর্নিহিত কথা বৈ আর কিছু নয়।

রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : “খাটি মুসলমান ঐ ব্যক্তিই যাহার হাত বা জবানের দ্বারা অন্য কাহারো কষ্ট না হয়।” হাদীস শরীফে ইহাও বর্ণিত আছে যে, “কোন মুসলমানের পক্ষে ইচ্ছাকৃত-ভাবে কঠিন বিপদে লিপ্ত হইয়া অপদস্ত হওয়া উচিত নহে।” হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে : “রাসূলুল্লাহ (দঃ) যখন ওয়াজ করিতেন তখন তিনি খুব লক্ষ্য রাখিতেন, শ্রোতাগণ যেন ত্যাঙ্গ-বিরক্ত হইয়া না পড়েন” উপরোক্ত হাদীস-এর মারফত ইহাই প্রমাণিত হইল যে, নিষ্পত্যেজনে নিজে কষ্ট করা বা কাহারো সহিত বিরক্তিকর আচার-ব্যবহার করা ইসলামী শরীআত বিরোধী। সুতরাং ইসলামী শরীআতের অনুকূলে এই খণ্ডে এমন কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করা হইল—যাহার পুরাপুরি অনুসারী হইলে নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করা যায় এবং অপরকেও শান্তি বা আরাম পৌঁছান যায়। খালেছ নিয়তে এই সবের উপর বা-আমল হইতে পারিলে দুনো জাহানের কামিয়াবী হাচেল হয়।



প্রথম অধ্যায়

নিরাপদে থাকার কতিপয় নীতিকথা

১। রাত্রিকালে ঘরের দরওয়াজা জানালা বন্ধ করিবার পূর্বে ভালুকপে লক্ষ্য কর, ঘরের মধ্যে কোথায়ও কোন বিড়াল বা কুকুর লুকাইয়া রহিল কি না। কারণ, কুকুর বা বিড়াল না তাড়াইয়া দরওয়াজা বন্ধ করিলে জান ও মালের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। আর কোন ক্ষতি না করিলেও রাত্রিভর খট্খট শব্দ করিয়া ঘুমের ব্যাঘাত ঘটান কম ক্ষতি নহে।

২। কিতাব-পত্র এবং কাপড়-চোপড় মাঝে মাঝে রৌদ্র দিবে, নচেৎ পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

৩। ঘর-দরজা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ঘরের আসবাব-পত্র যথাযথ স্থানে গুটাইয়া সাজাইয়া রাখিবে, শৃঙ্খলার সহিত রাখিবে।

୪। ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଦୈନିନ୍ଦିନ କିଛୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରା ଦରକାର । ବେଶୀ ଆରାମ ପ୍ରିୟ ହିଁଲେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ନାଟ୍ ହୋଇବାର ଆଶ୍ରଙ୍କା । ଏହି ଜନ୍ୟ ମେଯେଦେର ପକ୍ଷେ ଅନ୍ତର୍ତ୍ତଃ ସାଂତ୍ୱାର ଡାଳ ଭାଂଗା ଅଥବା ଆଟା ପିଶା, ଚେକିତେ ଧାନ ଭାନା ବା କାଲେହେ କୋନ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁଟା ଏବଂ ଚରଖାୟ ସୂତା କାଟା ଇତ୍ୟାଦି ଅତି ଉତ୍ସମ ବ୍ୟାୟମେର ଓ ଲାଭେର କାଜ ହିଁତେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଭାଲ ଥାକେ ।

୫। କାହାରୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିତେ ଗିଯା ବିନା ଅନୁମତିତେ ସରେ ବା କାମରାୟ ତୁକିଓ ନା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିତେ ବେଶୀକଣ ବିଲସ କରିଓ ନା ବା କଥା ବଲିଓ ନା, ସଦ୍ବାରା ତାହାର ବିରକ୍ତି ବା କାଜେର କ୍ଷତି ହୟ ।

୬। ବ୍ୟବହାରିକ ଆସବାବ-ପତ୍ର ସଥାନେ ରାଖାର ବ୍ୟାପାରେ ସରେର ସକଳେରଇ ଉଚିତ ଶୃଞ୍ଜଳା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଏଇକାପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ରାଖିଓ ଯେନ କାଜେର ସମୟ ତାଲାଶ କରିତେ ନା ହୟ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ନା ରାଖିଲେ ଅନେକ ସମୟ ଅୟଥା ହୟରାନ ହିଁତେ ହୟ । ଅତ୍ୟବେ, ତୋମାର ନିଜସ୍ବ ବସ୍ତୁରେ ଶୃଞ୍ଜଳା ମତ ରାଖ, ପ୍ରଯୋଜନ ମତ ହାତ ବାଡ଼ାଇଲେଇ ଯେନ ପାଓଯା ଯାଯ ।

୭। ଚୌକି, ପୀଡ଼ି, ଲାଠି, ଦା, ଖଣ୍ଡା, କାଟି, ବଦନା, ବାସନ, କଲସ, ଇଟ୍-ପାଥର ପ୍ରଭୃତି ରାସ୍ତାର ଉପର ଛଡ଼ାଇଯା ରାଖିଓ ନା । ଅନେକ ସମୟ ଅନ୍ଧକାରେ ବା କୋନ ସମୟ ଦିନେର ବେଳାଯାଓ ଚଲାର ସମୟ ହୋଇଟ ଥାଇଯା ସଥମ ହିଁତେ ପାରେ ଏବଂ ବେ-ଜ୍ୟାଗାଯ ଚୋଟ ଲାଗିତେ ପାରେ ।

୮। ତୋମାକେ ଯଦି କେହ କୋନ କାଜେର ଆଦେଶ କରେ, ତବେ ତାହା ଶୁନା ମାଝେଇ ତୁମି ଜ୍ଞାହୀ ବା ଜ୍ଞାନା ବା ଆଚ୍ଛା ଇତ୍ୟାଦି ଯେ କୋନ ଏକଟି ହାଁ-ସୂଚକ ବା ନା-ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବଲିଯା ପ୍ରତି-ଉତ୍ତର ଦିଓ । ଅନ୍ୟଥାଯ କାଜେର ଆଦେଶ ଦାତାର ମନେ ଅଶାନ୍ତି ଥାକିଯା ଯାଇବେ ଯେ, ତୁମି ହୟତ ଶୁନିଯାଇ ଏବଂ କାଜ କରିବେ । ଅର୍ଥଚ ତୁମି ହୟତ ଶୁନ ନାଇ ବା ଶୁନିଯାଇ କିନ୍ତୁ କାଜ କରାର ଇଚ୍ଛା ନାଇ । ଏମତାବନ୍ଧୁଯ ଆଦେଶଦାତା ଅନର୍ଥକ ତୋମାର ଆଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଯା କଷ୍ଟ ପାଇତେ ଥାକିବେ । ଇହା ବଡ଼ି ଅଭଦ୍ରତାର କଥା ।

୯। ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟେ ନିମକ ସର୍ବଦା ପରିମାଣେ ଚେଯେ ସାମାନ୍ୟ କମ ଦିଓ । କେନନା, କମ ହିଁଲେ ଉହାର ପ୍ରତିକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିମକ ବେଶୀ ହିଁଲେ ଉହାର ପ୍ରତିକାର ଅସନ୍ତ୍ଵ ।

୧୦। ଶାକ, ତରକାରୀ ବା ଡାଇଲେ ମୁଖେ ମରିଚ ଛିଡ଼ିଆ ଛିଡ଼ିଆ ଦିଓ ନା ବରଂ ପିଷିଯା ଦିଓ । କେନନା, ଶିଶୁଦେର ମୁଖେ ମରିଚେ ଟୁକ୍ରା ଲାଗିଲେ ଆଶ୍ଵନ ଧରାର ମତ ସନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ କରିବେ ।

୧୧। ଅନ୍ଧକାରେ ପାନ ପାନ କରିତେ ହୟ ତ ବାତି ଜ୍ଞାଲାଇଯା ନିଓ, ନା ହୟ ଏକ ଖଣ୍ଡ କାପଡ଼ ପାନିର ପାତ୍ରେର ମୁଖେ ରାଖିଯା ପାନ କରିଓ । କେନନା, କୋନ ବିଷାକ୍ତ ପୋକା-ମାକଡ଼ ପାନିର ମଧ୍ୟେ ଥାକିତେ ପାରେ ।

୧୨। ଶିଶୁଦିଗଙ୍କେ ଅଧିକ ହାସାଇବାର ଜନ୍ୟ ଆଦର କରାର ଛଲେ ଉପରେର ଦିକେ ନିକ୍ଷେପ କରିଯା ଖେଲିଓ ନା, କିଂବା ଜାନାଲାର ମଧ୍ୟେ ଦିଯା ଲଟକାଇଯା ଧରିଓ ନା, ହୟତ ପଡ଼ିଯା ଗିଯା ହାସିର ଶୁଣେ ଫାସି ହାସାଇଯା ଯାଇତେ ପାରେ । ତଦ୍ରୂପ ଶିଶୁଦେର ପେଛନେ ଥାକିଯା ହାସାଇଯା ହାସାଇଯା ଦୌଡ଼ାଇଓ ନା, ହୟତ ପଡ଼ିଯା ଗିଯା ହାତ-ପା ଭାଂଗିତେ ପାରେ ।

୧୩। ବରତନ ଖାଲି ହିଁଲେ ଉହା ଧୁଇଯା ଉଲ୍ଟା କରିଯା ରାଖିଓ । ପୁନରାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମୟ ଆବାର ଧୁଇଯା ବ୍ୟବହାର କରିଓ ।

୧୪। ବରତନ ମାଟିତେ ରାଖିଯା ଖାଲା ବାଡ଼ିଲେ ଉହାର ନୀଚେର ଦିକଟା ତୋଯାଲେ ବା ନେକଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାରା ମୁଛିଯା ଦିଓ, ଅନ୍ୟଥାଯ ଦୁଷ୍ଟରଖାନାୟ ମାଟି ଲାଗିଯା ଦୁଷ୍ଟରଖାନାୟ ବା ବିଚାନାୟ ଦାଗ ଲାଗିତେ ପାରେ ।

১৫। কাহারো বাড়ীতে মেহমান হইয়া তুমি বাড়ীর মালিককে (মেজবানকে) কোন খাবার ফরমায়েশ দিও না। হয়ত সাধারণ বস্তুরই ফরমায়েশ দিয়াছ, কিন্তু উহা জেটাইতে না পারিলে অথবা সময় মত তৈয়ার করিয়া দিতে না পারিলে বাড়ীওয়ালা মনে কষ্ট পাইবে এবং লজ্জিত হইবে।

১৬। যে স্থানে তুমি ছাড়াও অন্য লোক বসা আছে, তথায় বসিয়া থুথু ফেলিও না বা নাক ঝাড়িও না; বরং প্রয়োজন মত এক পার্শ্বে গিয়া হাজত পূরা করিয়া আস। কেননা, লোকের মধ্যে বসিয়া থুথু ফেলিলে ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। ইহা বড়ই বদ-অভ্যাস।

১৭। খাইতে বসিয়া এমন কোন বস্তুর নাম উল্লেখ করিও না যাহা শুনিয়া অপরের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাজুক তবিয়তের লোকের ইহাতে বড় কষ্ট হইয়া থাকে।

১৮। রোগীর নিকট বসিয়া বা রোগীর কোন আঞ্চলিক নিকট বা রোগীর বাড়ীর লোকের নিকট এমন কোন কথা বলিও না যাহাতে রোগীর জীবনে হতাশা আসিতে পারে। হতাশা-ব্যঙ্গক কথা বলিলে অনর্থক মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। সতুরাং রোগীর যাহাতে মনোবল ভাঙ্গিয়া না পড়ে সেরূপ কথাই বলিবে। যেমন, “খোদার ফজলে ভাল হইয়া যাইবে, ভয়ের কোন কারণ নাই” ইত্যাদি।

১৯। কাহারো সম্বন্ধে কোন গোপনীয় কথা বলিতে হইলে এবং যাহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, সে তথায় উপস্থিত থাকিলে চোখে কিংবা হাতে তাহার দিকে ইশারা করিও না, কেননা ইহাতে অনর্থক তাহার মনে সন্দেহ হইতে পারে। ইহা তখনকার কথা, যখন সেই গোপনীয় বিষয়ের কথা বলা শরীতত্ত্ব মত দুরুষ্ট হয়। কিন্তু যদি শরীতত্ত্ব মত দুরুষ্ট না হয়, তবে তেমন আলাপ করাই গোনাহের কাজ।

২০। কথা বলার সময় অধিক হাত নাচাইও না।

২১। কাপড়ের আঁচল বা জামার আস্তিন দ্বারা নাক মুছিও না।

২২। জুতা, কাপড় ও বিছানা ইত্যাদি ঝাড়িয়া মুছিয়া ব্যবহার করিও। কেননা উহার মধ্যে বিষাক্ত পোকা-মাকড় থাকিতে পারে।

২৩। কাহারো কাপড়ের নীচে গুপ্ত স্থানে ফেঁড়া, বাধী হইলে তুমি এত তলাইয়া জিজ্ঞাসা করিও না যে, “কোথায় ফেঁড়া হইয়াছে” ইহাতে অনর্থক তাহাকে লজ্জা দেওয়া হয়।

২৪। রাস্তার উপর বা দরওয়াজার উপর বসিও না, তোমার এবং যাতায়াতকারী সকলেরই অসুবিধা হইতে পারে।

২৫। শরীরে এবং কাপড়ে দুর্গন্ধ হইতে দিও না। কাপড় যদি অতিরিক্ত ধোয়া না থাকে, তবে নিজের পরিহিত কাপড়ই ধুইয়া লও।

২৬। কোন স্থানে লোক বসাবস্থায় ঝাড়ু দিও না।

২৭। ফলের খোসা বা বীচ অন্য লোকের উপর দিয়া নিক্ষেপ করিও না এবং যেখানে সেখানেও ফেলিও না; বরং নির্দিষ্ট এক স্থানে ফেলিও। উহাতে সবুজ সার পয়দা হয়।

২৮। চাকু, কেঁচি, সূচ ইত্যাদি ধারাল বস্তুর দ্বারা খেলিও না। কারণ অসাবধানতাবশতঃ কোথায়ও লাগিয়া যাইতে পারে।

২৯। তোমার বাড়ীতে কোন মেহমান আসিলে প্রথমে তাহাকে পেশাব পায়খানার স্থান জ্ঞাত করাইয়া দিও। অতঃপর মেহমান নৌকায় বা গাড়ীতে আসিলে মজুরী দিয়া নৌকা বা গাড়ীকে

বিদায় কর। কেননা ইহাই ভদ্রতার উত্তম নির্দর্শন। আর যদি ঘোড়ায় চড়িয়া বা নিজ গাড়ীতে আসিয়া থাকে, তবে তাহার ঘোড়া অথবা গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করিও। মেহমানকে খাওয়াইতে গিয়া সামর্থ্যের বাহিরে বৃথা আড়ম্বর করিও না। কেননা, বৃথা আড়ম্বরে যথাসময়ে খানা দেওয়া যায় না। খানা যদি সাধারণও হয়, তবু যথাসময়ে খাইতে দাও। মেহমান বিদায় হইতে চাহিলে তাড়াতাড়ি নশ্তার ব্যবস্থা করিয়া যথাসময়ে বিদায় দাও। মোটকথা, মেহমানের আরাম ও সুবিধার ব্যাপাত যাহাতে না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

৩০। পায়খানা অথবা গোসলখানা হইতে বাহির হইবার পূর্বে পায়জামার ফিতা আটকাইতে বাহিরে আসিও। ফিতা ধরিয়া বা আটকাইতে আটকাইতে বাহিরে আসিও না, ইহা বড়ই অভদ্রতা ও দৃষ্টিকূট।

৩১। তোমার নিকট কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে তাহার উত্তর দিয়া পরে নিজ কাজে লিপ্ত হও, নতুবা জিজ্ঞাসাকারীর অবমাননা করা ও মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

৩২। কথা বলিবার সময় বা কাহারো কথার উত্তর দিবার সময় পূর্ণরূপে স্পষ্টস্বরে কথা বলিবে, যেন প্রশ্নকারীর বুঝিতে কষ্ট না হয়।

৩৩। কাহারো হাতে কোন বস্তু দিতে হইলে দূর হইতে নিষ্কেপ করিয়া দিও না, বরং নিকটে পৌঁছিয়া হাতে তুলিয়া দাও। নিষ্কেপ করিয়া দেওয়ায় তাছিল্য প্রকাশ পায়, পড়িয়া গিয়া ক্ষতিও হইতে পারে।

৩৪। যদি দুই ব্যক্তি কোন কথা বলা বা লেখাপড়ার কাজে লিপ্ত থাকে, তবে তুমি তাহাদের মধ্যে আসিয়া কোন একজনের সহিত কথা বলিতে বা চেঁচাইতে আরম্ভ করিও না; হাঁ, অনুমতি লইয়া প্রয়োজনীয় কথা বলায় কোন দোষ নাই।

৩৫। যে ব্যক্তির সহিত তোমার কথা বলার প্রয়োজন, সে যদি কোন কাজে বা কথায় লিপ্ত থাকে, তবে তুমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া অমনি তোমার বক্তব্য আরম্ভ করিও না; বরং সুযোগের অপেক্ষা করিয়া অনুমতি লইয়া কথা বল।

৩৬। কোন বস্তু অপর ব্যক্তির হাতে দিতে হইলে সে মজবুত করিয়া না ধরিতে ছাড়িয়া দিও না, অনেক সময়ে বেখেয়ালে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

৩৭। কাহাকেও পাংখা করিতে বা মাথায় ছাতা ধরিতে হইলে খুব সাবধানে পাংখা করিবে এবং ছাতা ধরিবে, যেন তাহার শরীরে না লাগে। পাংখা করার পূর্বে উহা ঝাড়িয়া মুছিয়া নিও। এত জোরে বাতাস করিও না যাহাতে অপরের অসুবিধা হয়।

৩৮। খানা খাইবার সময় হাড়ি, কাঁটা এদিক-সেদিক নিষ্কেপ করিও না, দস্তরখানার উপর অথবা কোন পাত্রে একত্র করিয়া রাখিয়া বিড়াল কুকুরকে দিও; কেননা, তাহাদেরও হক আছে। তদুপ তরকারীর খোসা বা বীচি যেখানে সেখানে ফেলিও না। উহা নির্দিষ্ট স্থানে ফেল যেন আবর্জনা হইতে না পারে।

৩৯। দ্রুত দোড়াইয়া অথবা উর্ধ্বমুখে পথ চলিও না। ইহাতে পড়িয়া গিয়া অংগহানি হইতে পারে।

৪০। বই কেতাব বন্ধ করার সময় খুব সাবধানে বন্ধ করিও যেন প্রথম বা শেষ ভাগের পাতা মুড়িয়া না যায়।

৪১। নিজ স্বামীর নিকট বেগনা পুরুষের প্রশংসা করিও না ; কেননা, কোন কোন পুরুষের মেজাজে ইহা বরদাশত হয় না।

৪২। তদৃপ কোন বেগনা স্ত্রীলোকের রূপ-গুণের প্রশংসা তোমার স্বামীর নিকট করিও না ; হয়ত তোমার স্বামীর মন ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি আসঙ্গ হইতে পারে এবং তোমার উপর হইতে মন উঠিয়া যাইতে পারে।

৪৩। যে লোকের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতা নাই, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার বাড়ী-ঘর, পোশাক, অলংকার ধন-দৌলত ইত্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিও না।

৪৪। ঘর-দরজা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মাসিক তিন দিন বা চার দিন নির্ধারিত করিয়া ঘরের বুল ধুলা-বালু, আবর্জনা পরিষ্কার করিও এবং বিছানাপত্র ঝাড়িয়া মুছিয়া যথাস্থানে পরিপাটি করিয়া রাখিও।

৪৫। কাহারো সম্মুখস্থ ডেক্স অথবা টেবিলের উপর হইতে কোন পুস্তক অথবা কাগজ উঠাইয়া দেখা নিষেধ। কেননা, কাগজে হয়ত কোন গোপনীয় কিছু লিখা থাকিতে পারে। তদৃপ পুস্তকের মধ্যে ঐ ধরনের কাগজ ইত্যাদিও থাকিতে পারে। অতএব, বিনা অনুমতিতে কোন বই বা কাগজ স্পর্শ করিলে মালিকের মনে কষ্ট হওয়ার কারণ হইতে পারে।

৪৬। সিড়ির উপর দিয়া উঠানামা করিতে হইলে খুব সাবধানে এক পা এক পা করিয়া উঠানামা করিবে। মেয়েদের পক্ষে ত প্রতি কদমে এক সিড়ির বেশী অতিক্রম করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে; তদৃপ ছেলেপেলেদিগকেও সিড়িতে উঠানামার বিষয় খুব সতর্ক করিয়া দিও।

৪৭। যে স্থানে অন্য লোক বসা আছে তথায় কোন কাপড় ঝাঁকান বা পুস্তক ঝাড়া দেওয়া বা ধুলা বালি ফুঁক দিয়া পরিষ্কার করা অনুচিত ; কেননা, ইহাতে অপরের কষ্ট হইবে ; ইহা বড়ই বদ-অভ্যাস।

৪৮। কাহারো রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্টের সংবাদ নির্ভরযোগ্য সুত্রে না জানিয়া অপরের নিকট বলিও না। বিশেষ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের নিকট মোটেই বলা উচিত নহে। কেননা, যদি ভুল সংবাদ প্রচার করিয়া থাক, তাহা হইলে উক্ত লোকের আত্মীয়-স্বজনেরা অনর্থক পেরেশান হইবে এবং তোমাকে তিরক্ষার করিবে যে, “এই অশুভ সংবাদ কোন বদ-ব্যথাত প্রচার করিল।”

৪৯। তদৃপ সামান্য অসুখের বা সাধারণ কষ্টের সংবাদ প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনকে চিঠিপত্রে জানান উচিত নহে।

৫০। কফ, থুথু, পানের পিক ইত্যাদি দেয়ালে, বেড়ায় বা কপাটের উপর ফেলিও না। তৈলাঙ্গ হাত বেড়ায় বা কপাটে মুছিও না বরং সাবান দ্বারা না হয় মাটি মাথিয়া ধুইয়া ফেল।

৫১। খাওয়ার মজলিসে তরকারীর প্রয়োজন হইলে মেহমানের সম্মুখ হইতে পেয়ালা বা বাটি উঠাইয়া নিও না ; বরং অন্য পেয়ালায় করিয়া তরকারী আনিয়া দাও।

৫২। কেহ চৌকিতে শোয়া বা পিঁড়িতে বসা থাকিলে তাহার নিকট দিয়া যাতায়াত করার সময় চৌকিতে বা পিঁড়িতে যেন ধাক্কা না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিও।

৫৩। চৌকির উপর দিয়া তাকের উপর হইতে কোন দ্রব্য নামাইতে বা উঠাইতে হইলে খুব সাবধানে উঠাইবে নামাইবে যেন শায়িত ব্যক্তির আরামের কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

৫৪। খানা-পিনার কোন দ্ব্য খোলা রাখিও না। এমনকি মেহমানের সম্মুখস্থ ঐ সকল খাদ্যও খোলা রাখিও না যাহা একটু পরে খাওয়া হইবে।

৫৫। মেহমানের উচিত যে, পেট ভরিয়া গেলে সামান্য ভাত তরকারী যেন বাঁচাইয়া রাখে, নতুবা বাড়ীওয়ালা মনে করিতে পারে যে, মেহমানের খানা কম হইয়াছে। ইহাতে মেজবান (বাড়ীওয়ালা) বড় লজ্জা অনুভব করে।

৫৬। যে সকল থালা-বাসন, হাড়ি-পাতিল একেবার শূন্য হইয়াছে, উহা আলমারি বা তাকের উপর উপুড় করিয়া রাখিও।

৫৭। হাঁটা চলার সময় পা একটু উঠাইয়া উঠাইয়া কদম ফেলিও, হেঁচড়াইয়া হেঁচড়াইয়া চলিও না; ইহাতে জুতা অতি তাড়াতাড়ি ক্ষয় পায় এবং দেখিতেও দৃষ্টিকর্তৃ লাগে।

৫৮। চাদর, শাড়ী, ওড়না ইত্যাদি নেতড়াইয়া নেতড়াইয়া চলিও না।

৫৯। কেহ যদি নিমক বা অন্য কোন সামান্য বস্তু চায়, তবে তাহা হাতে করিয়া আনিও না; বরং কোন বরতনে করিয়া দাও। কেননা, হাতে হাতে দেওয়া অভদ্রতা।

৬০। মেয়েদের সম্মুখে কোন প্রকার বে-হায়ায়ী বা অশ্লীল কথা বলিও না; ইহাতে মেয়েদের হায়া-শরম লোপ পাইতে থাকে।

কতিপয় শালীনতাহীন ও ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস— যাহা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট হয়

১। মেয়েদের একটি বদ অভ্যাস এই যে, তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার যুক্তিপূর্ণ কোন উত্তর দেয় না; বরং অথথা বাগাড়স্বর করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বাজে কথা মিলাইয়া দেয়। শেষে আসল কথা ঠিক মত বুবিতে না পারিয়া প্রশ্নকর্তা নিশ্চিত হইতে পারে না, এইরূপ করা ঠিক নহে। মনে রাখিও, তোমাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উহা ভাল মত বুবিয়া প্রয়োজন মত উত্তর দাও।

২। মেয়েলোকদিগকে যদি কোন কাজের হৃকুম করে, তবে একদম চুপ করিয়া থাকে। কোন উত্তর না দেওয়ার কারণে হৃকুমদাতার মনে সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, আলাহুত্ত জানেন শুনিল কি না? শেষ পর্যন্ত মনে একটা অশান্তি থাকিয়া যায়। আর মনে ভাবে যে, হয়ত শুনিয়াছে এবং কাজটি করিবে। কিন্তু আসলে সে শুনেই নাই; উহার ভরসায় থাকিয়া আর কাজ হয় না। অবশ্যে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, “আমি শুনি নাই।” কাজের আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রতি উত্তর না দেওয়ায়, শুনে নাই মনে করিয়া হৃকুমদাতা পুনরায় তাগিদ করিলে আর রক্ষা নাই, অমনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া বলে যে, “শুন্ছি, শুন্ছি! এত মাথা খাইতেছ কেন?” অথচ পূর্বেই একবার হৃকুম শোনার পরই যদি উত্তর করিত যেঃ “ঁা শুনিয়াছি, কাজ করিতে যাই।” তাহা হইলে আর আপোষে এমন মনোমালিন্য হইত না।

৩। কখনও গৃহকর্তৃগণ অধীনস্থ চাকর-চাকরাণীকে কাজের আদেশ করিবার সময় বা ঘরের অন্য কাহারো সহিত কথা বলিবার সময় দূর হইতে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া কথা বলিতে থাকে। উহাতে বে-পর্দা ও বে-হায়ায়ীর নগ্ন প্রকাশ ঘটে। কেননা, দূর হইতে চিল্লাইয়া বলার কারণে সব কথা ভালৱাপে বুবা যায় না, যাহার ফলে কিছু কাজ বাকী থাকিয়া যায় এবং কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া গেলে গৃহকর্তৃ ক্ষিপ্ত হইয়া অধীনস্থদিগকে তিরস্কার করিতে থাকে। চাকরগণ ধমক খাইয়া উত্তর

করিয়া থাকে যে, হকুমটা পুরাপুরি বুঝে আসে নাই বা শুনিতে পাই নাই। এইরপে ধর্মক বা বাক্-বিতঙ্গয় অনেক সময় ব্যয় হয় এবং কাজের ক্ষতি হয়। তদৃপ চাকর বা কর্মচারীগণও বাহির হইতে কোন কথার উভর আনিয়া দূর হইতে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া বলিতে বলিতে দরজা পর্যন্ত আসে। ইহাতেও কিছু কথা বুঝা যায় আবার কিছু বুঝা যায় না। অতএব, আদৰ তমীয়ের কথা হইল এই যে, যাহার সহিত কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহার নিকট উপস্থিত হও, না হয় তাহাকে ডাকিয়া নিকটে উপস্থিত কর। অতঃপর তাহাকে ভালৱপে বুঝাইয়া বল এবং নিজেও বুঝিয়া শুনিয়া রাখ।

৪। একটি আয়েব এই যে, মেয়েরা হাতে পয়সা থাকুক বা না থাকুক কোন বস্ত পছন্দ হইলেই নিষ্পত্তিযোজনেও খরিদ করিয়া লয়। কর্জ করিয়া হইলেও লয়, কোন পরওয়া করে না। আর যদি কর্জ নাও করিতে হয়, তবু নিজ পয়সা অপ্রয়োজনে খরচ করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নহে; বরং অযথা অর্থ ব্যয় করা গোন্হৰ কাজ। সুতৰাং খরচ করার পূর্বেই খুব চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, এই স্থানে খরচ করায় দীনের কোন ফায়দা বা দুনিয়ার প্রয়োজন আছে কিনা? যদি কোন ফায়দা মনে কর, তবে খরচ করিও। যতদূর সম্ভব কখনো কর্জ করিও না। যদি কিছু কষ্ট হয় হউক।

৫। একটি আয়েব এই যে, দেশেই হউক বা বিদেশে কোথায়ও বেড়াইতে যাইতে হইলে অথবা ঘুরাঘুরি করিয়া বিলম্ব করিয়া ফেলে। শেষে গন্তব্য স্থানে অমসয়ে এবং দুর্যোগ পোহাইয়া পৌঁছিতে হয়। কখনও অসময়ে রাস্তা-ঘাটে চলিতে জান-মালের সংশয় উপস্থিত হয়। গরমের দিনে গড়িমসি করিয়া বিলম্বে রওয়ানা হওয়ার কারণে রোদ্রের মধ্যে ছেলেপেলে নিয়া কষ্ট পাইতে হয়। তদৃপ বর্ষার দিনে যথাসময়ে রওয়ানা না হওয়ায় ঝাড়-বৃষ্টিতে পায়, ফলে রাস্তা-ঘাট কর্দমাক্ত হইয়া গাড়ী-ঘোড়ায় চলার অসুবিধা হইয়া পড়ে। মোটকথা, বিলম্বে রওয়ানা হওয়ায় বহুমুখী বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। অতএব, যেখানেই যাইতে হয় সময় থাকিতে রওয়ানা হইলে সকল দিক দিয়াই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে।

যদি নিজ এলাকায় বা শহরেই কোন মহল্লায় যানে আরোহণ করিয়া যাইতে হয়, তবু অথবা ঘুরাঘুরি করিয়া সময় নষ্ট করিবে না। কারণ উহাতে বেহারাদের বা গাড়ীওয়ালাদের অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইতে হয়। অবশ্যে ভাড়া নিয়া বাক্-বিতঙ্গার সৃষ্টি হয়। ওদিকে দেড়িতে রওয়ানা হওয়ায় বিলম্বে ফিরিতে হয়। নিজ কাজে ও খাওয়াদাওয়ার এন্তেজামে বিলম্ব হয়। কখনও বা তাড়াহড়ার কারণে খানা নষ্ট হইয়া যায়। গৃহস্বামী খানার তাগিদে থাকেন, শিশুরা খানার জন্য কাঁদিতে থাকে, ইত্যাদি অসংখ্য ঝামেলার সৃষ্টি হয়। তাই যদি বিলম্ব না করিয়া যথা সময়ে রওয়ানা হয়, তবে আর উল্লিখিত অসুবিধাসমূহের সৃষ্টি হয় না।

৬। একটি আয়েব এই যে, সফরে বা প্রবাসে যাইবার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামানপত্র লইয়া বিরাট বোঝার সৃষ্টি করিয়া থাকে। যাহা বহন করিতে সঙ্গী পুরুষদের নানারূপ কষ্ট হইয়া থাকে। বসিতে স্থান হয় না, সওয়ারীর কষ্ট হয়, রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করিতে হয়, কখনও সঙ্গী পুরুষদেরই পিঠে বহন করিয়া নিতে হয়, অথবা কুলীর অতিরিক্ত মজুরি দিতে হয়। শেষ কথা, সকল বিপদ পুরুষদের মাথায় পড়ে, আর মেয়েরা দিব্যি আরামে ভিতরে বসে থাকে। অতএব, সফরের সময় আসবাব-পত্র খুব সংক্ষিপ্ত লইবে। বিশেষতঃ রেলে ভ্রমণের সময় অধিক সামান হইলে বেশী কষ্ট পাওয়ার কথা।

৭। একটি আয়ের এই যে, নৌকায় অথবা গাড়ীতে সওয়ার সময় বে-গানা পুরুষ-দিগকে একদিকে সরিয়া যাইতে বলে, না হয় চোখ ঢাকিয়া থাকিতে বলে। এদিকে ইহারা নৌকায় বা গাড়ীতে সওয়ার হইয়া পর্দা করিয়া পুনঃ আর বলেন না যে, “এখন আমাদের পর্দা হইয়াছে।” অতএব, আর চোখ ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। কোন কথা না বলার কারণে বেচারা বে-গানা পুরুষরা দূরে সরিয়া বা চোখ ঢাকিয়া অপেক্ষা করিয়া কষ্ট পাইতে থাকে। আবার অনেকগুলি দেরী দেখিয়া, কখন পর্দা হইয়াছে মনে করিয়া নিকটে আসিয়া পড়ে বা চোখ খুলিয়া বসে অথচ এখন পর্যন্ত পর্দা করা হয় নাই বা একটু দেরী আছে। অতএব, পুনরায় কথা না বলার কারণে বে-পর্দা হইয়া সকলকে গোনাহ্গার হইতে হয়। বে-গানা পুরুষদের যদি জানা থাকে যে, মহিলারা পর্দা করিয়া আওয়াজ দিবে, তবে তো আর তাহারা অনুমতি ছাড়া সম্মুখে আসিত না বা পর্দার ব্যাপাত হইত না বরং অপেক্ষা করিত। প্রথমবারে পর্দার হুকুম করিয়া পুরুষদের হঁশিয়ার করাইয়া নিজেরা পর্দা করিয়া ২য় বার কথা না বলার দরুন উল্লিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

৮। একটি আয়ের এই যে, যাহার বাড়ী বেড়াইতে যায়, সওয়ারী বা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিশ্চন্দে সোজাসুজি তার ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। কখনও এমন হয় যে, সেই বাড়ীর পুরুষ গোক ঘরের মধ্যে অবস্থিত থাকে আর মেয়েরা তার সামনে হঠাত উপস্থিত হইয়া বে-পর্দা হইয়া যায়, ইহা বড়ই অন্যায় কথা। তোমার উচিত গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া তুমি যার ঘরে যাইবে প্রথমতঃ সেখানে খবর পৌঁছাইবে। অতঃপর অনুমতি পাইয়া গাড়ী বা সওয়ারী হইতে নামিয়া ঘরে যাইবে।

৯। একটি আয়ের এই যে, গাড়ীতে বা নৌকায় সওয়ার হইবার নিমিত্ত বিলম্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক আগেই রাস্তায় পর্দা করাইয়া দেয়; যদরুন অপরাপর লোকগণের যাতায়াতে কষ্ট হইতে থাকে। আর এদিকে মেয়েরা রওয়ানা হইবার জন্য ঘোরাফেরায় থাকে।

১০। একটি আয়ের এই যে, আগোষে দুইজন মেয়েলোক কথা বলার সময় একজনের কথা বলা শেষ না হইতেই অপরজন কথা বলিতে আরম্ভ করে, আবার কোন সময়ে দুইজন একত্রেই বলিতে আরম্ভ করে। শেষে কেহ কাহারও কোন কথা বুঝে না। অতএব, এইরূপ কথা বলায় কোন ফয়দা নাই। কাজেই একজনের কথা শেষ হইলে তারপর তুমি বলিও।

১১। একটি আয়ের এই যে, অসাবধানে টাকা-পয়সা বা গহনাদি বালিশের নীচে অথবা তাকের উপর খোলা অবস্থায় ফেলিয়া রাখে। তালা-চাবি থাকা সত্ত্বেও অলসতার কারণে হেফায়ত করিয়া রাখে না; অবশ্যে কোন বস্তু হারাইয়া গেলে ঘরের নিরপরাধ লোকদের নামেও দোষারোপ করিতে থাকে।

১২। একটি আয়ের এই যে, কোন বস্তু হারাইয়া গেলে তাহ্কীক করিয়া না দেখিয়াই কাহারও উপর দোষারোপ করিয়া বসে। যেমন কেহত কোন এক সময়ে চুরি করিয়াছিল। তাহার নামেই সোজাসুজি বলিয়া ফেলে যে, তাহারই কাজ, সেই নিয়াছে। অথচ সমস্ত অন্যায়ই যে একজনে করিয়া থাকে, ইহা কোন স্বতঃসিদ্ধ নহে। এইরূপ অন্যান্য নোকছানের বেলায়ও সাধারণ সন্দেহের কারণে কাহারো নামে সাজাইয়া গড়াইয়া এমন ঘটনা তৈরি করিয়া দেয় যে, তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস হইয়া যায়।

১৩। একটি আয়ের এই যে, এদের কাহাকেও কোন কাজের হুকুম দিলে কাজ করিতে যাইয়া উহার সহিত আরও দুই একটা কাজ জড়াইয়া সব একত্র করা আরম্ভ করিয়া দেয়। অবশ্যে কাজ সমাপ্ত করিয়া অতি বিলম্বে উপস্থিত হয়। ইহাতে হুকুমদাতার মনে অশান্তি ও অস্থিরতা আসে।

কেননা, সে মাত্র একটি কাজের জন্য পাঠাইয়াছে। বিলম্বে তাহার অস্ত্রিতা আসা স্বাভাবিক। এইদিকে এই বুদ্ধিমতী বিলম্বে উপস্থিত হইয়া বলে যেঃ “নাও, দুইটা কাজ সমাধা করিয়া আসিয়াছি।” এইরূপ কথনও করিও না। প্রথমে যে কাজের আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা সমাধা করিয়া পরে অবসর মত নিজ কাজে লিপ্ত হইও।

১৪। একটি আয়েব এই যে, অলসতার কারণে যখনকার কাজ তখন করে না; বরং অন্য সময়ের জন্য ফেলিয়া রাখে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে কাজ পড়িয়া থাকে এবং নোকছান হইয়া থাকে।

১৫। একটি আয়েব এই যে, কর্মতৎপরতা ও দুরদর্শিতা নাই। প্রয়োজন ও সুযোগের দিকে লক্ষ্য করে না যে, জলদির সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে ঝাটপট কাজ সমাধা করে নিবে; বরং সব সময়ই একটানা মন্ত্রণগতি ও টালবাহনা করিয়া থাকে। ইহাতে অধিক ক্ষেত্রে সুযোগ নষ্ট হইবার কারণে আসল কাজ পঞ্চ হইয়া যায়।

১৬। একটি আয়েব এই যে, পান-তামাকের খরচ এত বাড়াইয়া লয় যে, গরীব লোকদের পক্ষে উহা বহন করাই দুঃকর। কোন কোন ধর্মী-বিলাসী লোকের বাড়ীর পান তামাকের খরচায় চার পাঁচটা গরীব পরিবারের সমস্ত খরচ বহন হইতে পারে। অতএব, পান-তামাকের বেহুদা খরচ কমান উচিত। পান তামাকের অপকারিতা এই যে, থাকিলে পরে নিষ্পত্যোজনেও খাওয়া আরম্ভ করে। অবশ্যে অভ্যাসে পরিণত হইয়া গেলে আর ছাড়িতে পারে না, ফলে অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ বহন করিতে হয়। এইজন্য উহা পরিতাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

১৭। একটি আয়েব এই যে, দুই ব্যক্তি কোন বিষয় আলাপ করিতে থাকিলে ইহারা অ্যাচিতভাবে অনর্থক সেই কথায় অংশ গ্রহণ করে এবং পরামর্শ দিতে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিকট কেহ কোন পরামর্শ না চায় ততক্ষণ একেবারে বোৰা ও বাধির হইয়া থাক।

১৮। একটি আয়েব এই যে, ইহারা কোন মেয়ে মহল হইতে আসিয়া তথাকার সকল মেয়েলোকদের অলংকার, গঠন, রূপ, পোশাক ইত্যাদির কথা নিজ নিজ স্বামীর নিকট বর্ণনা করিতে থাকে। আচ্ছা যদি উহা শ্রবণে তাহাদের কাহারও উপর তোমার স্বামীর মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তবে তোমার মন্তব্য ক্ষতি হইবে না কি? অতএব, অপর মেয়েলোকের রূপের প্রশংসা নিজ স্বামীর নিকট করিও না।

১৯। একটি দোষ এই যে, কাহারও সহিত কথা বলার প্রয়োজন হইলে সে যদি কোন কথায় বা কাজে লিপ্ত থাকে, তবে তার কাজে বা কথায় বাধা দিয়া (সে কাজ যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন) নিজের কথা বলিবেই; তাহার কাজ বা কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করিবে না বা অনুমতি ও চাহিবে না। এইরূপ অধৈর্য অভদ্রজনোচিত। কাজেই একটু অপেক্ষা করিয়া তোমার কথা যেন সে শুনে, সেদিকে আকৃষ্ট করাইবার চেষ্টা কর। যখন সে তোমাকে সুযোগ দিবে, তখন কথা বলিও।

২০। একটি আয়েব এই যে, ইহাদের সহিত কথা বলিলে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে সব কথা শুনে না। কথা শুনার মধ্যে মাঝে মাঝে অন্য কাজও করে এবং অপরের কথারও উত্তর দিতে থাকে। ইহাতে যে ব্যক্তি কথা বলিতে আসিয়াছে, তাহার মনে কষ্ট হয় বলিয়া বার বার তাকিদ করে, “শুন্ছেন ত বুঝছেন ত!” প্রতি উত্তরে বলে যে, হঁ, বলতে থাকেন, শুন্ছি। অথচ

মনোযোগ না থাকায় বক্তব্য কথা বলায় তৃষ্ণি হয় না এবং কাজ হওয়ারও আশা করতে পারে না। কেননা, যখন সে কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনে নাই তখন কাজ করিয়া দেওয়ার কি আশা?

২১। একটি আয়ের এই যে, কোন কথা বা সংবাদ বলিতে গিয়া আধুনা বা অসম্পূর্ণ বলিয়া থাকে। যদরূপ ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং আসল কাজ ব্যাহত হইয়া যায়। সুতরাং কথা বলিবার সময় সম্পূর্ণ বুঝাইয়া বলিবে, যেন, কোন সন্দেহ না থাকে।

২২। একটি দোষ এই যে, নিজ ভুলত্বুটি কখনও স্বীকার করিতে রায়ী হয় না বরং যথাসন্তুষ্ট কথা সাজাইয়া গড়াইয়া দোষ চাপা দিতে চেষ্টা করে। চাই তাহার বানান কথার মধ্যে কোন যুক্তির বালাই থাকুক বা না থাকুক।

২৩। একটি আয়ের এই যে, যদি কেহ কোন বস্তু ইহাদিগকে দেয় বা ভাগে পায় আর সেই বস্তু যদি ক্ষুদ্র বা সামান্য হয়, তবে উহার প্রতি নাক ছিটকাইয়া তুচ্ছ তাছিল্য করিয়া বলে যে, “এই সামান্য বস্তু না পাঠাইলেই হইত। কে দিতে বলিল, দিতে লজ্জাবোধ হইল না?” ইত্যাদি বলিয়া উহার অবমাননা করিয়া থাকে। ইহা বড়ই অন্যায় ও অভদ্রতা। কেননা, তাহার যেরূপ হিম্মত ও সামর্থ্য ছিল, সেইরূপ দিয়াছে। তোমার ত কোন ক্ষতি করে নাই, দিতে দিতেই হাত বড় হইবে। অতএব, কাহারো দেওয়া কোন বস্তুকে তুচ্ছ মনে করিও না। যাহারা অপরের দেওয়া ক্ষুদ্র বস্তুর কদর করিতে জানে না তাহারা নিজ স্বামীর দেওয়া বস্তুর প্রতিও তুচ্ছ-তাছিল্য করে এবং অসংখ্য দোষত্বুটি বাহির করিয়া ক্রোধে বা রাগে ফুঁপাইয়া নাক ছিটকাইয়া থাকে। এই প্রকৃতির স্তীলোকেরা বড়ই হতভাগা। ইহাদের কাপালে দুঃখের আর সীমা থাকে না।

২৪। একটি আয়ের এই যে, কোন কাজের হৃকুম দিলে অনর্থক সেই কাজ লইয়া বাক-বিতঙ্গ করিয়া তারপর কাজ করিবে। আচ্ছা, কাজ যখন করিতে হইবেই তখন আর গড়িমসি করিয়া লাভ কি? ইহাতে হৃকুম দাতার মনে আঘাত দেওয়া হয়।

২৫। একটি আয়ের এই যে, কাপড় পরিধানে রাখিয়াই আনেক সময় সেলাই করিয়া লয়। ইহাতে কখনও অসাবধানতাবশতঃ সুঁচ শরীরে বিধিয়া যায় এবং অনর্থক কষ্ট করিতে হয়।

২৬। একটি আয়ের এই যে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার সময় বা আসিবার সময় অবশ্য একটু কাঁদিবেই। যদি কাঁদা না আসে তবুও কাঁদা কাঁদা ভাব দেখাইবে। এইরূপ করার কারণ এই যে, যদি মায়া কান্না না কাঁদা হয়, তবে হয়ত লোকে বলিবে যে, “পাষাণ-দিল মেয়ে, এর মনে কোন মমতা নাই।” এই কথার খেঁটা হইতে বাঁচিবার জন্য একটু কৃত্রিম কান্না হইলেও কাঁদা চাই।

২৭। একটি আয়ের এই যে, ছোট ছেলে-পেলেদিগকে সর্দি হইতে বা গর্মি হইতে বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থা করে না। শেষে রংগ হইয়া পড়িলে তাবীজ-তুমার ঝাড় ফুঁক ইত্যাদি করিতে করিতে পেরেশান থাকে, তবু ভবিষ্যতের জন্য সর্তক এবং ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করে না।

২৮। একটি আয়ের এই যে, ছেলে-পেলেদিগকে ক্ষুধা না থাকিলেও খাওয়ায়। তদ্দুপ মেহমানকেও অনর্থক অনুরোধ করিয়া ক্ষুধাবিহীন অবস্থায় খানা-খাওয়াইয়া থাকে। অবশ্যে অ-ক্ষুধায় খানা খাইয়া তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতার কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ

১। দুই পুত্রের বা দুই কন্যার বিবাহ যতদ্রূপ সন্তুষ্ট একই সময়ে সম্পন্ন করা উচিত নহে। কারণ দুই বৌ বা দুই জামাতা বৎশ মর্যাদায়, রূপে-গুণে, আদব-তমিয়ে শিক্ষা-দীক্ষায়, হায়া-শরমে

কিছুতেই সমান হয় না। কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। এই কারণে সাধারণতঃ লোকের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। কাহাকেও তারিফ করিয়া আসমানে উঠায় আবার কাহাকেও মন্দ বলিতে বলিতে পাতালে নামায়। ইহা বড় মছিবত।

২। বাড়ী-ঘর খালি রাখিয়া কোথায়ও যাইতে হইলে এমন লোকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাও, যে লোক তোমার নিকট বড় আমানতদার। সকলের উপর সমানভাবে নির্ভর করিও না। শহরে বা গ্রামে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহু প্রতারক। কেহ হয়ত হাজী সাহেব বা দরবেশ সাহেব অথবা ফকীর সাজিয়া আসে—রাশিগণা করে, তাবিয দেয়। ঝাড়-ঝুকের কাজ করে। এইরূপ লোককেও কোন মতেই ঘরে চুকিতে দেওয়া উচিত নহে। আসিলে পর বাহিরে রাখিয়াই বিদায় দেওয়া উচিত। কেননা, এইরূপ ভগু ও প্রতারকের হাতে পড়িয়া বহু লোকের ঘর-বাড়ী উজাড় হইয়া যায়।

৩। হাত বাঞ্ছে অথবা পানের বাটায় টাকা-পয়সা, গহনাপত্র যদি রাখিয়া থাক, তবে উহা খোলা রাখিয়া উঠিয়া যাইও না। হয় উহা তালাবন্দ করিয়া রাখিয়া যাও, নতুবা সঙ্গে লইয়া যাও।

৪। যতদূর সন্তুষ্ট কখনও বাকী সওদা আনাইও না, একান্ত ঠেকাবশতঃ যদি আনাইতে হয়, তবে দর ভাও জিজ্ঞাসা করিয়া তারিখ লিখিয়া রাখ এবং পয়সা হাতে আসিতেই তৎক্ষণাতঃ দাম পরিশোধ করিয়া দাও।

৫। মুদীর দোকানের সওদার হিসাব, চাউলের বা আটা-ভাঙ্গানী খরচ, ধোপার মজুরী ইত্যাদির হিসাব সর্বদা লিখিয়া রাখিও, মৌখিক হিসাবের ভরসা করিও না।

৬। যতদূর সন্তুষ্ট সংসার খরচে মিতব্যয়ী হইয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিও এবং তোমাকে যে পরিমাণ খরচের টাকা দেওয়া হয়, উহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিও।

৭। বাহির হইতে যে সকল মেয়েলোক তোমার ঘরে আসে, তাহাদের সম্মুখে এমন কথা প্রকাশ করিও না, যে কথা তোমার বাহিরে প্রচার হইতে দেওয়ার ইচ্ছা নাই। কেননা এই সব ভবযুরে মেয়েলোকের অভ্যাসই হইতেছে এক বাড়ীর কথা দশ বাড়ীর লোকের নিকট প্রচার করা।

৮। আটা অথবা চাউল অনুমান করিয়া পাক করিতে দিও না; বরং নিজ সংসারের খরচ বুঝিয়া দুনো বেলার সব বস্তু মাপিয়া পরিমাণিত খরচ করিও। ইহাতে যদি তোমাকে কেহ খোঁটা দেয় বা ব্যাঙ-বিদ্রূপ করে, তবে, তাহার কোন পরওয়া করিও না।

৯। যে সব ছোট মেয়েরা বাড়ীর বাহিরে যাতাযাত করে তাহাদিগকে কখনো অলংকার পরাইও না। কেননা, ইহাতে জান এবং মাল উভয়ের ক্ষতি হওয়ার সন্তাননা আছে।

১০। যদি তোমার কোন অপরিচিত লোক তোমার ঘরের দরজায় আসিয়া তোমার স্বামীর অথবা পিতা বা ভাতার সহিত সাক্ষাৎ কামনা করে; কিংবা বন্ধুত্বের বা আত্মীয়তার পরিচয় দিয়া ঘরে চুকিতে চায়, তবে তুমি কোন জানাশুনা পুরুষ দ্বারা সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত ঘরে চুকিতে দিও না; পর্দার ভিতরে আসিতে দিও না। তাহার নিকট কোন মূল্যবান বস্তু পাঠাইও না। বেশী মহরত দেখাইতে যাইও না বরং বে-গানা পুরুষানুচিত যত্ন করিও। এই প্রকারের লোকের দেওয়া কোন দ্রব্য গ্রহণ করিও না।

১১। তদূপ যদি কোন অপরিচিত স্ত্রীলোক পাক্ষীতে বা সওয়ারীতে আসিয়া তোমার কোন আত্মীয় বাড়ী হইতে আসিয়া তোমাকে নেওয়ার কথা বলে বা এই ধরনের পরিচয় দেয়, তবে

তাহার সহিত কখনো ঘরের বাহির হইও না। অপরিচিত লোক স্তৰী হউক বা পুরুষ হউক তাহার কথায় কোন কাজ কখনও করিও না।

১২। বাড়ীর মধ্যে বা আঙ্গনায় এমন গাছ লাগাইতে নাই যাহার ফলে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কা আছে, যেমন কত বেলের গাছ।

১৩। শীতকালে শীতের সময়ে কিছু বেশী কাপড় পরিধান করিও। মেয়েরা সাধারণতঃ অতিরিক্ত কাপড় পরিতে চায় না, ফলে সর্দি লাগিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। অতঃপর কঠের আর সীমা থাকে না।

১৪। ছেলেপেলেদিগকে বাপ-দাদার নাম এবং বাড়ীর ঠিকানা মুখস্থ করাইয়া দিও। খোদা না করুন যদি কোন সময় হারাইয়া যায়, তবে বাড়ীর ঠিকানা ও বাপদাদার নাম বলিতে পারিলে যে কেহ তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। আর যদি দেশের ও বাপ-দাদার নাম না শিখাও, তবে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোনই উত্তর দিতে পারিবে না। বাবার নাম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে কেবল “আবা” বলিবে। ইহাচাড়া আর কিছুই বলিতে পারিবে না। কে আববা, কে আম্মা কিছুই বুবো যাইবে না।

১৫। কোলের শিশুকে একা ঘরে রাখিয়া কোথাও যাইও না। কোন এক স্তৰীলোক তার দুধের শিশুকে একাকী ঘরে রাখিয়া কোথাও কাজে গিয়াছিল। এদিকে বিড়াল শিশুটিকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। ইহতে দুইটি শিশু পাওয়া গেলঃ প্রথমতঃ, দুধের শিশুকে একাকী রাখিয়া কোথায়ও যাইতে নাই। দ্বিতীয়তঃ, কুকুর-বিড়ালের বিশ্বাস করিতে নাই। কোন কোন বে-ওকুফ মেয়েলোক ছেলে-পেলের বিছানায় বিড়াল দেখিয়া তাড়ায় না বরং শুইতে দেয়। আচ্ছা যদি রাত্রে শিশুর হাত-পা বিড়ালের শরীরে পড়ে আর অমনি বিড়াল কামড় আঁচড় লাগাইয়া দেয়, তবে কি করিবে? এরপে ঘটনা বহুবার ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

১৬। ঔষধ-পত্র সর্বদা ডাক্তার বা উপযুক্ত হেকীম দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া ব্যবহার করিও। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আনাড়ী ঔষধ বিক্রেতারা একটায় আর একটা উল্টা-পাল্টা ঔষধ দিয়া বসে। আবার কখনও ঔষধের সাথে এমন তিজন্ত্রিয় পদার্থও মিশ্রিত থাকে যাহার ক্রিয়া ক্ষতিকর হইয়া পড়ে। সে সমস্ত ব্যবহার্য ঔষধ শিশুতে, কোটায় বা পুরুন্দায় কিছু অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকিয়া যায় উহার উপর লেবেল আঁটিয়া নাম লিখিয়া রাখ, কেননা অনেক সময় না জানার কারণে অতি মূল্যবান ঔষধও ফেলিয়া দেওয়া হয়। আবার কোন সময়ে না জানার দরুন বিপরীত ঔষধ খাইয়া বিপদ ডাকিয়া আনা হয় এবং অথবা ঔষধের অপচয় হইয়া থাকে।

১৭। হাঁহারা অতি ঘনিষ্ঠ, শুন্দর পাত্র, অতি সন্ত্রাস্ত, তাঁহাদের নিকট হইতে ধার-কর্জও লইও না এবং তাহাদিগকে বেশী কর্জও দিও না, হাঁ ঠেকা হইলে এই পরিমাণ দাও যে, যদি পরিশোধ করিতে না পারে তাহা হইলে যেন তোমার উপর কোন কঠিন চাপ না পড়ে।

১৮। যে কোন নৃতন কাজ বা বড় কাজ করিতে ইচ্ছা কর, সর্বপ্রথম তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, দীনদার, পরহেয়েগার, জ্ঞানী মুরব্বীর নিকট হইতে পরামর্শ নিয়া নাও।

১৯। নিজ টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পদের বিষয় সকলের নিকট আলাপ করিও না; বরং লুকাইয়া ছাপাইয়া রাখার ব্যবস্থা কর।

২০। যাহার নিকট পত্র লিখিবে প্রত্যেক পত্রের উপরেই তোমার ঠিকানা লিখিও। এই ভরসায় ঠিকানা লিখা বন্ধ করিও না যে, প্রথম পত্রে ত ঠিকানা দেওয়া আছেই, তবে আর দরকার কি?

এৱপ কৱিও না, কেননা, তোমার প্ৰথম বাবেৰ ঠিকানা লিখা পত্ৰ কোথায় পড়িয়া আছে তাহার খোঁজ হয়ত নাও থাকিতে পাৰে। সে পত্ৰ যে প্ৰাপকেৰ নিকট থাকিবেই এমন কথা হইতে পাৰে না। হইতে পাৰে পত্ৰেৰ প্ৰাপক নিৱৰ্ণৰ বা তোমার ঠিকানা তাৰ মুখষ্ট নাই। অতএব, পত্ৰেৰ উপৰ যাহার দ্বাৰা লিখাইবে তাহার নিকট উহার ঠিকানা বলিতে পাৰিবে না তাই পত্ৰেৰ উভয় পাওয়াৰ আশা কৰা যায় না।

২১। যদি রেলে কোথায়ও সফৰ কৱিতে হয়, তবে তোমার ঢিকেট খুব যত্নে নিজেৰ কাছে রাখিও অথবা সঙ্গী পুৱৰষলোকেৰ নিকট দিয়া দাও। গাড়ীতে বে-খেয়ালে বেশী শুমাইও না। অন্য মেয়েলোক যাত্ৰীদেৰ নিকট নিজেৰ মনেৰ কথা বলিও না। রাস্তায় অপৰিচিত লোকেৰ দেওয়া পান-পাতা, মিঠাই, খানা বা ঔষধ কিংবা আতৰ ইত্যাদি কিছুই গ্ৰহণ কৱিও না। অলংকাৰ পৰিধান কৱিয়া রেলে ভ্ৰম কৱিও না; বৰং উহা খুলিয়া ব্যাগেৰ মধ্যে বা বাক্সেৰ মধ্যে রাখিয়া দাও। গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া যখন ঘৱে প্ৰবেশ কৱিবে তখন যাহা ইচ্ছা পৰিধান কৰ।

২২। সফৰ কৱাৰ সময় নিজ হাতে কিছু খৰচেৰ পয়সা অবশ্যই রাখিবে।

২৩। পাগলকে কখনও উত্তেজিত কৱিও না বা পাগলেৰ সহিত কোন আলাপ কৱিও না। তাহার যখন হুঁশ-জ্ঞান নাই, এমতাবস্থায় সে কি কথায় কি বলিয়া ফেলে বা কি কাণ কৱিয়া বসে তাহা বলা যায় না। শেষে তুমি লজ্জিত ও দুঃখিত হইবে।

২৪। অন্ধকাৰে খালি পায়ে চলিও না এবং অন্ধকাৰে কোথায়ও হাত ঢুকাইও না। হাঁ, প্ৰয়োজনবোধে বাতি জ্বালাইয়া দেখিয়া শুনিয়া তাৱপৰ হাত দিতে পাৰ।

২৫। নিজ গুপ্ত রহস্য সকলেৰ নিকট বলিও না। অনেকে আনাড়ী বা খেলো লোকদেৰ নিকট নিজ রহস্য বলিয়া ফেলিয়া শেষে অনুৰোধ কৱে যে, “দেখুন, এই কথা কাহারো নিকট বলিবেন না”, কিন্তু মনে রাখিও, এই লোকই তোমার নিষেধ কৱাৰ পৰও বেশী কৱিয়া প্ৰচাৰ কৱিয়া বেড়াইবে।

২৬। প্ৰত্যেক কাজেৰই শেষফল ভাবিয়া চিন্তিয়া তাৱপৰ কাজ কৱিও।

২৭। কাঁচেৰ প্ৰাম, বৰ্তন, বাসন ও অন্যান্য কাঁচেৰ দ্রব্য নিষ্প্ৰয়োজনে বেশী খৰিদ কৱিও না। ইহাতে অযথা অৰ্থেৰ অপচয় হইয়া থাকে।

২৮। রেলে সফৱেৰ সময় যদি মেয়েলোকদেৰ সঙ্গী পুৱৰষ অন্য কামৱায় থাকে, তবে মেয়েলোক যাত্ৰীগণেৰ গন্তব্য স্থানেৰ নাম শুনিয়াই বা ষ্টেশনেৰ নাম তকতায় খোদাই দেখিয়াই নামিয়া পড়া উচিত নহে। কাৱণ কোন শহৰে একনামে একাধিক ষ্টেশনও থাকে। অতএব, তুমি হয়ত হঠাৎ নামিয়া পড়িলে, অথচ প্ৰকৃত গন্তব্য স্থল এটা নহে, ওদিকে তুমি এখনে নামিয়া রহিলে, আৱ তোমার সঙ্গী পুৱৰষগণ যথাস্থানে নামিয়া তোমাকে খোঁজ কৱিয়া পাইল না। এইজন্য তোমার উচিত ষ্টেশনে পৌছিলে পৰ সঙ্গী পুৱৰষৱা যখন আসিয়া নামিবাৰ আদেশ দিবে, তখনই গাড়ী হইতে অবতৱণ কৱা। এমনও হইতে পাৰে যে, পুৱৰষ লোক ঘুমে বিমাইতেছে বলিয়া নামতে সময়ই পাইল না, আৱ তুমি নামিয়া তাহাকে পাইলে না। শেষে সকলেৰ বিপদেৰ আৱ সীমা থাকিবে না।

২৯। শিক্ষিতা মেয়েলোকদেৰ বিদেশ ভ্ৰমণেৰ সময় একখানা মাসআলার কেতাব, কিছু কাগজ, একটা কলম অথবা পেন্সিল, কিছু পোষ্টকাৰ্ড, ইনভেলফ এবং ওয় কৱিবাৰ বদনা অবশ্যই সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৩০। বিদেশ সফরের যাত্রীদের নিকট কোন বস্তু ফরমায়েশ দিও না যে, অমুক বস্তুটি অমুক স্থান হইতে আমার জন্য আনিবেন বা পাঠাইয়া দিবেন। তদুপ বিদেশের যাত্রীদের মারফত কোন বস্তু কাহারো নিকট পাঠাইবে না, বা হাতে হাতে পত্রও পাঠাইবে না।

ইহাতে এই সামান্য কাজও কোন সময়ও অতি কঠিন হইয়া পড়ে এবং যার কাছে পাঠাইয়াছ তাহাকে উহা পৌঁছাইতে তক্লিফ হওয়ার কারণে বাহকের মনে কষ্ট পায়। কখনও চিঠি-পত্র লোক মারফত পাঠাইয়া প্রেরক নিশ্চিন্ত থাকে, কিন্তু ভুলবশতঃ অনেক সময়ে উহা আর পৌঁছান হয় না, ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। অতএব, পাঁচ পয়সার একটা পোষ্ট কার্ডে পত্র লিখিয়া দিলে যেখানে নিশ্চিন্ত মনে থাকা যায়, সেখানে অথবা এত ঝামেলার কি প্রয়োজন আছে? কোন বস্তু বিদেশ হইতে আনাইতে হইলে পার্শ্বলিঙ্গেও আনান যাইতে পারে। আবার কোন বস্তু বিদেশে পাঠাইতে হইলে পার্শ্বলিঙ্গে পাঠান যায়। সেই বস্তু যদি তোমার দেশে পাওয়া যায় এবং একটু মূল্য বেশী হয়, আর যাহার নিকট ফরমায়েশ দিয়াছ সেখানে যদি কিছু কম দামে পাওয়া যায়, তবে সামান্য পয়সা বাঁচাইতে গিয়া অন্যকে কষ্ট দেওয়া বড় অন্যায় কথা। অনেক সময় সামান্য বস্তুর জন্য অথবা পেরেশানী ভোগ করিতে হয়। আর যদি কোন বস্তু একান্ত ঠেকাবশতঃ বিদেশ হইতে আনাইতেই হয়, তবে উহার মূল্যটা অগ্রিম দিয়া দাও এবং যদি রেলে যাতায়াত করিতে হয়, তবে কিছু পয়সা বেশী দিয়া দাও। হয়ত তোমার বস্তু তাহার বস্তুর সহিত মিলাইলে ভাড়া চার্জ হইতে পারে।

৩১। রেল গাড়ীতে অথবা সাধারণভাবে নৌকায় বা জাহাজে ভ্রমণের সময় কোন অপরিচিত ব্যক্তির কোন খাদ্য-দ্রব্য কম্পিনকালেও থাইও না। কারণ দুর্ব্বরতা অনেক ক্ষেত্রে নেশার বস্তু বা বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়াইয়া শেষে সমস্ত মাল-মাত্রা লইয়া উধাও হয়।

৩২। গাড়ীতে তাড়াতাড়ি উঠার সময় লক্ষ্য রাখিও, তুমি যেই শ্রেণীর টিকেট লইয়াছ, ঠিক সেই শ্রেণীর কোঠায়ই উঠিলে কিনা? তাড়াতাড়ির সময়ে উপরের শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিও না। গাড়ীর উপর শ্রেণীর চিহ্ন দেওয়া থাকে। আবার টিকেটের উপরও সকল শ্রেণীর বিভিন্ন চিহ্ন দেওয়া থাকে, তাহাতে বুরো যায় যে, কোন্ দরজার টিকেট এবং কোন গাড়ীতে উঠিতে হইবে। গাড়ীর বাহিরে ও ভিতরে তৃতীয় শ্রেণীর 'III' চিহ্ন দেওয়া থাকে। ইন্টার ক্লাসে 'INT' চিহ্ন দেওয়া থাকে। সেকেণ্ড ক্লাসে 'II' দেওয়া থাকে। আর ফার্স্ট ক্লাসে 'I' এই চিহ্ন দেওয়া থাকে।

৩৩। কাপড় জামা বা অন্য কোন কিছু সেলাই করার সময় সূচ আটকাইয়া গেলে উহা দাঁতের সাহায্যে কামড়াইয়া ধরিয়া ছুটাইতে চেষ্টা করিও না। কেননা ভাঁগিয়া গিয়া বা পিছলাইয়া জিহ্বায় বা তালুতে বিধিতে পারে।

৩৪। নখ কাটার জন্য একটা নড়ইন বা চাকু সঙ্গে রাখিও।

৩৫। নির্ভরযোগ্যভাবে না জানিয়া কাহারো কোন তৈরী ঔষধ ব্যবহার করিও না। বিশেষ করিয়া চোখের ঔষধ না জানিয়া মোটেই ব্যবহার করা উচিত হইবে না। হাঁ, যদি যোগ্য চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে বা রেজেষ্টারী করানোর মধ্যে কোন সন্দেহ না থাকে, তবে ব্যবহারে কোন ক্ষতির আশংকা নাই।

৩৬। যে কাজ হওয়া সম্বন্ধে তোমার পূর্ণ ভরসা নাই, সেই কাজে অপরকে ভরসা দিও না। অনর্থক কষ্ট পাইবে।

৩৭। কাহারো কাজের সুযোগ-সুবিধার উপর বাধা দিও না বা পরামর্শ দিতে যাইও না। হঁ, সে লোকের উপর যদি তোমার অধিকার থাকে বা তার কাজে দখল দিতে পার।

৩৮। কাহাকেও বেড়াইতে বা খানা খাইতে দেরী করার জন্য অতিরিক্ত সাধাসাধী করিও না, কেননা অতিরিক্ত সাধাটা কোন সময় বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। এইরূপ মহবত প্রকাশে কি লাভ? যাহার শেষফল ঘৃণা ও অভিযোগের সৃষ্টি করে।

৩৯। এত ভারী বোঝা বহন করিও না, যাহাতে কোন প্রকার দৈহিক গঠনের বিকল ঘটিতে পারে। বিশেষ করিয়া ছোট মেয়েদের এবং স্ত্রীলোকদের বোঝা বহনের বেলায় খুব সতর্ক হইতে হইবে। কেননা তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টিগতই খুব নাজুক বা দুর্বল হইয়া থাকে। আমি এইরূপ অনেক লোক দেখিয়াছি যাহারা বাল্যকালে এবং অসাবধানে অতিরিক্ত যোঝা বহন করিয়াছে, তাহারা বিকলাঙ্গ হইয়া সারা জীবন কষ্টে কাটাইতেছে।

৪০। বড় বা ছোট সূচ বা অন্য কোন চোখা ধারাল বস্তু ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যাইও না, হয়ত অন্য লোক আসিয়া উহার উপর বসিলে বিধিয়া যাইতে পারে।

৪১। অন্য লোকের শরীরের উপর দিয়া কোন ভারী বস্তু বা বিপদজনক দ্রব্য আদান-প্রদান করিও না, হয়ত হাত হইতে ছুটিয়া পড়িয়া বিপদ ঘটিতে পারে।

৪২। অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরা বা ছাত্ররা যদি কোন অন্যায় করে, তবে তাদের শাস্তি দিতে হইলে মোটা লাঠি দ্বারা আঘাত করিও না, লাধি, ঘুষি মারিও না। খোদা না করুন যদি বে-জয়গায় চোট লাগিয়া যায়, তবে হিতে বিপরীত হইয়া যাইবে। তদুপ চেহারার উপর বা মাথায় কখনও মারিও না।

৪৩। যদি কোথায়ও বেড়াইতে গিয়া থাক এবং বাড়ী হইতে খানা খাইয়া গিয়া থাক, তবে তথায় যাইয়াই মেজবানকে অর্থাৎ, যার ঘরে মেহমান হইয়াছ তাহাকে জানাইয়া দাও যে, তোমার এখন খাওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা তাহারা হয়ত লজ্জায় তোমাকে খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিবে না যে, খাইয়া আসিয়াছেন কি না? তাহারা ত তোমার জন্য খানার ব্যবস্থা করিবেই, সময় থাকুক বা না থাকুক, অসময় হইলেও চুপে চুপে খানা তৈয়ার করিয়া তোমার সম্মুখে হায়ির করিবে। তুমি তখন বলিবে যে, আমার ক্ষুধা নাই বা খাইয়া আসিয়াছি, এখন খাইতে পারিব না ইত্যাদি। এমতাবস্থায় বলতং ঐ বেচারাদের প্রাণে কত আঘাত লাগিবে! তবে কেন পূর্বেই বলিলে না?

তদুপ যদি তোমাকে কেহ দাওয়াত করে বা কোথায়ও কেহ খাওয়াইতে অপেক্ষা করে, তবে তুমি আপন বাড়ী হইতে জানাইয়া যাইও। আর যদি কোথায়ও উপস্থিত মত খানা খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করিতে হয়, তবে তোমার নিজ বাড়ীতে খানা পাক করার পূর্বেই সংবাদ পৌঁছাইবে, যেন বাড়ীর লোকেরা তোমার জন্য খানার ব্যবস্থা না করে।

৪৪। যে লোক খুব সন্ত্রাস্ত, প্রভাবশালী বা শ্রদ্ধেয় পাত্র হওয়ার কারণে কথা বলিতে তাহাকে ইজ্জত, আদাব ও সম্মান করিতে হয় এইরূপ লোকের সহিত কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত নয়, কেননা এইরূপ ক্ষেত্রে না পরিক্ষাররপে কথা বলা যায়, না মূল্য চাওয়া যায়, না তাগাদা করা যায়। একজনে মনে মনে একটা মূল্য সাব্যস্ত করিয়া রাখে, অপর জনে অন্যরূপ মূল্য ধারণা করে ইহার শেষ ফলে মনোমালিন্য ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

৪৫। চাকু, রেড ইত্যাদি ধারাল বস্তু দ্বারা দাঁত কোড়াইও না।

୪୬। ଯେ ସକଳ ଛେଲେ-ମେଯେରା ଲେଖାପଡ଼ା କରେ ତାହାଦିଗଙ୍କେ ବଲକାରକ, ମେଧା-ଶକ୍ତି ବର୍ଧକ ବନ୍ଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରିକ ମିଞ୍ଚକାରକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଓୟାଇତେ ଥାକିଓ ।

୪୭। ରାତ୍ରେ କଥନଓ ଏକା ସରେ ଶୁଇଓ ନା, ଇହାତେ ନାନା ବିପଦ ସଟାର ଆଶଂକା ଆଛେ । ଏମନେ ହୁଏ ଯେ, ଏକା ସରେ ଲୋକ ମରିଯା ଥାକେ, ଶେଷେ କରେକ ଦିନ ପର ତାର ସଂବାଦ ହୁଏ ।

୪୮। ଛୋଟ ଛେଲେପେଲେଦିଗଙ୍କେ କୃଯାର ପାଡ଼େ ଉଠିତେ ଦିଓ ନା, ଅଥବା କୃଯାର ପାନି ଆନିତେ ପାଠାଇଓ ନା । ଯଦି ସରେର ମଧ୍ୟେଇ କୃଯା ଥାକେ, ତବେ ଉହାର ଉପର ଢାକନି ଦିଯା ରାଖିଓ । ନା ହିଲେ ଛୋଟରା ଯାଇଯା ଡୋଲ ଥିଚିଯା ପାନି ଉଠାଇତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ କୃଯାର ମଧ୍ୟେ ପଡ଼ିଯା ମାରା ଯାଇବେ ।

୪୯। ଯେ ସକଳ ଶିଳ, ଇଟ୍, ପାଥର ବହୁଦିନ ଏକଥାନେ ପଡ଼ିଯା ଥାକେ ତାହା ହଠାତ୍ ଉଠାଇଓ ନା । କାରଣ ଉହାର ନୀଚେ ସାପ, ବିଚ୍ଛୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ ଥାକିତେ ପାରେ । ଉହା ଦେଖିଯା ଶୁଣିଯା ଖୁବ ସାବଧାନେ ନାଡ଼ାଚାଡ଼ା କରିଓ ।

୫୦। ବିଚାନାୟ ଶୁଇବାର ପୂର୍ବେ କାପଡ଼ ବା ତୋଯାଲେ ଦାରା ବିଚାନା ଝାଡ଼ିଯା ମୁହିୟା ଶୁଇଓ । ଅନ୍ୟଥାଯ କୋନ ବିଷାକ୍ତ କାଟ-ପତ୍ର ବା ଧୁଲା-ବାଲି ଥାକିତେ ଏବଂ ଉହାର ଦାରା କ୍ଷତି ହିଲେ ପାରେ ।

୫୧। ରେଶମୀ କାପଡ଼େର ଭାଜେର ମଧ୍ୟେ କାଫୁର, ନେପଥ୍ୟାଲୀନ, ଅଥବା ନିମପାତା ଇତ୍ୟାଦି କୋନ ବନ୍ଦ ରାଖିଓ, ତାହା ହିଲେ ପୋକାଯ କାଟିତେ ପାରିବେ ନା ।

୫୨। ଯଦି ମାଟିର ନୀଚେ କୋଥାଯାଓ ଟାକା-ପଯସା ବା ମୂଲ୍ୟବାନ କୋନ ଅଲଂକାର ଲୁକାଇଯା ରାଖିଯା ଥାକେ, ତବେ ତୋମର ଆପନ କୋନ ବିଶ୍ଵଷତ ଲୋକକେ ଜାନାଇଯା ରାଖିଓ । କେନନା, ଖୋଦା ନା କରନ୍ତ ଯଦି ତୁମି କୋଥାଯାଓ ଗିଯା ମାରା ଯାଓ, ତବେ ଆର ଉହା ପାଓୟା ଯାଇବେ ନା ।

ଏକଦା ଜନେକା ଦ୍ଵାରାକ ତାହାର ସ୍ଵାମୀର ଅର୍ଜିତ ୫୦୦ ପାଂଚଶତ ଟାକା ମାଟିର ନୀଚେ କାହାକେ ନା ଜାନାଇଯା ପୁତିଆ ରାଖିଯାଇଲି, ଇତିମଧ୍ୟେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ । ଅବଶ୍ୟେ ସମସ୍ତ ସର ଢାଲାଇଯାଓ ଉହାର ସନ୍ଧାନ ପାଓୟା ଯାଯ ନାହିଁ । ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ନିତାତ୍ପତ୍ତ ଗରୀବ ଛିଲ । ଦେଖ ତ ଟାକା ନା ପାଇଯା ଲୋକଟିର ପେରେଶାନୀ ଓ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିତେ ହିଲ ।

୫୩। କୋନ କୋନ ସମୟ ଲୋକେର ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ଯେ, ଆଲମାରୀର ବା ବାଙ୍ଗେର ତାଲା ଲାଗାଇଯା ଉହାର ନିକଟେଇ ଚାବି ଅସାବଧାନେ ଫେଲିଯା ରାଖେ । ଏହିରୂ ତାଲା ଲାଗାନୋତେ କେନ ଲୋଭ ନାହିଁ । ସାବଧାନ ! ଏହିରୂ କଥନଓ କରିଓ ନା । ଇହାତେ ତୋମର ସର୍ବଦ୍ୱାତ୍ତ ହଇବାର ଭୟ ଆଛେ ।

୫୪। ସରେ ବାତି ଜ୍ବାଲାନେର ଜନ୍ୟ କେରୋସିନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ନା କରିଯା ବରଂ ଚେରାଗ ବାତି ଯାହା ରେଟ୍ରିଆ ତେଲ ବା ଏ ଜାତୀୟ ବୀଜେ ଯେ ତେଲ ପାଓୟା ଯାଯ ମେଇ ତୈଲେର ବାତି ଅନେକ ଭାଲ । କେନନା, କୋରୋସିନ ତେଲ ଖରଚ ବେଶୀ ଏବଂ ନୋକଛାନେ ହୁଏ ଖୁବ ବେଶୀ ।

ଅତ୍ରେବ, ନିଜ ହାତେ ଶଳ୍ତା ବାନାଇଯା (ଯାହା ବେଶୀ ମୋଟାଓ ନହେ ଏବଂ ଏକେବାରେ ସରନ୍ତ ନହେ) ଚେରାଗ ଜ୍ବାଲାଓ ଏବଂ ବାତି ବାଡ଼ାଇବାର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ଶଳାକା ଚେରାଗେର ମଧ୍ୟେ ରାଖ । ହାତେର ସାହାଯ୍ୟ ବାତି ବାଡ଼ାଇଓ ନା । ଇହାତେ ହାତ ନଷ୍ଟ ହିଲେ ପାରେ । ଚାକର-ଚାକରାଣୀଦେର ଦାରା ଶଳ୍ତା ବାନାଇଓ ନା ବା ତେଲ ଦେଓୟାଇଓ ନା । ତାହାରା ପ୍ରାୟଇ ତୈଲେର ଅପଚୟ କରିଯା ବଡ଼ କ୍ଷତି କରେ । ଚେରାଗ ନିଭାଇତେ ହିଲେ ହାତେ ନିଭାଇଓ ନା ବରଂ ପାଂଖ୍ଯ ବା କାପଡ଼ ଦିଯା ଝଟକା ଦିଯା ନିଭାଇଓ । ଠେକାବଶତଃ ଫୁଁ ଦିଯାଓ ନିଭାନ ଯାଇତେ ପାରେ; କିନ୍ତୁ ଇହାତେ ଅସୁବିଧା ଆଛେ । ହାତେ ବାତି ନିଭାଇତେ ଗେଲେ ଅନେକ ସମୟ ହାତେ ଲାଗିଯା ଚେରାଗ ପଡ଼ିଯା ଗିଯା କ୍ଷତି ହିଲ୍ଲା ଥାକେ ।

୫୫। ରାତ୍ରେ ଟାକା-ପଯସା ଗଣନାର କାଜ କରିଓ ନା । ଯଦି ଏକାନ୍ତ ଠେକାବଶତଃ ଗଣନା କରିତେଇ ହୁଁ, ତବେ ଚୁପେ ଚୁପେ ଗଣିବେ ଯେନ ଆଓୟାଜ ନା ହୁଁ । କେନନା ଚୋର-ଡାକାତ ନିକଟେଇ ଥାକିତେ ପାରେ ।

৫৬। দোকান ঘরে বা বসত ঘরে লোক শুন্যাবস্থায় জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া যাইও না। তদ্বৃপ্তি দিয়াশলাইয়ের শলাকায় আগুন জ্বালাইয়া উহা অমনি ফেলিও না; বরং পায়ে মাড়াইয়া বা নিভাইয়া ফেল। যেন স্ফুলিঙ্গ না থাকে।

৫৭। ছেলেপেলেদিগকে দিয়াশলাই বা আতশবাজি দ্বারা খেলিতে দিও না। আমাদের মহল্লার একটি ছেলে দিয়াশলাই জ্বালাইতে গিয়া জামায় আগুন ধরিয়া চেহারা ও শরীর পুড়িয়া গিয়াছে। অপর একটি ছেলে আতশবাজি ছাড়ার সময় একখানা হাতই ছিড়িয়া গিয়াছে।

৫৮। পায়খানার মধ্যে বাতি নিয়া অতি সাবধানে বসিও যেন কাপড়ে আগুন ধরিতে না পারে। এইভাবে অসাবধানে অনেক লোক পুড়িয়া যাওয়ার ঘটনা শুনা যায়। বিশেষ করিয়া কেরোসিন তেলের খোলা বাতিতে খুব বেশী ভয়ের কারণ আছে।

শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে সাবধানতা

১। প্রতিদিন শিশুদের হাত-পা, মুখমণ্ডল, গলা,কান কুচকী ইত্যাদি ভিজা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে মুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিও। অন্যথায় তেলের সহিত ময়লা জমাট বাঁধিয়া ঐ সকল স্থানের চামড়া গলিয়া গিয়া ঘা হইতে পারে।

২। শিশুরা পায়খানা-প্রস্তাব করিলে তৎক্ষণাত উহাদের পায়খানা-প্রস্তাবের স্থান পানি দ্বারা ঘৌত করিয়া দিও। মাটি দ্বারা মুছিয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে করিও না। কেননা মুছাইয়া দিলে পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু দুর্গন্ধি থাকিয়া যায় এবং পায়খানার রস শুকাইয়া যাওয়ায় উহার তেজক্ষিয় পদার্থের কারণে ফোকা পড়ে ও খুজলী পাঁচড়া হইয়া থাকে। অতএব, ধোয়াইয়া দেওয়াই উচিত। শীতের দিনে বার বার ধোয়াইলে সর্দি লাগিতে পারে এইজন্য একটু গরম পানি দিয়া ধোয়াইবে।

৩। শিশুদিগকে মায়ের কোলের মধ্যে না শোয়াইয়া বরং একটু দূরে চতুর্দিক উঁচু করিয়া ঠেস দিয়া শোয়াইও। কেননা অনেক ক্ষেত্রে ঘূমন্ত অবস্থায় মায়ের পাশ ফিরার সময় শিশুরা মায়ের হাত-পা বা পীঠের নীচে পড়িয়া জীবন হারায়। অনেক সময় শিশুর হাত-পা ও ভাঁগিয়া যাইতে শুনা যায়।

৪। শিশুদিগকে দোলনায় ঝুলানের বেশী অভ্যাস করান উচিত নহে। কেননা দোলনা সর্বত্র পাওয়া যায় না এবং উহা সাথে নিয়াও চলা যায় না। তদ্বৃপ্তি বাচাকে বেশী কোলে রাখিও না। কেননা বেশী কোলে রাখিলে শিশুদের শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে।

৫। শিশুরা যেন সকলের কোলেই যায়, এই অভ্যাস করান উচিত। কোন এক জনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইতে দিও না। কারণ সে যদি চলিয়া যায় বা মরিয়া যায় কিংবা চাকুরী ছাড়িয়া দেয়, তবে শিশুর ভয়ানক কষ্ট হইবে।

৬। শিশুকে যদি ধাত্রী-মাতার দুধ খাওয়াইতে হয়, তবে এমন ধাত্রী নির্বাচন করিয়া রাখিবে যাহার স্বাস্থ্য ভাল, তাজা দুধওয়ালী (অর্থাৎ ৫/৬ মাসের সন্তানের মা হয়,) যে স্ত্রীলোক সংস্কৰণের ও পরহেয়েগার হয় এবং লোভী না হয় এইরূপ মেয়েলোক রাখিও।

৭। শিশুরা যখন খানা খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তখন ধাত্রী এবং চাকরাণীর হাতে খানা খাওয়াইবার ভার দিও না। নিজ হাতে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিমত্তী লোকের সম্মুখে খানা খাওয়াইও যেন অধিক খাইয়া অসুস্থ হইয়া না পড়ে। তদ্বৃপ্তি শিশুদের অসুস্থের সময় ঔষধ নিজের সম্মুখে তৈয়ার করাইয়া নিজের উপস্থিতিতেই খাওয়ান উচিত।

৮। শিশুদের যখন কিছু বুদ্ধি হয়, তখন উহাদিগকে নিজ হাতে এবং ডান হাতে থাইতে অভ্যন্ত করাইও এবং খানা খাওয়ার পূর্বে হাত মুখ ধোয়াইয়া দিও। অল্প খাওয়ার অভ্যাস করাও যেন রোগ মুক্ত ও লোভ মুক্ত থাকিতে পারে।

৯। শিশুদিগকে যাহাতে সর্বদা পরিকার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে দিকে মা-বাবার ও চাকর-চাকরাণীর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিশুদের হাত পা, নাক-মুখ ময়লা করিলে তৎক্ষণাত্ ধুইয়া তাহা পরিকার করিয়া দিও।

১০। যতদূর সম্ভব শিশুদিগকে ভদ্র ও সৎলোকের ছেলে-মেয়েদের সহিত থাকিতে দিও এবং অসৎলোকদের ছেলেমেয়েদের সহিত মিশিতে দিও না। শিশুদের খেলা-ধূলার সময় লক্ষ্য রাখিও যেন বেশী উচ্ছঙ্গল হইয়া না দৌড়ায় এবং উচ্চস্থান হইতে লাফ না দেয়। অনেক ছেলেমেয়েদের সহিত খেলিতে দিও না বাড়ির আঙ্গিনায় বা রাস্তার উপর খেলিতে দিও। শিশুদের লহয়া হাটে-বাজারে ফিরিও না। উহাদের সকল প্রকার অভ্যাস দেখিয়া সুযোগ মত যথাস্থানে রাখিয়া আদব তরিয় শিক্ষা দিও এবং বেছদা কথা হইতে উহাদিগকে বিরত রাখিবে।

১১। শিশুকে খাওয়াইবার জন্য যে মেয়েলোক রাখা হয় তাহাকে বলিয়া দিও, সে যেন বাচ্চাকে অন্যত্র কোথায়ও কোন কিছু খাবার না খাওয়ায়। যদি কেহ কোন খাদ্য-দ্রব্য দেয়ও, তবে উহা শিশুর মাতার নিকট যেন আনিয়া খাওয়ান হয়। নিজ ইচ্ছা মত যেন না খাওয়ায়।

১২। শিশুদের এই অভ্যাসে অভ্যন্ত করান একান্ত কর্তব্য যে, তাহারা যেন আপন মূরব্বির নিকট ছাড়া অন্য কাহারো নিকট কিছুনা চায়। তদুপ অন্য লোকের দেওয়া বস্ত যেন মূরব্বির হৃকুম ছাড়া গ্রহণ না করে।

১৩। ছেলেপেলেকে অত্যধিক আহাদ দেওয়া উচিত নহে। কেননা বেশী আহাদে ছেলেপেলে দুষ্ট হইয়া যায়।

১৪। ছেলেমেয়েদিগকে বেশী খিচা জামা অর্থাৎ টাইটফিট পোশাক পরিধান করাইও না এবং বেশী মূল্যবান পোশাকও দিও না। হাঁ, দুদের সময় রুচিমত পোশাক দেওয়া উচিত।

১৫। ছেলেপেলেদিগকে মাজন এবং মেছওয়াক দ্বারা দাঁত পরিকার করার অভ্যাস করাইও।

১৬। এই কিতাবের অর্থাৎ, বেহেশ্তী জেওরের সপ্তম খণ্ডে যে সমস্ত আদব-কায়দা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, উঠাবসা ইত্যাদি আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের কথা লিখা হইয়াছে, ছেলেমেয়েদিগকে তাহা শিক্ষা দিয়া অভ্যাসে পরিণত করাইয়া দিও। এই আশায় কখনও থাকিও না যে, বড় হইলে লেখাপড়ার মাধ্যমে শিখাইয়া দিব। অথবা দেখেশুনে আপনা হইতেই শিখিয়া নিবে। স্মরণ রাখিও, আপনা হইতেই কখনও কেহ শিখিতে পারে না। পড়ার মাধ্যমে হ্যাত শিক্ষা লাভ করিতে পারে কিন্ত অভ্যাস গড়ে না। যতদিন পর্যন্ত ভাল স্বভাবের অভ্যাস না গড়াইবে, যত লেখাপড়াই শিক্ষা দাও না কেন তাহার দ্বারা বেতমিয়ী, বেহায়ায়ী, বেদনাদায়ক দুর্ব্যবহার প্রকাশ পাইবেই। এই সমস্কে অত্র কিতাবের পঞ্চম খণ্ড ও নবম খণ্ডের শেষভাগে যে সকল উপদেশ লেখা হইয়াছে উহার প্রতিও বিশেষ যত্নবান হইবে।

১৭। শিশুদের উপর বেশী পড়ার বোৰা চাপাইও না। প্রথম প্রথম একঘন্টা করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিও। তারপর ক্রমাগত সময় বাড়াইয়া নিয়া ২ ঘণ্টা ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করিও। শিশুদের শক্তি ও সহ্য অনুযায়ী পড়ার চাপ দিও। সারা দিনই পড়াইও না, ইহাতে শিশুরা পড়ার পরিশমে শ্রান্ত হইয়া আর পড়িতে চাহিবে না। তদুপরি বেশী মেহনতের কারণে মন

মেজাজ খারাপ হইয়া মেধাশক্তি হ্রাস পাইতে পারে এবং রুগ্নের মত অলসতায় পাইয়া বসিবে। পড়ায় আর মন বসাইবে না।

১৮। ছেলেমেয়েদিগকে যে বিষয়েই শিক্ষা দাও না কেন, সে বিষয়ের পূর্ণ উপযুক্ত ও জ্ঞানী পারদর্শী শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা দেওয়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টার কৃটি করিও না। কেহ কেহ সস্তা ওস্তাদ রাখিয়া ছেলেমেয়েদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে, যাহার ফলে শিক্ষার্থীদের প্রথম হইতেই শিক্ষার ভিত্তি খারাপ হইয়া যায়। শেষে আর ঐ খারাপ ভিত্তি ভাল করা যায় না। উহার সংশোধন অতি কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

১৯। কঠিন বিষয়ের পড়া ভোরের দিকে এবং সহজ পড়া তৃতীয় প্রহরে রাখিও, কেননা শেষদিকে শ্রান্ত ক্লাস্ট থাকায় কঠিন পাঠের প্রতি তবিয়ত ঘাবড়াইয়া যায়।

২০। ছেলেদিগকে, বিশেষতঃ মেয়েদিগকে রন্ধন কার্য এবং যাবতীয় সেলাইয়ের কাজ অবশ্য শিক্ষা দিও।

২১। বিবাহ-শাদীতে পাত্র-পাত্রীর বয়সের সামঞ্জস্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিও যেন বেশী পার্থক্য না হয়। কেননা, বয়সের বেশী তারতম্য ঘাটিলে নানা প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইয়া দাপ্ত্য-জীবন বিষময় হইয়া উঠে।

২২। খুব বেশী অল্প বয়সেও বিবাহ হওয়া অনুচিত। ইহাতে বহু ক্ষতি এবং বাঞ্ছাটের সৃষ্টি হয়।

২৩। ছেলেদিগকে খুব ভাল করিয়া বুবাও এবং তাকিদ কর যে, তাহারা যেন ছেট মেয়েদের ও বয়স্ক স্ত্রীলোকদের সম্মুখে এন্টেঞ্জার চিলা কুলুখ ব্যবহার করিয়া হাটা চলা না করে। ইহা বড়ই বে-হায়ায়ী। এন্টেঞ্জার জন্য পর্দার মধ্যেই সকল পরিত্রিতা সমাধা করিবে।

কতিপয় জরুরী উপদেশ

১। পুরাতন ঘটনার খেঁটা দেওয়া বড়ই অন্যায় কথা। মেয়েদের অভ্যাস এই যে, সমস্ত বেদনাদায়ক এবং মনকষ্টকর ঘটনা ও বাগড়া-কলহের আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া মাফ দেওয়া-নেওয়া হইয়া গিয়াছে। তদুপ নৃতন কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে সেই পুরাতন কাহিনী লইয়া খেঁটা দিয়া দ্বন্দ্ব কলহ বাড়াইয়া তোলে। ইহাতে গোনাহগার ত হয়ই, তদুপরি বেদনাদায়ক কথায় মন ঘায়েল এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

২। স্বামীর বাড়ীর দোষক্ষতি পিত্রালয়ে গিয়া বর্ণনা করিও না। কোন কোন আয়েবের কথা বলার দরজন গোনাহও হয়, বে-ছুরীও প্রকাশ পায়। ইহাতে অধিক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে অবর্গতার সৃষ্টি হইয়া মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তদুপ পিত্রালয়ের অধিক প্রশংসা স্বামীর বাড়ী বসিয়া প্রচার করিতে নাই। ইহাতেও কোন কোন সময় গৌরব করার এবং অহঙ্কার করার গোনাহ হইয়া যায়। তাছাড়া এই ধরনের বাপের বাড়ীর প্রশংসা শুনিয়া শঙ্গুর বাড়ীর লোকেরা মনে করে যে, বৌ আমাদিগকে তুচ্ছভাবে ও ছেট মনে করে। অবশ্যে তাহারাও বৌকে সুনজরে দেখে না এবং তুচ্ছ করিতে থাকে।

৩। অযথা কথার বেশী অভ্যাস করিও না। কেননা, অনেক কথার মধ্যে কোন কোন ক্রটির কথাও প্রকাশ পাইয়া বসে, শেষে উহাতে লজিত হইয়া প্রাণে ব্যথা পাইতে হয়। আবার আখেরাতে গোনাহর বোঝা বহন করিতে হয়।

৪। যতদুর সন্তব নিজের কাজ অপরের দ্বারা করাইও না ; বরং নিজ কাজ নিজ হাতে করিয়া অপরেরও কিছু কাজ করিয়া দিও । ইহাতে তোমার ছওয়ার তো হইবেই, তদুপরি তুমি সকলের মেহাস্পদ হইতে পারিবে ।

৫। যে সকল স্ত্রীলোক অপর বাড়ীর কথা নিয়া আসিয়া তোমার ঘরে আসের জমাইয়া বসে, তুমি সেই কথায় যোগ দিও না । কেননা, এইরূপ বাজে কথা শুনায় গোনাহ তো হয়ই, তদুপরি কোন সময় ফ্যাসাদও ঘটিয়া থাকে ।

৬। স্বামীর বাড়ীর কোন ঘনিষ্ঠ লোকের অর্থাৎ শাশুড়ী, নন্দ, জাহ ইত্যাদি লোকের বা দূর সম্পর্কীয় আল্লায়ের যদি কোন প্রকার দুর্নাম শুনিতে পাও, তবে উহা সত্য মনে করিয়া ইয়াদ করিয়া রাখিও না ; বরং যদি এতটুকুন মনোবল না থাকে, তবে যে ব্যক্তি তোমার নিকট তাদের দুর্নাম করিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সামনাসামনি সংশোধন করিয়া লও । ইহাতে ফ্যাসাদ বৃদ্ধি হয় না ।

৭। চাকর-চাকরাণীদের উপর সব সময় রাগ করিয়া কঠিন ব্যবহার করিও না । তোমাদের ছেলেপেলেদের প্রতিও দৃষ্টি রাখিও, তাহারা যেন চাকর-চাকরাণীকে এবং তাহাদের ছেলেমেয়ে-দিগকে বিরক্ত না করে । কেননা, ইহারা হয়ত তোমাদের প্রভাবের কারণে মুখে কিছু বলিবে না । কিন্তু মনে মনে অবশ্যই যা-তা বলিবে । আর যদি তারা মনে মনে কিছু না-ই বলে বা গালি না দেয় ; কিন্তু জুলুমের গোনাহ এবং প্রতিফল নিশ্চয়ই হইবে ।

৮। বেহুদা কথায় বা গল্পগুজবে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করিও না । বেশীর ভাগ সময় ছেলেমেয়েদের কোরআন শরীফ ও দ্বিনি কিতাব পড়াইবার জন্য রাখিও । যদি বেশী না পার, তবে অন্ততঃ কোরআন শরীফ পড়ানোর পর বেহেশ্তী জেওর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই পড়াইয়া দিও । তোমার নিজের মেয়ে হউক বা অপরের মেয়েই হউক অবশ্যই মেয়েদিগকে কিছু গুণের কাজ শিখাইয়া দিও । কিন্তু কোরআন শরীফ খতম না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে অন্য কাজ দিও না । যখন কোরআন শরীফ খতম হইবে এবং ভালুকপ পরিকার শুন্দ পড়া হইয়া যাইবে, তখন প্রতিদিন ভোরে পড়াইয়া দিয়া ছুটির পর খাইয়া আসিলেও তাহাদিগকে লেখা শিখাইও । বৈকালে ১ প্রহর বেলা থাকিতে মেয়েদিগকে রান্নার প্রণালী এবং সেলাইয়ের কাজ শিক্ষা দিও ।

৯। যে মেয়েরা তোমার নিকট পড়িতে আসে, তাহাদের দ্বারা নিজস্ব কোন কাজ করাইও না এবং তোমার ছেলেমেয়ে কোলে লওয়াইও না ; বরং তাহাদিগকে তোমার নিজ সন্তানের মত মনে করিও ।

১০। সুনাম পাওয়ার জন্য অর্থাৎ লিঙ্গায় পড়িয়া নিজের উপর কোন কঠিন বোঝা চাপাইও না । ইহাতে গোনাহের গোনাহ, মছিবতে মছিবত হয় ।

১১। কোথায়ও যাতায়াতের সময় শাড়ী, পোশাক, অলংকার ইত্যাদি নিয়া বৃথা আড়ম্বরে অভ্যন্ত হইও না । কেননা, ইহাতে গর্ব, অহংকারের লিঙ্গ থাকে । অতএব, এইরূপ করাতে বড়ত্বের কামনা করা হয় এবং এই প্রকার ইচ্ছায় গোনাহ হইয়া থাকে । তাছাড়া অধিক সাজ-সজ্জায় ও জাঁকজমকের কারণে যাতায়াতে অবস্থা বিলম্ব হইয়া যায় ও নানাবিধি বিপদের কারণ হইয়া থাকে । সুতরাং নিজের নশ্বরা ও সরলতার স্বভাব গঠন করিতে যত্নবান হইয়া যে কাপড় তোমার পরিধানে আছে, তাহা যদি বেশী ময়লা না হইয়া থাকে, তবে উহা নিয়াই চল ।

আর যদি পরিধানের কাপড় বেশী ময়লা হইয়া থাকে, তবে সাধারণ একটা পরিষ্কার কাপড় ঝটপট বদলাইয়া রওয়ানা হও।

১২। কাহারো অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে গিয়া তাহার বংশের বা মৃত ব্যক্তিদের দোষ উদ্ঘাটন করিও না। ইহাতে গোনাহ ত হয়ই তদুপরি অনর্থক আপরের প্রাণে আঘাত হানা হয়।

১৩। কাহারো থালা-বাসন বা হাড়ি-পাতিল যদি ঠেকাবশতঃ তোমার ব্যবহারের জন্য আনিয়া থাক, তবে ব্যবহারান্তে তৎক্ষণাত উহা মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। আর যদি একটু দেরী দেখ, তবে তোমার বর্তনাদি হইতে পৃথক করিয়া যত্নে রাখিয়া দাও, যেন কোন ক্ষতি না হয়। তদুপরি ভিন্ন করিয়া রাখার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তুমি যদি ধার আনা থালা-বাসন তোমার থালা বাসনের সহিত একত্রে রাখ এবং উহা পুনঃ ব্যবহার করে বস, তবে বিনা অনুমতিতে ব্যবহার হইবে।

১৪। বেশী তাল খানার অভ্যন্ত হইয়া পড়িও না। কেননা, চিরদিন এক অবস্থায় যায় না। হয়ত বা কোন সময়ে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হইতে পারে।

১৫। উপকারীর উপকার যত ক্ষুদ্র এবং যত তুচ্ছই হউক না কেন, উপকারীর উপকার ভুলিও না। আর তুমি অপরের যত বড় উপকারই করিয়া থাক না কেন, তাহার প্রতিদান চাহিও না।

১৬। যে সময় তোমার কোন কাজ না থাকে, তখন সবচেয়ে উত্তম কাজ হইল কেতাব দেখা। অত্র কিতাবের শেষভাগে যে সকল কিতাবের নাম লিখিত হইয়াছে সেইগুলি পড়িও। আর যে সকল কিতাব পাঠে মন-মগজ কল্যাণিত এবং আমল খারাপ হয়, তাহা সর্বদা বর্জনীয়।

১৭। অতি জোরে চিলাইয়া চিলাইয়া কাহাকেও ডাকিও না। তোমার আওয়াজ বাহিরের লোকের কানে যাইবে উহা বড় জঘন্য কথা।

১৮। তুমি যদি রাত্রে অধিক সময় পর্যন্ত জাগিয়া পড়াশুনা করিতে থাক এবং অপর সকল লোক ঘুমে থাকে, তবে শব্দ করিয়া অপরের ঘূম নষ্ট করিও না। তুমি জাগিয়া রহিয়াছ তোমার কাজে, তবে অপরকে কেন কষ্ট দাও? যে কাজ করিতে হয় নিঃশব্দে কর। আস্তে আস্তে দুয়ার খোল, আস্তে পানি পান কর, আস্তে আস্তে কলসীর ঢাকনী দিও এবং আস্তে দরজা বন্ধ করিও।

১৯। যিনি তোমার বয়সে বড় তাহার সহিত কখনও হাসিও না, ইহা বড়ই বে-আদৰীর কথা। তদুপ কম আকলের লোকদের সহিত মজাক করিও না, ইহাতে সে বে-আদৰ হইয়া যাইতে পারে এবং তাহার বে-আদৰী তোমার সহ্য হইবে না বা অন্য কোথাও গিয়া বে-আদৰী করিয়া বসিলে লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

২০। কাহারো সম্মুখে নিজ পরিজনের লোকের বা ছেলেপেলের প্রশংসা করিও না।

২১। কোন মজলিসের লোক যদি সকলেই দাঁড়াইয়া যায়, তবে তুমি একা বসিয়া থাকিও না। ইহাতে অহংকার প্রকাশ পায়।

২২। দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যাপারে কলহ থাকিলে তুমি সে ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কোন কথা বলিও না, যদরুণ তাহাদের মিলিমিশ হইয়া গেলে তোমাকে লজ্জিত হইতে হয়।

২৩। যে কাজ অর্থ ব্যয়ের দ্বারা বা নরম কথার দ্বারা উদ্বার হইতে পারে সেই কাজ করিতে কড়াকড়ি করিয়া বিপদে পড়িও না।

২৪। মেহমানের সম্মুখে কাহাকেও রাগ করিও না। ইহাতে মেহমান যেরূপ খোলাসা মনে বেড়াইতে আসে, তদুপ খোলাসা থাকে না।

২৫। শক্রর সহিতও ভদ্রোচিত ব্যবহার করিও। উহাতে শক্রর শক্রতা বাড়ে না; বরং হ্রাস পায়।

২৬। রংটির টুকরা বা অন্যান্য খাদ্যের অংশ অয়লে ফেলিয়া রাখিও না। যেখানেই দেখ উঠাইয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া হয় নিজেই খাইয়া ফেল, না হয় কোন জানোয়ারকে দিয়া দাও। যে দস্তরখানায় খাদ্যের কণাদি রহিয়াছে, উহা লোকজনের চলাচলের পথে বাঢ়িও না এবং পায়ে মাড়াইও না।

২৭। খানা খাওয়া হইয়া গেলেই বরতন না উঠাইতেই তুমি উঠিয়া যাইও না, ইহা বে-আদৰী।

২৮। মেয়েদিগকে খুব সাবধান করিয়া দাও, তাহারা যেন ছেলেদের সহিত খেলিতে না যায়। ইহাতে সকলের অভ্যাসই খারাপ হইয়া যায়। যে সমস্ত ছেলেরা অপর বাড়ী হইতে তোমাদের বাড়ী খেলিতে আসে তাহারা বয়সে যত ছেটাই হউক না কেন, তাহাদিগকে দেখিয়া যেন তোমার মেয়েরা তথা হইতে সরিয়া পড়ে।

২৯। কাহাকেও হাতে পায়ে কাতুকৃতু করিয়া হাসাইও না, ইহাতে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতে পারে। আবার কোন সময় বে-জায়গায় ব্যথাও পাইতে পারে। তদূপ মুখেও বেশী হাসিও না। বেশী হাসার কারণে অপরের ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঘটিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিও হইয়া যায়। বিশেষতঃ মেহমানদের সহিত উজ্জ্বলপ হাসি-ঠাট্টা করা একেবারেই অনর্থক। যেমন কেহ কেহ বর-যাত্রীদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করিয়া থাকে।

৩০। তোমার কোন বুঝুগের শিওরে বসিও না। কিন্তু কোন কারণবশতঃ যদি তিনি ভুকুম করেন, তবে তাহার ভুকুম পালন করাটাই আদব।

৩১। যদি কাহারো কোন বস্তু ধার আনিয়া থাক, তবে উহা খুব যত্নে রাখিও এবং ব্যবহারান্তে যত শীঘ্র পার পৌঁছাইয়া দাও। এই আশয় থাকিও না যে, সে আসিয়া চাহিলে দিয়া দিব বা সে নিজেই নিয়া নিবে। কেননা, তাহার ত জানা নাই যে, তোমার কাজ হইয়াছে কি না, তারপর এমনও হইতে পারে, সে হয়ত লজ্জার কারণে তাকাদা করিবে না এবং নিজের কাজের সময় বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ধার আনা বস্তু যথা সময়ে না পৌঁছাইলে পর এতগুলি খারাবীর সন্তানবা আছে। অতএব, এই বিষয় বিশেষ সতর্ক থাকিও। তদূপ টাকা-পয়সা কর্জ আনিলেও যথাসময়ে তাহা পরিশোধ করিতে সচেষ্ট থাকিও।

৩২। বিশেষ ঠেকাবশতঃ রাত্রে কোথাও যাইতে হইলে হাতের ও পায়ের অলঙ্কার খুলিয়া হাতে নিয়া চল। বাজাইতে বাজাইতে পথ চলিও না।

৩৩। কোন ঘরে কেহ যদি জানালা-কপাট বন্ধ করিয়া একাকী থাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যদি তোমার দরকার পড়ে, তবে হঠাত তুমি দরজা ধাকা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিও না। হইতে পারে সে বে-খেয়ালে উলঙ্গ হইয়া ঘুমাইয়া থাকিতে পারে। ইহাতে অথবা তাহার আরামের ব্যাঘাত ও মনঃকষ্টের ও লজ্জার কারণ হইতে পারে। অতএব, প্রয়োজন মত তাহাকে আস্তে আস্তে ডাক এবং ভিতরে আসিবার অনুমতি চাও। যদি এজায়ত দেয়, তবে ভিতরে চুক, অন্যথায় ফিরিয়া আস এবং পুনরায় আসিও। হাঁ, যদি ভীষণ ঠেকার কোন প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে ডাকিয়া জাগাইয়া লও। যতক্ষণ সে উত্তর না দিবে, ভিতরে যাইও না।

৩৪। তোমার কোন অপরিচিত লোকের নিকট কোন দেশের বা শহরের অথবা কোন গোত্রের দোষ ক্রটি বর্ণনা করিও না। হইতে পারে এই ব্যক্তিই সেই গোত্রের বা সেই শহরের হইয়া থাকিবে, ইহাতে শেষে তোমার লজিজত হইতে হইবে।

৩৫। তদুপ কোন কাজের ক্রটি দেখিয়া (সেই কাজ যে করিয়াছে তাহা তোমার জানা নাই) এমন কথা বলিও না যে, কোন বে-অকুফে এই কাজ করিল অথবা এই ধরনের অন্য কোন তুচ্ছ ও ব্যঙ্গমূলক কথা বলিও না। হয়ত বা এ কাজ এমন ব্যক্তিই করিয়াছেন যিনি তোমার অতিশয় শ্রদ্ধেয় ও ভক্তি-ভজন। শেষে এইকথা জানাজানি হইয়া গেলে তোমার লজ্জার সীমা থাকিবে না।

৩৬। তোমার ছেলেপেলে কোন অন্যায় করিলে কখনো নিজ সন্তানের পক্ষ সমর্থন করিও না। বিশেষ করিয়া বাচ্চার সম্মুখে এইরূপ করাতে বাচ্চার অভ্যাস খারাপ হইয়া যায়।

৩৭। মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পাত্রের দ্বীনদারী পরহেয়েগারী ও খোদার ভয় আছে কিনা, নম্রস্বভাব আছে কিনা, সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে। যাহাদের অন্তরে খোদার ভয় আছে তাহারা নিজ স্ত্রীর হক আদায় করে এবং সর্বদা স্ত্রীকে আরামে রাখে। আর যার দ্বীনদারী নাই, সে যত বড় বিশ্বালী বা ধনী হউক না কেন, সে স্ত্রীর হকই বুবিবে না, স্ত্রীর সহিত ভাল ব্যবহার করিবে না। টাকা-পয়সা খরচাদি ঠিকমত দিবে না। আর যদি দেয়ও, তবে অতি জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়া তারপর কিছু দিবে। ইহাদের মহব্বতও কৃত্রিম হইয়া থাকে। সে জন্য তাহারা স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।

৩৮। কোন কোন পর্দানশীন স্ত্রী-লোকদের অভ্যাস যে, তাহারা পর্দার মধ্যে থাকিয়া কাহাকেও ডাকিতে হইলে তিলা বা ইট পাথর নিক্ষেপ করিয়া ইশারা দিয়া থাকে। ইহা কোন সময় অন্যের শরীরেও লাগিয়া যাইতে পারে বা কোন বস্তু ক্ষতিও হইতে পারে। সুতরাং এমন কাজ করা চাই যাহাতে কাহারো তক্লীফ না হয়। এইরূপ প্রয়োজনে কোন বস্তু খট্মটাইয়া শব্দ করিলেই ত যথেষ্ট হইতে পারে।

৩৯। তোমার নিজ কাপড় চোপড়ে সুই সূতার দ্বারা কোন চিহ্ন বা ফুল ইত্যাদি অঙ্কন করিয়া লইও যেন ধোপা বাড়ী কাপড় উলট-পালট না হইতে পারে। অন্যথায় কাপড় বদলাইয়া আসিলে তুমি অপরের কাপড় পরিলে অপরে তোমার কাপড় পরিল, ইহাতে গোনাহগার হইতে হয়। দুনিয়াবী লোকসান তো আছেই।

৪০। আরবদেশে প্রচলন আছে যে, কেহ কোন বুয়ুর্গের তবারুক পাইতে চাহিলে সেই ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে কাপড় খরিদ করিয়া বুয়ুর্গ ব্যক্তিকে দুঁচার দিন ব্যবহার করিয়া দেওয়ার আবেদন জানায়। তারপর উহা বুয়ুর্গ ব্যক্তি ব্যবহার করিয়া দিলে নিজে আনিয়া তবারুক হিসাবে ব্যবহারে লাগায়। ইহাতে বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের কোন তক্লীফ হয় না। তাহা না হইলে যদি বুয়ুর্গ ব্যক্তির নিজ ব্যয়ে তোহফা তবারুক দেওয়া আরম্ভ করেন, তবে তাহার চালে-চুলায় মানাইবে না। আমাদের দেশের ভক্তেরা বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের নিকট খুব বেশী ছওয়াল করিয়া থাকে, ইহাতে কোন কোন সময় তাহাদের বিশেষ চিন্তায় পড়িতে হয় এবং তাহারা মনে মনে ভাবেন যে, যদি আরবের মত দস্তর এই দেশে হইত তবে বড়ই ভাল হইত।

৪১। যদি কোন ব্যক্তি আপন উক্তি হইতে কোন কথা বলে, আর তুমি যদি উক্ত কথার সমুচ্চিত উন্নত দিতে চাও, তবে এইরূপ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উন্নত দিও না যে, “তুমি ত এইরূপ বল, অথচ অমুকে দেখি এ রূপ।” এইরূপ আত্ম-গোপন করিয়া কথার প্রতিবাদ করিও না। ইহাতে

ঐ ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া “অমুক ব্যক্তির উপর কর্কশ উক্তি এবং অল্পীল গালি দিতে পারে। অথচ তুমি গোপন করিয়া যাহার নাম বল্লে সে হয়ত শুনলে দুঃখিত হইবে। অতএব, সোজা বল যে, “তুমি ত এইরূপ বল, কিন্তু আমি উহার প্রতিবাদ করিয়া এইরূপ বলিতে চাই।”

৪২। অনুসন্ধান না করিয়া শুধু অনুমানে কাহারো উপর দোষারোপ করিও না। ইহাতে প্রাণে ভিষণ আঘাত হানে।

অর্থ উপার্জনের এবং হস্ত শিল্পের কতিপয় গুণাবলীর কথা

কোন কোন নিঃসহায় বিধবা স্ত্রীলোক অন্নবস্ত্রের কষ্টে ও অর্থভাবে দারুণ বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকে। তাহাদের এই মর্মস্পর্শী দুঃখের সমাধান নিম্নের বর্ণিত দুইটি উপায়ে হইতে পারে। উপার্জনক্ষম পুরুষের সহিত বিবাহিত জীবন যাপনের দ্বারা। না হয় হাতের কাজ অর্থাৎ কুটীর শিল্পের মারফত দুঁচার পয়সা রোজগারের দ্বারা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, পাক-ভারত উপ-মহাদেশের বিধবা নিঃসহায় স্ত্রীলোকগণ বিবাহ বসা এবং হস্ত শিল্পের কাজে নিন্দা অনুভব করিয়া থাকে। অথচ সমাজের কাহারো পক্ষে এই শরীফদের অভাব মোচন করা সম্ভব নহে। অতএব, এই সহায়হীনদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হইবে?

হে সহায়হীনা বিবিগণ! মনে রাখিও পরের উপর কখনও জোর চলে না। কিন্তু নিজ হাত-পা এবং প্রাণের উপর তো খোদা এক্তিয়ার দিয়াছেন। তাই মনকে বুঝাও, অন্যের মন্দ বলার প্রতি ভুক্ষেপও করিও না। যদি বিবাহের উপযুক্ত বয়স অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে, তবে বিবাহ বসা উচিত। আর যদি বয়স অধিক হইয়া গিয়া থাকে অথবা বিবাহের মত উপযুক্ত বয়স তো আছে এবং বিবাহ বসা খারাপও মনে করে না; কিন্তু তবিয়তে এই বামেলা বরদাশ্রত করিতে চাহে না এবং মন ঘাবড়ইয়া যায়। এমতাবস্থায় কোন পবিত্র শিল্পের মারফত নিজ হাতে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করিও। যদি কেহ তোমাকে নিকৃষ্ট মনে করে বা ব্যঙ্গ-বিদূপ করে ও হাসি-ঠাট্টা করে, তাহাতে তুমি মোটেই পরওয়া করিও না। ২য় বার বিবাহ বসার উপকারিতা সম্বন্ধে পূর্বেই এই কেতাবের ষষ্ঠ খণ্ডে সবকথা খুলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন হাতের কাজের বা কুটীর-শিল্পের কাজ করা বর্ণনা করা যাইতেছে।

মা-ভঙ্গিগণ! নিম্ন বর্ণিত কাজসমূহ যদি বে-ইজ্জতির কাজ হইত, তবে আর পয়গম্বর (আঃ)-গণ কখনও উহা করিতেন না। তাহাদের অগেক্ষণ বেশী ইজ্জত কাহারো হইতে পারে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে আমাদের প্রিয় নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে বকরী চরাইয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, এমন কোন পয়গম্বর দুনিয়াতে আসেন নাই যিনি বকরী না চরাইয়াছেন।

বাসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও ফরমাইয়াছেন যে, নিজ হাতে অর্জিত হালাল উপার্জনই সর্বাপেক্ষা উন্নত উপার্জন।

হ্যরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে অর্জিত অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

আমাদের নূরনবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল তথ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাছাড়া পয়গম্বর আলাইহিস্সালামগণের কথা কোরআন পাকেও বর্ণিত আছে। তাহা ছাড়া পয়গম্বর আলাইহিস্সালামগণের জীবনী যে সকল কেতাবে লিখিত আছে, সে সকল কেতাব

হইতেও অল্প কয়েকজনের নাম এবং তাহারা যে কাজ করিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

কতিপয় আম্বিয়া (আঃ) ও বুয়ুর্গ যাঁহারা স্বহস্তে জীবিকা উপার্জন করিতেন

হয়রত আদম (আঃ) কৃষিকাজ করিয়াছেন। তিনি আটা পিষিয়াছেন ও রংটি বানাইয়াছেন। হয়রত ইদ্রিস (আঃ) লেখার কাজ এবং দর্জির কাজ করিয়া গিয়াছেন।

হয়রত নূহ আলাইহিস্সালাম গাছ ফাড়িয়া তক্তা বানাইয়া নৌকা গড়িয়াছেন অর্থাৎ তিনি মিস্ত্রীর কাজ করিয়াছেন।

হয়রত হুদ (আঃ) ও হয়রত ছালেহ (আঃ) তেজারতির কাজ করিয়াছেন।

হয়রত জুলকরনাইন যিনি বহুত বড় বাদশাহ ছিলেন, অনেকের মতে তিনি নবী ছিলেন। তিনি জাস্তিল বুনন করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ডালা, টুকরী ধামা, আগৈল প্রভৃতির ন্যায় বস্তু তৈয়ার করিতেন। হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) কৃষিকাজ এবং রাজ-মিস্ত্রী কাজ করিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে খানায়ে কাঁাবা পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন।

হয়রত লুৎ আলাইহিস্সালাম চাষ আবাদের কাজ করিয়াছেন। হয়রত ইসমাইল আলাইহিস্সালাম তীর-ধনুক দিয়া হাত সই করিয়াছেন। হয়রত ইসহাক আলাইহিস্সালাম, হয়রত ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম এবং তাহার বংশধরগণ সকলেই বকরী পালিতেন এবং বকরীর বাচ্চা বিক্রয় করিতেন।

হয়রত ইউসুফ (আঃ) দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য-শস্যের ব্যবসা করিয়াছেন।

হয়রত আইয়ুব (আঃ) উট ও বকরী পালিতেন ও উহাদের বাচ্চা হইয়া বড় হইত। তিনি কৃষি-কাজ করিয়া তদ্ধারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। হয়রত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বাড়ীতে বকরী পালা হইত। হয়রত মুসা (আঃ) কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাহার বাড়ী থাকিয়া বকরী চরাইয়াছেন এবং বকরী চরাগের মজুরীই তাহার বিবাহের মহর ধার্য হইয়াছিল।

হয়রত হারণ (আঃ) ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছেন। হয়রত ঈসা আলাইহিস্সালাম ক্ষেত্ৰামারের কৃষিকাজ করিয়াছেন।

হয়রত দাউদ (আঃ) যুদ্ধের জন্য লৌহ বর্ম তৈয়ার করিতেন, অর্থাৎ কামারের কাজ করিয়া লৌহ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

হয়রত লোকমান (আঃ) বিজ্ঞানের সুবিখ্যাত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি বকরীও চরাইতেন।

হয়রত সোলায়মান জাস্তিল বুনাইতেন। হয়রত জাকারিয়া কাঠ-মিস্ত্রীর কাজ করিতেন। দুনিয়ার সকল পয়গম্বর এবং আখেরী নবী হয়রত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর বকরী চরাগের কথা কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাহাদের জীবনধারণ বকরী চরাগের উপরই নির্ভর করিত না, তবু এই কাজ তাহারা করিয়াছেন। উক্ত কাজে তাহারা আয়ের মনে করিতেন না। তাহা ছাড়া যে সকল বড় বড় ইমামগণের লিখিত কেতাবের মাসআলা হইতে শরীতের আইনের ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, সেই সকল ইমামগণের কেহ কাপড় বুনিয়াছেন, কেহ চামড়ার কাজ করিয়াছেন, কেহ মিঠাই বানাইয়াছেন, অথচ তাহাদের চাইতে অধিক সম্মানী কে হইতে পারে?

জীবিকা অর্জনের কতিপয় সহজ উপায়

নিম্নলিখিত কাজসমূহের দ্বারা সহজে জীবিকা উপার্জন করা যাইতে পারে। যথা—সাধান প্রস্তুত করা, গুটা বুনান, চিকণ কাজ, জালি বুনান, কমর বন্ধ বা দোয়াল বানান, সূতার বোতাম তৈয়ার করা, সূতি বা পশ্চমী মোজা বুনান, জাম্পার ও মাফলার তৈয়ার করা, টুপি, ছদ্রিয়া, ব্লাউজ ও জামা ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করা, লেখার কালি তৈয়ার করা, কাপড় রংগানের কাজ করা।

শতরঞ্জির উপর নক্সা করা, টুপীর উপর নক্সা করা। আর যদি সেলাইয়ের কল খরিদ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আরও দ্রুত কাজ হইতে পারে এবং আনেক লাভ হইবার কথা। আজ-কাল অল্প মূল্যেই সেলাইয়ের কল সংগ্রহ করা যায়। ইহাছাড়া হাঁস মুরগী ও কবুতর পালিয়া উহাদের আঙু বা বাচ্চা বিক্রি করা, রেহাল, চৌকি, সিন্দুক ইত্যাদি রংগান, মেয়েদিগকে বালিকা মন্তব্য করিয়া পড়ান, চরকায় সূতা কাটা, সূতা ও তুলা বিক্রয় করা, সূতা কাটিয়া নেওড় (ফিতা) বুনান, কাপড় বুনাইয়া বিক্রি করা, ধান কিনিয়া চাউল তৈয়ার করা, চিড়া কোটা, মুড়ি ভাজিয়া বিক্রি করা, কেতাব জেলদ করা, চাটনী, আচার, মোরবা বানাইয়া বিক্রি করা, দড়ি বুনান, চৌকি তৈয়ার করা ও উহাতে নক্সা করা, দড়ি পাকান, বেতের চেয়ার, টেবিল, ব্যাগ, বাক্স ইত্যাদি তৈয়ার করা, বাঁশের ডালা, খালই, চালুনি, ঝাড়নি ইত্যাদি তৈয়ার করা, বিভিন্ন প্রকারের চূর্ণ ঔষধের বড়ি তৈয়ার করা, যথা—নিমকে সোলেমানী তৈয়ার করা, সুরমার পাথর চূর্ণ করিয়া বিক্রি করা, শরবতে আনার, শরবতে ওনাব, শরবতে ফোলাদ, ছিরকা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা। স্রী অথবা রৌপ্য নির্মিত তারের গুটা অর্থাৎ পাতলা লেছ তৈয়ার করিয়া ব্যবসা করা, হাড়ি পাতিল কলাই করা, খেজুর পাতার চাটাই বানান, তাল পাতার পাংখা তৈয়ার করা, কাপড়ে ছাপা রং করা, যেমন জায়নামায, দস্তরখানা, রুমাল, পাগড়ী ইত্যাদিতে ছাপার রং দেওয়া হইয়া থাকে। ফসলের মওসুমের সময় কিছু কিনিয়া রাখিয়া পরে মূল্য বাড়িয়া গেলে বিক্রি করা, সুরমা পিষিয়া উহার সহিত কোন উপকারী ঔষধ মিশাইয়া পুরিন্দা করিয়া বিক্রি করা, তামাক প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা, বিস্কুট এবং পাউরুটি প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা, সূতার ডুরী পাকান, রাং অথবা মুক্তা চূর্ণ করিয়া বিক্রি করা এবং এইরূপ হালকা ও চালু বহু কাজ আছে যেটার সুবিধা-সুযোগ হয় করিবে। কতকগুলি কাজ এমন আছে যাহা না দেখিয়া বুঝে আসে না। সেইরূপ কাজ কোন জ্ঞানী বা অভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে শিখিয়া লইবে। কোন কোন কাজ এমনও আছে যাহা শুধু কেতাব পড়িয়া করা যায় সেইরূপ কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অর্থকরী শিল্পের নিয়ম পদ্ধতি লিখা হইতেছে। নবম খণ্ডে চূর্ণ, নিমক সোলেমানী, রাঙ্গ এবং মুক্তা ভস্ম প্রস্তুতের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। এই খণ্ডে অতীব প্রয়োজনীয় শিল্প কাজের কথা লিপিবদ্ধ করা হইল।

সাধান প্রস্তুত প্রণালী

সাধান প্রস্তুতের প্রাচীন নিয়ম ৪

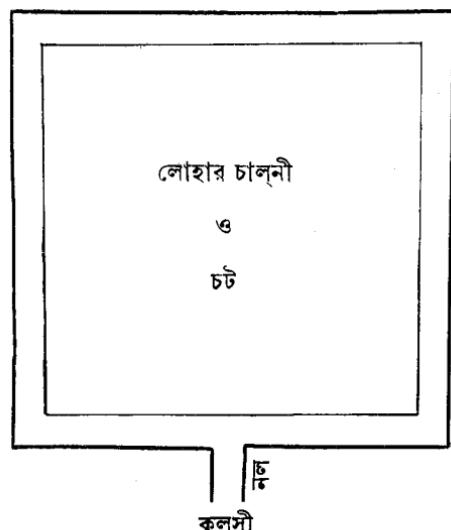
উপাদান—সাজি মাটি এক মণ, চুনা এক মণ, এড়ও তেল নয় সের, চরি সতর সের। প্রথমে পরিষ্কার স্থানে সাজি মাটি রাখিয়া, ঢেলা থাকিলে গুড়া করিয়া উহার সহিত চুনা উত্তমরূপে

মিশাইবে। গোটা গোটা থাকিলে একটু পানির ছিটা দিলেই নরম হইয়া যাইবে। একটা পাকা হাউজ তৈয়ার করিয়া নিবে, না হয় একটা গভীর সমতল পাত্রের ব্যবস্থা করিবে। উহার মধ্যে চার কোণায় চারটি ইট রাখিয়া তাহার উপর একটা বড় ছিদ্র বিশিষ্ট লোহার জাল বিছাও এবং জালের উপর একটা চট বিছাও যাহা উক্ত হাউজের বা পাত্রের কিনারার বাহিরেও কিছু অংশ ঝুলিয়া থাকে। আর যদি লোহার জাল না পাও, তবে বাঁশের বুনান চালুনী হইলেও হয়। উহার উপর চট বিছাও, এখন চুনা ও সাজি-মাটি চটের উপর রাখিয়া দাও এবং কিছু পানি ছিটাইয়া দাও যেন উহা হইতে আরক নিংড়াইয়া পড়িতে থাকে।

নীচের হাউজের একটা ছিদ্র পথে নল দ্বারা উক্ত আরক কলসীতে ভরিবে। ক্রমাগত পানি দিতে থাকিবে, আর আরক নিংড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। ১ম বারের আরক লাল বর্ণের হইবে। অতঃপর ২য় বারের আরক কিছুটা সাদা হইয়া আসিবে, তারপর একেবারে সাদা পানি যতক্ষণ না নিংড়াইবে চুনার উপর কতক্ষণ পর পর পানি ছিটাইতে থাকিবে এবং সকল পানি বিভিন্ন কলসীতে ভরিয়া রাখিবে। শেষে সাদা পানি বাহির হইতে থাকিলে চুনা যাহা থাকিয়া যাইবে উহা নাড়াচাড়া দিয়া টপকাইয়া সমাপ্ত করিবে এবং ১ম পানি, ২য় পানি ও ৩য় পানি ভিন্ন ভিন্ন কলসীতে রাখিবে। শেষের সাদা পানি এক কলসীর বেশী রাখিতে হইবে না। পানি ভিন্ন ভিন্ন না রাখিলেও চলে, শুধু শেষের পানি এক কলস রাখিলেই চলিবে।

পাকা হাউজের নক্কা—

পাকা হাউজ



এখন চুল্লীর উপর বড় কড়াই বসাইয়া উহার মধ্যে এক লোটা পরিষ্কার পানি ঢাল এবং জ্বাল দিতে থাক। উক্ত পানির সহিত চর্বি এবং তেলও কড়াইয়ে ঢাল। উক্তপু হইলে পর বারানো পানি যাহা শেষবারের এক কলস রাখা হইয়াছে তাহা এক লোটা করিয়া কড়াইর মধ্যে দিয়া ক্ষাইতে থাক, এইরপে ধীরে ধীরে সকল পানি ক্ষাইয়া শেষ কর। যখন জ্বাল দিতে দিতে ও নাড়িতে নাড়িতে ঘন হইয়া যাইবে, তখন হাতল দ্বারা সাবানের কেওয়াম উঠাইয়া হাতে ধরিয়া দেখ যে, হাতে লাগিয়া যায় কি না। যদি লাগিয়া যায়, তবে আরও জ্বাল দাও এবং শক্ত কর। যখন দেখিবে যে, আর হাতে লাগে না এবং বড়ি পাকাইলে শক্ত হইয়া যায়, তবে তখনই চুলার আগুন কমাইয়া

ভিতরের সকল কয়লা সরাইয়া ফেল। তারপর একটা হাউজ, হয় তক্তা দিয়া না হয় ইট দিয়া বানাইয়া উহার মধ্যে চট বা পুরাতন খাতা যাহা ছিড়া ফাঁড়া নহে বিছাইয়া উহার উপর সাবানের খামীর অল্প অল্প শুকাইয়া ফেল, তারপর কাটিয়া কাটিয়া রুচিমত সাইজ বানাইয়া লও। বস, সাবান তৈয়ার হইয়া গেল।

যে চুলায় সাবান পাকান হইবে তাহার আকৃতি এইরূপ হইবে, ইহাতে সকল দিকে সমান তাপ লাগে। অল্প সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে হাউজের দরকার নাই।

যে হাউজে সাবান ঢালিবে তাহা যদি তক্তা দ্বারা তৈয়ার করিতে চাও, তবে উহার চারিধারে ইট দ্বারা ঠেস দিও যেন ছুটিয়া না যায়। আর পাকা হইলে ত কথাই নাই।

সাবান প্রস্তুত করিতে যে সকল বর্তনাদির দরকার হয় তাহার বিবরণ :

পোলাও পাকানের হাতার মত একটি বড় বাট্টযুক্ত লোহার অথবা কাঠের হাতা, একটি তিন সের পানি ধরার মত বড় পট্ যাহার সহিত লম্বা বাট থাকিবে; উহা দ্বারা আরক ঢালিতে উঠাইতে সহজ হইবে। সাবান পাক হইলে পর কড়াই হইতে নামাইবার জন্য ডাবা বা একটি বড় উকৰী রাখিবে। যেমন পোলাও বাড়ার জন্য রাখা হয়।

সাবান প্রস্তুতের আধুনিক পদ্ধতি :

বর্তমান যমানার অন্তিকাল পূর্বে পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বত্রই সাজি মাটি, চুনা ও তৈলের দ্বারা সাবান প্রস্তুত হইত। উহার নিয়ম প্রণালী যেমন কঠিন এবং মালও ভাল তৈরি হইত না, উহাকে কাঁচা সাবান বলা হইত।

বর্তমানে বিভিন্ন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাবান শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আজকাল সাবান প্রস্তুতের প্রণালী অতীব সহজ এবং মহেপকারী আবিষ্কার প্রকাশ লাভ করিয়াছে। উহার মধ্যে কাপড় কাঁচা সাবান প্রস্তুত করা অতি সহজ যাহা প্রতি ঘরেই অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই বিষয় কিছু লেখা যাইতেছে।

যদি কাহারো অন্যান্য প্রকার সাবান প্রস্তুত করার ইচ্ছা থাকে, তবে পুনৰ প্রগতার নিকট হইতে চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিয়ম জানিতে পারা যাইবে।

বিলাতী সাবান দুই নিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক প্রকারকে কাঁচা বা কোল্ড প্রসেস, অপরটিকে পাকা বা হার্ড প্রসেস বলে। পাকা সাবান প্রস্তুত করা যদিও একটু কঠিন, কিন্তু কাঁচা সাবানের তুলনায় মূল্য কম এবং অতি অল্প ক্ষয় হয়, আর কাপড় খুব পরিষ্কার করে।

প্রথম প্রথম সাবান প্রস্তুত করিতে গিয়া হয়ত দুর্চার বার খারাপ হইতে পারে কিন্তু শেষে তৈয়ারের অভ্যাস হইলে পর ইহা বড়ই লাভজনক।

উক্ত সাবান প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ দুইটি জিনিস দরকার। একটি তৈল, অপরটি কষ্টিক। কষ্টিক এক প্রকারের সাদা ধৰ্বধৰে অতি তেজক্রিয় পদার্থ। উহা গুঁড়াও থাকে এবং আস্তও পাওয়া যায়। আস্তগুলি টুকরা করিয়া লইতে হয়। উহা হাতে ধরা যায় না। কষ্টিক সাধারণতঃ শহরের বড় বড় বেনেতী দোকানে পাওয়া যায়। মূল্যও তত বেশী নয়। মাত্র এক টাকা বা পাঁচ সিকা সেৱ। গুঁড়া কষ্টিকের নাম ৯৮+৯৯ এর কষ্টিক। আস্ত কষ্টিকের নাম ৬০+৬২ এর কষ্টিক। ২য় প্রকারের কষ্টিকের মূল্য কম।

সাবান প্রস্তুতের পূর্বে কষ্টিক পানিতে ভিজাইয়া গলাইয়া নিতে হয়। গলিত কষ্টিককে লাই বলা হয়। ৯৮+৯৯ এর কষ্টিকের এক সেরের মধ্যে যদি আড়াই সের পানি দেওয়া হয় এবং

৬০+৬২ এর কষ্টিকের এক সেরের মধ্যে যদি দুই সের পানি দেওয়া হয়, তবে উহাতে ৩৫ ডিগ্রির লাই তৈয়ার হয়। কিন্তু কষ্টিকের উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার উপর ডিগ্রির পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, ৩৫ ডিগ্রির স্থলে ৩৩ অথবা ৩৪ ডিগ্রির লাই হইয়া যায়। আবার কখনও ৩৬ বা ৩৭ ডিগ্রি হইয়া পড়ে, যাহা পাকা সাবানে ব্যবহারে তড়প কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় না। কিন্তু উচ্চ ডিগ্রির লাই কাঁচা সাবানে ব্যবহৃত হইলে কিছু ক্ষতি হইয়া যায়। সাবানের কারখানায় লাইয়ের ডিগ্রি দেখিবার হাইড্রোমিটার নামক এক প্রকার যন্ত্র থাকে, যাহা তিন চার টাকার মধ্যে খরিদ করা যায়। উহা দ্বারা ডিগ্রির সঠিক প্রমাণ নির্ধারণ করা যায়।

সাবানের উপাদানের তালিকা

তালিকা নং-১

চর্বি ১/৫ সের, ২৫ ডিগ্রির কষ্টিকের লাই ১/২১০ সের, সোডা ১/২১০, পানি ১/২১০ সের।

তালিকা নং-২

চর্বি ১/৫ সের; বাহরোয়াহ্ ১/২১০ সের; ৩৫ ডিগ্রির কষ্টিকের লাই ১/৩১০ সের; সোডা ১/৩১০ সের; পানি ১/৪ সের।

প্রস্তুতের নিয়ম

প্রথমে চর্বি গলাইয়া নেকড়ায় ছাকিয়া লইবে। যদি বাহরোয়াহ্ মিশাইতে হয়, তবে চর্বির সহিত গলাইয়া নেকড়ায় ছাকিয়া নিবে। অতঃপর চুলার উপর কড়াই বসাইয়া পানি দিবে এবং সোডা মিশাইয়া আগুনের তাপ দিতে থাকিবে, যখন বলক আসিয়া সোডা গলিয়া যাইবে, তখন চর্বি ও কষ্টিকের পানি ঢালিয়া দিয়া হাতল দ্বারা খুব নাড়িতে থাকিবে এবং হাল্কা তাপে পাক করিতে থাকিবে। পাক হইতে হইতে যখন খুব ঘন ও থকথকে হইয়া ছিদ্র হইয়া পানি উপরে উঠিয়া আসে এবং বুদ্বুদ বাহির না হয়, তখন মনে করিবে যে পোড়া লাগার সময় হইয়াছে। তখন এক পোয়া অনুমান কষ্টিকের পানি ঢালিয়া দিবে। উত্তাপ পাইয়া যখন কচি গাইয়ের নৃতন দুধের মত কাটা কাটা দাগ পড়িবে, তখন মনে করিবে যে ঠিক আছে এবং আরও একটু জ্বাল দিতে হইবে। পুনরায় একটু কষ্টিকের পানি দিয়া ভালমতে ফাটাইয়া পাকাইলেই উত্তম সাবান প্রস্তুত হইবে। এইরপে হাল্কা তাপে ২/৩ ঘন্টা পর্যন্ত জ্বাল দিলে মধুর ন্যায় ঘন হইয়া যাইবে। ভালরপে গাঢ় না হইলে আরও এক পোয়া চর্বি ঢালিবে এবং জ্বাল দিয়া জমাট বাঁধাইতে হইবে। অতঃপর রুচি মত ছাঁচে ঢালিয়া সাইজ মত সাবান তৈয়ার করিয়া নিবে।

—(মীর মাআচুম আলী সাহেব, খয়ের নগর, মীরাট; ইউ, পি)

কাপড়ে ছাপা রং করিবার নিয়ম

জরদ রং প্রস্তুতের নিয়ম ৪ একসের পানির মধ্যে এক পোয়া ‘নাগুরী গুল্ম’ ভিজাইয়া গলাইতে হইবে। ছয় মাশা ঘি ও ছয় মাশা গেঁহুর আটা ভালরপে মিশাইয়া উহার মধ্যে এক পোয়া হিরার কস এবং তিন মাশা ‘গুলিহেরখ টেল’ উত্তমরপে মিশাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। অতঃপর খুব গাঢ় করিয়া উহা দ্বারা কাপড়ে ছাপা রং দিবে। এই রং এক খণ্ড কাপড়ে লাগাইয়ে উহা সমান চৌকির উপর রাখিয়া লইবে। কাপড়টির নীচে চট বা কম্বল বিছাইয়া লইলে ছাপ উত্তম হইয়া থাকে। কাঠের ছাপার ছাঁচ মিন্টীদের দ্বারা তৈয়ার করা যায় অথবা বাজারে খরিদ করিতেও পাওয়া যায়।

কাল রং প্রস্তরের নিয়মঃ এক ছটাক বিলাতী রং—যাহাকে পেড়ি বলে, উহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় এবং এক পোয়া ‘নাগুরী গুন্ড’, একসের পানিতে ভিজাইয়া লালা প্রস্তর করিবে এবং উত্তরুপে মিশ্রিত করিবে। উহার সহিত এক ছটাক পটাস, ছয় মাশা তুতিয়া, ছয় মাশা গেঁছুর আটা এবং ছয় মাশা যি উহার সহিত খুব ভাল মত মিশাইয়া গাঢ় রং প্রস্তুত করিয়া কাপড় ছাপাইবে।

লেখার কালি প্রস্তুত প্রণালী

বাবলার আঠা এক সের, কাজল এক পোয়া, ফিটকারী ছয় মাশা, বাবলার ছাল এক ছটাক, আমের ছাল এক ছটাক, মেঠেদি গাছ এক ছটাক, তুতিয়া এক ছটাক।

দেড় সের পানির সহিত আঠা গলাইয়া কাজল খুব ভালমত মিশাইবে। উল্লিখিত গাছের ছালসমূহ এক সের পানির সহিত জ্বাল দিয়া কাথ বানাইয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে। অতঃপর কাজল মিশান আঠার পানির সহিত খুব মিশাইবে; তারপর তুতিয়া, ফিটকারী, খয়ের এক ছটাক পানিতে মিশাইয়া উহা কাজল ও আঠা মিশ্রিত পানির সহিত মিশাইয়া লোহার কড়াইয়ের মধ্যে রাখিয়া খুব ঘুটিবে। ইহা কোন পাত্রে ঢালিয়া পাতল করিয়া শুকাইয়া নিলেই কালি প্রস্তুত হইয়া গেলে।

ইংরেজী কালি তৈয়ার করিবার নিয়ম

প্রথম শ্রেণীর নীল রং এক তোলা, বেগুনী রং এক তোলা, সোডা ১০ মাশা, ১০ তোলা পানির সহিত সোডা এবং দুনো প্রকারের রং মিশাইয়া গরম করিবে, তবেই ইংরেজী কালি তৈয়ার হইবে।

কাঠের আসবাব-পত্র বার্নিস করার নিয়ম

কাঠে যে রং দিবার ইচ্ছা হয়, সেই রংয়ের গুঁড়া বাজার হইতে আনিয়া তার্পিন তৈলের সহিত খুব গাঢ় করিয়া মিশ্রিত করিবে, ইহা ব্রাস দ্বারা না হয় কাঠ বিড়ালীর লেজ অথবা কাঠের সহিত নেকড়া বাধিয়া বা পাথীর পালক দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী সাদাসিধা না হয় ফুল-বুটা ইত্যাদির নকশা করিয়া রং লাগাইবে। শুক হওয়ার পর বার্নিসের তেল পালিশ করিয়া শুকাইয়া নিলেই আস্তে আস্তে চমকদার হইয়া উঠিবে।

বাসন-পত্র কালাই করার নিয়ম

এক পোয়া নিশাদল, তিন ছটাক পানিসহ একটি পাত্রে নিয়া পানি শুকাইয়া যাওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিবে। শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে নামাইয়া গুঁড়া করিবে। যে বরতন কালাই করিতে হইবে, উহা ভালুকপে মাজিয়া যথিয়া পরিষ্কার করিয়া নিবে। তারপর উহাকে আগুনের উত্তপ্তে খুব উত্তপ্ত করিয়া কার্পাস তুলার সাহায্যে নিশাদল চূর্ণ উত্ত বর্তনে মুছাইয়া দিয়া কালাই করার সামান্য রং উহাতে দিয়া তুলার দ্বারা সমস্ত স্থানে এমনভাবে ছড়াইয়া মুছাইয়া দিবে যাহাতে সকল স্থানে সমানভাবে রং লাগিয়া যায়। কালাই হইয়া গেলে বর্তনটা সাঁড়াশী দ্বারা ধরিয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পর উহা ঠাণ্ডা হইলেই কালাই হইয়া গেল।

তামা-পিতল বালাই করার নিয়ম

কাসা চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ সোহাগা চূর্ণ লইয়া উভয় বস্তু খুব মিহিন করিয়া একটি পাত্রে রাখিবে। যে হাড়ি বা পাতিলের ফাটা জোড়ান বা তালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়, আর তাহাতে যদি পূর্বের কোন তালি দেওয়া থাকে, তবে আগুনে উত্তপ্ত দেওয়ার পূর্বেই আগের জোড়া বা

ফাটা স্থানে কাদা মাটির দ্বারা পূর্ণ করিয়া এমনভাবে জুড়িয়া দিবে, যেন ছুটিয়া না যায়। অতঃপর যে স্থানে টাক লাগিল বা ফাটা জোড়ানের প্রয়োজন, সে স্থানে বর্তনের ভিতর দিক দিয়া কাঁসা চূর্ণ লাগাইয়া দিয়া খুব উত্তাপ দিবে, (টাকের স্থানটা আগুনের একটু উপরের দিকে থাকা ভাল) যখন অতিশয় উত্পন্ন হইয়া যাইবে, তখন আগুনের তাপের এক পার্শ্বে সরাইয়া ধরিবে, তবেই কাঁসার গুঁড়া গলিয়া কাটা স্থান জুড়িয়া যাইবে বা টাক জোড়া লাগিবে। ইহাকে পাকা বালাই বলে। ইহা ছাড়া কাঁচা বালাই এবং তালি লাগানেরও ব্যবস্থা আছে। যে পাতিল বা বরতনে জোড়া দিতে হইবে উহার বাহিরের দিকটা খুব পরিষ্কার করিয়া দিবে। অতঃপর একটু এসিড ঐ স্থানে লাগাইয়া উত্পন্ন হাতল দ্বারা রাঁং লাগাইয়া উক্ত ফাটার উপর ধরিবে বা টাকের চার দিকে রাঁং লাগাইয়া দিবে। তাহা হইলেই জোড়া লাগিয়া যাইবে। টাকটি একটু চাপিয়া ধরিয়া রাঁং লাগাইবে অন্যথায় তাড়াতাড়ি এবং অল্প রাঁং-এ জোড়া লাগান দুঃকর। বালাই করা স্থান উঁচু নীচু থাকিলে রেত দ্বারা ঘষিয়া সমান করিয়া দিবে।

তামাক প্রস্তরের নিয়ম

যেই প্রকারের তামাক তবিয়তে চায় তাহা খুব কুচি কুচি করিয়া কাটিবে এবং (শীরা) বার বা চিটাগুড় শীতকালে সমপরিমাণ, গরমের দিনে সমপরিমাণের চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক এবং বর্ষাকালে সমপরিমাণের চেয়ে কিছু কম মিশ্রিত করিয়া উত্তমরাপে কাহেলে বা ঢেকিতে কুটিবে। অল্প তামাক হইলে হাতেই মাখাইতে হয়। ইহাতে বড় পরিশ্রম, তাই তামাক মাখার মজুরী দিয়া কোন দোকানদারের দ্বারা না হয় মজুরের দ্বারা কোটান যাইতে পারে।

খোশবুদার তামাক প্রস্তরের নিয়ম

লবঙ্গ, জর্টা মাংসী, চন্দন কাঠের গুঁড়া, বড় এলাচী, সোন্দা, দারুচিনি, বাউবীর হেনা আতর ইত্যাদি সুগন্ধি বস্তু সমপরিমাণ লইবে। প্রতি সের তামাকের সহিত অর্ধ ছটাক মিশ্রিত সুগন্ধি এবং তিন চার মাসা হেনার আতরও মিশাইবে। ইহা সাদা তামাকের সহিতও মাখান যায় আবার মাখা তামাকের সহিতও মিশান যায়।

সহজ পাচ্য সুজির রুটি প্রস্তরের নিয়ম

সুজির সহিত পানি মিশাইয়া খুব ছানিবে, বেশী নরম যেন না হয়। অতঃপর পেড়া বানাইয়া একটি পাত্রে আন্দাজ মত পানি লইয়া উক্ত পেড়া আধা সিন্দু করিয়া নমাইয়া পানি ফেলিয়া দিবে। তারপর পেড়াগুলিকে ভাগিয়া উহার সহিত এই পরিমাণ ঘি মিশাইয়া ছানিয়া নিবে যেন একটু নরম হইয়া যায়। তারপর রুটি বানাইয়া পানি ও ঘি ছাড়া তাওয়ায় করিয়া হাল্কা তাপে গরম করিয়া নিবে। এই রুটি অনেক দিন স্থায়ী হয়।

গোশ্ত পাকাইবার নিয়ম যাহা ছয় মাসেও খারাপ হয় না

১নং—যে সকল মসল্লা গোশ্তে দেওয়া হইবে তাহা ভাল মত পিষিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া নিবে। অতঃপর এক পোয়া গোশ্তের জন্য এক ছটাক ঘি লইয়া উহাতে পেঁয়াজ ভুনিয়া পরিমাণ মত লবণ এবং কিছু কাচৰী (ফল বিশেষ) গোশ্তের সহিত লইয়া ঘির মধ্যে ছাড়িয়া দিবে এবং পাতিলের মুখ ঢাকনা দিয়া বন্ধ করিয়া হাল্কা আগুনে পাকাইতে থাকিবে। গোশ্তের টুকরাগুলির মধ্য হইতে যে পর্যন্ত স্বাভাবিক পানি একেবারে শুষ্ক হইয়া না যায় ততক্ষণ জাল দিতে থাকিবে। পানি শুষ্ক হইয়া গোশ্ত সিন্দু হইয়া গেলে উহা ঘি হইতে পৃথক করিয়া নিয়া উক্ত ঘির মধ্যে আরও এক ছটাক ঘি ঢালিবে। অতঃপর মসল্লার গুঁড়া ঘির মধ্যে আধা ভুনা করিয়া গোশ্ত দিবে

এবং নিয়মিতভাবে পাক শেষ করিবে। কিন্তু কোন মতেই পানি দেওয়া চলিবে না। পাক সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে কিছু গরম মসল্লাও দিবে। এখন দেখা গেল যে, এক পোয়া গোশ্তে আধ পোয়া যি খরচ হইল। গোশ্তে যদি যি বেশী মনে হয়, তবে উহা হইতে কিছু যি উঠাইয়া রাখিয়া অন্য কাজে লাগাইবে। পাকান গোশ্ত চুলার উপর হইতে গরম গরম নামাইয়া ঢাকনাসহ তুলার মধ্যে চুকাইয়া রাখিবে। না হয় গোশ্তের পাতিলের চতুর্দিক তুলা দ্বারা মোড়াইয়া রাখিবে। গরমের দিনে প্রত্যেক এবং শীতের দিনে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন খুব গরম করিয়া তাড়াতাড়ি পূর্বের ন্যায় তুলার মধ্যে চুকাইয়া রাখিবে।

গোশ্ত পাকানের ২য় নিয়ম

১নং নিয়মানুযায়ী মসল্লা রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, অতঃপর ১ নং নিয়মানুযায়ী এক পোয়া গোশ্তের জন্য এক ছটাক যি লাইয়া পেঁয়াজ ভুনিয়া নিমক এবং কাচরী দিবে। অতঃপর পানি ব্যতীত ১ নং নিয়ম মত এই ঘির মধ্যে গোশ্ত ছাড়িয়া ডেঙ্গির মুখ বন্ধ করিয়া হালকা তাপে ভুনিবে, গোশ্তের টুকরাণুলির সৃষ্টিগত পানি যে পর্যন্ত না শুক হইয়া যাইবে ততক্ষণ জ্বাল দিবে। যখন দেখিবে যে, গোশ্তের টুকরা হইতে ফেনা বা বুদ্বুদ উঠে না, তখন মনে করিবে যে গোশ্তের পানি এখন আর নই। অতঃপর ইচ্ছামত গোশ্ত গলাইয়া দেওয়ার নিয়ম এই যে, উক্ত গোশ্ত ডুবিয়া যায়, এই পরিমাণ পানি উহাতে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে যেন গোশ্ত ইচ্ছামত সিদ্ধ হইয়া গলিয়া যায়। অতঃপর জ্বাল দিতে দিতে পানি একেবারে শুকাইয়া ফেলিবে।

পানি শুক হইলে পর গোশ্ত হইতে কোন ফেনা ও বুদ্বুদ হইবে বা এবং আবড় পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া গোশ্তের টুকরাণুলি পূর্বাপেক্ষা ছোট হইয়া যাইবে। কেননা, পূর্বে পানির গোশ্ত ফুলিয়া বড় হইয়াছিল। যখন পানির অংশ একেবারেই থাকিবে না, তখন ১ নং নিয়মানুসারে গোশ্ত যি হইতে ভিন্ন করিয়া, আরও এক ছটাক যি উহাতে ঢালিবে, সকল মসল্লা আধ-ভূনা করিয়া উহার মধ্যে গোশ্ত ছাড়িয়া পানি ব্যতিরেকে পাকাইতে হইবে। নিয়ম মত পাক হইলে পর গরম মসল্লা দিয়া গরম গরম কোন একটি ঢাকনাদার পাত্রে ঢালিয়া তুলার মধ্যে চুকাইয়া রাখিবে, না হয় তুলা দ্বারা মোড়াইয়া ফেলিবে। উক্ত গোশ্ত শীতকালে তিন দিন অন্তর একবার এবং গ্রীষ্মকালে প্রত্যেক একবার খুব গরম করিতে থাকিবে এবং তুলার মধ্যে রাখিবে। ইহা প্রায় দুই মাসকাল স্থায়ী হইবে।

বিস্তুটি পাউরণ্টি প্রস্তুত প্রণালী

সুজি অথবা ময়দার সহিত খামীর মিশ্রিত করিয়া ভালমত মন্তব্য করিয়া কোন কাঠের খণ্ডের 'উপর ফেলিয়া খুব কোটিতে হইবে। তারপর ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া তন্দুর গরম করিয়া ভিতরের আগুন ও কয়লা সরাইয়া দিয়া পাউরণ্টির ছাঁচগুলি তন্দুরের মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পাক হইয়া গেলে বাহির করিয়া লইবে। পূর্ণ বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

পাউরণ্টির খামীর প্রস্তুত করার নিয়ম—লবঙ্গ, এলাচি, জায়ফল, যাবত্তী, ইন্দ্রিয়, সমুদ্র ফেনা, তালমাখানা, পদ্মবীজ, প্রবালের শিকড়, নাগেরশ্বর গোলাব ফুল, দারুচিনি, কাঞ্চী-মূল, গোক্ষুর ছোট-বড়, চোব চিনি ও কাবাব চিনি এই সকল দ্রব্য তিন তিন মাসা, জাফরান ছয় মাসা, লাইয়া সব দ্রব্য কোটিয়া ঢালিয়া মজবুত কর্কের একটি শিশিতে রাখিয়া শিশির মুখটা শক্ত মত বন্ধ করিয়া রাখিবে। তাহা ছাড়া দেড় দেড় মাসা প্রত্যেক দ্রব্য লইয়া খামীর বানানো যায়। ইহার ক্ষেত্রে মসল্লা ঠিক হইবে না।

খামীর প্রস্তুত করিবার সময় প্রয়োজন মত এই উপাদানটি দেড় মাসা পরিমাণ লইয়া উহার সহিত সোয়া তোলা দধি মিশাইবে। তারপর উহার সহিত ময়দা মিশ্রিত করিয়া এই পরিমাণ শক্ত করিবে যেন কানের লতির মত হয়। এখন একটা ঢিলার মত করিয়া এক খণ্ড কাপড়ে সামান্য ঢিলা করিয়া বাঁধিয়া কোন উচ্চস্থানে তিন দিন পর্যন্ত লটকাইয়া রাখিবে। ৪ৰ্থ দিনে উহা নামাইয়া দেখিবে যে, খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং ঢেলাটার উপর পাঁপড়ি পড়িয়াছে। পাঁপড়ি পরিষ্কার করিয়া উহার মধ্য হইতে আঠাল লেছদার খামীর বাহির করিবে। অতঃপর এক ছটাক দধির মধ্যে পূর্বের মত ময়দা মিশাইয়া কানের লতিবৎ শক্ত করিয়া ছানিবে। তারপর এই ছানা ময়দার সহিত উক্ত আঠাল খামীর মিশ্রিত করিয়া তামাক মাখার মত খুব মর্দন করিবে এবং ঢেলা পাকাইয়া কাপড়ে বাঁধিয়া ৬ ঘন্টাকাল লটকাইয়া রাখিয়া অতঃপর উহা নামাইয়া খামীর বাহির করিয়া পুনরায় আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশ্রিত করিয়া পূর্বের মত কানের লতির ন্যায় শক্ত করিয়া ছানিবে এবং উহার সহিত এই খামীর মিশাইয়া আবার কাপড়ে বাঁধিয়া ছয় ঘন্টাকাল লটকাইয়া রাখিবে। তারপর আবার আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশাইয়া গোল্লা বানাইয়া উহার সহিত খামীর মিশাইয়া ছয় ঘন্টা লটকাইয়া রাখিয়া নামাইয়া খামীর বাহির করিবে এই চতুর্থবারে খামীর মাথা ময়দার গোল্লার উপর যে মামড়ি পড়িবে, উহা ছাড়ানোর দরকার নাই। অতঃপর আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশ্রিত করিয়া খামীরসহ খুব মথিবে। ভালমত মিশ্রিত হইয়া গেলে ৪ ঘন্টাকাল কোন পাত্রে উহা রাখিবে। অতঃপর যদি খামীর রাখার ইচ্ছা হয়, তবে উহা হইতে অর্ধ ছটাক রাখিলেই হইবে। উপরি উক্ত নিয়ম মত অর্ধ ছটাক দধির সহিত ক্রমাগত খামীর বাড়াইতে থাকিবে। বর্ধিত খামীর হইতে অর্ধ ছটাক বাদ দিয়া যাহা থাকিবে উহার দুই গুণ পাউরুটি পাকাইবে। পুনরায় যদি দরকার হয়, তবে উক্ত রক্ষিত খামীরের সহিত খামীর বর্ধিত করিয়া খামীর বানাইবে। উক্ত হিসাবের সহিত তারতম্য করিয়া পরিমাণ বাড়ানো যায়।

আজকাল ব্যবসায়ীরা উপরোক্ত নিয়মে খামীর এবং পাউরুটি প্রস্তুত করে না, তাহারা এসিড দ্বারা ময়দা ফুলাইয়া লয়, এই কারণে তাহা স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না।

পাউরুটি প্রস্তুত করার নিয়ম

পাউরুটি পাক করার জন্য উপরে যে খামীরের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আধ সের ময়দার সহিত পানিসহ মষ্টন করিবে, যখন ভালমত মথা হইবে তখন উহার উপর কাপড় দিয়া দুই ঘন্টা পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখিবে। যদি চার পাঁচ সেরের পরিমাণের পাউরুটি পাকানের প্রয়োজন হয়, ততখানি ময়দাই খামীর মিশ্রিত করিয়া খুব মথিবে এবং সামান্য নিমক ও সাদাচিনি পরিমাণ মত মিশাইলে ভাল হয়। অতঃপর দেড় বা দুই ঘন্টাকাল রাখিয়া দিবে। এখন যেই ময়দা গুন্দা হইল উহা কানের লতিবৎ নরম করিবে, বেশী নরম হইলে নূতন লোকের পক্ষে রুটি বানান কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব, একটু শক্তই রাখা দরকার। বেশী শক্ত হইয়া গেলে একটু নরম করিয়া লইবে, আবার দুই ঘণ্টা পর উক্ত গুন্দা ময়দাকে খুব মিথুন করিবে। যখন পূর্ণরূপে মথা হইয়া যাইবে এবং আঁশ ধরিবে তখন উহা কোন তক্তার উপর রাখিবে। তারপর যত বড় বড় রুটি বানাইতে হয় সেই পরিমাণের ময়দার গোল্লা বানাইবে। গুঁড়া ময়দা অথবা হাতে তৈল নিয়া গোল্লা বানাইয়া রাখিবে। যাহাতে হাতে না লাগে। এখন উহা রুটির সাঁজের মধ্যে রাখিবে। যখন এই গোল্লাগুলি আধা ফুলা হইয়া যাইবে তখন তন্দুর জ্বালাইবে। তন্দুরের উপরে একটা বাতি থাকিতে হইবে। পাউরুটির গোল্লাগুলি যখন ফুলিয়া পূর্ণ হইবে, তখন তন্দুরের আগুন বাহির করিয়া ফেলিবে এবং

একটি রুটির গোল্লা ভিতরে রাখিয়া দুই তিন মিনিট লক্ষ্য করিয়া দেখিবে; যদি ধরে, তবে মনে করিবে যে, তাপ ঠিক আছে। তারপর অন্যান্য গোল্লা বা চেলাগুলি তন্দুরের মধ্যে দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। আর যদি প্রথম রুটি দুই তিন মিনিট রাখিলে জুলিয়া যায়, তবে দশ পনর মিনিট অপেক্ষা করিয়া তন্দুর কিছু ঠাণ্ডা করিয়া তারপর অন্যান্য চেলাগুলি দিবে।

যদি তন্দুর বেশী ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তবে কিছু কয়লা তন্দুরের দরজার ভিতর দিকে রাখিয়া দিয়া দিবে; তবেই গরমের ভাগ পরিমাণ মত পাওয়া যাইবে। তিন চার মিনিট পর তন্দুরের ঢাকনা খুলিয়া বাতির আলোতে দেখিয়া নিবে এবং একটু লালচে রং ধরিলে তৎক্ষণাত্ রুটি বাহির করিয়া নিবে। একবার রুটি পাকাইয়া বাহির করিয়া নিলে যে তাপ তন্দুরের মধ্যে থাকে তাহাতে নান খাতায়ী এবং মিঠা বিস্কুট পাকান যায়। যদি নানখাতায়ী এবং মিঠা বিস্কুট কাঁচা তৈয়ার করা থাকে, তবে তন্দুর হইতে পাউরগুটি বাহির করিয়া তৎক্ষণাত্ উহা তন্দুরের ভিতর রাখিবে এবং মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলিয়া দেখিতে থাকিবে। পাক হইয়া গেলে বাহির করিয়া নিবে। আর যদি এখনও না খাতায়ী ও মিঠাবিস্কুট প্রস্তুত না হইয়া থাকে, তবে তন্দুরের মধ্যে কয়লার আগুন রাখিয়া উহার ঢাকনা দিয়া তাপ রক্ষা করিয়া রাখিবে। এই তাপ পনর হইতে বিশ মিনিট পর্যন্ত রাখা চলে। তারপর আবার আগুন জ্বালাইতে হইবে। আগুন জ্বালানোর পর যখন ভিতরের আগুন সরাইয়া ফেলিবে তখন উত্তপ্ত তন্দুরে কিছু নিমক ও দৈ মিশ্রিত পানি ছিটাইলে ভাল হয়।

যদি তন্দুর নৃতন হয়, তবে প্রথমে তিন দিন পর্যন্ত আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া তন্দুর ঠিক করিয়া নিবে।

নানখাতায়ী প্রস্তুত করিবার নিয়ম

এক পোয়া ঘি, এক পোয়া সাদা চিনি, আধ আনা এলাচির দানা, তিন মাসা সমুদ্র ফেনা, গেঁহুর ময়দা পাঁচ ছটাক।

প্রথমে ঘি, চিনি, এলাচি বিশ মিনিট পর্যন্ত খুব মলিবে। ভালরাপে গলিয়া তরল হইয়া গেলে সমুদ্র ফেনা পিষিয়া উহার সহিত মিশাইবে এবং খুব ফেটিবে। অতঃপর এক পোয়া ময়দা মিশ্রিত করিবে। যদি একটু লেছকা থাকে, বাকী এক ছটাকও মিশাইয়া কানের লতির মত নরম করিয়া রুটি বানাইয়া তন্দুরে দিবে। যথাসময়ে পাক হইলে পর বাহির করিবে।

মিঠা বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম

দেড় পোয়া ঘৃত, আধ সের চিনি, ছয় মাসা সমুদ্র ফেনা, এক আনা পরিমাণ দুধ, চৌদ ছটাক গেঁহুর ময়দা প্রথমে ঘি ও চিনি নানখাতায়ীর মত ফেটিবে এবং অল্প অল্প দুধ উহাতে ছাড়িতে থাকিবে। যখন সব দুধ মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন একবারে আধ পোয়া পানি উহাতে মিশাইবে এবং সমুদ্র ফেনাও পিষিয়া মিশাইবে। অতঃপর ময়দা মাখিয়া রুটির চেলা বানাইবে। যদি বেশী নরম হইয়া পড়ে, তবে আরো ময়দা মিশাইয়া বেলনা দ্বারা বেলিবার উপযুক্ত করিয়া রুটি বানাইয়া রুটি মত বিস্কুটের ছাঁচে কাটিয়া টিনের পাতে তন্দুরে দিবে। পাক হইলে পর বাহির করিয়া নিবে।

নিম্কী বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম

এক পোয়া ঘৃত, এক-ছটাক চিনি, সোয়া আটা মাসা নিমক, এক সের ময়দা ঘৃত, চিনি ও নিমক পিষিয়া একটা গামলায় রাখিয়া পাঁচ মিনিট পর্যন্ত খুব ফেটিবে তারপর ময়দা মিশ্রিত করিয়া খুব ফেটিবে। অতঃপর যতুটুক বড় বড় বিস্কুট বানাইবার ইচ্ছা তত বড় করিয়া বেলিয়া বিস্কুটগুলি টিনের পাতের উপর রাখিবে এবং তন্দুরে দিয়া রাখিবে, পাক হইলে পর বাহির করিবে।

নিম্নী বিস্কুট পাউরণ্টি পাকাইবার পূর্বে পাকাইতে হয়। কারণ, ইহাতে তাপ কিছু বেশী প্রয়োজন হয়।

আমের আচার তৈয়ার করার নিয়ম

তাজা কচি আম, যাহার উপর কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই-এই প্রকারের আম লইয়া উহার উপরের ছিলকা এমনভাবে ছিলিয়া ফেলিবে যেন ভিতরে সবুজ রং না থাকে। অতঃপর আমের নীচের দিক দিয়া ছিড়িয়া আমের আঁটি বাহির করিয়া ফেলিবে। আম যেন দুই খণ্ড না হইয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। অতঃপর রসুন, লাল মরিচ, সোপ, পুদিনা, আদা, কালি জিরা ও নিমক আন্দাজ মত মিশ্রিত করিয়া আমের মধ্যে ভরিয়া দিয়া ফাঁক করা স্থান সৃতা দ্বারা বাঁধিয়া দিয়া আট দশ দিন পর্যন্ত রৌদ্রে দিবে। তারপর পুদিনার রসে বা সিরকার মধ্যে চুবাইয়া এক সপ্তাহ রৌদ্রে দিয়া ব্যবহার করিবে।

যদি তৈলে দিয়া আচার বানাইতে ইচ্ছা হয়, তবে আর আম ছুলিতে হইবে না ; বরং মসল্লাদি ও নিমক-ভরিয়া তৈলের মধ্যে ফেলিয়া রৌদ্রে দিলেই হইবে।

চাস্নিদার আচার তৈয়ার করার নিয়ম

আধ সের কিস্মিস, আধ সের খেজুর (খুরমা) এক পোয়া আম চূর্ণ, আধ পোয়া আদা ও আধ পোয়া রসুন, এই সকল মসল্লা দ্রব্য তিন সের পুদিনা রসে ছাড়িয়া দেড় সের চিনি দিয়া ১৫ দিন পর্যন্ত রৌদ্রে দিয়া ব্যবহার করিবে।

শালগমের আচার

পাঁচ সের পরিমাণ শালগমের টুক্রা পানিতে সামান্য গরম করিয়া শুকাইয়া উহাতে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি মিশ্রিত করিবে। আধ পোয়া নিমক, এক ছটাক লাল মরিচ, আধ পোয়া রাই সরিয়া— এগুলি পিষিয়া লইবে, আধ পোয়া রসুন, এক পোয়া আদা ইহা পাতলা করিয়া কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া লইবে এই সকল দ্রব্য শালগমের সহিত মাখাইয়া দিবে। যখন ইহাতে ঝাঁজ ও টক সংষ্টি হইয়া যাইবে, তখন সাদা চিনির শিরা অথবা গুড়ের শিরা তৈয়ার করিয়া উক্ত শালগমের টুক্রাগুলিতে ঢালিবে। শিরা কমিতে থাকিলে আবার প্রস্তুত করিয়া দিতে থাকিবে। এই আচার বহুকাল স্থায়ী হয়।

নবরত্ন চাটনী তৈয়ার করার নিয়ম

কাঁচা ছোলা আম ১ সের, পুদিনার রস সোয়া সের বা সিরকা সোয়া সের, রসুন আধ ছটাক, লাল মরিচ আধ ছটাক, কালিজিরা ২ তোলা, সোপ ২ তোলা, শুক্র পুদিনা ২ তোলা, লবঙ্গ ৪ মাসা, জায়ফল ৪ মাসা, আদা ১ ছটাক, লবণ ১ ছটাক, চিনি বা গুড় ১ পোয়া। প্রথমতঃ সিরকার সহিত আম পিষিয়া নিবে অতঃপর সকল মসল্লা সিরকাসহ বাটিয়া আম বাটার সহিত মিশাইবে। এখন যে সিরকা বাকী রাহিয়াছে অর্থাৎ আম বাটার ও মসল্লা পিষার পর যাহা অবশিষ্ট রাহিয়াছে তাহার সহিত আরো আম এবং মসল্লা মিশাইয়া আগুনে জোশ দিবে, যখন ঘন হইয়া চাস্নী তৈয়ার হইয়া যাইবে তখন ব্যবহার করিবে। যদি খোশ রং করিতে চাও, তবে দুই তোলা হলুদ বালু দ্বারা ভাজিয়া পিষিয়া উহার সহিত মিশাও। বাস্তব নব রত্ন চাটনী তৈয়ার হইয়া গেল।

মোরব্বা প্রস্তুতের নিয়ম

কাঁচা আম এমনভাবে ছুলিবে যেন ভিতরের দিকে সবুজ রং না থাকে। অতঃপর ভিতরের শাস বাহির করিয়া সূই অথবা কাঁটা দ্বারা খুব ফুড়িবে। ভাল মত ফোঁড়া হইয়া গেলে চুনের এবং

ফিটকারীর পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ২/৩ ঘন্টা পর পরিষ্কার পানিতে ভাল মত ধুইয়া বিশুদ্ধ পানিতে আধা সিঙ্গ করিবে। তারপর পানি হইতে উঠাইয়া নিংড়াইয়া আমগুলিকে বাতাসে শুকাইয়া নিবে।

অতঃপর কড়াইর মধ্যে আমের দিগ্গণ চিনি অথবা পরিষ্কার গুড়ের শিরার মধ্যে ছাড়িয়া জোশ দিতে থাকিবে। শিরা যখন খুব গাঢ় আঁশ ধরিবে তখনই মোরব্বা তৈয়ার হইয়া গেল। এই নিয়মেই চাল কুমড়া, আমলকী ও ছেব ইত্যাদির মোরব্বা প্রস্তুত করিতে হয়।

নিমক পানির আম প্রস্তুত প্রণালী

গাছ হইতে পড়া অক্ষত পোখ্তা আম কুড়াইয়া আনিয়া ভাল মত ধুইয়া মাটির পাত্রে রাখিয়া আমের উপর পর্যন্ত পানি ভরিয়া দিয়া তিন দিন পর্যন্ত আমগুলি ডুবাইয়া রাখিবে। অতঃপর আমগুলি আবার ধুইয়া পানিগুলি ফেলিয়া দিবে। এইবার নৃতন পানির মধ্যে প্রতি একশত আমের জন্য এক পোয়া নিমক, আধ পোয়া রসুন এবং আন্ত লাল মরিচ পরিমাণ মত দিয়া আমগুলি এই পানির মধ্যে ছাড়িয়া পনর দিন পর ব্যবহার করিবে। পানি সর্বদাই আমের উপর পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। কেহ কেহ দ্বিতীয়বারের পানি ফেলিয়া দিয়া তৃতীয় বারের পানির সহিত মেথি জোশ করিয়া পানি ঠাণ্ডা হইলে আমগুলির মুখে সামান্য তেল মাখাইয়া দিয়া উক্ত পানির মধ্যে ছাড়িয়া থাকে। মেথির কারণে ঐ পানি নষ্ট হয় না বরং উহাতে আম বেশী দিন স্থায়ী হইয়া থাকে।

লেবুর আচার তৈয়ার করার নিয়ম

পাঁচ সের কাগজী লেবু পানির মধ্যে ফেলিয়া একদিন ভিজাইয়া রাখিবে। ২য় দিনে পানি ফেলিয়া দিয়া প্রতিটি লেবুর চার চার ফাড়া দিয়া উহার মধ্যে গরম মসল্লা, সৈন্দব লবণ ভরিয়া দিবে। পাঁচ সের লেবুর জন্য আধ সের মসল্লা এবং তিন পোয়া লবণই যথেষ্ট।

নিমক ও মসল্লা ভরিয়া লেবুগুলি একটি বর্তনে রাখিয়া উহার উপর অন্য লেবুর রস নিংড়াইয়া দিবে। কেহ কেহ লেবুর পানি ৩ বারও পরিবর্তন করিয়া থাকে এবং সের প্রতি ১ ছাঁটাক মসল্লা এবং পোড়া লেবুর রস যত বেশী নিংড়াইয়া দেওয়া যায়, ততই উহা বেশী দিন পর্যন্ত ভাল থাকে।

কেহ কেহ এই লেবুর আচারে ১৫ সের লেবুর জন্য ১১ সের নিমক, ৬ মাসা শুষ্টি আদা, ৬ মাসা পিপুল, ৬ মাসা সমুদ্র ফেনা ও ৬ মাসা সাদা জিরা এই সকল দ্রব্য গরম মসল্লার সহিত চূর্ণ করিয়া দিয়া থাকে।

কাপড় রংগাইবার নিয়ম

কাল রং—পাথর চুনার গুড়া আধ সের, খাটি নীল এক সের, গুড়ের শিরা আধ সের, সকল বস্তু মিশাইয়া একটা চাড়ী বা গামলার মধ্যে ভরিয়া সকালে, দুপুরে ও বৈকালে একটা কাঠি দিয়া খুব নাড়িয়া উহার গাদ উঠাইয়া ফেলিবে। যদি শীতকাল হয়, তবে উক্ত গামলার চতুর্দিকে আগুনের তাপ দিলে তাড়াতাড়ি গাদ উঠিয়া যাইবে। পরিষ্কার হওয়ার পর উহার মধ্যে কাপড় চোবাইয়া রং লাগাইবে। কাপড় শুকাইয়া তারপর তাজা কাঁচা দুধের মধ্যে ডুবাইবে অথবা মেন্দি পাতার পানি জোশ দিয়া তাহাতে কাপড় চুবাইয়া শুকাইয়া নিবে, উহাতে রং খুব পাকা হয়।

হলুদ রং

প্রথমে হলুদ খুব গুড়া করিয়া পানির মধ্যে মিশাইবে, উহাতে কাপড় রংগাইয়া নিংড়াইবে এবং শুকাইয়া নিয়া দুই তোলা সাদা ফিটকারী চূর্ণ করতঃ পানির সহিত মিশিত করিয়া সেই পানিতে

কাপড় ধূইয়া শুকাইবে। অতঃপর অর্ধ সের আমের ছাল তিনি প্রহর পর্যন্ত পানির সহিত জোশ দিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে কাপড় চুবাইয়া রং করতঃ শুক করিবে।

সোনালী আভা রং

প্রথমে সিকি তোলা ওজনের হলদি দ্বারা রংগন পানিতে কাপড় রংগীন করিয়া এক পোয়া নাসপাল (নাস্পেল) পানিতে জোশ দিয়া উহা ছাঁকিয়া কাপড় রংগাইয়া অবশিষ্ট নাসপালের পানি রাখিয়া দিবে। তারপর সিকি তোলা ওজনের গেৱ পানিতে মিশ্রিত করিয়া উহাতে পুনরায় উক্ত কাপড় রংগাইবে এবং পূর্বের যে রাক্ষিত নাসপালের পানি আছে উহার মধ্যে কাপড় চুবাইয়া নিবে। অতঃপর একতোলা পরিমাণ ফিটকারী চূর্ণ করিয়া পরিশ্বার পানির সহিত মিশ্রিত করিবে। উহার মধ্যে উক্ত কাপড় একবার চুব দিয়া উঠাইবে। অবশিষ্ট ফিটকারীর পানির মধ্যে চাউলের গুঁড়া অথবা ময়দার সামান্য কলপ দিয়া কয়েক বার উক্ত কাপড় ডুবাইয়া উঠাইবে।

সোনালী রং করার অন্য নিয়ম

নাসপাল এবং মঙ্গিষ্ঠা সম্পরিমাণ লইয়া আধ-থেতো করিয়া অথবা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া সন্ধ্যা বেলায় পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে এবং ভোরে উহা জোশ করিয়া ছাঁকিয়া নিবে। সর্বপ্রথম ফিটকারী খুব চূর্ণ করিয়া পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত পানিতে কাপড় ভিজাইয়া শুক করিয়া নিবে। অতঃপর নাসপাল এবং মঙ্গিষ্ঠার পানিতে কাপড় ডুবাইয়া রং করিয়া ফেলিবে।

গ্রীন বা সবুজ রং করার নিয়ম

ফিটকারীর পানির মধ্যে কাপড় ডুবাইয়া শুকাইয়া নিয়া তারপর নীলের পানির মধ্যে কাপড় ভিজাইবে। অতঃপর নাসপাল ও মঙ্গিষ্ঠার বঙ্গিন পানিতে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইয়া লইলেই সবুজ রং করা হইয়া যাইবে।

সবুজ বা গ্রীন রং করার ২য় প্রণালী

আধ পোয়া আমের কচি পাতা লইয়া আধ সের পানিতে জোশ দিবে, ছাঁকিয়া নিয়া উক্ত পানি রাখিয়া দিবে। অতঃপর অন্য পানিতে উহা ২য় বার জোশ দিতে হইবে এবং পানি পৃথক করিয়া রাখিয়া ৩য় বার জোশ দিবে এবং পানি ছাঁকিয়া পৃথক রাখিবে।

প্রথম বারের জোশ দেওয়া পানিতে কাপড় প্রথমে চুবাইয়া শুকাইয়া নিবে। অতঃপর দ্বিতীয় বারের জোশ দেওয়া পানিতে চুবাইয়া শুকাইয়া লইবে। তারপর তৃতীয় বারের জোশ দেওয়া পানির সহিত নয় মাসা পরিমাণ ফিটকারী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উহার মধ্যে কাপড় খুব মলিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

বেগুনী রং প্রস্তুত প্রণালী

বাবলার ছাল এক পোয়া, জায়ফল ৪ তোলা আধ কেটা করিয়া রাত্রে পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ভোরে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া নিবে। তারপর দুই তোলা ফিটকারী চূর্ণ ভিন্ন পানিতে মিশ্রিত করিয়া কাপড়খানা প্রথমে ফিটকারীর পানিতে ডুবাইবে। তারপর ছাল ভিজান পানির মধ্যে ভিজাইয়া উঠাইয়া এই রংগন পানির মধ্যে হীরার কস এক তোলা পরিমাণ লইয়া মিশ্রিত করিয়া উক্ত কাপড় আবার চুবাইবে ও শুক করিয়া ব্যবহার করিবে।

লাল-আভা পাকা গাঢ় বেগুনী রং

আধ পোয়া মঙ্গিষ্ঠা এবং আধ পোয়া মেন্দি পাতা থেতো করিয়া রাত্রে ছয় সের পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিবে এবং ভোরে মাটির হাড়িতে করিয়া কয়েকবার জোশ দিয়া ছাঁকিয়া রাখিবে।

অতঃপর বড় হরিতকী ও হলুদ চূর্ণ করিয়া বেশী পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া সমান ভাবে সমস্ত কাপড়টা রংগাইবে। লক্ষ্য রাখিবে যে ছাপ ছাপ রং না লাগে। অতঃপর কাপড় নিংড়াইয়া ছায়ার মধ্যে শুকাইয়া নিবে। অবশিষ্ট পানি রাখিয়া দিবে। তারপর আধ পোয়া গুড় ও আধ পোয়া শুকনা আমলকী একটা লোহার কড়াইতে লইয়া অল্প পানি মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। যখন গরম হইয়া উহা হইতে বুদবুদ উঠিবে এবং কাল রং ধারণ করিবে তখন পূর্বের রাঙ্কিত মঞ্জিষ্ঠা ও মেন্দি পাতার জোশ দেওয়া পানি উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া কাপড় রংগাইবে।

চকলেট রং

দুটি বড় বড় মাজু (এক প্রকার ঔষধ বিশেষ) আধ থেতো করিয়া এক প্রহর পর্যন্ত পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া বাটিয়া নিয়া কিছু বেশী পানির মধ্যে মিশ্রিত করিবে এবং উহার মধ্যে কাপড় রংগাইয়া শুকাইয়া নিবে। অতঃপর ঐ পানি ফেলিয়া দিয়া উক্ত পাত্রে নুতন পানি লইয়া উহার সহিত এক পেয়ালায় এক চতুর্থাংশ পরিমাণ “কাট” মিশ্রিত করিয়া উহাতে উক্ত কাপড় রংগাইবে।

“কাট” প্রস্তুতের নিয়মঃ পনর সের পানির মধ্যে দুই সের লোহা, কিছু আমলকী, কিছু বড় হরিতকী মিশাইয়া অস্ততঃ এক সপ্তাহকাল রাখিবে। কেহ কেহ সেমাই জাল দিয়া উহার পানিও মিশ্রিত করিয়া থাকে। যদি রংকারকদের নিকট কাট পাওয়া যায়, তবে আর নিজে প্রস্তুত করার দরকার নাই।

বাদামী বা হাল্কা জরদ রং

প্রথমে হাল্কা রংগের গেরু দ্বারা কাপড় রং করতঃ শুকাইয়া নিবে। অতঃপর “তুল” (এক প্রকার গাছের গোটা) হামান দিস্তায় কুটিয়া উহার শাস বাহির করিয়া লইবে। শাসগুলি পানির সহিত ২/৩ বার জোশ দিয়া অপর একটি পাত্রে কিছু ঠাণ্ডা পানি লইয়া জোশ দেওয়া পানির অর্ধেক মিশ্রিত করিবে এবং কাপড় চুবাইয়া দেখিবে যদি রং একটু কম গাঢ় মনে হয়, তবে বাকী অর্ধেক জোশ দেওয়া তুলের পানিও উক্ত ঠাণ্ডা পানির সহিত মিশাইয়া কাপড়ে দিবে।

(পাকা বেগুনী রং যাহা একটু কালচে লাল বর্ণের হয় উহাকে ইংরেজীতে ব্রাউন রং বলে) চুনের পানির সহিত পতঙ্গ শিরীন জোশ করিয়া ছাঁকিয়া উহার সহিত বড় হরিতকী এবং হীরার কস পিষিয়া মিশ্রিত করিয়া থাকে। (হীরা কস এক প্রকার ফিটকারী বা লৌহ ও গন্ধক মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।)

লাল পাকা রং

তিন ছাঁটাক পতঙ্গ শিরীন কুচা কুচা করিয়া কাটিয়া এক সের পানিতে জোশ করিয়া এক রাত্রি রাখিয়া পরের দিন সকালে পুনরায় জোশ দিয়া আধসের পানিতে নামাইয়া উহা ছাঁকিয়া পানি পৃথক করিয়া রাখিবে এবং উক্ত পতঙ্গ শিরীনের ছাঁকা অংশ পুনরায় তত্ত্বানি পানিতে জোশ দিয়া অর্ধেক থাকিতে ছাঁকিয়া সেই পানিও পৃথক রাখিবে। প্রথমে এক তোলা বড় হরিতকী পিষিয়া পানি মিশ্রিত করতঃ উহাতে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইয়া লইবে। তারপর দুইবার জোশ দেওয়া ১ম বারের পতঙ্গ শিরীনের পানিতে কাপড় রংগাইবে এবং কাপড় শুকাইয়া লইবে। তারপর দ্বিতীয় বারের একবার জোশ দেওয়া পানিতে এক তোলা সাদা ফিটকারী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া হাত দ্বারা খুব নাড়িবে যেন উহার ফেনা উঠিয়া যায়। অতঃপর উক্ত কাপড় এই পানির মধ্যে এক প্রহর পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। রং করা হইয়া গেলে চিপিয়া শুকাইয়া লইবে।

পেন্টা রং

কাপড়ে প্রথমে হল্দি রং দিয়া সাবানের পানিতে ভিজাইবে। অতঃপর কাগজী লেবুর রস পানিতে মিশ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইবে।

পেন্টা রংয়ের দ্বিতীয় নিয়ম

৪ মাসা নীল চূর্ণ পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহার মধ্যে কাপড়ে রং লাগাইয়া শুকাইয়া ফেলিবে। অতঃপর ফিটকারীর পানিতে ডুবাইয়া শুকাইবে এবং ৪ তোলা নাসপাল পানির মধ্যে কাপড় চুবাইয়া শুক করিয়া ফেলিবে।

নীল রং

প্রথমত নীল তুঁইতা পিষিয়া পানিতে মিশাইয়া রাখিবে। তারপর চুনা পাথর দ্বারা কাপড়ের হাঙ্কা রং দিবে। অতঃপর উক্ত তুঁইতা মিশ্রিত রং পৃথকভাবে লইয়া উহাতে কাপড় চুবাইতে থাকিবে এবং প্রত্যেক বারেই শুকাইতে থাকিবে। যখন কাপড়টি মনোরম রঙে রঞ্জিত হইয়া যাইবে তখন ফিটকারীর পানিতে ডুবাইয়া অতঃপর চিপিয়া শুকাইবে।

খাদ্য অধ্যায়

বিভিন্ন খাদ্যের গুণগুণ জানা না থাকিলে শরীর বক্ষ করা দুষ্কর। সে জন্য এই অধ্যায়ে খাদ্যের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

খাদ্যের দ্বারা আমাদের দেহে শক্তি উৎপন্ন হয়। শরীর রক্ষার জন্য কোন্ জাতীয় খাদ্য কি পরিমাণে আহার করিলে শরীরে যথোচিত শক্তি ও তাপ উৎপন্ন হয় তাহা জানা দরকার। খাদ্য হইতে যে পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় তাহার $\frac{1}{6}$ অংশ কর্ম শক্তিতে এবং অবশিষ্ট $\frac{5}{6}$ অংশ দেহের তাপ বজায় রাখিতে ব্যয়িত হয়।

শ্বেতসার ও মেহ জাতীয় খাদ্যই শরীরের তাপ উৎপাদন করে। এজন্য বয়স্ক ব্যক্তিক খাদ্য $\frac{4}{6}$ ভাগ শ্বেতসার ও মেহ পদার্থ এবং এক ভাগ আমিষ জাতীয় পদার্থের আবশ্যক। ঘৃত, মাখন প্রভৃতি মেহ পদার্থের মূল্য বেশী। এগুলি অধিক খাইলে শরীরে মেদ জন্মে বলিয়া দুনিয়ার সকল দেশেই দেহের তাপের সমতা রক্ষার জন্য ভাত, ঝুটি প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(১) আমিষ জাতীয় খাদ্য—মাছ, গোশ্ত, ডিম, ছানা প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন ডাল, দুধ, আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতিতেও অল্পাধিক আমিষ জাতীয় উপাদান আছে।

(২) মেহ পদার্থ—ঘৃত, মাখন, তৈল ইত্যাদি। ইহাছাড়া দুধ, নারিকেল, বাদাম, পেন্টা, আখরোট, মাছ, গোশ্ত, প্রভৃতিতেও কিছু পরিমাণে মেহ পদার্থ আছে।

(৩) শ্বেতসার—ভাত, ঝুটি, পাউরটি, সুজি, আলু, চিনি, গুড় ইত্যাদি।

(৪) লবণ জাতীয়—লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস, ধাতব লবণ।

(৫) পানি; (৬) ভিটামিন। এই ছয় প্রকারের পদার্থই প্রত্যেক লোকের দেহের শক্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজন।

আমাদের খাদ্যে উপরোক্ত সকল প্রকারের উপাদানই যথোচিত পরিমাণে থাকা আবশ্যক। কেোন এক জাতীয় খাদ্যে সকল জাতীয় উপাদান থাকে না। বিভিন্ন উপাদানের কর্ম ভিন্ন ভিন্ন।

আমিষ জাতীয় উপাদান শরীরের ক্ষয়পূরণ করে। মেহ ও শ্বেতসার জাতীয় উপাদান তাপ ও কর্ম শক্তি উৎপাদন করে। লবণ জাতীয় উপাদানে অস্তির গঠনও বৃদ্ধি করে।

পানি দেহে রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা করে এবং ভিটামিন জীবনী শক্তি বর্ধন করে। শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই সবগুলিই অপরিহার্য। এইজন্য আমাদের সুষম খাদ্য খাওয়া উচিত। যে খাদ্যে উক্ত ছয় প্রকারের উপাদান থাকে এবং দেহ পরিপূরক, দেহ পরিপোষক এবং দেহ সংরক্ষক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং আহার করিলে সহজেই হজম হইয়া যায়, দেহের দৈনিক ক্ষয়পূরণ ও দেহের প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপাদন হয়। এরূপ খাদ্যকেই সুষম খাদ্য বা মিশ্র খাদ্য বলে।

খাদ্য গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে শরীরের ক্ষয় পূরণ করা। মাছ, মাংস, ছানা, ডিম প্রভৃতি প্রাণীজ আমিষ উদ্ভিজ্জি আমিষ অপেক্ষা শরীরের ক্ষয় পূরণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এইজন্য পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় আমিষের এক তৃতীয়াংশ প্রাণীজ আমিষ হওয়া উচিত। আটার আমিষ অপেক্ষা চাউলের আমিষ দেহের ক্ষয় পূরণের পক্ষে বেশী উপযোগী। অথচ আটার আমিষ চাউলের আমিষের প্রায় দ্বিগুণ। এইজন্য শুধু ভাত বা শুধু ঝুটি না খাইয়া এক বেলা ভাত এবং এক বেলা ঝুটি খাওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক হিতকর।

ভিটামিন বা খাদ্য-প্রাণ

আমাদের খাদ্যে আমিষ, শ্বেতসার, মেহ, লবণ ও পানি এই পাঁচ প্রকার উপাদান ব্যৱহৃত এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, যাহার অভাবে আমাদের দেহের যথাযথ পরিপোষণ হয় না এবং স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এই ভিটামিনগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম এবং পরিমাণে সামান্য হইলেও আমাদের দেহের উপর ইহাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। জীবন ধারণের পক্ষে এই সামান্য সূক্ষ্ম অপরিহার্য পদার্থগুলির নামই হইল ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। এই ভিটামিন মস্তিষ্ক, স্নায়ুমস্তকী, যকৃত ও পাকস্তলী প্রভৃতি অস্তরীণ যন্ত্রগুলির ক্রিয়ার সহায়তা করে। ইহাদের অভাবে দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং রোগ প্রতিমেধক শক্তি হ্রাস পাইয়া নানা প্রকার কঠিন রোগের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন রোগ জন্মে। ভিটামিন প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। ইহারা বিভিন্নভাবে থাকে এবং ইহাদের কার্য ও গুণ বিভিন্ন। কোন কোন খাদ্যে একাধিক ভিটামিনের সমবায়ও দেখা যায়।

**স্বাস্থ্যের উপর ভিটামিনের প্রভাব ও
ভিটামিনের উপকারিতার তালিকা**

কিসে কিসে পাওয়া যায়		উপকারিতা	অভাবে অপকারিতা
A	ভিটামিন A দুধ, মাখন, দুধের সর, ডিম, কড়লিভার অয়েল, টাট্কা শাক-সবজি, লাল ও হলুদ ফল, পশুর যকৃত, পালংশাক, মিষ্টি আলু ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।	ভিটামিন দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন করে, রোগ প্রতিবেধক ক্ষমতা বাড়ায়, দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে।	ইহার অভাবে রাতকানা ও নানা প্রকার চক্ষু রোগ জন্মে। চর্ম রোগও হইতে পারে।
B	টেকি ছাঁটা চাউল, খাতায় ভঙ্গা আটা, ডাইল, বাদাম অংকুরিত শস্য, মাছ, পশুর যকৃৎ, ডিম, আলু, কলা, পঁয়ুইশাক, ফেন না-গালা ভাত প্রভৃতি।	স্বাস্থ্য রক্ষা করে, স্নায়ুর পুষ্টি বৃদ্ধি পায়, কার্য ক্ষমতা ও সাহস বৃদ্ধি করে, শিশুদের বৃদ্ধি বজায় রাখে।	বেরী বেরী রোগ হয়, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত হয়।
C	অংকুরিত শস্য, লেবু, আনারস, আম, টমাটো, বেগুন, টাট্কা শাক-সবজি গুড়, মাছের ডিম, বাঁধাকপি, গোলাপ জাম প্রভৃতি।	রক্ত ও দেহের রসগুলিকে সুস্থ রাখে, রোগ প্রতিবেধক, শক্তি বাড়ায়।	স্কার্বি রোগ জন্মায়। চর্ম রোগ দেখা দেয়। দাঁতের মাড়ী নষ্ট হয়। অকালে দাঁত পড়িয়া যায়।
D	ডিম, দুধ, মাখন, মাছের তেল, পশুর যকৃত, ছোট মাছ, কাঁচা শাক-সবজি, বাঁধাকপি, ডাটা ইত্যাদি এবং সূর্য কিরণ।	অস্থি, দস্ত ও পেশী গঠনের সাহায্য করে।	অস্থি দুর্বল হয় ও রিকেট রোগ জন্মে।
E	কড়লিভার তেল, টেকি ছাঁটা কুড়াযুক্ত চাউল, গম ও ঘব, বাদাম, ডিমের কুসুম।	মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে।	প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়। সহবাসে অক্ষম হয়। যৌনশক্তি লোপ পায়।

**কোন খাদ্যে কত গুণ ভিটামিন আছে
তাহার তালিকা**

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন
	A	B	C	D	E
টেকি ছাঁটা চাউল	+	++	-	+	+
কলে ছাঁটা চাউল	o	o	-	-	o
গম	+	++	-	-	+
কলে পিষা ময়দা	o	+	-	-	-
ঝাতায় ভাঙ্গা আটা	+	++	-	-	+
সাদা ধূধথে পাউরুটি	o	o	o	-	-
ঝাতায় ভাঙ্গা আটার পাউরুটি	+	++	-	-	-
যব	+	++	-	-	+
অংকুরিত ছোলা, মটর, মুগ	+	++	++	-	-
গমের ত্বকি	+	++	-	-	-
চাউলের কুড়া	+	++	-	-	+
মুসুরী ডাল	+	++	-	-	-
চিনি	o	o	o	-	-
গুঁড়	o	+	-	-	-
মধু	o	+	o	-	-
কাঁচা দুধ	+++	++	+	+	+
বেশী জ্বল দেওয়া দুধ	+	+	-	-	-
কঙেল মিঞ্চ বা কৌটায় ভরা ঘন মিঠা দুধ	+	+	-	-	-
পনির	++	?	-	-	-
গন্নী	+++	++	+	-	-
দধি বা ঘোল	+	+++	+	-	-
মাখল	+++	-	o	-	-
ঘৃত	+++	+	-	-	+
কাঁচা গোশ্ত	+	+	+	-	-
সিদ্ধ গোশ্ত	+	+	+	-	-
মগজ বা মস্তিষ্ক	+	++	-	-	-
হৎপিণি	+	+++	-	-	-
কলিজা বা যকৃত	++	++	-	-	+
মৎস্য	++	++	-	-	-

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন
	A	B	C	D	E
মাছের যক্ত	++	-	-	-	-
মাছের ডিম	+	++	-	-	-
গরুর চৰি	++	o	o	-	-
কড় লিভার ওয়েল	++++	?	o	+++	-
ডিম	++	+++	o	-	-
ডিমের কুসুম	++	+	?	+	+
ডিমের সাদা অংশ	?	?	?	-	-
বাদাম তৈল	o	o	o	o	+
কাবুলী বাদাম	o	o	o	o	+
চিনা বাদামের তৈল	++	o	o	-	-
সরিয়ার তৈল	o	o	o	o	-
চিনা বাদাম	+	++	-	-	-
বুনা নারিকেল	+	++	o	-	-
নারিকেলের দুধ	-	++	-	-	-
আখরোট	+	++	-	-	-
আপেল	+	+	+	-	-
বেদানা		+	+	-	-
কলা	+?	+	+	-	-
আনারস	-	++	++	-	-
আঙ্গু	o	++	++	-	-
সর্বথকার লেবু	-	+	+	-	-
লিচু	-	+	++	-	-
আম	+	-	++	-	-
পেয়ারা	o	+	+	-	-
তেঁতুল	?	+	+	-	-
টমাটো	+	+++	+++	-	-
কিসমিস	-	+	+	o	o
খুরমা	-	+	-	-	-
বরবটি (কাঁচা)	-	+++	-	-	-
বাঁধাকপি (কাঁচা)	+	+++	+++	-	-
বাঁধাকপি (সিদ্ধ)	+	++	++	-	-
ফুলকপি	+	++	+	-	-
গাজর	++	++	++	+	-
চেরস	-	+	+	-	-

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন
	A	B	C	D	E
ওলকপি	-	+	+	-	-
গেটুস শাক	++	++	+++	-	-
পটল	-	+	+	-	-
গোল আলু (কঁচা)	+	++	++	-	-
গোল আলু (সিদ্ধ)	?	++	++	-	-
লাল মিঠা আলু	++	+	?	-	-
কলাই সুটি	++	++	+?	-	-
পালং শাক	+++	+++	+++	+	-
ইক্সু	-	+	+	-	-
মূলা	?	+	?	-	-
শালগম	?	+	++	?	-
পেঁয়াজ	?	+	?	-	-
রসুন	?	?	++	-	-
বেগুন	?	+	+	-	+
তিল তেল	?	o	o	-	-

যদিও তেলে কোন প্রকার খাদ্যপ্রাণ নাই, তবু দেহের তাপ রক্ষার্থে উদ্ভিজ তেল খাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ৪ চুনিলাল বসু রায় বাহাদুর সি, আই, ই; আই, এস ও এম বি, এফ,সি, এস রসায়নাচার্য প্রণীত খাদ্য নামক পুস্তক হইতে উপরিউক্ত খাদ্যপ্রাণ তথ্যাদি সংগৃহীত হইল।

ভিটামিন A—ইহা দেহের বৃদ্ধি ও পৃষ্ঠি সাধান করে, চক্ষুর দ্রষ্টিশক্তি বর্ধন করে, দন্তদিগকে সাহায্য করে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহার অভাবে শিশু বালক-বালিকাদের শরীর রীতিমত বৃদ্ধি পায় না।

এই ভিটামিন সাধারণ উত্তাপে নষ্ট হয় না, কিন্তু রন্ধনকালে বেশী উত্তাপে বাস্পের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য রন্ধনকালে খাদ্য-দ্রব্য ঢাকনা দিয়াও অল্প উত্তাপে পাকান উচিত। বেশী সিদ্ধ করা দ্রব্যে খাদ্যপ্রাণ থাকে না। এই জন্য যাহাতে বাস্পের সহিত খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হইয়া না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। তরকারীর বাকলে, চাউলের কুড়ায় বেশী ভিটামিন থাকে, এই জন্য চাউলের কুড়া ছাড়ান ঠিক নহে। তরকারী খোসাসহ যতদূর সম্ভব খাওয়া উচিত। ভাতের মাড় কোনমতেই ফেলান উচিত নহে। মাড় না গালিয়া রন্ধন করাই উত্তম। যদি মাড় গালিতেই হয়, তবে খাওয়ার সময় ভাতের সহিত ফেলও খাইবে। তরকারীর মধ্যে কিছু চাউলের কুড়া মিশ্রিত করিয়া রাখিলে বিশেষ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

ভিটামিন B— ইহা শরীরের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য করে। পেশী, স্নায়ুমণ্ডলী, হৎপিণি ও পাকস্থলীকে সবল করে। দেহ যন্ত্রগুলিকে কর্মক্ষম রাখে। বেরিবেরি, স্নায়ু প্রদাহ প্রভৃতি রোগ দূর করার সহায়তা করে।

ভিটামিন B দুই প্রকারঃ B-১নং এবং B-২নং উভয়ের গুণই প্রায় সমান। এইজন্য ইহাকে ভিটামিন (B Complex) মিশ্রিত-বি ভিটামিন বলে। ভিটামিন B-১নং কে বেরিবেরি প্রতিরোধক ভিটামিন বলে। ইহাও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, স্বায়মগুলীকে সবল ও কর্মক্ষম রাখে, হজম শক্তি বাড়ায়। ভিটামিন B-২নং শাক-সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যথা, পালং শাক, কলমী শাক, লেটুস শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি। সমস্ত তরিতকারীর খোসায়, মটর, মসুর, ছোলা ইত্যাদির ভূষিতে চাউলের কুড়ায়, বিশেষ করিয়া রোদের তাপ প্রাপ্ত গাছ-গাছড়ার ফল ও তরিতকারীতে প্রাপ্তব্য। এইজন্য খোসাযুক্ত তরকারী, ডাল, ইত্যাদি মাঝে মাঝে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত।

ভিটামিন C—ইহা রক্ত ও দেহসংগ্রহকে সুস্থ রাখে, রোগ প্রতিয়েধক শক্তি বাড়ায়।

ভিটামিন D—ইহা অস্থি, দন্ত ও পেশী গঠনে সাহায্য করে। এইজন্য ছোট শিশুদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডিয়ুক্তি খাদ্যদ্রব্য দেওয়া উচিত। ভোরের রোদের তাপের মধ্যে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, ইহাকে অল্টাভায়েলেটও বলে। এইজন্য শিশুর শরীরে দৈনিক কিছু সময় সকাল বেলায় রোদের তাপ দেওয়া উচিত। ইহাতে শিশুরা সার্দি, কাশি ও চর্মরোগ হইতে মুক্ত থাকে। শরীর মজবুত হয়, রোগ প্রতিয়েধক শক্তি বাড়ায়।

ভিটামিন E—এই ভিটামিন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে, প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে, রতিশক্তি বর্ধন করে, যৌবন শক্তি স্থায়ী রাখে। এই ভিটামিনের অধিকাংশ চাউলের কুড়ায়, ভাতের ফেনে, ডিমের কুসুমে, কডলিভার অয়েলে, গম-যব, পশুর কলিজায় ও কাবুলী বাদামে পাওয়া যায়।

একজন পরিশ্রমী পূর্ণ বয়স্ক বাঙালী লোকের দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য-তালিকা (দুই বেলার) :

খাদ্য	পরিমাণ
চাউল	৪ ছটাক
আটা	৩ ছটাক
ডাইল	২ ছটাক
ঘৃত, মাখন, তৈল	১½ ছটাক
মাছ, গোশ্ত, ডিম ও ছানা	২ ছটাক
শাক-সবজি ও ফল	৩ ছটাক
দুধ	৪ ছটাক
গুড় বা চিনি	½ ছটাক
নিমক	পরিমাণ মত
পানি	প্রচুর পরিমাণে

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শরীর হইতে মলমৃত্র, ঘাম ইত্যাদির সহিত দৈনিক প্রায় সাড়ে তিন সের পানি সরিয়া যায়। ইহা পূরণের জন্য এবং পাকস্থলীর ক্রিয়া রক্ষার ও ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রচুর পানি পান করিবে। পানিতে পাকস্থলী ধোত হইয়া যায়। অতএব, সর্বদা বিশুদ্ধ পানি পান করিবে, বিশেষ করিয়া রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে এবং ভোরে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পানি পান কর্তব্য, ইহাতে অনেক উপকারিতা আছে।

দ্রব্য গুণ

[আমাদের দেশীয় শাক পাতা ও তরিতরকারির গুণগুণ]

শাক—প্রায় সমস্ত শাকই গুরুপাক, অতিশয় মলজনক ও মলবাত নিঃসারক। শাক শরীর ও অস্থি নাশ করে, দৃষ্টিশক্তি, স্মৃতিশক্তি, রক্ত, শুক্র নষ্ট করে, অকালে বার্ধক্য জন্মাইয়া থাকে। শাকে সমস্ত রোগ বাস করে, সুতরাং ইহা শরীর বিনাশের হেতু। অল্পেও প্রায় এই সকল দোষ বর্তমান থাকে। অতএব, শাক বেশী ভক্ষণ করা উচিত নহে। যে সকল শাকে $\frac{1}{6}$ উপকারিতা আছে, তাহা খাওয়ায় উপকার বৈ ক্ষতি হয় না, কিন্তু অতিরিক্ত শাক ভোজনে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক।

বেতো শাক—ইহা হজম শক্তি বাড়ায়, সহজ পাচ্য, রুচিপ্রদ, শুক্র ও বলকারক সারক এবং প্লীহা, রক্ত-পিণ্ড, অর্শ, ক্রিমি ও ত্রিদোষ নাশক।

গীমা শাক—লঘু পাক, রুচিকারক এবং পিণ্ড, কফ, কামলা পাণ্ড জ্বর ও প্লীহা রোগ নাশ করে।

শেঁচি বা শালিঞ্চ শাক—ইহা অগ্নি বর্ধক, কফবাত প্রশমক, প্লীহা ও অর্শরোগ নাশক।

পুই শাক—ইহা ঠাণ্ডা, শ্লেষাকর, কঠের অহিতকর, নিদ্রাজনক, বায়ু ও পিণ্ডনাশক, শুক্র বর্ধক, রক্তপিণ্ড নিবারক, বলকারক, রুচিপ্রদ, সুপথ্য পুষ্টিকারক ত্তপ্তিজনক।

পুদিনা—অগ্নিদীপক, মুখের জড়তা বা তোত্লামী নাশক, কফ ও বায়ু নিবারক, বলকর এবং বমি ও অরুচি নিবারক।

কাঁটা নটে শাক—ইহা লঘু পাক, ঠাণ্ডা, রুচিকর, মল-মূত্র সংশোধন করে, পেটের অগ্নি বাড়ায় এবং পিণ্ড, কফ, রক্ত দুষ্টি ও বিষ নাশক।

পালং শাক—ঠাণ্ডা, বাত বাড়ায়, কফ বাড়ায়, পায়খানা বাড়ায়, পেট নরম করে, গুরুপাক, রক্তপিণ্ড ও বিষদোষ দূর করে।

পাট শাক—ইহা রক্তপিণ্ড দোষ দূর করে, মল বর্ধক, বাতের প্রকোপ বাড়ায়।

কলমী শাক—স্তন দুঃখ বাড়ায়, শুক্র বৃদ্ধি করে, চোখের জ্যোতির হিতকর ও ঠাণ্ডা। বিষ দোষ নষ্ট করে।

নুনে শাক বা নোনতা শাক—ইহা গুরুপাক, হজম শক্তি বাড়ায়, অর্শ রোগ, বায়ু শ্লেষ্মা, অগ্নি-মান্দ্য ও বিষ দোষ দূর করে।

হেলেঞ্চা বা হিঞ্চে শাক—ইহাকে ব্রহ্মী শাকও বলা হয়। ইহা শোষ কুঠ কফ ও পিণ্ড দোষ নিবারণ করে।

মূলা শাক—মূলার কচি শাক হজমী কারক, লঘু, রুচিকর ও গরম। ইহা তৈল ঘৃতের সহিত পাকাইয়া ভক্ষণ করিলে বায়ু পিণ্ড কফ নিবারক হয়। আর সিদ্ধ না হইলে কফ ও পিণ্ড বাড়াইয়া দেয়।

মটর শাক—লঘু পাক, পেট নরম করে, বায়ু পিণ্ড, কফ দোষ দূর করে।

সরিষার শাক—মল-মূত্র বাড়ায়, গুরুপাক, দাহ বাড়ায়, গরম, বায়ু পিণ্ড, কফ বাড়াইয়া দেয়। ইহা সমস্ত শাকের নিকৃষ্ট শাক।

ছোলা শাক—রঁচিকর, হজম হওয়া কঠিন, কফ, বাত বৃদ্ধি করে, মল বৃদ্ধি করে ও দাঁতের ফোলা দোষ দূর করে।

পটল শাক—ইহা পিত্ত দোষ নষ্ট করে, হজম শক্তি বাড়ায়, সহজ পাচ্য, ঠাণ্ডা, লঘুপাক, শুক্র বর্ধক, জর, কাশ ও ক্রিমি রোগ নিবারক।

গন্ধ ভাঞ্ছলে—গুরুপাক, শুক্র বর্ধক, বল কারক, ভগ্ন সংযোজক, সারক, বাত, রক্ত ও কফ দূর করে।

কলাই শাক বা খেসারী শাক—গুরুপাক, মুখ রোচক। আর কেোন গুণ নাই।

থুলকুড়ি, ঠানকুনি বা টাকা পাতা—ইহা ঠাণ্ডা, সারক, মেধাজনক, আয়ুস্কর, স্বর্ব বর্ধক ও শৃঙ্খল বর্ধক। ইহা কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্ত দোষ, কাশ, বিষদোষ, শোষ ও জ্বর নাশক।

কলার মোচা—ঠাণ্ডা, দেরিতে হজম হয়। বায়ু পিত্ত ও ক্ষয় নিবারণ করে।

শজিনার ফুল ও ডাটা—তেজস্বী, ফুলা নিবারক, ক্রিমি, কফ, বায়ু, প্লীহা ও গুল্ম নিবারক।

বেতের ডগা—ভেদক, লঘু, ঠাণ্ডা, বাত বর্ধক এবং রক্ত দোষ, কফ ও পিত্তের দোষ দূর করে।

ধনে শাক—পিত্ত নাশক, রঁচিকর, তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, বমি, শ্বাস-কাশ ও ক্রিমি নিবারক।

পান—রঁচিকারক, রক্ত পিত্তজনক, বলকারক, কাম দীপক। ইহা কফ, মুখ দুর্গন্ধি, বায়ু শ্বাস্তি ও রাত্রিস্থতা (রাত কানা) নাশক।

ছাঁচি পান—সুপথ্য, রঁচি বর্ধক, অগ্নি দীপক, পাচক ও কফবাত নাশক।

তরি-তরকারি

কদু—ইহা শক্তি বর্ধক, শরীর মোটা-তাজাকারক, রঁচিকর, ধাতু বর্ধক পুষ্টিকর ও পিত্ত শ্লেষ্মা নষ্ট করে। ইহা পেটে থাকা অবস্থায় কলেরা রোগ হয় না।

চাল কুমড়া—পুষ্টিকারক, রস বর্ধক, দেরিতে হজম হয় এবং রক্ত পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক।

কচি কুমড়া—হজম শক্তি বাড়ায়, তাড়াতাড়ি হজম হয়, পাকস্থলী শোধক, চিন্ত বিকৃতি বা উদ্যাদ দোষ এবং সর্বদোষ প্রশমক।

মধ্যম কুমড়া—বলকারক।

চিচিঙ্গে বা কহী—ইহা বাত পিত্ত নাশক, বলকারক, পথ্য ও রঁচিপ্রদ। ইহা শোষ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। পটলেরও এই গুণ; কিন্তু চিচিঙ্গের গুণ পটল হইতে কিছু কম।

বিঙ্গে—কফ, পিত্ত নাশক, ক্ষুধা, রঁচি, বল ও বীর্য বাড়ায়।

পটল—ইহা কাশ, রক্ত দোষ, জ্বর, ক্রিমি ও বায়ু পিত্ত কফ দূর করে।

শিম—ইহা সহজে হজম হয় না, পেট গরম করে, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মা বাড়ায় ও বাত পিত্ত দূর করে।

সজিনার ডাটা—অত্যন্ত অগ্নি বর্ধক, কফ, পিত্তশূল, কুষ্ঠ, ক্ষয় শ্বাস ও গুল্ম রোগ বিনাশ করে।

করলা ও উচ্চে—ইহা ঠাণ্ডা, মল বাড়ায়, সহজে হজম হয়, জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি দূর করে। ইহা বাত বৃদ্ধি করে না। উচ্চের গুণ করলার ন্যায়। বিশেষতঃ ইহা সহজে হজম হয় এবং পেটের অগ্নি বৃদ্ধি করে।

ধুধুল—ঠাণ্ডা, রক্ত পিত্ত ও বায়ু নাশক।

বেগুন—পিত্তকর নহে, অগ্নি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, লঘু পাক। ইহা জ্বর, বায়ু ও শ্লেষ্মা বিনাশক। কচি বেগুন কফ ও পিত্ত নাশক। পাকা বেগুন পিত্তকারক ও গুরুপাক। পোড়া বেগুন অত্যন্ত

লঘু, সামান্য পিত্তকারক, হজমশক্তি বাড়ায়, কফ, মেদ, বায়ু ও আমদোষের শাস্তি কারক। পোড়া বেগুন লবণ ও তেলে মিশ্রিত করিলে গুরু ও স্নিগ্ধ হয়। আর এক প্রকার ডিমের মত সাদা বেগুন আছে, তাহা পূর্বোক্ত বেগুন হইতে নিরস কিন্তু অর্শ রোগে বড় উপকারী।

টেঁড়শ—রঁচিকর, মল বৃদ্ধি করে, পিত্ত শ্লেষ্মা দূর করে। ঠাণ্ডা, বাত বাড়ায়, প্রশ্নাব বাড়ায়, পাথরী রোগ উপশম করে।

কাঁকরোল—পায়খানা পরিষ্কার করে। কুষ্ঠ, হল্লাস, অরঁচি, শ্বাস, কাশ ও জ্বর সারায়। ইহা অগ্নিদীপক।

ওলকচু—ইহা পাকস্তলীর অগ্নি বাড়ায়, কফ, কাশি, অর্শ, প্লীহা ও গুল্ম বিনাশক। বিশেষতঃ অর্শ রোগে সুপথ্য। কিন্তু দাদ, রক্তপিণ্ড ও কুষ্ঠ রোগীর জন্য ইহা হিতকর নহে।

মান কচু—ইহা ফুলা নিবারক, ঠাণ্ডা, লঘু এবং পিত্ত রক্তের দোষ দূর করে।

গোল আলু—দুষ্পাচ্য, মল বর্ধক, গুরুপাক, মল-মূত্র নিঃসারক, রক্তপিণ্ড দোষ নাশক, বলকারক, শুক্র বর্ধক, স্তন্য বর্ধক।

মিঠা সাদা আলু—ইহা প্রশ্নাবের পীড়া দূর করে, দাহ, শোষ, প্রমেহ রোগ দূর করে। গুরুপাক, মূত্রকুস্ত রোগীর পক্ষে সাদা মিঠা আলু বিশেষ উপকারী।

লাল মিঠা আলু—বলকর, গুরুপাক ঠাণ্ডা, কফ দোষ দূর করে, পায়খানা বাড়ায়, তেলে ভাজিলে খুব রঁচিকর হয়।

মূলা—রঁচিকর, লঘু, পরিপাক সহজ, ত্রিদোষ নাশক, গলার আওয়াজ পরিষ্কারক, ইহা জ্বর, শ্বাস, নাকের ভিতরের রোগ, গলার ভিতরের রোগ, চক্ষুর রোগ দূরীভূত করে। বড় মূলা তেলাদিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষ নাশক হয়।

গাঁজর—হজমশক্তি বাড়ায়, সহজে হজম হয়, মল সংগ্রহ করে, রক্তপিণ্ড, অর্শ, গ্রহণী, কফ ও বায়ু বিনাশ করে।

কাঁচা কলা—ইহা দেরীতে হজম হয়, ঠাণ্ডা, মল বাড়ায়, রক্ত, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় নিবারণ করে এবং বায়ু দূর করে।

পাকা কলা—শুক্র বৃদ্ধি করে, পুষ্টিজনক, রঁচিকারক, মাংস বর্ধক, ক্ষুধা ও ত্রঞ্চ নিবারক, প্রমেহ নাশক, চক্ষুর হিতকারী।

কলার থোড় বা ভাঁড়ালী—(কলা গাছের মধ্যের দণ্ডের নাম) ইহা অগ্নি বর্ধক, যৌনিদোষ দূর করে, রক্তপিণ্ড দোষ বিনাশ করে।

দেশী ফল-ফলাদির গুণাগুণ

ঘড়ত ডুমুর—পিত্ত, কফ ও রক্তের দোষ দূর করে।

পেঁপে—ঠাণ্ডা, রঁচিকর, হজমীকারক, সহজপাচ্য, সারক ও রক্ত-পিত্ত নাশক, ইহা অর্শ রোগের বিশেষ উপকারী। পেঁপের আটা ২/১ ফোটা কলা বা অন্য দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

তাল—পাকা তাল পিত্ত রক্ত, ও কফ বর্ধক, দুষ্পাচ্য বহুমুত্রজনক, তন্দ্রাকারক, বাত প্রশ্মক, পিত্ত নাশক এবং সারক।

কাঁচা বেল—ধারক, অগ্নি বর্ধক, লঘু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও কফ নাশক। কিন্তু পাকা বেলে ত্রিদোষ জন্মে।

আম—পাকা—বলকারক, গুরুপাক, বায়ু নাশক, সারক, তৃষ্ণি জনক, পুষ্টিকারক এবং কফ বর্ধক। পাকাআম দুধের সহিত খাইলে, শুক্র বর্ধক, শরীরের বর্ণ সুন্দর কারক, বায়ু পিত্ত দূর করে, রুটিকারক হয়, পুষ্টিকারক এবং বল বর্ধক। অধিক টক আম ভক্ষণে অগ্নিমান্দ্য, বিষম জ্বর; রক্ত দুষ্টি ও চক্ষুরোগ হইতে পারে। কিন্তু মিঠা আমে চক্ষুর হিত হইয়া থাকে ও কোন রোগ হয় না। পাকা আম সামান্য পিত্তকারক। কিন্তু কাঁচা আম পিত্তকারক নহে।

আমসম্বৰ—ইহা ত্রঃণা, বমি, বায়ু ও পিত্ত দোষ দূর করে, সারক এবং রুটিকর। সূর্য তাপের আমসম্বৰ সহজে হজম হয়।

কাঁঠাল—পাকা কাঁঠাল ঠাণ্ডা, তৃষ্ণিকারক, পুষ্টিজনক, মাংস বর্ধক, অত্যন্ত কফ বর্ধক, বলকারক, শুক্র বর্ধক এবং পিত্ত, বায়ু রক্ত পিত্ত, ক্ষত ও ব্রণ নাশক। কাঁঠালের বীজ শুক্র বর্ধক, মলরোধক ও মুত্ত নিঃসারক, গুরুপাক। কাঁঠালের মজ্জা শুক্র বর্ধক এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক। গুল্ম রোগাক্রান্ত এবং মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির কাঁঠাল খাওয়া অনুচিত।

পেয়ারা—বলকারক, রুটিকর, শুক্রজনক, ইহা ক্রিমি, বায়ু, ত্রঃণা, জ্বর, দাহ, মূর্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষ নিবারক।

কমলা লেবু—হজমশক্তি বর্ধক, বায়ু নাশক।

গাব—(পাকা ও কাঁচা) কাঁচা গাব বায়ু বর্ধক, ধারক, লঘু, ঠাণ্ডা। পাকা গাব পিত্ত, প্রমেহ, রক্ত দোষ ও দাহ নাশক।

ডাব নারিকেল—পিত্ত জ্বর ও পিত্তজনিত সমস্ত রোগনাশক, অগ্নি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, পিপাসা নাশক, পেট শোধক।

বড় জাম—ইহা পাচক, মল বর্ধক, রুটিকর, কঠস্বর বর্ধক। পিত্ত, দাহ, ক্রিমি, শ্বাস ও শোষ রোগ, অতিসার, কাশ, রক্ত দোষ, কফ রোগ ও ব্রণ নষ্ট করে।

ছেট জাম—কফ, পিত্ত, রক্ত দুষ্টি ও দাহ নাশক।

কুল বা বড়ই—বড় মিঠা বড়ই। ইহা গুরুপাক, শুক্র বর্ধক ও পুষ্টিকর। ইহা পিত্ত, দাহ, রক্ত দোষ, ক্ষয় ও পিপাসা নাশক। শুক্রনা বড়ই ভেদেক, অগ্নি বর্ধক ও সহজে হজম হয়। ইহা পিপাসা, ক্লাস্তি ও রক্ত দোষ নাশ করে।

চাল্তা—কাঁচা চাল্তা কফ ও বায়ুনাশক।

পাকা চাল্তা—ধারক, ত্রিদোষ নাশক, ও বিষ নাশক, শ্রাস্তি ও শুল নাশক।

ক্ষীরঙ্গ—ইহা শুক্র বর্ধক, বলকারক, ঠাণ্ডা, গুরুপাক। ইহা পিপাসা, মূর্ছা মন্ততা, আস্তি, ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্ত দোষ দূর করে।

তরমুজ—পাকা তরমুজ পিত্ত বর্ধক এবং কফ ও বায়ু নাশক।

কামরাঙ্গা—ধারক, কফ ও বায়ু নাশক।

তেঁতুল—পাকা তেঁতুল অগ্নি বর্ধক, সারক, কফ ও বায়ু নাশক। কিন্তু কাঁচা তেঁতুল ভয়ানক ক্ষতিকর।

লেবু—জামীর লেবু বায়ু, কফ, বিবাজ, শূল, কাশ, বমির বেগ, বমি, পিপাসা, আম দোষ, হৎপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমি নাশক।

কাগজী ও পাতি লেবু—বায়ু নাশক, অগ্নি বর্ধক, পাচক ও লঘু। ক্রিমি নাশক, উদর রোগ নাশক। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শূল রোগে হিতকর। যাহার একেবারে রুচি নষ্ট হইয়াছে, তাহার

পক্ষে উক্ত লেবু হিতজনক। ইহা ত্রিদোষ নাশক, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয় রোগ, বাত রোগ, রক্ত দুষ্টি, গলরোগ ও বিশুচিকা রোগে প্রযোজ্য।

মনাঙ্গা-কিসমিস—ইহা পিপাসা, জ্বর, শ্বাস, বাত, বাত রক্ত, কামলা, মূত্রকুস্ত, রক্ত পিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয় রোগ নাশক। ইহা ঠাণ্ডা, চক্ষুর জন্য হিতকর, শরীর বর্ধক, আওয়াজ পরিকারক, মল-মূত্র নিঃসারক, পেটে বায়ুজনক, শুক্র বর্ধক।

খেজুর—ইহা ঠাণ্ডা, রুচিকর, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক, মলবর্ধক, বলকারক, ক্ষত নাশক ও ক্ষয় নিবারক, রক্তপিত্ত নাশক।

খেজুরের রস—মততাজনক, পিত্তকারক, বাত দূর করে। কফ নাশক, রুচিজনক, অগ্নি বর্ধক বলকর এবং শুক্রবর্ধক।

তালের রস—ইহা অত্যন্ত মততাজনক, টক হইলে পর পিত্ত বর্ধক হয় ও বাত নাশক হইয়া থাকে।

দাঢ়িবৰা বা আনার—ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর হৃদরোগ, কঠগত রোগ ও মুখ রোগ নাশক, তৃপ্তিকারক, শুক্র বর্ধক, লঘু, ঠাণ্ডা মেধা ও বল বর্ধক।

নাশপাতি—অম্বত ফল, লঘু, শুক্র বর্ধক, সুস্বাদু, ত্রিদোষ নাশক।

কাবুলী বাদাম—সুমিঞ্চি, বায়ু নাশক, শুক্র বর্ধক, ইহা রক্ত পিত্ত রোগীর পক্ষে অহিতকর।

মধু—লঘু, ধারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নি বর্ধক, স্বর বর্ধক, ব্রণশোধক, শরীরে কোমলতা আনয়ন করে। মেধা শক্তি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, রুচিকারক, সামান্য বায়ু বর্ধক। ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, কাশ, রক্ত পিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্লান্তি, ক্রিমি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা অতিসার, মলবন্ধনা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় রোগ নাশক।

মসল্লাদির গুণাগুণ

গোল মরিচ—অগ্নি বর্ধক, কফ ও বায়ু নাশক, ইহা শ্বাস, শূল ও ক্রিমি বিনাশক।

আদা—ইহা ভেদক, অগ্নিদীপক, বাত ও কফ নাশক, খাওয়ার পূর্বে আদা ও লবণ বিশেষ হিতকর। ইহাতে অগ্নি দীপক, আহারে অরুচি জিহ্বা ও কঠ শোধিত হয়। প্রয়োগ নিষেধঃ কুষ্ঠ, পাণ্ডু রোগ, মূত্রকুস্ত, রক্ত পিত্ত, জ্বর যুক্ত ব্রণ ও দাহ রোগে এবং গ্রীষ্ম শরৎকালে আদা হিতকর নহে।

ধনে—ইহা স্নিঞ্চ, মুত্রজনক, অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিকর, ধারক, ত্রিদোষ নাশক। ইহা তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ ও ক্রিমি নিবারক। ধনে শাক পিত্ত নাশক এবং উপরে লিখিত ধনের গুণ বিশিষ্ট।

হরিদ্বা বা হল্দী—ইহা কফ দোষ, বাত দোষ, রক্ত দোষ, কুণ্ড, প্রমেহ, ত্বক দোষ, ব্রণ, শোষ, পাণ্ডু রোগ, ক্রিমি, বিষ দোষ, অরুচি ও পিত্ত রোগের দোষ দূর করে।

লবঙ্গ—লঘু, চক্ষুর জন্য হিতকর, অগ্নিবর্ধক, পাচক ও রুচিকারক। ইহা কফ, পিত্ত, রক্ত দোষ, তৃষ্ণা, বমি, শূল, কাশ, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় রোগ আশু বিনাশক।

বড় এলাচি—অগ্নি বর্ধক, লঘু। ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কুণ্ড, শ্বাস, তৃষ্ণা, বিষ দোষ, বস্তিগত রোগ, মুখের রোগ, বমি ও কাশ নষ্ট করে।

ছেট এলাচি—কফ, কাশ, শ্বাস, অর্শ রোগ, মূত্রকুস্ত ও বায়ুনাশক, লঘু ও ঠাণ্ডা।

দারুচিনি—ইহা বাতের দোষ দূর করে, পিত্ত দোষ সারায়, সুগন্ধি, শুক্র বর্ধক বলকারক, মুখ শোষ ও ত্রঃ নিবারক।

তেজ পাতা—ইহা কফ, বায়ু, অর্শ, অরুচি বিনাশক।

মেথি—অগ্নি বর্ধক, রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ বাড়ায়, বায়ু শ্লেষ্মা ও জ্বর নিবারক।

মৌরী বা মিঠা জিরা—ইহা যোনি শূল, অগ্নিমাল্য, মলবদ্ধতা, ক্রিমি, শূল, কাশ, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক।

সাদা জিরা—নরম পেট শক্ত করে, হজম শক্তি বাড়ায়, চক্ষুর হিতকারক, বীর্য বর্ধক, গর্ভ থলির সংশোধক, সুগন্ধিকর। ইহা বমি, ক্ষয় রোগ, বাত রোগ, কুষ্ঠ, বিষ রোগ, জ্বর, অরুচি, রক্ত দোষ, অতিসার ক্রিমি রোগ, পিত্তের দোষ, গুল্ম রোগ নাশক।

কালি জিরা—ইহা চক্ষুর হিতকর, পেট শক্ত করে, অগ্নি বাড়ায়, কফ নষ্ট করে, জীৰ্ণ জ্বর, শোথ, শির রোগ ও কুষ্ঠ রোগ ভাল করে।

বড় কালি জিরা—অজীর্ণ, বাত গুল্ম, রক্ত পিত্ত, ক্রিমি, কফ, পিত্ত আম দোষ ও শূল, রোগ নাশক।

পেঁয়াজ—বায়ু নাশক, বেশী পিত্তজনক নহে। বলকারক, বীর্য বর্ধক ও গুরুত্বাক, কফ বর্ধক।

রসুন—পুষ্টিকর শুক্র বর্ধক, মিঞ্চ, পাচক, সারক, ভগ্নহান জোড়া দায়ক, কণ্ঠ শোধক, বলকারক, ব্রণ প্রসাধক, মেধাশক্তি বর্ধক, চক্ষুর হিতকারক, পিত্ত রক্ত বর্ধক। ইহা হৃদরোগ, জীৰ্ণ জ্বর, বৃক বেদনা, মল বর্ধতা, গুল্ম, অরুচি, কাশ, শোষ, অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমাল্য, ক্রিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফ নাশক।

পান—ইহা রুচিকারক, রক্ত পিত্তজনক, বলকারক, কামভাব বর্ধক, ঘা বর্ধক, কফ নাশক, রাতকানা নাশক, বায়ু নিবারক, মুখ দুর্গন্ধ নাশক।

ছাঁচি পান—সুপথ্য, রুচি বর্ধক, অগ্নিদীপক, পাচক ও কফ বাত নাশক।

সুপারী—কফ দূর করে, পিত্তের দোষ নষ্ট করে, মদকারক, অগ্নি বর্ধক, রুচিকারক, মুখের নিরসতা নাশক। কাঁচা সুপারী দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে, পেটের অগ্নি নষ্ট করে, ত্রিদোষ নাশ করে।

সাদা জর্দা বা (তামাক পাতা) কোন গুণ পাওয়া যায় নাই।

চুনা—(যে চুন পানের সহিত খাওয়া হয়) মনে রাখিতে হইবে যে, পাথর চুনা শরীরের ক্যালসিয়াম অর্থাৎ, শক্তিক্ষয় করে, জীবনী শক্তি নষ্ট করে, পাকস্তূলীর শক্তি নাশ করে, এইজন্য কোন মতেই পাথর চুনা খাওয়া উচিত নহে।

বিনুক চুনা ও শামুক চুন—শরীরের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া থাকে।

বিনুক চুনের গুণ—এই চুন বাত, শ্লেষ্মা, মেদো রোগ, অগ্নি পিত্ত শূল, গ্রহণী, ব্রণ ও ক্রিমি রোগ নষ্ট করে। ৮ তোলা চুন দশ সের পানির মধ্যে দুই প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে, সেই পানির সহিত দুধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মধু মেহ রোগ প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নি পিত্ত ও শূল রোগের পথ্য ও ঔষধ। বিনুক চুনের মধ্যে মুক্তার গুণ পাওয়া যায়।

খয়ের—দাঁতের হিতকর। ইহা কুণ্ড, কাশ, অরুচি, মেদো দোষ, ক্রিমি, প্রমেহ, জ্বর, ব্রণ, শিক্র, শোথ, আম দোষ, পিত্ত, রক্ত দোষ, পাণু, কুষ্ঠ, কফ রোগ, অগ্নিমাল্য, অতিসার ও প্রদর নাশক।

হিসাব-পত্র লিখার নিয়ম

আমাদের দেশের বহু লোক আছেন যাহারা হিসাব-নিকাশ, টাকা-পয়সার জমা-খরচ লিখা শিখেন নাই। তাহাদের সুবিধার্থে নমুনা-স্বরূপ কিছু হিসাব করার নিয়ম লিখিয়া দেওয়া হইল।

তাহা ছাড়া স্ত্রীলোকদের জন্যও হিসাব রাখার অভ্যাস করা একান্ত আবশ্যক। কেননা, অনেক সময় তাহারা স্বামীর দেওয়া টাকা-পয়সা রাখিতে না জানার দরুন কত টাকা কি বাবদ ব্যয় হইল তাহা নিয়া পেরেশানী ভোগ করিতে হয়। স্বামীর ধর্মক খাইতে হয়। চাকর-নকর দ্বারা বাজাৰ করাইতে হয়। হিসাব রাখিতে না পারার কারণে চাকরেৱা পয়সার গোজামিল দেয়, চুৱি কৰে।

পূৰ্বের জমা কত ছিল, বৰ্তমানে কত পাওয়া গেল, কি বাবদ কত খরচ হইল তাহা জানা না থাকার দরুন অনুমানে হিসাব দিতে হয় এবং অবিশ্বাসী হইতে হয়। উগ্রপঙ্খী স্বামী অনেক সময় এইসব কারণে অমানুষিক ব্যবহারও কৰিয়া বসে। সে জন্য মেয়েদের অবশ্যই হিসাব শিক্ষা কৰা কৰ্তব্য।

পূৰ্বে ঘোল আনায় বা চৌষট্টি পয়সায় এক টাকা গণনা কৰা হইত। এক আনা ১০ এইরূপ এবং দুই আনা ৩০ এইরূপ লিখা হইত। বৰ্তমানে আৱ আনার প্ৰচলন নাই। এখন একশত পয়সায় এক টাকা গণনা কৰা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা ও পঞ্চাশ পয়সার মুদ্ৰা প্ৰচলিত হইয়াছে। সুতৰাং পূৰ্বের মত টাকা-পয়সার মুদ্ৰার অংক লিখিবাৰ জটিলতা আৱ রহিল না। এখন টাকার অংকেৱ ডান পাৰ্শ্বে “.” দশমিক বিন্দু দিয়া পয়সার অংক লিখিবে। যথা, ১০৪৪ এক টাকা চৌয়াল্লিশ পয়সা, ১৭০.৯৪ একশত সন্তু টাকা চৌৱানবই পয়সা, ১১০.৬ এগাৰ টাকা ছয় পয়সা ইত্যাদি।

হিসাবের নমুনা

প্ৰথমে তাৰিখ ও বাবদ লিখ। তাৰপৰ নীচেৱে লাইন জমা শব্দটা লিখিয়া লম্বা একটা টান ডান দিকে খিচ। তাৰপৰ ডান পাৰ্শ্বে খৰচ শব্দটা লিখিয়া ডান দিকে লম্বা টান দাও। তাপৰ প্ৰত্যেক খৰচেৱ নীচে খৰচ লিখ এবং যোগ কৰিয়া জমা হইতে বিয়োগ দিয়া হাতেৱ নগদ টাকা হিসাব রাখ। খৰচ বেশী হইলে অৰ্থাৎ কৰ্জ হইলে জমাৰ ঘৰে “কৰ্জ বাবদ জমা” শব্দটি লিখিয়া জমা কৰিয়া নেও এবং কৰ্জ পৰিশোধেৱ সময় খৰচেৱ ঘৰে দেনা পৰিশোধ শব্দ লিখিয়া হিসাব রাখ। প্ৰত্যেক প্ৰকাৰেৱ জমা-খৰচেৱ হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

বিঃ তাৎ শই মাঘ ৱোজ শনিবাৰ—১৩৬৮ সন

হাল জমা—		খৰচ—	
মনি আৰ্ডাৱে প্ৰাপ্ত—	৩৫.৪০	কাপড় খৱিদ—	২১.৪৪
বকেয়া জমা ধান বিক্ৰি বাবদ—	৬.৯৪	মাছ বাবদ—	১.৬৮
মোট জমা—	৪২.৩৪	ডাইল বাবদ—	২.০০
মোট খৰচ—	৩০ .৬০	দুধওয়ালাকে—	৫.৪৮
মোট খৰচ বাবদ হাতে রহিল—	১১.৭৪	মোট খৰচ—	৩০.৬০

বিঃ তাঃ ১১ই মাঘ সোমবাৰ—১৩৬৮ সন

		খরচ—	
সাবেক জমা—	১১০৭৪	মাছ তরকারী—	২০১৬
ধান বিক্রি বাবদ—	৯০১৪	লাকড়ী—	৩০০৯
মোট জমা—	২০০৮৮	ধোপার মজুরী—	০৬০
মোট খরচ—	৬০১০	পান সাদা—	০২৫
খরচ বাদে জমা—	১৪০৭৮	মোট খরচ—	৬০১০

বিঃ তাঃ ১৪ই মাঘ বৃহস্পতিবাৰ—১৩৬৮ সন
জমা হইতে খরচ বেশী হওয়ায় কৰ্জ কৰা লাগিল

		খরচ—	
সাবেক জমা—	১৪০৭৮	খাজনা—	২০০১৯
কৰ্জ বাবদ—	২০০১৫	ডাঙুৱাকে—	৪০১৪
	৩৪০৯৩	নৌকা ভাড়া—	২০০০
		ছেলেৰ পুস্তক—	১৮০০৯
৯০৪৯ পয়সা দোকানে বাকী			৮৮০৪২

বিঃ তাঃ ১৬ই মাঘ শনিবাৰ—১৩৬৮ সন

		খরচ—	
সাবেক জমা নাই			
গাছ বিক্রি বাবদ—	৪০০০	দোকানেৰ দেনা শোধ—	৯০৪৯
গৱৰু পাওনা ওয়াশীল—	৪৭০১৪	চাউল দুই মণ—	৬৫০০৭
	৮৭০১৪	কুলিৰ মজুরী—	২০১১
	৮৩০৯২	নাছিমাৰ মাতাকে—	৭০২৫
খরচ বাদে জমা—	৩০২২		৮৩০৯২

বিঃ তাঃ ৩০শে মাঘ, শুক্ৰবাৰ—১৩৬৮ সন

		খরচ—	
সাবেক জমা—	৩০২২	মাছ তরকারী—	২০১৪
নাছিমাৰ মাতা—	৭০২৫	নিমক—	১০০৬
মোট জমা—	১০০৪৭	পেঁয়াজ—	০২৫
		সাবান—	২০১৭
		দুধেৰ মূল্য—	৩০১৩
মোট জমা—	১০০৪৭	মোট খরচ—	৮০৭৫
মোট খরচ—	৮০৭৫		
খরচ বাদ জমা—	১০৭২		

হাতে রহিল এক টাকা বাহান্তৰ পয়সা

জমা খরচ সমান সমান
বিৎ তাং ১লা ফাল্গুন, শনিবার—১৩৬৮ সন

	খরচ—
সাবেক জমা—	২৪০৫৪
হাল জমা নাই	নৌকা ভাড়া—
হাতে কিছুই নাই	চাউল—
	মোট খরচ—
	৬০১২
	২২০৪২
	২৪০৫৪

৬৪ পয়সায় বা ঘোল আনায় টাকা ধরিয়া পুরাতন নিয়মে হিসাব করার জন্য অঙ্গ কথায় সহজ নিয়ম দেওয়া গেল। ইহাকে আর্য্যা বলে।

১ম নিয়মঃ—এক মণের দাম যত টাকা হইবে /২। আড়াই সেরের মূল্য তত আনা হইবে। যথা—একমণ চাউল ২৮, হইলে আড়াই সেরের দাম ২৮ আনা বা ১৫০ আনা হইবে।

২য় নিয়মঃ—এক টাকায় যত সের জিনিস পাওয়া যাইবে ৪০, টাকায় তত মণ জিনিস পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় /১। দেড় সের চাউল পাওয়া গেল ৪০, টাকায় দেড় মণ পাওয়া যাইবে।

৩য় নিয়মঃ—এক টাকায় যত সের বস্তু পাওয়া পাইবে, এক আনায় তত ছটাক বস্তু পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় তিন সের দুঃখ পাওয়া গেলে এক আনায় তিন ছটাক দুঃখ পাওয়া যাইবে।

৪র্থ নিয়মঃ—এক টাকায় যে বস্তু পাঁচ সের পাওয়া যায় ৮, (আট) টাকায় সে বস্তু এক মণ পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় পাঁচ সের গোল আলু পাওয়া গেলে আট টাকায় এক মণ আলু পাওয়া যাইবে।

৫ম নিয়মঃ—১ টাকায় যত গজ কাপড় পাওয়া যাইবে, ১ আনায় তত গিরা পাওয়া যাইবে।

যে সকল গৃহ-কন্যারা স্কুলে বা মন্ত্রে লেখাপড়া করেন নাই এবং অঙ্গ জানেন না, তাহাদের সহজভাবে হিসাব শিক্ষার জন্য উপরোক্ত হিসাবটুকু লিখিয়া দেওয়া হইল।

পোষ্ট এবং টেলিগ্রাম অফিসের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

পত্রাদির নিয়ম—একখানা পোষ্ট কার্ডের দাম নয়া পাঁচ পয়সা। উহার যে পৃষ্ঠে ঠিকানা লেখার দাগ কাটা আছে, তাহার বাম পার্শ্বে নিজ বক্তব্য লিখা যায়; কিন্তু ডান পার্শ্বে শুধু ঠিকানা লিখিতে হইবে। কোন কোন লোক ঠিকানার স্থলে দুই একটা শব্দ লিখিয়া দেয়। ইহা বড়ই অন্যায়। ইহাতে পত্র বেয়ারিং হইয়া যায়। অর্থাৎ, যাহার নিকট পত্র যাইবে, তাহার নিকট হইতে ডাক বিভাগ নয়া দশ পয়সা উগুল করিবে। সুতরাং বাম পার্শ্বে নিজ ঠিকানা এবং বক্তব্য লিখিবে আর ডান পার্শ্বে শুধু ঠিকানা লিখিবে।

২। প্রাপকের নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া পূর্ণরূপে লিখিবে। সে স্থান যদি বিখ্যাত না হয়, তবে পোষ্টের সহিত জেলার নামও লিখে দাও। আর যদি বড় শহরে পত্র পাঠাইতে হয়, তবে মহল্লা ও বস্তির নাম, বাড়ীর নম্বরও লিখিয়া দাও।

৩। যদি লেফাফায় পত্র দিতে চাও, তবে উহার উপর ঠিকানার স্থানে কিছু লিখিলে বে-আইনী হইবে।

৪। যদি পোষ্ট কার্ডের সমতুল্য লম্বা এবং চৌড়া প্লেজ মোটা কাগজে পত্র লিখিয়া ঠিকানার স্থানে ঠিকানা লিখিয়া টিকেট লাগাইয়া দাও, তবে ইহাও পোষ্ট কার্ড বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি উহার উপর টিকেট না দাও, তবে উহা আর প্রাপকের নিকট যাইবে না। ডাক বিভাগের লোকেরা উহা নিয়া লা-ওয়ারিং পত্রে শামিল করিয়া ফেলিবে। হাঁ, যদি পোষ্ট কার্ডের সাইজ হইতে কিছু কম চওড়া থাকে এবং অপর পৃষ্ঠের ডান অর্ধে ঠিকানা দেওয়া থাকে, তবে উক্ত পত্র বেয়ারিং হইয়া মালিকের নিকট পৌঁছিবে; ইহাকে প্রাইভেট কার্ড বলা হয়। এইরূপ কার্ডের ডান দিকে মোহরাদির জন্য স্থান রাখিতে হইবে এবং ডান পার্শ্বে কিছু লিখিবে না। আর যদি বাম অর্ধেকে ঠিকানা লিখ, তবে উহা বেয়ারিং হইয়া যাইবে।

যদি সাদা লেফাফায় ১৫ পয়সার টিকেট লাগাইয়া দাও, তবে উহাও পনর পয়সার ইনভেলোপ হইয়া যাইবে। যদি উহার উপর টিকেট না দাও, তবে ৩০ পয়সার বেয়ারিং হইয়া যাইবে। কিন্তু লেফাফা আটকাইয়া দিতে হইবে। আঠা দিয়া আটকাইয়া না দিলে টিকেটবিহীন ইনভেলোপ লা-ওয়ারিশ চিঠি বলিয়া গণ্য হইবে। পথে যদি টিকেট লাগাইতে না পাও, তবে অন্য পোষ্ট কার্ডের ষাপ্পের চাপ দেওয়া স্থান হইতে কাটিয়া নিয়া অন্য পত্রে লাগাইও না। যদি লাগাও, তবে তাহা বেয়ারিং হইয়া যাইবে।

৫। কার্ড বা লেফাফা এরূপভাবে ধূইও না—যাহাতে টিকেটের রং বিগড়াইয়া যায়। এরূপ ময়লা টিকেট পত্রে লাগাইও না যাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। টিকেটের উপর নিজ নাম লিখিও না। কোন প্রকার দাগও কাটিও না; বরং টিকেট পরিকার রাখ, অন্যথায় পত্র বেয়ারিং হইয়া যাইবে। ব্যবহার্য টিকেটও পত্রে কখনও ব্যবহার করিও না; ইহাতেও পত্র বেয়ারিং হয়। যদি পুর্বের ব্যবহার্য টিকেটের দাগ ধূইয়া মুছিয়া ব্যবহার করিতে চেষ্টা কর, তবে তাহা কঠিন অপরাধ হইয়া যাইবে এবং এইরূপ টিকেট ব্যবহারকারীকে মোকদ্দমায় সোপান্দ করা হয়। অনেক স্থলে কঠিন সাজাও হইয়া থাকে।

৬। কেহ কেহ জওয়াবী কার্ড না পাইলে উত্তরের জন্য দুইখানা কার্ড সেলাই করিয়া জোড়াইয়া দেয়। ইহাতেও চিঠি বেয়ারিং হইয়া যায়। সুতরাং জওয়াবী কার্ড সংগ্রহ করিয়াই পত্র দেওয়া উচিত। জরুরী পত্রাদি তাড়াতাড়ি বিলি করার জন্য প্রেরককে এক্সপ্রেস ডেলিভারীর জন্য অতিরিক্ত ১৫ পয়সার টিকেট লাগাইতে হয়। লেফাফায় পত্র ভরিয়া নিষ্ক্রি দ্বারা এক তোলার ওজন লইয়া পত্রাটি ওজন দাও। এক টাকায় এক তোলা হয়, যদি এক তোলার বেশী ওজন না হয়, তবে ১৫ পয়সায় যাইবে। এক তোলার বেশী হইলেই প্রতি তোলায় ৫ পয়সার টিকেট বেশী লাগে। আর যদি অতিরিক্ত চার্জের টিকেট না দিয়া পত্র ছাড়, তবে প্রাপকের নিকট হইতে ডবল চার্জ উসুল করা হইবে। অর্থাৎ, এখানে যে টিকেট লাগিত উহার দ্বিগুণ।

যদি প্রাপক বেয়ারিং পত্র গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করে, তবে সেই পত্র তোমার অর্থাৎ, প্রেরকের নিকট ফিরিয়া আসিবে এবং তোমাকেই উহার দ্বিগুণ মাশুল দিতে হইবে। আর যদি তুমি এই মাশুল দিতে অনিচ্ছুক হও, তবে ভবিষ্যতে তোমার নামের পত্র আটক রাখা হইবে, যাবৎ তুমি উক্ত ঋণ পরিশোধ না করিবে, তাবৎ তোমার চিঠি বিলি করা হইবে না।

৭। এক লেফাফায় কয়েকজনের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পত্র লিখিও না। কেননা, ডাক বিভাগের নিয়েধ আছে। তা ছাড়া শরীততেও একাপ করা দুরস্ত নহে। হাঁ, তুমি যাদের সম্বন্ধে জানিতে চাও তাদের বিষয় ঐ একই পত্রে দু'চার কথা লিখিতে পার, তাতে দোষ নাই। কিন্তু অনর্থক এক লেফাফায় কতকগুলি চিঠি বানাইয়া সাজাইয়া লিখিয়া দিও না।

৮। চিঠি বা পার্শ্বের উপর যত মূল্যের টিকেট লাগান প্রয়োজন, তাহা হইতে কম লাগাইলে যত কম টিকেট লাগান হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ প্রাপকের নিকট হইতে উসুল করা হইবে।

বুক-পোষ্টের নিয়ম

১। যে সমস্ত কাগজ ছাপান, যেমন, কিতাব, খবরের কোগজ বা মাসিক পত্র-পত্রিকা। যদি ইহা ডাকে পাঠাইতে হয়, তবে এমনভাবে উহা প্যাকেট করিবে যেন ডাক ঘরের লোকের খুলিতে অসুবিধা না হয়। এই প্রকারের পার্শ্বকে বুক পোষ্ট পার্শ্বে বলে। প্রথমে উহার পাঁচ তোলা পর্যন্ত ৭ (সাত) পয়সা, উহার অতিরিক্ত প্রতি ২।।।০ তোলা বা উহার অংশের জন্য ৩ পয়সার টিকেট বাড়াইতে হইবে।

২। বুক পোষ্ট পার্শ্বের মধ্যে চিঠি দেওয়া নিয়েধ।

৩। বুক পোষ্ট পার্শ্বের মধ্যে কোন টাকার নোট, ছুণি ষ্ট্যাম্প বা ব্যাক্সের নোট ইত্যাদি কাগজপত্র যাহার পরিবর্তে টাকার মূল্য পাওয়া যায়, তাহা পাঠান নিয়েধ। পার্শ্বের প্যাকেট দুই ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া এবং এক ফুট উঁচু হইবে, ইহার অতিরিক্ত হইতে পারিবে না। আর যদি গোলাকার করিয়া বাটিয়া দেওয়া হয়, তবে ৩০ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪ ইঞ্চি মুখে, ইহার অতিরিক্ত প্যাকেট করা যাইবে না।

৪। প্যাকেট পাঠানোর সময় যদি টিকেট এখান হইতে না লাগাইয়া দাও, তবে বেয়ারিং হইয়া যাইবে ও প্রাপকের নিকট দ্বিগুণ মাশুল উসুল করা হইবে। সে যদি পার্শ্বে না রাখে, তবে প্রেরকের নিকট হইতেই সেই দ্বিগুণ মাশুল উসুল করা হইবে।

রেজিস্টারীর নিয়ম—চিঠি-পত্র, প্যাকেট বা পার্শ্বের যদি বেশী হেফায়ত করিতে চাও, তবে উহা বেজিস্টারী করিয়া লও। অর্থাৎ, পত্রের উপর অতিরিক্ত আরও ৪০ পয়সার টিকেট লাগাও এবং নিজে অফিসে যাইতে না পারিলে পিয়নকে বলে দাও যে, ইহাকে রেজিস্টারী করিয়া দিতে হইবে। অফিস হইতে রেজিস্টারী করার একটি রসিদ পাওয়া যাইবে। উহা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিও।

যদি তুমি ইচ্ছা কর যে, যাহার নিকট যাহা পাঠাইবে, তাহার দস্তখত করা প্রাপ্তি স্বীকার রসিদও পাওয়া দরকার, যেন সে পত্র পাওয়া অস্বীকার করিতে না পারে যে, আমার নিকট পত্র বা পার্শ্বে পৌঁছে নাই, তবে তুমি আরও ১।৩ পয়সার টিকেট দিয়া একনোল্যাজম্যান্ট রসিদ দিয়া দাও। অথবা পোষ্ট মাস্টারকে বল, প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ বা একনোল্যাজম্যান্ট রসিদ দিয়া দেন। উহা একখণ্ড ছোট ছাপান কাগজ। উহার এক পার্শ্বে প্রেরকের ঠিকানা এবং অপর পার্শ্বে প্রাপকের ঠিকানা লিখার ঘর থাকে। তাহা পুরা করিয়া পত্রের সহিত বাঁধিয়া দিলেই প্রাপকের নিকট তোমার প্রেরিত পত্র বিলি করার সময় প্রাপকের দস্তখত হইয়া উক্ত রসিদ ফেরত ডাকে তোমার নিকট আসিবে। ইনসিওর বা ছুণি, টিকেট, ষ্ট্যাম্প, ইত্যাদির হেফায়তের জন্য রেজিস্টারী করা প্রয়োজন। কেননা, রেজিস্টারী না হইলে যদি উহার কোন প্রকার ক্ষতি হয়, তবে ডাক বিভাগ সে জন্য দায়ী হইবে না।

রেজিষ্টারী পত্রের নীচের দিকে বাম পার্শ্বে নিজ ঠিকানা নাম ধাম লিখে দাও। কেননা, যাহার নিকট পাঠাইতেছ তাহাকে যদি না পাওয়া যায়, তবে যেন অবিলম্বে তোমার নিকট ফেরত আসিতে পারে।

বীমা বা ইনসিওরের নিয়ম

যদি কোন মূল্যবান বস্তু যাহা সোনা রূপার অলঙ্কার বা টাকার নেট ইত্যাদি কোথায়ও নিরাপদে পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে উহা ইনসিওর করিয়া দাও।

বীমার এনভেলাপ বা প্যাকেটের সেলাই করার স্থানটা প্রত্যেক ইঞ্চির পর পর গালা দিয়া কোন নাম খোদাই করা সীল দ্বারা মোহর করিয়া দাও। বুতাম, পয়সা বা টাকা কিংবা ফুল ইত্যাদির ছাপ দিও না। বীমার উপর প্রাপকের এবং প্রেরকের ঠিকানা পরিঙ্কার লিখিয়া দাও। বীমার মূল্যও লিখিতে হইবে। যেমন ৩০০ তিন শত টাকা বা ৫০০ পাঁচ শত টাকা ইত্যাদি। মূল্যটা কথায়ও লিখিয়া দিতে হইবে। আর যদি টাকা বীমা করিয়া থাক, তবে টাকার সংখ্যাও কথায় ও অক্ষে লিখিয়া দিতে হইবে।

যদি তিনশত বা উহার কম টাকা বীমা করিয়া থাক, তবে লেফাফার মূল্য এবং রেজিষ্টারীর খরচের অতিরিক্ত .৫০ পয়সার টিকেট লাগাইতে হইবে। তিন হাজার টাকার অতিরিক্ত ইনসিওর করা যায় না। যদি লেফাফার মধ্যে নেট ভর্তি করিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে উহা ইনসিওর করিতেই হইবে।

ইনসিওর বা বীমার জন্য পোষ্ট অফিস হইতে রেজিষ্টারী লেফাফা সবচেয়ে নিরাপদ। কেননা, উহার ভিতর দিকে কাপড় লাগান থাকে এবং খুব মজবুত হওয়ার কারণে নেটগুলি ভাল থাকে। উহার উপর রেজিষ্টারী খরচ দিতে হয় না, লেফাফার মূল্যের সহিতই রেজিষ্টারী চার্জ নিয়া নেওয়া হয়। উহার ওজন যদি এক তোলার অতিরিক্ত না হয় বা এক তোলার কম হয়, তবে উহা রেজিষ্টারীর সময় অতিরিক্ত পয়সা দিতে হইবে না। যদি এক তোলার বেশী হয়, তবে চিঠির নিয়ম মত তোলা বা তোলার অংশের জন্য পাঁচ পয়সার টিকেট লাগাইতে হইবে।

টাকা, সোনা, চাঁদি ও মূল্যবান পাথরাদি, নেট বা উহার অংশ, অথবা সোনা চাঁদির তৈরী কোন বস্তু অবশ্যই বীমা করিতেই হইবে। বীমা ছাড়া পাঠাইলে ডাক ঘরের লোকেরা জানিতে পারিলে উহা প্রেরককে ফেরত দিবে এবং এক টাকা জরিমানা আদায় করিবে অথবা যদি প্রাপক অঙ্গীকার করে যে, উহা তাহার রাখার ইচ্ছা নাই, তবে বীমাহীন পার্শ্বে প্রেরককে দেওয়া হইবে এবং এক টাকা জরিমানা উসুল করা হইবে।

পার্শ্বের নিয়ম—১। টাকা, পয়সা, অলংকার, ঔষধ, আতর অথবা কাপড় ইত্যাদি দ্রব্য কোন ডিক্বার মধ্যে বা কোন বাক্সে ভরিয়া উহার উপর কাপড় মোড়াইয়া সেলাই করিয়া গালা দিয়া আটকাইয়া ডাকে পাঠানের নামই হইতেছে পার্শ্বে। পার্শ্বের মাশুল—প্রতি চালিশ তোলার জন্য ৫০ পয়সা এবং তদুর্ধ্বে আরও ৪০ তোলা বা উহার অংশের জন্য ৫০ পয়সা।

২। সাড়ে বার সের বা ১০০০ তোলা পর্যন্ত পার্শ্বে পাঠান যায়।

৩। পার্শ্বের মধ্যে একটা পত্র দেওয়ার অনুমতি আছে, তাহা শুধু ঐ ব্যক্তির নামেই থাকিবে যাহার নামে পার্শ্বে যাইবে।

৪। পার্শ্বের সেলাইগুলির উপর উত্তমরূপে গানা লাগাইয়া মোহর করিয়া দিও। উহাতে হেফায়ত হইবে।

৫। এত ছোট পার্শ্বে করিও না যাহার উপর ডাকঘরের মোহর করার স্থান হয় না।

৬। পার্শ্বে বেয়ারিং যায় না। উহার মধ্যে যদি মূল্যবান বস্তু থাকে, তবে উহা রেজেষ্টারী করাইয়া দাও, তাহা হইলে নিরাপদে পৌঁছিবে।

ভি, পি-এর নিয়ম

১। কাহারো নিকট কোন বস্তু ডাকে পাঠাইয়া যদি উহার মূল্য উসুল করিয়া লইতে চাও, তবে পার্শ্বে প্যাকেট বা পত্রের উপর প্রাপকের ঠিকানা লিখিয়া উহার মূল্য যথাঃ—ভি, পি মূল্য—এগার টাকা, এইরূপ লিখিয়া উহার সহিত একখানা ভি,পি, মনিঅর্ডার ফরম পুরা করিয়া পাঠাইয়া দাও। ইহা রেজেষ্টারী করান অবশ্য কর্তব্য। এই জন্য মাশুলের টিকেট যত মূল্যের হইবে, উহার অতিরিক্ত টিকেট লাগাইতে হইবে। পোষ্ট অফিস হইতে তুমি একটা রসিদ পাইবে উহা যত্নে রাখিও। প্রাপক হইতে তোমার প্রাপ্য টাকা উসুল হইয়া তোমার নিকট পৌঁছিবে।

২। এক হাজার টাকার অতিরিক্ত ভি, পি, হইতে পারে না।

৩। সরকারী ভি, পি, ছাড়া সাধারণ ভি, পি, আনার ভংগাংশে হয় না।

৪। যদি প্রাপক ভি,পি, রাখিতে অসম্ভব হয়, তবে প্রেরকের নিকট উহা ফেরত দেওয়া হইবে। মূল্য তলব করা ভি,পি'র টাকা যদি এক মাসের মধ্যে উসুল হইয়া না আসে, তবে সংশ্লিষ্ট পোষ্টল কর্মচারীকে লিখিতে হইবে।

মনিঅর্ডারের নিয়ম

যদি তুমি ডাকযোগে অন্যত্র টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে ডাকঘর হইতে একটা মনিঅর্ডার ফরম লইয়া তাহা পূরণ করিয়া টাকা ও ফরম ডাকঘরে পাঠাইয়া দাও। সাথে সাথে টাকা পাঠাইবার মাশুলও পাঠাইয়া দাও। একখানা রসিদ পাইবে উহা স্বত্ত্বে রাখিও। প্রাপকের দস্তখত হইয়া উক্ত মনিঅর্ডারের এক অংশ তোমার নিকট আসিবে।

একসঙ্গে ৬০০ (ছয় শত) টাকা উর্ধ্বে মনিঅর্ডার করা যায় না।

মনিঅর্ডারের মাশুল প্রতি দশটাকা বা উহার অংশের জন্য ৩০ পয়সা। এরোপ্লেনে মনিঅর্ডার পাঠাইতে হইলে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়। একশত টাকার উর্ধ্বে মনিঅর্ডার করিলে উহার মাশুলের হিসাব প্রথম হইতে ধরিতে হইবে।

১। মনিঅর্ডার ফরমের নীচে কিছুসাদা স্থান থাকে সে স্থানে প্রেরকের বক্তব্য লিখার অধিকার আছে।

২। প্রাপকের নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে, অন্যথায় লিখার গোলমালে অন্যত্র টাকা বিলি হইলে ডাক বিভাগ দায়ী হইবে না।

৩। প্রাপক যদি টাকা না রাখে বা ঠিকানা ভুল হওয়ার কারণে টাকা বিলি না হয়, তবে উহা প্রেরকের নিকট ফেরত আসিবে।

৪। তোমার টাকা অতিসত্ত্ব পৌঁছাইতে হইলে, টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার কর।

টেলিগ্রামের নিয়ম—টেলিগ্রাম দুই প্রকার, জরুরী ও সাধারণ। পাকিস্তানের যে কোন স্থানে টেলিগ্রাম পাঠান হটক না কেন উহার মাশুল ঠিকানাসহ প্রতি ৮ শদ্দের জন্য .৮৭ পয়সা

ও অতিরিক্ত প্রতি শব্দের জন্য .৬ পয়সা। জরুরী টেলিগ্রামের ফিস, সাধারণ টেলিগ্রামের ফিসের দ্বিগুণ।

পাসপোর্ট ও ভিসা

এক রাষ্ট্রের কোন লোক অন্য রাষ্ট্রে গমন করার জন্য নিজ রাষ্ট্র সরকারের নিকট হইতে যে অনুমতি পত্র লইতে হয়, উহাকে পাসপোর্ট বলে। আর যেই ভিন্ন রাষ্ট্রে গমন বা অবস্থান করার প্রয়োজন হয়, সেই রাষ্ট্রের সরকারের নিকট হইতে যে অনুমতি পত্র লইতে হয় উহাকে ভিসা বলে। পাসপোর্ট অফিস হইতে .১৩ পয়সা মূল্য দিয়া ছাপান ফরম লইয়া উহা পূরণ করিয়া নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী তিন টাকা ফিস জমার রাসিদসহ জেলা অফিসারের নিকট পাঠাইতে হয়। উহা মঙ্গুর হইলে পাসপোর্ট পাওয়া যায়। পাসপোর্টের মেয়াদ আপাততঃ পাঁচ বৎসর। পাসপোর্ট পাওয়ার পর ভিসার জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। ভিসার জন্যও ছাপান ফরম পাওয়া যায়। নির্ধারিত নিয়মে এক টাকা ফিস দিয়া যে দেশে যাইতে ইচ্ছুক সেই দেশের হাইকমিশনার বরাবরে দরখাস্ত করিতে হয়। তিনিই ভিসা প্রদানের অধিকারী।

॥ তৃতীয় জিল্দ সমাপ্ত ॥